আনোয়ারা।

পারিবারিক ও সামাজিক

উপন্যাস।

—— :*: ——

মোহাম্মদ নজিবর রহমান প্রণীত।

১৩২১।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

প্রকাশক—মহম্ম[illegible]

নূর লাইব্রেরী ১২।১ সারেঙ্গ-

কলিকাতা।

মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌।

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

রাজসাহী—মোহামেডান

এসোশিয়েসনের সুযোগ্য সেক্রেটারি

,, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সুদক্ষ ভাইস্ চেয়ারম্যান

,, মিউনিসিপালটির সম্মানিত মেম্বর

,, জজকোর্টের খ্যাতনামা উকিল

সমাজ হিতকামী

মৌলবী মোহাম্মদ এমাদুদ্দিন আহ্মদ বিএ, বিএল,

সাহেবের করকমলে সম্মানের চিহ্ন-স্বরূপ অর্পিত হইল।

বিনীত

গ্রন্থকার

মুখবন্ধ।

প্রথম কথা।—অনেক লোকের ধারণা, উপন্যাস পাঠে কোনফল নাই; বরং ঘটনা বা অবস্থা বিশেষে, মনের বিকার জন্মাইয়া দেয়। যাঁহারা উপন্যাসের মর্ম্ম বুঝিয়া উহা পাঠ করেন, এ ধারণা তাঁহারা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করিবেন। জোলে-খাঁ, লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ পাঠে তরলমতি পল্লব-গ্রাহী পাঠক পাঠিকার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, সংযম-শিক্ষাও পরাৎপরের সান্নিধ্য লাভের পক্ষে এমন পুস্তক জগতে কমই আছে।

উপন্যাস, পাপের শাস্তি, পুণ্যের প্রত্যক্ষ পুরস্কার, মানুষকে চো'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়; গুরুজনে ভক্তি, বান্ধবে প্রীতি, কনিষ্টে স্নেহ ও অনুগতজনে বাৎসল্য, মধুর ভাবে শিক্ষা দেয়। সৎশিক্ষায় স্ত্রী পুরুষ, পাপতাপ-দগ্ধ হিংসা-বিদ্বেষ অভাব-পূর্ণ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তোলে। আবার কুশিক্ষা বা অশিক্ষায় সুখ-শান্তির সংসারকে নিরয় নিবাসের যোগ্য করিয়া ফেলে। দম্পতি পরস্পর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সংসারের পর্ব্বত প্রমাণ পঙ্কিল বাধা বিঘ্ন অম্লান চিত্তে লঙ্ঘন করতঃ ক্রমশঃ ঐশ্বরিক পথে অগ্রসর হইতে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন,—এসকল তত্ত্ব আমরা উপন্যাস পাঠে অবগত হই। আবার ইহা পারিবারিক ও সামাজিক চরিত্র গঠনেরও অমোঘ উপায়। ফলতঃ উপন্যাস, একদিকে যেমন তাপদগ্ধ মরুর প্রমোদোদ্যান; অন্যদিকে তেমনি অশেষবিধ শুভ ফলের

আধার; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় আমা-দিগের এই প্রকার জাতীয় উপন্যাস একেবারেই নাই। বর্ত্তমান জাগরণযুগে, ইহা আমাদের একটা বড়ই অভাব; পরন্তু এ অভাবটি যেমন গুরুতর, তাহার পূরণ করাও আবার তদপেক্ষা কঠিন।

প্রসিদ্ধ বান্ধব সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ-বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিত কালে জনৈক মান্যবর রাজপ্রতিনিধি ঢাকার সফরে গিয়াছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে ঘোষ-বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাদিগের দেশে ভাল উপন্যাস জন্মে না কেন?" তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "ছোটবেলায় আমাদের দেশের মেয়েদিগের বিবাহ হয় বলিয়া।" ঘোষ-বিদ্যাসাগর মহাশয় সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, তবে তৎসঙ্গে আর একটি পদ প্রয়োগ করিলে উত্তরটি সার্ব্বজনীন হইত।— সেটি অবরোধ-প্রথা। ফলতঃ যে দেশে যে জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত, তথায় প্রকৃত ভিত্তির উপর স্বাভাবিক জাতীয় উপন্যাস সৃষ্টি করা যে কত কঠিন, তাহা প্রকৃত উপন্যাসকার ব্যতীত অন্যের অননুভাব্য। তবে এপর্য্যন্ত আমাদের এই জাতীয় অভাবের প্রতি কোন মহাত্মা দৃষ্টিপাত করেন নাই, তাই সুধিজন-সন্নিধানে বামনের চন্দ্র-স্পর্শ-বাসনাবৎ উপহাসের লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ভরসা, উদারচেতা সহৃদয় ব্যক্তি কখন কখন উপহাসের জিনিষও হাতে তুলিয়া আদর করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় কথা।—মাতৃভাষার সহিত ধর্ম্মভাষার মিশ্রণ না থাকিলে ভাষার ভাবে জোর বাঁধে না ; এবং জাতীয় জীবন পুণ্য-পথগামী ও সঞ্জীবিত করার যে উদ্দেশ্য, তাহাও সফল হয় না।। আমাদের হিন্দুভ্রাতৃগণ, মূল হইতে একথাটি ভালরূপে বুঝিয়া বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাঁহাদের সাড়ে পনর আনা ধর্ম্মভাষার সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, দীন লেখক মনে করে, তাহাতেই তাঁহাদের জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও থাকিবে। পরন্তু বাঙ্গালা তাঁহাদের যেমন, আমাদেরও তেমনি মাতৃভাষা ; কিন্তু এই ভাষায় আমাদের সুলেখকের সংখ্যা বিরল বলিয়া ইহার সহিত এ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মভাষার 'খাপ্' খাইয়া উঠিতেছে না। আজ কাল আমাদের দুই চারিজন যাঁহারা মাতৃভাষা-বাঙ্গালার পরিচর্য্যায় রত হইয়াছেন, ভাগ্যদোষে তাঁহারাও ভিন্ন ধর্ম্মী লেখকগণের পন্থানুসরণে যাইয়া জাতীয়ত্ব হারাইতে বসিয়াছেন। আমাদের দুর্গতির শত কারণ মধ্যে ইহা একটি প্রধান কারণ। তাই এই পুস্তকের ভাষায় আল্লা, খোদা, পানী, ওজু, নামাজ, রোজা, ফুফু, মামানী, দাদি, বাবাজান, খোসএল্‌হান, আছর, মগবর প্রভৃতি জাতীয় শব্দ প্রয়োগে সংকোচ বোধ করি নাই। তবে এইরূপ করায় ইহা যে পাঠক পাঠিকাগণের অরুচিকর অফুটন্ত খিচুড়ী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়া তাহা করিয়াছি। এখন ভাবনার বিষয় ঐরাবতের (১) দশা না ঘটে।

(১) ঐরাবত হস্তী ;—দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন। একদা গঙ্গাদেবী

তৃতীয় কথা।—(১) শতাধিক উচ্চ শিক্ষিত মহাশয় ব্যক্তি ও দ্বিশতাধিক কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রের যৎপরোনাস্তি আগ্রহে পুস্তক দ্রুত মুদ্রণে বাধ্য হইয়াছি।

(২) দূরে থাকা বশতঃ নিজে প্রুফ দেখিতে পারি নাই।

(৩) প্রেস হইতে সত্বর পুস্তক বাহির করিবার জন্য যাঁহার উপর প্রুফ দেখার ভার দেওয়া হইয়াছিল, দীনের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনিও মনোযোগ সহকারে প্রুফ দেখিতে পারেন নাই।

(৪) ইহার উপর মুদ্রাযন্ত্রের ভুল ত আছেই।

ফলতঃ এই চতুর্ব্বিধ কারণে পুস্তকে পর্য্যাপ্ত ভুল রহিয়া গেল এমন কি ১—১৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণ, শব্দ ও পদের পর্য্যায় ভাঙ্গা হইয়াছে। দুই এক স্থান ছাড় পড়িয়াছে, ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় এক কথা দুইবার লেখা হইয়াছে। পুস্তকের এত দোষ একান্ত অমার্জ্জনীয়। তথাপি "ক্ষমা মহতের লক্ষণ",—এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ করতঃ সুধীগণ পুস্তকের ইহাই প্রথম সংস্করণ মনে করিয়া দীন লেখকের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "যে আমার গতিরোধে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিব।,, ঐরাবত মত্ততাবশে গঙ্গার গতিরোধে দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু সে গঙ্গাস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে গড়াইতে গড়াইতে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলিয়া রক্ষা পায়।

কৃতজ্ঞতা।

সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ—উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, রাঘব বিজয় কাব্য, ত্রিদিব বিজয় কাব্য, প্রশ্ন, বঙ্গদর্পণ, শান্তিশতক পরবশতা ও মানব সমাজ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—প্রসিদ্ধ দর্শনিক পণ্ডিত কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়, শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট সিনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষক শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ মোজাহেদ আলী বি এ (আলিগড়) সাহেব; মুশ্লেম বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ চিহ্নিত ছাত্র, সংস্কৃতে বি এ অনার, ভাষা বিজ্ঞানে একমাত্র এম, এ, ও বি এল পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং আরবী, পারসী, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ সহীদ উল্লা সাহেব; বাঙ্গালা গদ্যে মুসলমান সুলেখক শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ ইযাকুব আলী চৌধুরী সাহেব ও জাতীয় মঙ্গলের কবি শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব;—তাঁহাদের স্ব স্ব অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তক পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

১৯১৪। ১৮ই মে, রাজসাহী মাদ্রাসা।

অকিঞ্চন
গ্রন্থকার।

অনুরাগ-পর্ব

আনোয়ারা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাদ্রমাসের ভোর বেলা। স্বর্গের ঊষা মর্ত্ত্যে নামিয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিলাইতেছে, তাহার অমিয় কিরণে মেদিনী-গগন হেমাভবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের নিম্ন সমতল গ্রামগুলি সোণার জলে ভাসিতেছে। কর্ম্মজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ছোট বড় মহাজনী নৌকাগুলি ধবল পাখা বিস্তার করিয়া গন্তব্যপথে ঊষা-যাত্রা করিয়াছে। পাখীগণ সুমধুর স্বরলহরী তুলিয়া জগৎপতির মঙ্গল-গানে তান ধরিয়াছে। ধর্ম্মশীল মুসলমানগণ প্রাভাতিক নামাজ অন্তে মসজেদ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন। হিন্দু-পল্লীর শঙ্খঘণ্টা-রোল থামিয়া গিয়াছে।

এই সময়ে মধুপুর গ্রামের একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা খিড়কী-দ্বারে বসিয়া বন্যার জলে ওজু (১) করিতেছিল। তাহার মুখ, হস্তদ্বয়ের

(১) উপাসনা বা কোরাণ পাঠ জন্য হস্তমুখাদি প্রক্ষালন।

অৰ্দ্ধ ও পদদ্বয়ের গুল্‌ফমাত্র অনাবৃত এবং সমস্ত দেহ কাল ইঞ্চিপেড়ে ধুতি-কাপড়ে আবৃত। গায়ে লালফুলের কাল ডোরা ছিটের কোর্ত্তা। দুই হাতে ছয় গাছি চাঁদির চুড়ি। অযত্ন-বিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি আল্‌গা-ভাবে খোপা-বাঁধা। বালিকার মুখমণ্ডল বিষাদে ভরা!

বালিকা যেস্থানে বসিয়া ওজু করিতেছিল, তাহার সম্মুখ দিয়া উত্তর দক্ষিণে লম্বা অনতিবিস্তৃত খাল, দক্ষিণ মুখে ঢালু, বারিরাশি দুকূল প্লাবিত করিয়া স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বপারে একখানি পান্‌সী নৌকা পাট ক্রয়ের নিমিত্ত উত্তর-দক্ষিণ মুখে লাগান রহিয়াছে। একজন যুবক সেই নৌকার ছৈ মধ্যে বসিয়া স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে কোরাণশরিফ পাঠ করিতেছেন। নৌকায় তিন জন মাঝি, এক জন যাচনদার, একটী পাচক ও যুবক স্বয়ং ছিলেন। যুবকের আদেশে যাচনদার মাঝিগণসহ পাটের সন্ধানে ভোরেই পাড়ার উপর নামিয়া পড়িয়াছে।

যুবক নৌকায় বসিয়া কোরাণ পাঠ করিতেছেন। যুবকের দেহের বর্ণ ও গঠন সুন্দর; নবোদ্ভিন্ন ঘনকৃষ্ণ গুম্ফ-শ্মশ্রু তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যুবকের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসর। মাথায় রুমী টুপী, গায়ে সাদা সার্ট ও পরিধানে রেঙ্গুনের লুঙ্গী। এই সাধারণ পরিচ্ছেদেও তাঁহাকে কোন আমিরের বংশধর বলিয়া বোধ হইতেছে।

বালিকা ওজু করিতেছে; কিন্তু গত-ঘটনা-পরম্পরার যুগপৎ ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত হৃদয়ের ভাব যেন তাহার মুখে ক্রীড়া করিতেছে। আবার এই অবস্থায়ও গাঢ় অন্ধকারময়ী রজনীতে নিবিড় জলদ-জাল-মধ্যবর্ত্তী ক্ষণপ্রভার বিকাশবৎ আশার একটী ক্ষীণোজ্জ্বলরেখা বালিকাকে কোন্ সুন্দর সুধাময় শান্তিরাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতেছে।

বালিকা নৌকার উপর কোরাণশরিফ পাঠ শুনিয়া মস্তকোত্তোলন করিল। সে মায়ের মুখে শুনিয়াছিল কোরাণের মত উত্তম জিনিস আর কিছু নাই, উহা যে পড়ে—যে শুনে তাহার জন্য বেহেশ্‌তের (১) দ্বার উন্মুক্ত। বালিকার, দাদিমাও সদাসর্ব্বদা বলিতেন, কোরাণশরিফ-রূপ শরাবন-তহুরা (২) পাঠে ও শ্রবণে মানুষের অন্তরনিহিত অশান্তি-আগুন নিভিয়া যায়! বালিকা, জননী ও দাদিমার উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রতিদিন প্রাতে কোরাণশরিফ পাঠ করিত; আজও তজ্জন্য ওজু করিতে বসিয়াছে। কিন্তু নৌকার মধুবর্ষী স্বরে কোরাণ পাঠ বালিকাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। সে ওজু ভুলিয়া গিয়া অনন্যচিত্তে কোরাণশরিফ পাঠ শুনিতে লাগিল।

যুবক কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া দুই হাত তুলিয়া নিমীলিত নেত্রে মুনাজাত (৩) করিতে লাগিলেন;—

"দয়াময়! তোমার পবিত্র নামে আরম্ভ করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি অনাদি অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি ধৈর্য্য ও ক্ষমার আধার, তুমি অসীম করুণার উৎস। তুমি কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পাতা। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই তোমার দয়ায় মায়ের বুকে তাহার আহারের বন্দোবস্ত হইতেছে। করুণাময়, অগাধ সাগরের তলে, কঠিন পাথরের মধ্যে থাকিয়াও অতি ক্ষুদ্র কীট সকল তোমার কৃপায় আহার পাইয়া সানন্দে বিহার করিতেছে। তাই বলিতেছি, হে প্রভো! তোমা অপেক্ষা আর বড় কে? তোমার চেয়ে আর দয়ালু কে? বিভো! তুমি যে কি তাহা তুমিই জান, তোমাকে জানে বা বোঝে তোমার অনন্ত

---

(১) স্বর্গের (২) অমৃত সরবৎ। (৩) প্রার্থনা।

বিশ্বে এমন কে আছে ? নাথ, তুমি যত বড় যেমনটি হওনা কেন, তু
আমাকে অবহেলা করিতে পার না, আমি তোমার আঠার হাজার আলমে
(১) শ্রেষ্ঠতম জীবমধ্যে একজন। আমার গ্রাসাচ্ছাদন তোমাকে জোগাই-
তেই হইবে। আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও তোমাকে শুনিতে হইবে।"

"দীননাথ! দীনের প্রার্থনা, আমাদের ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যিনি তোমারই একত্বের পূর্ণপ্রচারক এবং তাঁহারই বংশধর মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির জ্ঞানবর্ত্তিকা। অতএব, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের পবিত্র আত্মার উপরে তোমার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। সমস্ত মুসলমান নরনারীর সুখশান্তির নিমিত্ত তোমার বরকতের (২) দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও। তোমার দাসগণ ইমান-ধন হারাইয়া দ্রুতবেগে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে, তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। নিজগুণে ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে গুণবান্ কর। ভ্রাতৃভাবে প্রীতির পবিত্র সূত্রে সমস্ত মানব-জাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে মতি দাও; স্বর্গীয় শোভায় মর্ত্ত্য উদ্ভাসিত হউক।"

"অনাথনাথ! কৈশোরে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি, এই যৌবনে পিতৃশোকে সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। প্রভো! তুমি সকলই জান, দাস অকৃতদার, যদি গোলামকে সংসারী কর, তবে যেন প্রেমের পথে তোমাকে লাভ করিতে পারি। আমিন।"

যুবক বহির্জ্জগৎ ভুলিয়া একাগ্রমনে মোনাজাত করিতেছিলেন। তন্ময়চিত্ততায় তাঁহার পবিত্র হৃদয়োদ্ভূত ভক্তিবারি নয়নপ্রান্ত বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল।

(১) ভুবন। (২) আয় উন্নতি।

বালিকা কোরাণশরিফ, মেফ্তাহল জিন্নাত, রাহেনাজাত, পান্দেনামা, গোলেস্তাঁ প্রভৃতি আরবী, পারসী ও উর্দ্দু কেতাব তাহার দাদিমার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। মোনাজাত আরবী-মিশ্রিত উর্দ্দুতে উচ্চারিত হইতে-ছিল, সুতরাং সে তাহার অর্থ অনেকাংশে বুঝিতে পারিতেছিল। বুঝিয়া-শুনিয়া বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অসহ্য মনোবেদনা ভুলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—"আহা, আজ কি শুনিলাম! এমন খোস-এলহানে (১) কোরাণশরিফ পাঠ ত কখন শুনি নাই, এমন মধুর উচ্চারণও ত কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই! কি মধুমাখা মোনাজাত! এমন সুন্দর মোনাজাত ত কখন কর্ণগোচর হয় নাই। বুঝিবা কোন ফেরেস্তা মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মধুপুরে আসিয়াছেন, নচেৎ এমন বিশ্বপ্রেমভরা মোনাজাত কি মানবমুখে উচ্চারিত হইতে পারে? মোনাজাতে যেন হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন যুবকের মোনাজাতের শেষ কথা কয়টী বালিকার মনে পড়িল, তখন সহসা অলক্ষিতে তাহার গোলাপ-গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, স্বেদবারিবিন্দু মুখমণ্ডলে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পাঠক, সোণার গাছে মুক্তাফল বুঝি এইরূপেই ফলে। বালিকা এক্ষণে সেই দূর ভবিষ্যৎ আশার আলোকে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল,—"তবে ইনিই কি—তিনি?"

(১) সুমধুর রবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক মোনাজাত অন্তে পশ্চাৎ ফিরিয়া সযত্নে যুজদানে (১) কোরাণশরিফ বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিতে নৌকার ভিতরের দিকে আরও সরিয়া গেলেন। বালিকার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। আত্মহারা বালিকাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। এই সময় বালিকার পশ্চাদ্দিক্ হইতে—"সই, তুমি এখানে?" বলিয়া আর একটি বালিকা প্রথমা বালিকার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আগন্তুক বালিকার বয়স প্রথমা বালিকা অপেক্ষা দুই বৎসরের বেশী হইবে। পরিধানে সাদা সেমিজের উপর নীলাম্বরী সাড়ী, হাতে সোণার বালা, করাঙ্গুলিতে প্রেমের নিদর্শন স্বর্ণাঙ্গুরী, সুতরাং অলঙ্কার-পরিচ্ছদের তুলনায় প্রথমাটীকে দ্বিতীয়াটীর সহিত তুলনা সম্ভবে না। কিন্তু দেহের বর্ণ ও গঠন বদল করিলে কাহারও ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সখিত্ব-সম্বন্ধে উভয়ের মনের বিনিময় পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। সই শব্দ শুনিয়া যুবক নৌকার ভিতর থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র জানালার ছিদ্রপথ দিয়া একটু তাকাইলেন। দেখিলেন, দুইটি জীবিত কুসুম পশ্চিম পারে খিড়কীর দ্বার আলো করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমটী বিকাশোন্মুখ গোলাপ, দ্বিতীয়টী পূর্ণ বিকশিত শতদলস্বরূপ। 'সই' শব্দে প্রথমা বালিকার সুখের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকথিত যন্ত্রণার চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে দ্বিতীয়া বালিকার দিকে মুখ

(১) কোরাণশরিফ রাখিবার বস্ত্রাধার।

ফিরাইয়া বসিল। দ্বিতীয়া বালিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময় দুঃখে কহিল, "সই, তোমার মুখের চেহারা এরূপ হইয়াছে কেন? এমন ত কখন দেখি নাই? রাত্রে কি ঘুমাও নাই?" প্রথমা বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"গত রাত্রে, মা আবার অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে, তাই জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে; সই, আর বরদাস্ত হয় না।" বলিতে বলিতে কথিতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দ্বি-বা। "কেন গালি দিয়াছিল?"

প্র-বা। "মগরেব (১) বাদ হজরতের জীবনচরিত পড়িতেছিলাম, তাই রান্নাঘরে যাইয়া ভাত খাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।"

দ্বিতীয়া বালিকা বুদ্ধিমতী ও চতুরা। শিক্ষিত স্বামি-সহবাসে, সংসারের অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। সে একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—"সই, তোমার মা ত দিন-রাতই তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাতে তোমাকে কেবল কাঁদ্‌তে দেখি, কিন্তু তোমার চোখ-মুখের এমন অবস্থা ত কখন দেখি নাই। অবশ্যই তোমার মনের কোন বিশেষ ভাবান্তর ঘটিয়াছে।" প্রথমা বালিকার বিষাদপূর্ণ মুখে একটু বিজুলীর আভা স্ফুরিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না। দ্বিতীয়া বালিকা নৌকার দিকে চাহিয়া কহিল—"ওপারে একখানি সুন্দর ছৈ ঘেরা পান্‌সী নৌকা দেখিতেছি, কোথা হইতে আসিয়াছে?" প্রথমা বালিকা সরলমনে কহিল, "জানি না, কিন্তু ঐ নৌকার ভিতর কে যেন কোরাণশরিফ পড়িতেছিলেন, এমন খোস-এলহানে কোরাণশরিফ পড়া আর কখন শুনি নাই। এতক্ষণ তাই শুনিতেছিলাম।" দ্বিতীয়া বালিকা পুনরায় নৌকার দিকে চাহিয়া

(১) সায়ংকালীন নামাজ

কহিল,—"কৈ সই, নৌকায় ত কাহারও সাড়া শব্দ নাই।" প্রথমা বালিকাও নৌকার দিকে চাহিল। নৌকা নীরব। যুবক এই সময় পাটের জমাখরচা মিলাইতে ছিলেন, তিনি বালিকাদ্বয়ের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।

দ্বিতীয়া বালিকা কহিল—"থাক্, কাল বিকালে তোমরা যখন স্কুল হইতে চলিয়া আইস, তার পরই ডাকপিয়ন বাবাজানকে একখানি মনি-অর্ডার দিয়া যায়। সেই সঙ্গে আমিও কলিকাতার আর একখানি চিঠি পাই। চিঠি লইয়া আমি আমার পড়ার ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া পড়িতে ছিলাম। একটু পরে বাবাজান, বাড়ীর মধ্যে আসিয়া মাকে বলিলেন, 'এই ধর ১৮টি টাকা আলাহিদা করিয়া রাখি দাও? ইহা আনোয়ারার বৃত্তির টাকা। এই টাকা আর তাহার পিতার হাতে দিব না। সে কাপড়ে চোপড়ে, পুথি পুস্তকে মেয়েটিকে যে কষ্ট দেয়, আমি মনে করিয়াছি এই টাকা দিয়া তার সে কষ্ট দূর করিব।' মা কহিলেন, 'ও সব কষ্ট ত কিছুই না। মেয়েটাকে তার মায়ে দিনরাত যে ভাবে খাটায় আর তিরস্কার করে, তা, দেখ্‌লে বুক ফাটিয়া যায়। সৎ মা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অসৎ সৎমা বুঝি ত্রিভুবনে আর নাই। আবার মেয়েটীর মত ভাল মেয়েও কোথায় দেখা যায় না।"

প্র-বা। "সই ও সব কথা থাক্, চল—বাড়ীর ভিতর যাই, বড় মাথা ধরিয়াছে।"

দ্বি-বা। "সই, তোমায় এক ভয়ানক খবর আছে; তা এখানেই নির্জ্জনে বলি। বাবাজান আর মা, কাল বিকালে তোমার সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন—সবই বলিতেছি।"

প্র-বা। (উদ্বিগ্নচিত্তে) "কি কথা সই ?"

দ্বি-বা। "মা বলিল, অতবড় সেয়ানা মেয়ে, তা আর সৎমার অত্যাচার নীরবে সহিয়া তারই আদেশ-উপদেশ মত চলে, চুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করে না, ভুলেও সৎমার নিন্দা করে না ; বরং কেহ নিন্দাবাদ করিলে, সে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। ধন্নি মেয়ে !"

প্র-বা। "সই, আসল কথা কি তাই বল ?"

দ্বি-বা। "আমি দুই কানে যা শুনিয়াছি, সবই বলিতেছি।"

এই বলিয়া দ্বিতীয়া বালিকা আবার বলিতে লাগিল—"বাবাজান কহিলেন, মেয়েটি দেখিতে যেমন, তার স্বভাবটীও তেমনই মনোহর, আবার পড়াশুনায় আরো উত্তম। আনোয়ারার স্মরণ শক্তি অসাধারণ ; স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ভূগোলপাঠ, ভারতের ইতিহাস আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। চারুপাঠ, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্যপাঠ প্রভৃতি সাহিত্য পুস্তক সুন্দররূপে বুঝাইয়া লিখিতে পারে। হাতের লেখা চমৎকার ! জামা সেলাই, নীলাম্বরী কাপড়ে ফুলতোলা দেখিয়া সেদিন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব তাহাকে যে ১০৲ টাকা পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন, তাহা ত বোধ হয় জান ? মেয়ে পড়ার বই ছাড়া, হজরতের জীবনচরিত, শেষনবী, তাজকেরাতল আউলিয়ার বঙ্গানুবাদ, সুশীলার উপাখ্যান, সাবিত্রীচরিত প্রভৃতি ২০।২৫ খানি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক—আমি যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, সে তাহা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছে। মেয়ের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। ইহার মধ্যে আবার আমাকে হজরত ওমরের জীবনচরিত আনিতে টাকা দিয়াছে। আনোয়ারার কোরাণ পাঠ শুনিলে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।"

মা কহিলেন, "তা যেন হ'ল, মেয়ে যে বড় হয়ে গেল তার কি হয়? তার বাপ ত এবিষয়ে লক্ষ্যই করিতেছে না।" শেষে মা বাবাজানকে, তোমার সইয়ের মত নির্গুণ কদাকার একটা বরের হাতে তোমাকে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিল। এই বলিয়া সে একটু মুচকিয়া হাঁসিল, তারপর কহিল—"মা বিশেষ করিয়া বলিলেন, যেমন মেয়ে তেমন উপযুক্ত পাত্র না হইলে সবই বিফল হইবে।" বাবাজান শুনিয়া বিশেষ দুঃখের সহিত বলিলেন, "বিফল হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে।" তখন মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি কথা?" বাবাজান কহিলেন, "তিন হাজার টাকার কাবিন, পনর শত টাকার গহনা এবং পনর শত টাকা নগদ লইয়া জাফর বিশ্বাসের নাতির সহিত ভূএঞা সাহেব মেয়ে বিবাহ দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—শুনিলাম।" মা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "তুমি বল কি? জাফর বিশ্বাস যে ডাকাত ছিল, শেষবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। ভূএঞাসাহেব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া রূপে মজিয়া জাফর চোরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে বলেই কি আনোয়ারার মত বেহেস্তের হুরকে তাহাদেরই ঘরে বিবাহ দিবে? আমার হামিদা, আনোয়ারার সহিত সই সম্বন্ধ করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভাব, তাহাতে এ সম্বন্ধ যাবজ্জীবন অচ্ছেদ্য। আনোয়ারার বিবাহ চোরের ঘরে হইলে, হামিদা যে সরমে মরিয়া যাইবে, আমরা যে কোথাও মুখ পাইব না? বিশেষতঃ আনোয়ারা সেয়ানা মেয়ে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝিয়া উঠিয়াছে, সে শুনিলে যে কি ভাবিবে বলিতেই পারি না।"

বাবাজান কহিলেন, "যার মেয়ে সে যদি বিবাহ দেয়, আমরা কি করিব?" মা কহিলেন, "এ বিবাহ যাহাতে না হয়, সেজন্য তোমরা

দশজনে মিলিয়া শক্ত করিয়া বাধা দাও।” বাবাজান কহিলেন—“আজিমুল্লা (জাফর বিশ্বাসের পুত্র) এই বিবাহের জন্য আবুলকাসেম তালুকদার, নুরউদ্দীন মুন্সী, মীর ওয়াহেদ আলি প্রভৃতি প্রধানদিগকে একশত টাকা করিয়া ঘুষ দিয়াছে, সুতরাং এ বিবাহ আর নিবারণ করা চলিবে না। এখন খোদাতালার ইচ্ছা, আর মেয়ের কপাল।” এই বলিয়া বাবাজান বাহির বাড়ীতে চলিয়াগেলেন, মা আমাকে ডাকিয়া বলিল, “হামি, তোর সইএর বিবাহের কথা শুনেছিস?” আমি ত গোপনে তাঁদের কথাবার্ত্তা সবই শুনিয়াছি, তবু মার মুখের দিকে তাকাইলাম। আমি কাল বিকালেই তোমাকে বলিতে আসিতাম, কিন্তু কলিকাতার পত্রের উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল, আর ভাবিলাম এসংবাদ শুনিলে রাত্রে তোমার ঘুম হইবে না, তাই আসি নাই। কিন্তু তোমার মুখের চেহারায় বুঝিতেছি যে এ সংবাদ তোমার কানে আগেই গিয়াছে।” আনোয়ারা কহিল; “না সই, তোমার মুখে এই প্রথম শুনিলাম।” হামিদা, আনোয়ারার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার রুক্ষমুখ অধিকতর রুক্ষ হইয়াছে, ডাগর চক্ষু দুইটী নীহার-সিক্ত ফুটন্ত জবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে হামিদার কথায় আর কোন উত্তর করিল না, কেবল মৃদুস্বরে কহিল, “সই, বড় মাথা ধরিয়াছে, চল—বাড়ীর ভিতর যাই।” এই বলিয়া আনোয়ারা উঠিয়া দাঁড়াইল।’ হামিদাও তাহার সঙ্গে অন্দরমুখী হইল।

এই সময় নৌকা হইতে প্রয়োজনবশতঃ অবতরণ কালে যুবক পেট-কাটা ছৈ মধ্যে দাঁড়াইয়া কাসিয়া উঠিলেন। হামিদা ফিরিয়া তাকাইয়াই চমকিয়া উঠিল এবং ব্যাকুলভাবে মাথায় ঘোমটা টানিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আনোয়ারাও ফিরিয়া চাহিল, চারি চক্ষের মিলন হইল।

কিন্তু কল্পিত বা স্বপ্নদৃষ্ট হৃদয়ের সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিলে লোকে যেমন আশ্চর্য্যবোধে চমকিয়া উঠে, যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র বালিকা সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল। যুবকও কি যেন ভাবিয়া হর্ষবিষাদপরিমিশ্রিত প্রশান্ত সৌম্য-বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে করুণ-দৃষ্টিতে বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন। আয়ত আঁখি লজ্জায় মুকুলিত হইল। পরন্তু সে ভাবিল, ইনিই না নৌকার ভিতর মধুর কণ্ঠে কোরাণশরিফ পাঠ ও মোনাজাত করিয়াছেন। ঝঞ্ঝাবাত সমুত্থানে তটিনী-বক্ষ যেরূপ প্রবল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, সুখদুঃখের সংমিশ্রিত ভাবাবেশে তাহার সুকোমল ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তখন সেইরূপ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে তাহার মাথার বেদনা আরো বাড়িয়া উঠিল। সে ধীরপদে অন্দরে প্রবেশ করিল। কেবল অস্ফুটস্বরে কহিল, "তবে ইনিই কি তিনি? মা, তোমার কথা যেন সত্য হয়, আমি এক মাস নকল রোজা (১) রাখিব।"

(১) মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিমানসে, এই রোজা করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে হামিদা বরাবর তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া ভোলার মার খোঁজ করিল। ভোলার মা প্রৌঢ়া বিধবা; ভোলা তাহার যুবক পুত্র। মা নিজের পুঁজিপাটা সর্ব্বস্ব বেচিয়া বাছিয়া বাছিয়া ভোলাকে এক সুন্দরী বউ আনিয়া দিয়াছে। বউ ২।৩ বছরে যুবতী হইয়া উঠিলে, ভোলা সেই মনোমোহিনীর সৎপরামর্শে গৃহস্থালীর আয়বৃদ্ধির জন্য মাতাকে গৃহতাড়িত করিয়া দিয়াছে। ভোলার মা এক্ষণে হামিদাদিগের বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিয়া খায়। ভোলার মা একান্ত সরল, বুদ্ধিশুদ্ধি মন্দ নয়, দোষের মধ্যে কানে একটু কম শুনে। সে হামিদাকে খুব ভালবাসে এবং দশ কাজ ফেলিয়া তাহার হুকুম তামিল করে। হামিদা খুঁজিয়া ভোলার মাকে তাহাদের কূপের নিকট পাইল এবং অপরে না শুনে এমনভাবে কহিল—"ভোলার মা, আমার সইদিগের খিড়কীর ঘাটে সোজা পূর্ব্বপারে একখানি পানসী নৌকা লাগান আছে, সেই নৌকায় ঠিক তোমাদের দুলামিঞা(১)র মত কে যেন দাড়াইয়া আছে—দেখিয়া আসিলাম, তুমি গোপনে যাইয়া তত্ত্ব জানিয়া আইস, তিনিই কি না?" ভোলার মা আদেশ পালনে রওয়ানা হইল।

হামিদা তাহার পাঠাগারে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—কাল তাঁহার কলিকাতার দুইবেলার দুইখানি চিঠি পাইলাম, আজ তিনি এখানে? তাহাও কি হয়? বোধ হয় তাঁহার মত [illegible] কোন লোক দেখিয়াছি

(১) জামাতা।

আবার ভাবিল, তিনি এবার কলিকাতা যাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "যে সকল বিবাহিতা যুবতী আদরে সোহাগে অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে থাকে, তাহারা স্বাধীন প্রকৃতির হইয়া বেপরদায় চলাফেরা করে। দেখিও তুমি যেন সেরূপ না হও, কারণ আমি কলিকাতায় গেলেই তুমি মধুপুরে পার হইবে।" আমি তখন চোখ রাঙ্গাইয়া গর্ব্বভরে বলিয়াছিলাম, "তুমি আমাকে কি মনে কর? আমি আর মধুপুরে যাইব না, এখানেও থাকিব না। কলিকাতায় যাইব।" তিনি দমিয়া গিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "না, না, তুমি মধুপুরে যাইও, না যাইলে আম্মাজান (১) ভাতপানী ছাড়িবেন। আমি আর তোমাকে অমন কথা বলিব না।" আমার প্রেমগর্ব্ব তখন পানি হইল। বোধ হয় তিনি আমার এই প্রেমাভিমানের সত্যতা পরীক্ষার নিমিত্ত চালাকী করিয়া কলিকাতা হইতে চিঠি লিখিয়া তৎপূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছেন। পরীক্ষা ত একরূপ পাইলেন, আমি অনাবৃত মস্তকে লোকচক্ষুর দর্শনীয় স্থানে বসিয়া সইএর সহিত গল্প করিয়াছি, তিনি নৌকার ভিতর চুপ করিয়া থাকিয়া আমার বেপর্দ্দা ভাব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন উপায়? তাঁহার কাছে মুখ দেখাইব কিরূপে? এই দোষে তিনি যদি আমাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করেন, তবে কি করিব?

হামিদা আবার ভাবিল, তিনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন;—এই বলিয়া ট্রাঙ্ক হইতে বৈকালের প্রাপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল—"সুখ-শান্তির আধার প্রাণের হামি," এইটুকু পড়িতেই তাহার চোখের জল টস্‌টস্‌ করিয়া চিঠিতে পড়িতে লাগিল।

(১) শাশুড়ী।

সে অতিকষ্টে অঞ্চলে চোখ মুছিয়া আবার পড়িতে লাগিল, "আমাদের ল্ ক্লাস বন্ধ হইতে আর তিন সপ্তাহ বাকী, কিন্তু এই তিন সপ্তাহ ৩ বৎসর বলিয়া মনে হইতেছে। ছুটীর দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তোমাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।" এই পর্য্যন্ত পড়িয়া আর পড়িতে পারিল না। প্রেমাশ্রু অনিবার্য্য বেগে তাহার বক্ষ-বসন সিক্ত করিতে লাগিল। হামিদা পত্র রাখিয়া বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃষ্টির পর আকাশ লঘু ও পরিষ্কার হয়, ক্রন্দনেও দুঃখের লাঘব হয়। তাহা না হইলে সংসার চলিত না। হামিদার দুঃখের তাপ কমিয়া আসিলে, সে পুনরায় গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, যিনি তাঁহার দাসীকে এত ভালবাসেন, তাঁহার মনে কি দাসীর প্রতি এত সন্দেহ হইতে পারে? কখনই নয়। চেহারার মত চেহারা কি নাই? আমি তাঁহার মূর্ত্তিতে নিশ্চয়ই অন্য লোককে দেখিয়াছি। এইরূপ বিতর্ক করিয়া হামিদা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং আগ্রহের সহিত ভোলার মার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভোলার মা একখানি ডিঙ্গি নৌকায় খাল পার হইয়া দুলা মিয়াকে দেখিবার জন্য পান্সীনৌকার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিল, নৌকার সম্মুখভাগে একজন একহারা আধ বয়সী লোক চা'র পানি গরম করিবার নিমিত্ত উনান ধরাইতেছে। এইটি যুবকের পাচক। বাঘ-মহিষের যুদ্ধের ন্যায় উনানমধ্যে ভাদুরে খড় ও আগুন পরস্পর যুদ্ধ বাধাইয়া তীব্রধূমপুঞ্জে পাচকবরকে ত্যক্ত-বিরক্ত ও অন্ধীভূত করিয়া তুলিতেছিল। এই সময় ভোলার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা তোমরা কোথা

হইতে আসিয়াছ? পাচক ক্রোধভরে কহিল, "কেন?" আমরা বেলগাঁও হইতে আসিয়াছি। ভোলার মা শুনিল আমরা বেলতা হইতে আসিয়াছি। বেলতা হামিদার শ্বশুরবাড়ী। ভোলার মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"নায়ে চরণদার কে?" পাচক বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভোলার মা নাছোড়বান্দা হওয়ায় সে ষোল আনা ক্রোধ জাগাইয়া কহিল, "তোমার দুলামিয়া আছে।" পাচক ভাবিল মাগীকে শক্ত গালি দিয়াছি। মাগী ভাবিল চরণদার দুলামিয়াই বটে।

এই সময় দুলামিয়া নৌকার ভিতর দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শায়িতভাবে "রোমিয় জুলিয়েট" হাতে করিয়া বালিকাদ্বয়ের কথোপকথনের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বিবাহিতার মুখে অবিবাহিতার যে গুণের পরিচয় পাইলাম, পরন্তু স্বচক্ষে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে এতকাল ধরিয়া যেমনটির জন্য প্রাণ লালায়িত হইয়াছে, এইটী সর্ব্বাংশে তদুপযুক্তই বটে, কিন্তু হায়! তাহার বিবাহের যে প্রস্তাব শুনিলাম, তাহাতে বাসনা সিদ্ধির আশা কোথায়? হায়, হায়, এমন রত্নও নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে?

এদিকে ভোলার মা ফিরিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে হামিদাকে কহিল— "নৌকায় বেলতার চরণদার দুলামিয়া। তাঁহাকে বাড়ীর উপর আনিতে মাজানকে খবর দেইগে।" ভোলার মা হামিদার মাকে মাজান বলিয়া ডাকিত। হামিদা কহিল, "তাঁহার আসার সংবাদ কাহারও নিকট বলিও না, নিজ কাজে যাও।" ভোলার মা মলিনমুখে কূপের ধারে চলিয়া গেল। হামিদা ঘরের দরজা ঠেলিয়া দিয়া, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এক প্রহর বেলা অতীত হইল। হামিদার মা হামিদাকে উঠানে চলা-ফেরা করিতে না দেখিয়া এবং এত বেলায়ও বালিকা স্নানাহার করিতেছে না বলিয়া, তিনি তাহার পড়ার ঘরে খোঁজ করিলেন। দেখিলেন, বালিকা নিতান্ত মলিন মুখে চৌকিতে শুইয়া আছে। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তোমার অসুখ করিয়াছে কি?" হামিদা আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া সলজ্জে কহিল,—"না।" মা কহিলেন, "তবে অসময়ে শুয়ে আছ কেন? বেলা হইয়া গেল, গোসল (১) করিয়া খাইতে এস।" হামিদা কহিল, "যাও আসি।" মা চলিয়া গেলেন, হামিদা পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ অতীত হইল, তথাপি হামিদা ঘর হইতে বাহির হইল না। মা মেয়েকে না দেখিয়া পুনরায় ডাকিতে আসিলেন। এবার বালিকা বলিল, "আমার ক্ষিদে পায় নাই। এখন খাইব না, তুমি খাওগে।" মার মুখ ভার হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, মেয়ে কাল উপর্য্যুপরি কলিকাতার দুই খানি চিঠি পাইয়াছে, বুঝিবা জামাতার কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলেও মেয়ে তার কিছু বলিবে না। যত কথা, তার সইয়ের নিকট ব্যক্ত করে; আজ প্রাতেও সেখানে অনেক ক্ষণ ছিল, আচ্ছা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি আনোয়ারাদিগের আঙ্গিনায় গেলেন।

এদিকে আনোয়ারা শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি সে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছে, ইনিই কি তিনি? চেহারা ঠিক সেইরূপ হইলেও তাঁহার পরিচ্ছদ এরূপ ছিল না। তাঁহাকে মূল্যবান্ আচকান-পায়জামা-পরিহিত দেখিয়াছি মনে হইতেছে, সুতরাং

(১) স্নান।

৭

ইনি তিনি নন। আবার ভাবিল, ইঁহাকে যেন সইয়ের স্বামী বলিয়া বোধ হইল, তাঁহার চেহারা ঠিক এইরূপ। পর মুহূর্ত্তে মনে হইল, তিনি ত এমন সুন্দর কোরাণশরিফ পড়িতে পারেন না। বিশেষতঃ সই কাল কলিকাতা হইতে তাঁহার চিঠি পাইয়াছে, আজ তিনি এখানে আসিবেন কিরূপে? সুতরাং ইনি সইয়ের স্বামীও হইতে পারেন না। তবে ইনি কে?—এইরূপ নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে বালিকার কোমল হৃদয় ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, ধমনীর রক্ত উর্দ্ধগামী হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিল, চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শরীর গরম হইয়া জ্বর আসিল। জ্বরোত্তাপে বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় হামিদার মা তথায় আসিলেন। তিনি আনোয়ারার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "ইস্ গা যে আগুনের মত গরম হইয়াছে, হঠাৎ এরূপ জ্বর হওয়ার কারণ কি?" মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মেয়ের চোখ যে জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, সবগুলি রক্ত যেন একযোগে মাথায় উঠিয়া গিয়াছে।" আনোয়ারার দাদিমা কাছে বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "কি জানি মা, কিসে যে কি হইল, কে বলিবে? বৌয়ের দিনরাত কথার খোঁচায় বাছার আমার কলেজা (১) ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রি ভাত খাইতে দেরি হওয়ায়, বউ মেয়েকে অকারণ যেরূপ ঘেন্না দিয়া কথা বলেছে, তাহা শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়। গালাগালির ঘেন্নায় বাছা আমার উপোসে রাত কাটাইয়াছে, মনের কষ্টে শেষ রাতে বাছা মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মা, দুঃখের কথা কত বলিব, রূপসী বৌ ঘরে আনিয়া খোরশেদ আমার সব খোয়াইতে বসিয়াছে।"

(১) হৃৎপিণ্ড।

আনোয়ারা

আনোয়ারার পিতার নাম খোরশেদআলী ভূঞা। ইনি দ্বিতীয় বার জামতাড়া গ্রামের জাফর বিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

আনোয়ারার দাদিমা হামিদার মাকে কহিলেন,—"মা! পাট, ধান, কলাই যাহা আসে, তার আধাআধি জামতাড়া যায়। তা ছাড়া বৌ যে কত জিনিস চুরি করিয়া বিক্রী করে, তার সীমা নাই। ভাল কাপড়-চোপড়, ঘটী-বাটী পর্য্যন্ত বৌ চুপে চুপে বাপের বাড়ী পার করিয়াছে। সেদিন খোরশেদ বেরামপুর হইতে বৌয়ের ফরমাইস্ মত বাদসার জন্য ছাতি, জুতা, কোট আনিয়াছে। (বাদসা বৌয়ের পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র।) সেই সঙ্গে এই ছুঁড়িটার জন্য একটা কোর্ত্তা আনিয়াছিল। বউ কোর্ত্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার জন্য?" প্রশ্ন শুনিয়াই খোরশেদের মুখ শুকাইয়া গেল। শেষে বাধ্য হইয়া কহিল, "মেয়েটাকে কিছু দেওয়া হয় না, এটা তাহারই জন্য আনিয়াছি। মা লজ্জার কথা, বউ খোরশেদকে যে কত রকম খারাপ ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিল, তা বলা যায় না। মেয়েটা শুনিয়া তখনি কোর্ত্তা বৌয়ের ঘরে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। ইহাতে খোরশেদ চুঁ শব্দটি করিল না। কয়েক দিন পর জানা গেল, কোর্ত্তা জামতাড়ায় আজিমুল্লার মেয়ে তছিরণের গায়ে উঠিয়াছে। মা, আমি দু'কথা বুঝাইয়া বলিলে, খোরশেদ তাহা শুনিয়াও শুনে না। বউ যা বলে অপরাধী লোকের ন্যায় সে তাহাই করে। আমার সোনার চাঁদ খোরশেদ নেকাহ্ করিয়া যে এমন বউ-বʼশে হইবে, তা আমি মনেও করি নাই। আমার মালুম হয়, বউ ছেলেকে যাদু করিয়াছে।" এই সময় আনোয়ারা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দাদি মাথা গেল,—পানি—ইনিই কি তিনি?" হামিদার মা পানি দিল।

হামিদার মা কহিলেন, "আমিও আনোয়ারার বাপের মতি গতি দেখিয়া বাড়ীতে বলিয়াছিলাম, "বাদসার মা ভূঞাসাহেবকে যাদু করিয়াছে।" হামিদার বাপ একথা শুনিয়া কহিলেন, "ও সব কিছু না ; রূপজমোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে মানুষের মতিগতি এই রূপই হয়। এখন বাদসার মা ভূঞাসাহেবকে দুপোর রাতে পচা পুকুরে ডুব দিতে বলিলে সে আপত্তি করিবে না। কিন্তু এর শেষ ফল বড়ই ভয়ানক ; তখন চৈতন্য হইলেও নিস্তার নাই।" এই সময় আনোয়ারা পুনরায় চীৎকার করিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল এবং অস্ফুটে কহিল, "আমার ওস্তাদের কথা।" দাদিমা মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "বুবুরে কি বকিতেছিস্?" আনোয়ারা পুনরায়, "দাদি--মাথা—তিনি—উঃ—ফাটিয়া গেল।" একটু পরে আবার--"মনাজাত---কোরাণ—কি---সুন্দর—ইনি---তিনি।" হামিদার মা কহিলেন, "মেয়ে জ্বরের প্রকোপে পুস্তকের কথা আওড়াইতেছে ; আপনারা সত্বর ডাক্তার দেখান।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বাড়ীতে আসিলেন। যাহা জানিতে বা বলিতে গিয়াছিলেন, আনোয়ারার অবস্থা দেখিয়া তার কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এদিকে হামিদা তাহার পাঠাগারের দ্বারে উদ্বিগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছিল, তাঁর আসার সংবাদ মার নিকট বলিতে ভোলার মাকে নিষেধ করিয়া ভাল করি নাই। তিনি আসিলে পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতাম। আবার ভাবিল, আর কিছুক্ষণ দেখি, যদি তিনি স্বেচ্ছায় না আসেন, তবে তখন বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করিব। এই সময় তাহার মা আসিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, কিন্তু আনোয়ারার জ্বর-বিকারের কথা মেয়েকে জনাইলেন না। স্নানাহারের জন্য তাহাকে রান্নাঘরের আঙ্গিনার দিকে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মধুপুর প্রাচীন গ্রাম। বাঁশ, আম, তেঁতুল, গাব, বট, দেবদারু প্রভৃতি সমুচ্চ বৃক্ষরাজীতে পূর্ণ। গ্রামখানি নিম্ন সমতল। আষাঢ় মাসে পানি আসে, আশ্বিনে চলিয়া যায়। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে প্রচুর পাট জন্মে। গ্রামের অধিবাসী সকলেই মুসলমান। মধুপুর হইতে তিন গ্রাম অন্তরে জামতাড়া; এ গ্রামের অধিবাসী বার আনা হিন্দু। বেলতা গ্রাম মধুপুর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে একটি অনতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনীর তীরে অবস্থিত। এ গ্রামের ৩।৪টি ভদ্রবংশীয় উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান গবর্ণমেণ্টের চাকরী করেন। বেলগাঁও প্রসিদ্ধ বন্দর; মধুপুর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে স্রোতস্বতী নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। পাট ও অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় ২।৩টি জুট কোম্পানি এখানে ব্যবসায়ের অনুরোধে বড় বড় গুদাম ও কল-কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

পূর্ব্বকথিত খোরশেদ আলী ভূঞাসাহেব মধুপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি। পৈতৃক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল, ভূসম্পত্তি মন্দ ছিল না, এখন মধ্যবিত্ত অবস্থা। দেড় শত বিঘা জমি, সাতখান হাল, নয় জন চাকর, এক পাল গরু। কেবল পাট বিক্রয় করিয়া বৎসরে ৭।৮ শত টাকা পান। বাড়ীর প্রায় ঘর করোগেট টিনের। ভূঞাসাহেবের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। বর্ণ গৌর, আকৃতি দোহারা, মুখের চেহারা নিতান্ত মন্দ নয়। কৃপণ স্বভাব ও অর্থগৃধ্নু। পিতামাতার প্রথম ও আদরের ছেলে ছিলেন বলিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত। তাঁহার বর্ত্তমান

অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নহেন, আর্থিক উন্নতি বিধানে সর্ব্বদা চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত। ভূঞাসাহেব নিজ গ্রাম হইতে ৭ ক্রোশ দূরে রছুলপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করেন। বহুপুণ্য ফলে তিনি ফাতেমা জোহরার ন্যায় ধৈর্য্যশীলা রূপবতী পত্নীলাভ করেন। ইঁহার গর্ভে ভূঞাসাহেবের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদ্বয় অকালে কালকবলে পতিত হয়; কন্যা জীবিত আছে। কন্যার ১২ বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা পরলোক গমন করেন; কিন্তু ধর্ম্মশীলা বুদ্ধিমতী জননী এই বার বৎসরের কন্যাকে যে ভাবে গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

কথিত জাফর বিশ্বাস ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। শেষ জীবনে পুলিশের চেষ্টায় ধরা পড়িয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৮ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত থাকে। পুত্রের নাম আজিমুল্লা; সুখের বিষয় যে পিতার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া অনেকাংশে সে আত্মসংযমপূর্ব্বক সংসার করিতেছে। কন্যার নাম গোলাপজান। গোলাপজান ভুবন-মোহিনী সুন্দরী! ছোট লোকের ঘরে ঈদৃশ সুন্দরী মেয়ের জন্মলাভ খুব কম দেখা যায়।

জামতাড়া হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে বসন্তবিশুষ্ক, বর্ষাপ্লাবিত একটি নদীর পশ্চিমতটে আদমদীঘি গ্রামে কাশেন সেখের পুত্র মেহের আলীর সহিত ১০।১১ বৎসর বয়সের সময়, এহেন রূপসী গোলাপজানের বিবাহ হয়। কিন্তু জানিনা, কেন বিবাহের পর হইতে সে স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তাহার শ্বশুর ও স্বামী এজন্য

তাহাকে বিধিমত শাসনাদি করিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাহার পলায়ন-অভ্যাস দূর হয় না। একবার শ্রাবণের নিশিতে ভরানদী সাঁতরাইয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। সকলে মেয়ের সাহস দেখিয়া অবাক্! মেহেরআলী অনন্যোপায়ে তাহাকে তালাক দিল। গোলাপজান প্রসিদ্ধা সুন্দরী; সুতরাং এদ্দতকাল (১) অতীতের পূর্ব্বেই নিজ গ্রামের নবীবক্সের সহিত তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের শেষে নবীবক্স গোলাপজানের পাণিগ্রহণ করিল। নবীবক্সের সংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। আজিমুল্লা ও তাহার মায়ের শাসনে গোলাপজান এবার শ্বশুরালয় হইতে আর পলাইল না, কিন্তু এসংসারে আসিয়া তাহার আর একটি গুণের বিকাশ পাইতে লাগিল।

নবীবক্স গোলাপজানের রূপের মোহে তাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতে লাগিল। সংসারে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী মাত্র বর্ত্তমান; সুতরাং আদর সোহাগে গোলাপজান সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠিল। সে এক্ষণে এক একটি করিয়া গোপনে গোপনে নবীবক্সের শ্রমার্জ্জিত ঘটী-বাটী কাপড়-চোপড়, ধান-চাল, তেল-তামাক পর্য্যন্ত অনেক দ্রব্যই ভ্রাতা আজিমুল্লার বাটীতে প্রেরণ করিতে লাগিল। আজিমুল্লা তাহাতে আন্তরিক খুসী ছিল। কিছু দিন পর গোলাপজান এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। প্রিয়তমা প্রেয়সীর গর্ভে পুত্র সন্তান লাভ করিয়া নবীবক্স গোলাপজানকে মাথায় তুলিল, এবং বাছিয়া বাছিয়া

---

(১) নির্দ্ধারিত সময়। এক স্বামীর মৃত্যুর পর ৪ মাস ১০ দিন পর অন্য স্বামী গ্রহণের যে বিধি, তাহাই এদ্দতকাল।

পুত্রের নাম রাখিল,—বাদসা। সুখে সন্তোষে এইরূপে চারি পাঁচ বৎসর কাটিল; কিন্তু দিন কাহারও একভাবে যায় না, নবীবক্স· কার্ত্তিক মাসের কলেরায় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তিন দিন' পর তাহার বৃদ্ধা মাতাও পুত্রের পথানুসরণ করিল। গোলাপজান এখন সংসারে একাকিনী। শিশু পুত্র লইয়া কেমন করিয়া পতির সংসারের কাজ করিবে? সুতরাং ভ্রাতা আজিমুল্লা তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল, এবং দুই এক করিয়া নবীবক্সের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি নিজ সংসারে মিশাইয়া গৃহস্থালী বড় করিয়া তুলিল। শিশু বাদসা মাতৃসহ মাতুলালয়ে মহাদরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এদিকে আনোয়ারার বার বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা পরলোক গমন করেন। খোরশেদআলী ভূঞাসাহেব বিপত্নীক হইয়া দারান্তর গ্রহণের অভিলাষী হন। জামতাড়া গ্রামের আজিমুল্লা সম্প্রতি অবস্থাপন্ন লোক। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া কিছু শিক্ষিতও হইয়াছিল। অবস্থা ভাল হইলে এবং তৎসঙ্গে কিছু শিক্ষাদীক্ষা পাইলে নানাদিক্ দিয়া লোকের খেয়াল উচ্চ হয়। আজিমুল্লা নীচবংশের সন্তান হইলেও কৌলিক মর্য্যাদা লাভের আশা এক্ষণে তাহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে। সে ভূঞাসাহেবকে বিপত্নীক দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত বিধবা ভগ্নী গোলাপজানের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিল। ভূঞাসাহেব ডাকের সুন্দরী গোলাপজানকে পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সাধা বিবাহের প্রস্তাবে উল্লাসিত হইলেন; কিন্তু কুলের দোহাই দিয়া কহিলেন, "নজরাণা না পাইলে কি করিয়া কার্য্য হয়?" আজিমুল্লা তিন শত টাকা সেলামী দিতে স্বীকার করিল।

এই বিবাহে ভূঞাসাহেবের মাতা, "মান যাইবে, জাতি যাইবে, কুলে কলঙ্ক রটিবে"—বলিয়া অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। ভূঞাসাহেব গোলাপজানের রূপের মোহে মাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গ্রামের পাঁচজনকে দিয়া মাতাকে বুঝাইলেন; অবশেষে বিবাহ হইয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাণাধিক পুত্র বাদসাকে সঙ্গে করিয়া গোলাপজান দ্বিতীয় স্বামী ভূঞাসাহেবের ভবনে পদার্পণ করিলেন। বাদসা এখানে আসিয়া রামনগর মাইনর স্কুলে পড়িতে লাগিল। বাদসাকে বাদসা-জাদার মতই দেখাইত। ভূঞাসাহেব সানন্দে তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

গোলাপজানের রূপে কি যেন এক মাদকতা শক্তি ছিল। ভূঞা সাহেব কিছুদিন মধ্যেই সেই রূপে কায়মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন। আনোয়ারার মা বাঁচিয়া থাকিতে ভূঞাসাহেবের মা সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আদেশ-উপদেশানুসারে আনোয়ারার মা সংসারের সমুদায় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন; শ্বাশুরীকে মায়ের অধিক ভক্তি করিতেন, উপযুক্ত সময়ে তাঁহার স্নানাহারের তত্ত্ব লইতেন। আনোয়ারা তখন হাসিদাদিগের আঙ্গিনায় তাহার সহিত বালিকাস্কুলে পড়িত। ৪টি চাকরাণী বাহিরের সমস্ত কাজকর্ম্ম নিরন্তর সম্পন্ন করিত। স্বামি-সোহাগ-গর্ব্বিণী গোলাপজান অল্প দিনেই এ বন্দোবস্ত উল্টাইয়া, নিজ হস্তে সংসারের ভার লইল। এরূপ করিবার তাহার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য সংসারের ভার নিজ হাতে থাকিলে, ইচ্ছামত জিনিসপত্র মা-ভাইয়ের বাড়ী পাঠান যাইবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আরও মারাত্মক!

বিধবা হইবার পর ভ্রাতার বাড়ী অবস্থান কালে, গোলাপজান যখন তাহার সীমন্তিনী সুবাসিত সোহাগ তৈলে দীর্ঘ কেশপাশ বিচিত্ররূপে খোঁপা বাঁধিয়া, কুন্দ দন্ত মঞ্জন-রঞ্জিত করিয়া, আয়ত আঁখি অঞ্জনশোভিত করিয়া, প্রতিবাসিগণের বাটীতে ভ্রমণে বহির্গত হইত; তখন অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহার ভুবন ভুলান রূপ দেখিয়া অনিমেষ লোচনে তাকাইয়া থাকিত। কোন কোন মুখরা সরলা মুখ ফুটিয়া বলিত,—"বাদসার মায়ের যেমন রূপ, এমন আর কোথাও দেখি না।" বাদসার মা তখন মনে করিত—"তার মত বুঝি সুন্দরী আর নাই।" কিন্তু যখন সে তৃতীয় স্বামী ভূঞাসাহেবের বাটীতে পদার্পণ করিয়া বার বৎসরের মেয়ে আনোয়ারাকে দর্শন করিল, তখন তাহার রূপের গর্ব্ব একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। বাস্তবিক, বালারুণ-রাগ-রঞ্জিত বিকাশোন্মুখ পদ্মিনীর সহিত যেমন কীট-গর্ভ শ্লথদল-দলিত জবার তুলনা সম্ভবে না; সেইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সরলা বালা আনোয়ারার সহিত যৌবনোত্তীর্ণা বিকৃতসুন্দরী গোলাপ-জানের উপমাই হয় না। না হইলেও গোলাপজান নিজ রূপের সহিত সতীন-কন্যার রূপের তুলনা করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। স্বামি-সোহাগে সে এক্ষণে গৃহের কর্ত্রী; সুতরাং সে নানাপ্রকারে তাহার এই বিজাতীয় বিদ্বেষ-বিষে আনোয়ারাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

সে প্রথমে আনোয়ারার পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া দিল, এবং নানা ছলনায় অশ্রাব্য অকথ্য কটূক্তির সহিত তাহাকে দাসীগণের কার্য্যের সহায়তা করিতে বাধ্য করিল। বালিকা ভয়ে ভয়ে বিমাতার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে তাহার নিয়মিতরূপে স্কুলে পড়া আর চলিল না। আনোয়ারার দাদিমা বিদুষী রমণী ছিলেন। নাতিনীর পড়া বন্ধ

হওয়ায়, তিনি যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। পরন্তু, তিনি মেয়েকে দাসীর কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

একদিন তিনি গোলাপজানকে কহিলেন,—"বউ, তুমি সংসারের কর্ত্রী হইয়াছ, তাহাতে আমি সুখী হইয়াছি; কিন্তু তোমার একি ব্যবহার? মেয়ে আজন্ম নিজ হাতে যাহা কখন করে নাই, আমরা দাসী দ্বারা যে সকল কায করাইয়া থাকি, তুমি কোন্ আক্কেলে সেই সব কাজ আমার অতি সোহাগের নাত্নী দ্বারা করাইতেছ। তোমার জুলুমে নাতনীর আমার পড়া-শুনা বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার পর তুমি আমার নাত্নীকে যে-সে সাংসারিক কাযে কখন ফর্মাইস্ করিতে পারিবে না? আমি কাল থেকে তাহাকে পড়িতে পাঠাইব।" বৃদ্ধার কথায় গোলাপ-জানের হৃদয়ের হিংসানল অনিবার্য্যাবেগে জ্বলিয়া উঠিল; সে বাড়ীময় তোলপাড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে নানাবিধ অকথ্য বাক্যে পঞ্চমুখে দাদি নাতিনী উভয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আহারান্তে ভূঞাসাহেব তাঁহার দক্ষিণদ্বারী শয়ন-গৃহে খাটে বসিয়া পৈতৃক রৌপ্য ফুরসীতে চিন্তিত মনে তামাক সেবন করিতে করিতে স্ত্রীকে কহিলেন,—"দেখ, আজ সকালে তুমি যে কেলেঙ্কারী করিয়াছ, তাহাতে আমার কোন স্থানে মুখ দেখইবার উপায় নাই।" গোলাপজান শুনিবামাত্র ক্রোধকটাক্ষে গ্রীবোন্নত করিয়া কহিল,—"কি করিয়াছি?" ভূঞাসাহেব যত টুকু বিরক্ত হইয়া কথাটি পাড়িয়াছিলেন, গোলাপ জানের ক্রোধ-কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া থামিয়া গেলেন। একটু সুর নরম করিয়া কহিলেন,—"মা ও মেয়েকে বাপান্ত করিয়া গালাগালি করিয়াছ কেন?" গোলাপজান গর্ব্বভরে নিঃসংকোচে

কহিল,—"বেশ বলিয়াছি, আরও বলিব!" ভূঞাসাহেব দুঃখিত স্বরে কহিলেন,—"কথা বলিতেই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠ, তোমাকে আর কি বলিব?"

গো। সাধে কি গো জ্বলে উঠ্‌তে হয়।

ভূ। মা ও মেয়ে তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিল?

গো। না, তারা আর অন্যায় করিবে কি? তারা পীর-মোরশেদের মত শুয়ে-বসে খাইলে কোন দোষ নাই? আর আমি রাত-দিন আগুনের তাতে চুলার গোরে বসিয়া বাঁদী-দাসীর মত খাট্‌নী খাটিয়া তাহাদিগকে দু' একটা কাযের কথা বলিলেই যত দোষ?

ভূ। কাযের কথা ছোট গলায় আদরের সহিত বলিলে দোষ হয় না? কিন্তু বাজারে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পাড়া মাথায় করিয়া অকথ্য বাক্যে গালাগালি করিলে জাত-মান থাকে না। আমাদের ঘরের বৌ ঝি অমন করিয়া গালবাজী ও ইতরামী করিলে সমাজের নিকট আমাদের মুখ দেখান ভার হয়!

গো। (ক্রোধকম্পিত আননে) "হাঁ, আমি বাজারে স্ত্রীলোক—আমি ইতর?" এই বলিয়া অতি রোষে ঝট্‌কা দিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভূঞাসাহেব ভাবিলেন, যদি এ সময় ঘর হইতে চলিয়া যায়, তবে মহাবিভ্রাট ঘটাইবে। হয়, রাতারাতি জামতাড়া চলিয়া যাইবে, না হয়, কুস্থানে রাত কাটাইয়া আমার মুখে চুণ কালি দিবে। এ নিমিত্ত তিনি হুকার নল ফেলিয়া থাবা দিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গোলাপজানের সক্রোধ বল-প্রকাশে তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল। ভূঞাসাহেব দেখিলেন, গোলাপ-

স্নানের দুধে-আলতা-মাখান দেহলাবণ্য ভিত্তিগাত্র-সংলগ্ন সুশুভ্র কাঁচ কাঞ্চনরশ্মি-প্রভায় জোলেখার সৌন্দর্য্যকে পরাভূত করিয়াছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ভূঞাসাহেবের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল; তিনি গোলাপজানের হাত ধরিয়া বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন ;—"প্রিয়ে! আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? তোমার অভাবে যে আমি দশ-দিক্ অন্ধকার দেখি। রাগের মাথায় দু'কথা বলিয়াছি বলিয়াই কি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হয়? এ ঘর-সংসার, গরু-বাছুর, চাকর-চাকরাণী সবই যে তোমার, সকলকেই যে তোমার হুকুম মত চলিতে হইবে।" স্বামী এই সামান্য ঘটনায় অমনভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে, অতি দুর্জ্জন স্ত্রীলোকের মনও অনেকটা কোমল হইয়া আসে। গোলাপজানের মনও নরম হইল, সে ক্রন্দনের স্বরে বলিল,—"আমি কি তোমার গৃহস্থালীর লোকসান দেখিতে পারি? তোমারই সংসারের আয়-উন্নতির নিমিত্ত শরীর মাটী করিতেছি। আর তোমার কলাগাছের মত মেয়ে কেবলই ফুলের সাজী হইয়া শুইয়া-বসিয়া কাল কটাইবে, তাহাকে তোমারই সংসারের কাযে এক-আধটুকু ফরমাইস করিলে, তোমার মা মুখে যা আসে তাই বলিয়া আমাকে গালি-গালাজ করে, পারে ত ধরিয়া মারে। এমন ভাবে আমি আর তোমার সংসার করিতে চাই না, তুমি আমাকে আমার ভাইয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, সুন্দরী বিবি আনিয়া সংসার কর?" ভূঞা সাহেব দেখিলেন, তাঁহার প্রেয়সীর নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে; মনও খুব কোমল হইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি প্রিয়তমার হস্তত্যাগ করিয়া তাহার স্খলিত অঞ্চল দিয়া গলিত নয়নবারি মোচন করিয়া দিয়া কহিলেন,—"প্রাণাধিকে! আর রাগ করিও না? তোমার ইচ্ছা মতই

সংসার চালাও,আমি আর কিছু বলিব না।” এই বলিয়া তিনি আদরপূর্ব্বক তাহাকে খাটে তুলিলেন। সে রাত্রির পালা এইরূপে শেষ হইল।

ভূঞাসাহেব গোপালজানকে বিবাহ করিয়া শেষ জীবনে এইরূপ অভিনয় আরও অনেকবার দেখাইয়াছেন এবং “দেহি পদপল্লবমুদারম্” বলিয়া পটক্ষেপ করিয়াছেন।

এস্থলে আমরা মধুপুরের আর একটি ভদ্র পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধৈর্য্যশীল প্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়া আরব্ধ পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

এই ভদ্র পরিবারের অভিভাবকের নাম—ফর্হাদ হোসেন তালুকদার। ইনি আমাদের হামিদার পিতা ও বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ভূঞা সাহেবের বাড়ীর সহিত সংলগ্ন পশ্চিমাংশে ইঁহার বাটী। নিজ বাটীতেই বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে পর্দ্দার সুন্দর বন্দোবস্ত। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা অনেক মেয়ে এই স্কুলে অধ্যয়ন করে। মধুপুরে তালুকদার সাহেবের বনিয়াদী ঘর। কালচক্রে তালুকের অনেকাংশ পরহস্তগত হইয়াছে; অবশিষ্ট তালুকের বার্ষিক আয় তিন শত টাকা মাত্র। তালুক-দার সাহেবের খামারে তিন খাদা জমি। জমি বর্গা বা আধি দিয়া যে শস্যাদি প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহার সংসার-খরচ চলিয়া যায়। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, এক কন্যা, এক শিশুপুত্র, একটি চাকরাণী ও একটি রাখাল চাকর। তালুকদার সাহেবের স্ত্রী শিক্ষিতা; কন্যা হামিদাকে তাঁহারা নিজ হাতে শিক্ষা দিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বেলতা গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। হামিদার স্বামী বি, এ পাশ করিয়া এক্ষণে কলিকাতা ল্ ক্লাসে পড়িতেছেন। ফরহাদ হোসেন তালুকদার

সাহেবের ন্যায় সুখীলোক অতি বিরল। ভূঞাসাহেবের সহিত তালুক-দার সাহেবের বংশগত কোন আত্মীয়তা নাই; কিন্তু বহুকাল একত্র একস্থানে বসবাস করিয়া উভয় পরিবারে আত্মীয়তা অপেক্ষাও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছে। ভূঞাসাহেব অপেক্ষা তালুকদার সাহেব বয়সে বড়, জ্ঞানে প্রবীণ, স্বভাবে শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মে উন্নত। ভূঞাসাহেব সংসারের গুরুতর বিষয় তালুকদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সম্পন্ন করেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আনোয়ারা যে দুর্ব্বিষহ শিরঃপীড়ায় ও জ্বরাতিশয্যে শয্যাশায়িনী হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল ও প্রলাপ বকিতেছিল, আমরা আনুষঙ্গিক কথাপ্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন তত্ত্ব লই নাই; এক্ষণে আসুন, আমরা ভূঞাসাহেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একবার সেই পর্দ্দানশিন আনোয়ারাকে দেখিয়া আসি। ঐ শুনুন, "মাথা গেল,—মাথা গেল!" বলিয়া বালিকা চীৎকার করিতেছে, বৃদ্ধা দাদিমা তাহার পিঠের কাছে বসিয়া অশ্রুনীরে বুক ভাসাইতেছেন।

এই সময় ভূঞাসাহেব একবার ঘরের দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিয়া কহিলেন,—"মা, রাত্রিতে মেয়ের কি কোন অসুখ করিয়াছিল, হঠাৎ এরূপ কাতর হইবার কারণ কি?" জননী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন,—"কি জানি বাছা, রাত্রিতে আনোয়ারার ভাত খাইতে যাওয়ায় একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, বউ তাহাকে বাপন্ত করিয়া গালাগালি করিয়াছিল, তাই বাছা আমার, ঘেন্নায় ভাতপানী ত্যাগ করিয়া ঘরে আসিয়া শোয়। শেষ রাত্রি যখন আমি তাহাজ্জদের নামাজ (১) পড়িতে উঠি, তখন দেখি, মেয়ে ঘুমের ঘোরে দুই তিন বার জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে, শেষে মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ভোরে হাত মুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়াই তাহার এ দশা হইয়াছে। নাক-চোখ-মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, গা দিয়া আগুন ছুটিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া প্রলাপ বকিতেছে। হামিদার মা দেখিয়া কহিল, মেয়ের অবস্থা ভাল নয়। সত্বর ডাক্তার দেখাও।"

(১) গভীর রাত্রির উপাসনা।

ভূঞাসাহেব তখন ঘরে উঠিয়া স্বচক্ষে মেয়ের পীড়িত অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন,—"এখন কি করা যায়? ভাল ডাক্তার নিকটে নাই, টাকা পয়সাও হাতে নাই, পাটগুলি খরিদদার অভাবে বিক্রয় হইতেছে না, এখন উপায় কি?"—এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। ছেলের কথা শুনিয়া মা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই সময় দক্ষিণ-দ্বারী দ্বারের বারেণ্ডায় বসিয়া গোলাপজান মাতা পুত্রের কথাবার্ত্তা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। ভূঞাসাহেব প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবা মাত্র সে কুপিতা বাঘিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল,— "আমার গালির চোটে তোমাদের সোনার-কমল শুকাইতে বসিয়াছে, এখন আর কি পালের বড় গরুটা বেচে তার জন্য ডাক্তার আনা হউক্? তা যাই করা হোক্, ফয়েজ (আজিমুল্লার পুত্র) কাল টাকার জন্য আসিয়াছিল, তাদের খুব ঠেকা। আমি বলিয়া দিয়াছি, পাট বিক্রয় হইলেই তোমাদের টাকা দেওয়াইব। আমি ভাল মুখে বলিতেছি, আমার ভাইয়ের বিনা সুদের হাওলাতী টাকা শোধ করিয়া, যাহা মনে চায়, তাই যেন করা হয়।—" এই বলিয়া গোলাপজান ঘৃণার সহিত মুখ নাড়া দিয়া সবেগে রান্না ঘরের আঙ্গিনার দিকে চলিয়া গেল। ভূঞাসাহেব অপরাধী মানুষের মত চুপটি করিয়া বাহির বাড়ীতে আসিলেন। এই সময় আনোয়ারা পুনরায় প্রলাপ বকিয়া উঠিল,—"মাগো, আমাকে কাছে লইয়া যাও, আমি আর এখানে থাকিব না।"

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে; এক খানি পান্‌সি ভূঞাসাহেবের বাহির বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া যাইতেছিল। নৌকার মাঝি ভূঞাসাহেবকে দেখিয়া কহিল,—"আপনাদের পাড়ায় পাট পাওয়া

যাইবে ?" ভূঞাসাহেব কহিলেন,—"হাঁ, আমার বাড়ী এবং আরও অনেক বাড়ীতে পাট মজুত আছে।" মাঝি নৌকার গতিরোধ করিয়া তাঁহার ঘাটে নৌকা বাঁধিল। একটি ভদ্রলোক ও তাঁহার পিছনে পিছনে আর একটি লোক পাট দেখিবার নিমিত্ত ভূঞাসাহেবের বাড়ীর উপর নামিলেন। ভূঞাসাহেব ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া কেমন যেন এক ধাঁধাঁয় পড়িয়া অনেক ক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদিগের নৌকা কোথাকার ?" সঙ্গীয় লোকটি বলিল—"বেলগাঁও জুট কোম্পানির।" ভদ্র লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"ইনি কি সেই কোম্পানির বড় বাবু।" ভূঞা সাহেবের ধাঁধা কাটিয়া গেল। বেলগাঁও বন্দরে সকলেই ভদ্র লোকটিকে 'বড় বাবু' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। বড় বাবু কোম্পানির আদেশে পাটের মরসুমে একবার করিয়া মফস্বল ঘুরিয়া পাটের অবস্থা দেখিয়া যান এবং নমুনাস্বরূপ ২।৪ নৌকা বোঝাই করিয়া পাট লইয়া থাকেন। এবারও তিনি সেই উদ্দেশ্যেই মফস্বলে আসিয়াছেন।

ভূঞাসাহেব বড় বাবুকে সম্মানের সহিত নিজের বৈঠকখানায় বসিতে দিলেন। তাঁহার এক জন চাকর এক তাড়া পাট আনিয়া বড় বাবুর সম্মুখে রাখিল। সঙ্গীয় লোকটি পাট খুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। এই সময় তালুকদার সাহেবও পাট-বিক্রয় মানসে তথায় আসিলেন। তিনিও প্রথমে বড় বাবুকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আবার এই সময় আমাদের ভোলার মা কার্য্যোপলক্ষে বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর মধ্যে যাইয়া, হামিদার মাকে কহিল,—"মা-জান, মজার কাণ্ড, তুলা নিয়া যে পাটের বেপারী !" হামিদার মা

কহিল,—"তুমি বল কি ?" ভোলার মা কহিল,—"আমার চোখের কছম, সত্যি বলিতেছি, দুলামিঞা ভূঞাসাহেবের বৈঠকখানায় বসিয়া পাট কিনিতেছেন।" হামিদার মা কহিলেন,—"উনি কোথায় গেলেন ?" ভোলার মা কহিল,—"তিনি দুলামিয়ার কাছে গিয়াছেন।" হামিদার মা তখন ভোলার মাকে কহিলেন,—"তুমি এখনি যাও, তাঁহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আন।" ভোলার মা পুনরায় বহির্ব্বাটীর দিকে চলিল। এবার মা ও মেয়ে উভয়ে সন্দেহের দোলায় ঘুরপাক খাইতে লাগিলেন।

এদিকে বহির্ব্বাটীতে পাটের দর-দস্তর চলিতেছে; এমন সময় ভূঞা-সাহেবের অন্তঃপুরে অস্ফুট ক্রন্দনের রোল উঠিল। তালুকদার সাহেব কহিলেন,—"বাড়ীর ভিতর কাঁদে কে ?"

ভূ-সা। "বোধ হয় মা।" তা-সা। "কেন ? কি হইয়াছে ?" ভূ-সা। "মেয়েটি ভয়ানক কাতর হইয়া পড়িয়াছে।" তালুকদার সাহেব—"বল কি ?" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া ভূঞাসাহেবকে কহিলেন,—"তোমার মত নির্দ্দয় লোক ত আর দেখা যায় না। তুমি আসন্ন মৃত কন্যাকে ঘরে রাখিয়া পাট বিক্রয় করিতে বসিয়াছ. সত্বর ডাক্তার ডাক ?"

এই সময় বড় বাবুর সঙ্গীয় লোকটি আড়ালে যাইয়া তামাক খাইতে-ছিল। সে বাবুর সাক্ষাতে তামাক খায় না। এ ব্যক্তি পাটের যাঁচনদার, বড় বাবুর সঙ্গে থাকে। যাঁচনদার পীড়ার কথা শুনিয়া ভূঞাসাহেবকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"আমাদের বড় বাবু খুব ভাল ডাক্তার, বাক্স ভরা ঔষধপত্র ইঁহার নৌকায় আছে। ইঁহার মত লোক আমরা আর দেখি না। পীড়িতের প্রাণ রক্ষার জন্য ইনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান

করেন। এমন কি, চিকিৎসার জন্য কাহারও নিকট টাকা-পয়সা লন না। আপনি ইঁহার দ্বারা আপনার কন্যার চিকিৎসা করাইতে পারেন।" কৃপণ-স্বভাব ভূঞাসাহেব বিনা টাকায় চিকিৎসা হইতে পারিবে মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু কন্যা বয়স্থা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তালুকদার সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় তিনি কহিলেন,—"যে অবস্থা তাহাতে পর্দ্দার সম্মান রক্ষা করা অপেক্ষা এক্ষণে চেষ্টা করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করাই সুসঙ্গত মনে করি; আমাদের হাদিসেও (১) এইরূপ বিধান আছে।" ভূঞাসাহেব তখন আর দ্বিধা বোধ না করিয়া বড় বাবুকে যাইয়া কহিলেন,—"জনাব, শুনিলাম আপনি নাকি এক জন ভাল চিকিৎসক? আমার একটি কন্যা প্রাণসংশয়াপন্ন কাতর; আপনি মেহেরবাণীপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করিলে সুখী হইতাম।" বড় বাবু কহিলেন,—"আমি চিকিৎসক নহি, তবে নিজের প্রয়োজনবশতঃ ঔষধ-পত্র সঙ্গে রাখি, সময় ও অবস্থাবিশেষে অন্যকেও দিয়া থাকি।" ভূঞাসাহেব কহিলেন, "তা যাহা হউক, এই আসন্ন বিপদে আমার উপকার করিতেই হইবে।" বড় বাবু তখন পীড়ার অবস্থা শুনিয়া শিষ্টাচার জানাইয়া কহিলেন,—"তবে এক বার দেখা আবশ্যক।"

(১) ধর্ম্মশাস্ত্রে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যমুনার কৃশাঙ্গী তনয়াদ্বয় প্রকৃতির বিধানে যে স্থানে মিলিত হইয়া মায়ের কোলে গা ঢালিয়া দিয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ তীরে রতনদিয়া গ্রাম। [illegible] কয়েক ঘর হিন্দু ব্যতীত গ্রামের অধিবাসী সবই মুসল্‌মান্। মুসলমান্‌দিগের মধ্যে আমির-উল এস্‌লাম নামে একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোকের বাস। তিনি গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিতেন। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহ জেলার হাজী সফিউদ্দীন নামক জনৈক পরম ধার্ম্মিক মহাত্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই শুভ পরিণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ আমির-উল এস্‌লাম সাহেব একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। পিতা নিজ নামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—নুরল এস্‌লাম। নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিতেন বলিয়া আমির-উল এস্‌লাম সাহেবের বংশ দেশের সর্ব্বত্র দেওয়ান আখ্যায় পরিচিত।

সাধারণতঃ নীলকুঠির প্রভু ও ভৃত্যগণের মধ্যে যেরূপ উৎকোচ-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেওয়ান আমির-উল এস্‌লাম সাহেবের আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তিনি ধর্ম্মশীলা পত্নীর সংসর্গে ধর্ম্ম-সাধনে যেরূপ উন্নত হইয়াছিলেন, আর্থিক উন্নতি বিষয়ে সেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি ন্যায়-পথে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে মিতব্যয়শীলা পত্নীর গুণে সংসারের অভাব পূর্ণ হইয়া কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। শেষে তিনি তদ্দ্বারা বার্ষিক পাচ শত টাকা আয়ের একটি ক্ষুদ্র তালুক খরিদ করেন।

নুরল এস্‌লামের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার পিতা সমধিক মনোযোগী

ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নুরল এস্‌লাম স্থানীয় নবপ্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বৎসরই তাঁহার জননী তাঁহাকে ও তাঁহার দুইটী শিশু-ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করেন। দেওয়ান সাহেব পত্নী-বিয়োগে সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন বটে, তথাপি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন না। সময়মত তিনি পুত্রকে তাঁহার মাতুলালয়ে রাখিয়া ময়মনসিংহ জেলা-স্কুলে পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে সংসার অচল হইলেও গুণবতী প্রিয়তমা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া, দেওয়ান সাহেব দুই বৎসর যাবৎ বিবাহ করিলেন না। শেষে দেশস্থ নানা লোকের প্ররোচনা ও পরামর্শে নিজ গ্রামের দক্ষিণ গোপীনপুর গ্রামে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বংশে আলতাফ হোসেন নামক এক ব্যক্তির বয়স্থা রূপবতী কনিষ্ঠা ভগিনীকে তালুকের অর্দ্ধেক সম্পত্তি কাবিন দিয়া বিবাহ করিলেন। কালক্রমে এই পক্ষে দেওয়ান সাহেবের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। এই কন্যা জন্মগ্রহণের পর নুরল এস্‌লামের অপ্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীদ্বয়ের আর এ সংসারে তিষ্ঠান দায় হইল। পত্নীর বিদ্বেষ-ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া দেওয়ান সাহেব কন্যাদ্বয়কেও তাহাদের স্নেহময়ী মাতামহের নিকট ময়মনসিংহে পাঠাইয়া দিলেন। নুরল এস্‌লাম ছুটীর সময় মাতুলালয় হইতে বাড়ীতে আসিতেন; কিন্তু বিমাতার ব্যবহারে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া, ছুটী হইবার পূর্ব্বেই ময়মনসিংহে চলিয়া যাইতেন। স্নেহশীল পিতা পুত্রের মানসিক কষ্ট অনুভব করিয়া নীরবে নির্জ্জনে অশ্রুমোচন করিতেন, এবং পুত্রকে স্তোক বাক্যে ও শিক্ষার্থ প্রচুর অর্থদানে তাহার চিত্তবিনোদন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

নুরল এস্‌লাম চারি বৎসরে বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মাসে মাসে বৃত্তির উপর ২০।২৫ টাকা করিয়া খরচা পাঠাইতে লাগিলেন। খোদার ফজলে নুরল এস্‌লাম দুই বৎসরেই প্রশংসার সহিত এফ্‌-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বৎসরের শেষে অকস্মাৎ নিদারুণ সান্নিপাতিক জ্বরে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটায়, নুরল এস্‌লাম পরমারাধ্য পিতার অভাবে সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বিমাতার চক্রান্তে ভূসম্পত্তি ও গৃহস্থালী বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, অগত্যা সে-সকলের ভার নিজ হাতে লইলেন। সুতরাং বি,এ পাশ করা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না।

প্রতিভাবলে পঠিত বিদ্যায় নুরল এস্‌লাম যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে ভূয়োদর্শন-জনিত জ্ঞানও কম লাভ করিয়াছিলেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন, চাকরীজীবীর শারীরিক ও মানসিক সমুদায় ইন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ প্রভুর মনোরঞ্জন সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত রাখিতে হয়, স্বাধীনভাবে মানব-জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ তাহার ভাগ্যে বড় ঘটিয়া উঠে না; এ নিমিত্ত চাকরীকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। বি, এ পাশ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের স্থিরসংকল্প ছিল।

কিন্তু পিতার মৃত্যুতে হঠাৎ তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। তথাপি তিনি অভীপ্সিত সংকল্পের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপাততঃ বাড়ী হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে বেলগাঁও বন্দরে জুট কোম্পানির আফিসে মাসিক ৩৫৲ টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করিলেন। সপ্তাহে ২।১ বার আসিয়া বাড়ী-ঘরের তত্ত্বাবধান লইতেন।

পাঠ্যাবস্থায় অনেক ভাল ভাল ঘর হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি বি-এ পাশ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম না হইলে, বিবাহ করিবেন না প্রকাশ করায়, তাঁহার পিতা সমস্ত সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারের ভার তাঁহাকে নিজ স্কন্ধে লইতে হইল, তিনি উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে এক দুরাশার ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। বিমাতার বিবাহযোগ্যা এক পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। তিনি ভাবিলেন, পতির অর্দ্ধেক সম্পত্তি কাবিন স্বত্বে তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছে; এক্ষণে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নুরল এস্‌লামের সহিত বিবাহ করাইয়া দিয়া অপরার্দ্ধ সম্পত্তি সেই কন্যার নামে লিখিয়া লইবেন, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহারই আয়ত্তে আসিবে, তিনি সংসারের কর্ত্রী হইয়া সুখে কাল কাটাইবেন। এইরূপ দুরাশায় প্রলুব্ধ হইয়া তিনি অগৌণে নুরল এস্‌লামের সহিত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। নুরল এস্‌লাম এ প্রস্তাব শুনিয়া জনৈক প্রবীণ আত্মীয় দ্বারা বিনয় সহকারে মাতাকে জানাইলেন,—“আমি আপাততঃ বিবাহ করিব না, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অন্যত্র সৎপাত্রে বিবাহ দিউন।” পিতা যে বংশে কাবিন দিয়া নগদ অজস্র অর্থাদি ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, মুরব্বী-হীন নুরল এস্‌লাম সেই উচ্চকুলোদ্ভবা সুরূপা পাত্রীকে বিবাহ করিতে অসংকোচে অম্লান বদনে অস্বীকার করিলেন। ব্যাপার সহজ নহে, কিন্তু আমাদিগের অনুমান হইতেছে, এই প্রত্যাখ্যান জন্য নুরল এস্‌লামকে মর্ম্মঘাতী ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, অশান্তির দাবানলে হয়ত তাঁহার জীবনের প্রথমভাগ দগ্ধীভূত

হইবে। যাহা হউক, তজ্জন্য আমরা নুরল এস্‌লামকে এক্ষণে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না। কারণ ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে বলিতে পারে? ভবিষ্যৎ বড়ই দুর্গম! মানুষ, মানুষের পেটের কথা টানিয়া বাহির করে, বিজ্ঞানবলে তাড়িত ধরে, আকাশে উড়ে, সাগরে ভাসে, পাতালে প্রবেশ করে, আবার মরা মানুষ জীয়ন্ত করিতে চায়; কিন্তু প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে যবনিকা আছে, তাহা ভেদ করিবার কথা ধারণায় আনিতেও অক্ষম। নুরল এস্‌লাম ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য যুবক।

নুরল এস্‌লাম বুঝিয়াছিলেন, সংসার জীবনের সুখের মূল, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সহায়, পারিবারিক ধর্ম্মভাব ও প্রীতি-পবিত্রতা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক সংসর্গে পাইবার আশা, মরুভূমিতে নন্দনকাননের সুখসৌন্দর্য্য ভোগের আশার ন্যায় দুরাশা মাত্র। আমরা বাহিরের অবস্থায় যত লোককে ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী জানিয়া সুখী মনে করিয়া থাকি, ভিতরের অবস্থায় তাঁহাদের অধিকাংশ লোক প্রকৃত পক্ষে সুখী নয় বরং নিরয়-নিবাসী; পরন্তু তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী অশিক্ষিতা সহধর্ম্মিণীগণই যে এই নিরয়-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রী তাহাও সুনিশ্চিত। এ নিমিত্ত অশিক্ষিতা রমণীর প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, এ দেশে যাহারা উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন আরবী-পারসী বিদ্যাশিক্ষায় একরূপ উদাসীন, অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভেও সবিশেষ মনোযোগী নহেন, পরন্তু কেবল কুলের দোহাই দিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। পারিবারিক স্বর্গীয় প্রীতি-পবিত্রতা ইঁহাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। ইঁহাদের ২।৪ জন আবার একাধিক বিবাহ করিয়া, সেই সুখ-শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন

এবং নিজে সেই আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া জীবন্মৃত ভাবে কাল কর্ত্তন করেন। এইরূপ দেখিয়া ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। তিনি নিজ পরিবারেই সংসার-ধর্ম্মের বিবিধ অবস্থা সন্দর্শন করেন। প্রথমে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জননী জীবিতকাল পর্য্যন্ত অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পিতার প্রাতঃকৃত্যের আয়োজন করিয়া দিতেন, পরে তিনি নিজে ওজু (১) করিয়া ফজরের (২) নামাজ পড়িতেন, শেষে এক ঘণ্টা কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া গৃহস্থালীর কার্য্যে মনোযোগী হইতেন এবং তাহা পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া পিতার স্নানাহারের আয়োজন করত পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি নীলকুঠি হইতে পরিশ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরিলে, মা তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেন। অনন্তর স্বহস্তে তাঁহাকে স্নানাহার করাইয়া শেষে চাকর-চাকরাণীদিগের আহারের তত্ত্ব লইতেন, পরে নিজে আহারে যাইতেন। পিতার স্নানাহারের পূর্ব্বে দিন কাটিয়া গেলেও মা আহার করিতেন না।

পিতার পীড়ার সময় মায়ের অবস্থায় দেখা যাইত, পীড়া যেন তাঁহারই হইয়াছে। জননীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত নুরল এস্‌লাম সংসারের অভাব-অশান্তি কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। আবার তাঁহার জননীর মৃত্যুর পর বিমাতা যখন গৃহস্থালীর কর্ত্রী হইলেন, তখন তিনি দেখিতে লাগিলেন, পিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য ডাক পড়িলে, কেবল চাকর-চাকরাণীরাই তাঁহার সন্নিহিত হইত; বিমাতা কেবল সময় সময় অভাব-অভিযোগের

(১) অঙ্গ শুদ্ধি। (২) প্রাতের।

কথা লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইতেন। তাঁহার গর্ভজাত কন্যা ও নিজের সুখ-সুবিধা ছাড়া তিনি আর অন্য কোন দিকে নজর করিবার বড় অবসর পাইতেন না। মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কার ও সুগন্ধি তৈলাদির জন্য তিনি পিতাকে অহঃরহ ত্যক্ত-বিরক্ত করিতেন। তাঁহার গতি-বিধিতে,তাঁহার প্রত্যেক কথায়, তাঁহার প্রতি নিশ্বাসে কেবল আভিজাত্যের অভিমানই বাহির হইত। এই খেয়ালের বশে তিনি পিতাকে আন্তরিক ভক্তি করিতে পারিতেন না। প্রবীণ পিতা বিমাতার এইভাব সবই বুঝিতেন এবং বুঝিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। পিতা ১৪ দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। এই ১৪ দিন নুরল এস্‌লামও তাঁহার ফুফু আম্মা (১) দিনরাত খাটিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন। এই সময় বিমাতাকে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার পরিচর্য্যায় আন্তরিক অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতার যখন শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইল, ফুফু আম্মা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বিমাতাও পতি-শোকে শোকাকুলিত হন বটে; কিন্তু তৎসঙ্গে লোহার সিন্ধুকের চাবিটিও হস্তগত করিতে ভুলিলেন না। বিমাতার ব্যবহারে নুরল এস্‌-লামের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে।

এই সমস্ত কারণে বিমাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন করিলে, নুরল এস্‌লাম ভাবিলেন, যে ঘরের এহেন বিমাতা, সেই ঘরে বিবাহের সম্বন্ধ বিশেষতঃ পাত্রী সুন্দরী হইলেও অশিক্ষিতা। তাই তিনি অসংকোচে বিমাতার প্রস্তাব অস্বীকার করেন। তিনি আরও ভাবিলেন, বিবাহ যাবজ্জীবনের সম্বন্ধ! মানবজীবনের সুখ-দুঃখ অধিকাংশকাল

(১) মুসলমানে পিতার ভগিনীকে ফুফু-আম্মা বলেন

এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে ; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া মনের মত সুশিক্ষিতা পাত্রী পাইলে বিবাহ করিবেন, নচেৎ করিবেন না—এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আনোয়ারার পীড়ার কথাপ্রসঙ্গে বড়বাবু কহিলেন—"একবার দেখা আবশ্যক।" ভূঞাসাহেব কহিলেন, "তবে মেহেরবাণী করিয়া বাড়ীর ভিতর চলুন।" বড় বাবু ও ভূঞাসাহেব তালুকদার সাহেবের সহিত আনোয়ারার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। বালিকার দাদিমা তৎপূর্ব্বেই তাহাকে মশারি দ্বারা পরদায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরে যে লোকজন প্রবেশ করিয়াছে, বালিকা টের পায় নাই, সে দুর্ব্বিষহ শিরঃপীড়ায় অস্থির হইয়া এই সময় মশারি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দাদিমা, "পোড়ারমুখী সব ফেলিয়া দিল।" বলিয়া পুনরায় তাহাকে পর্দ্দাবৃত করিতে চেষ্টা করিলেন। বড় বাবু কহিলেন, "আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই পীড়ার অবস্থা বুঝিতে পারিব।" এই বলিয়া তিনি বালিকার দিকে তাকাইলেন। দৃষ্টিমাত্র বিস্ময়ে তাঁহার অন্তঃস্থল আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত পৃথিবীর গতি যেমন অনুভব করা যায় না, সেইরূপ বাহিরের অবস্থায় বড় বাবু ভাবান্তর অন্য কেহ টের পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, এই বালিকাই শেষে খিড়কীদ্বার হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময় বালিকা একবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। তাহার রক্ত-চক্ষু দেখিয়া বড় বাবু একান্ত বিমর্ষ হইলেন; এবং সত্বর মাথায় জলপটী দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, কাঁচি ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড চাহিলেন। ভূঞাসাহেব তাহা আনিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন বড় বাবু থর্ম্মোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জ্বর ১০৫ ডিগ্রী। তিনি ব্যাকুলভাবে হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, সান্নি-

পাতিক জ্বর। বড় বাবু হতাশ চিত্তে বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন এবং অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "দয়াময়! তুমি ইহাকে রক্ষা কর।" এই সময় আনোয়ারা জ্ঞানশূন্য ভাবেই পুনরায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পার্শ্বপরিবর্তন করিল এবং প্রলাপের বাক্যে কহিল—"ইনিই কি তিনি?"

ভূঞাসাহেব কাঁচি ও বস্ত্রখণ্ড লইয়া পুনরায় তথায় আসিলেন। বড়-বাবু তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি রোগিণীর ঠিক মাথার মাঝখানের এক গোছ চুল কাটিয়া দেন।" ভূঞাসাহেব কহিলেন, আমার কাটা ঠিক হইবে না, আপনিই কাটুন।" বড় বাবু বালিকার মাথার এক গোছ চুল কাটিয়া ফেলিলেন। কর্ত্তিত কেশগুলি এত চিক্কণ ও দীর্ঘ যে তিনি ওরূপ কেশ আর কখন দেখেন নাই। ইতস্ততঃ করিয়া তিনি আর চুল কাটিলেন না। কর্ত্তিত স্থানের আশেপাশের চুল সরাইয়া মাথায় জলপটী বসাইয়া দিলেন। এই প্রক্রিয়ায় বালিকার অসহ্য শিরঃপীড়া অল্প সময়ে অনেকটা উপশমিত হইল। ভূঞাসাহেব বড় বাবুকে বিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া জ্ঞান করিলেন। বড় বাবু সকলের অজ্ঞাতে ক্ষিপ্রহস্তে কর্ত্তিত কেশগুলি অঙ্গুলিতে জড়াইয়া নিজ পকেটস্থ করিলেন।

অতঃপর সকলে উঠিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বড় বাবু নৌকা হইতে ঔষধের বাক্স আনাইয়া দুই প্রকার দুই শিশি ঔষধ দিলেন। ক্ষুধা পাইলে দুগ্ধ বার্লি পথ্যের কথা বলিয়া দিলেন। পাটের দর দস্তর করিতে আর কথা খরচ কোন পক্ষেই হইলে না। ভূঞাসাহেব ১৩০ মণ ও তালুকদার সাহেব ২৭ মণ পাট ৫৲ টাকা দরে বিক্রয় করিলেন। পাটের মূল্য মিটাইয়া দিয়া নৌকায় উঠিবার সময় ভূঞাসাহেব পাঁচটী টাকা দর্শনী-স্বরূপ বড় বাবুকে দিতে উদ্যত হইলেন। বড় বাবু কহিলেন, "আমি টাকা

লইয়া চিকিৎসা করি না। যে ভাবে যতটুকু পারা যায় মানুষ মানুষের উপকার করা উচিৎ—এই মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকি।" এই বলিয়া তিনি টাকা গ্রহণ করিলেন না। আরও যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আমি স্থানান্তরে পাট দেখিয়া অপরাহ্ণ ৩।৪টার সময় পুনরায় আপনার কন্যাকে দেখিয়া যাইব। আপনারা সাবধানে পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ সেবন করাইবেন। বেলা তখন প্রায় ১২টা।

তালুকদার সাহেব পাট বিক্রয় করিয়া নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; হামিদার মা কহিলেন, "তুমি এতক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আসিলে? আমার যে উৎকণ্ঠায় প্রাণ বাহির হইবার মত হইয়াছে।"

তা-সা। কেন, কি হইয়াছে?

হা-মা। দামাদ মিয়া কোথায়?

তা-সা। সে কি? এমন সংবাদ তোমাকে কে দিল?

হা-মা। "তবে কি মিথ্যা কথা? ভোলার মা শশব্যস্তে আসিয়া আমাকে বলিল—হলা মিয়া ভূঞা সাহেবের বাড়ীতে পাট কিনিতেছেন। আমিত শুনিয়াই অবাক্।" তালুকদারে সাহেব হাসিতে লাগিলেন। এই সময় ভোলার মা তথায় আসিয়া তালুকদার সাহেবকে কহিল "বাবাজান কৈ দুলা মিয়াকে বাড়ীর মধ্যে আনিলেন না?" তালুকদার সাহেব তখন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং পরিহাস করিয়া ভোলার মাকে কহিলেন, "দামাদ মিয়াকে তুমি ডাকিয়া না আনিলে, তিনি বাড়ীতে আসিবেন না বলিয়াছেন।" ভোলার মা কহিল "তবে আমিই যাই, তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া আসি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা গমনোদ্যত হইল। রহস্য বুঝিয়া হাসির চোটে তালুকদার সাহেবের পেটে ব্যথা ধরিল। হামিদার মা স্বামীর

হাসির ভাবে বুঝিলেন, ভোলার মা অন্য লোককে দামাদ মিয়ার মত মনে করিয়াছে। তাই তিনি মুচকি হাসিয়া ভোলার মাকে কহিলেন, "দূর হতভাগী, চোখের মাথা কি একবারেই খেয়ে বসেছ?" ভোলার মার তখন কতকটা জ্ঞান হইল। সে কহিল, "তবে কি বুবুজানও খেয়ে বসেছেন?" ভোলার মা হামিদাকে বুবুজান বলিয়া ডাকে।

হামি-মা। ওমা সে কি কথা? তাই বুঝি মেয়ে আমার ভাতপানী ছেড়ে বসেছে?

হা-পি। সে দেখিল কিরূপে?

ভো-মা। "সেই বুবুজানই ত তার সইদিগের আঙ্গিনা হইতে দেখিয়া আসিয়া পহেলা আমাকে বলিয়াছেন।" তালুকদার সাহেব ঘটনার রহস্য আদ্যন্ত বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। হামিদা কক্ষান্তরে থাকিয়া সরমে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল।

অতঃপর, হামিদার পিতা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সকলেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমি এ বয়সে এমন এক চেহারার দুইজন লোক কোথাও কখন দেখি নাই। যিনি পাট কিনিতে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দামাদ মিয়াকে বদল করা চলে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দামাদ মিয়া বলিয়া প্রথমে আমারই ভ্রম হইয়াছিল।" পিতার মুখে প্রকৃত অবস্থা শুনিয়া হামিদা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বলা বাহুল্য আমাদের প্রাতঃকালে দৃষ্ট নৌকাস্থ যুবকই হামিদার ভ্রম-কল্পিত স্বামী, ভোলার মার দুলা মিয়া, যাঁচনদারের বড়বাবু, আনোয়ারার চিকিৎসক ও আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত নুরল এস্‌লাম একই ব্যক্তি।

অতঃপর আমরা ইঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিব।

নুরল এস্‌লাম অপরাহ্ণ ৪টায় ফিরিয়া আসিয়া ভূঞাসাহেবের সহিত তাঁহার রোগিণীকে পুনরায় দেখিলেন। জ্বর কমিয়া ১০২ ডিগ্রী নামিয়াছে, চক্ষের লালিমা অনেক কমিয়াছে। তিনি ঔষধ বদলাইয়া দিয়া সে রাত্রি ভূঞাসাহেবের বাড়ীর ঘাটেই নৌকা বাঁধিয়া অবস্থান করিলেন। মঙ্গল মত রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় তিনি রোগিণীকে দেখিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ-কলিকা যেমন মাধ্যাহ্নিক রবিকর-তাপে বিবর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া যায়, নিদারুণ জ্বরোত্তাপে বালিকা সেইরূপে মলিন ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয়, তাহার জ্বর ও চক্ষুর রক্তাভ ভাব ছুটিয়া গিয়াছে। নুরল এস্‌লাম বহির্বাটীতে আসিয়া রোগিণীর জ্বর-প্রতিষেধক বলকারক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "আমি পাটের অবস্থা দেখিতে কিছুদিন এ অঞ্চলে আছি, ২।৩ দিন পর আবার আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া যাইব।" ভূঞাসাহেব নুরল এস্‌লামের ব্যবহারে ও মহত্ত্বে একান্ত মুগ্ধ হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নুরল এস্‌লামের চিকিৎসায় আল্লার ফজলে আনোয়ারার জ্বর বন্ধ হইয়াছে, শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়াছে, সে এখন স্বেচ্ছায় উঠা-বসা চলা-ফেরা করিতে পারে ; তথাপি নুরল এস্‌লামের ব্যবস্থানুসারে শরীরের বলধারণের জন্য এখনও সে নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করিতেছে। হামিদা অহরহঃ তাহার কাছে আসে বসে, প্রাণ খুলিয়া কত কথা বলে, আনোয়ারা কিন্তু অল্প কথায় সইয়ের কথার উত্তর দেয়। তাহার স্বভাবসুলভ সরলতায় গাম্ভীর্য্য প্রবেশ করিয়াছে, যোগাভ্যস্তা তাপসবালার ন্যায় সে অধিকতর স্থিরা ধীরা ও সংযতভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে, দূর ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের চিন্তায় সে যেন সর্ব্বদা আত্মহারা হইয়াছে ; সে এক্ষণে কেবল নির্জ্জন চায়, নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসে। সুখের সংসারে চির-সোহাগে পালিতা অনূঢ়া কুমারী তাহার আবার নির্জ্জনচিন্তা কি ? চিন্তা—নৌকার সেই সুন্দর মুখখানি ! সেই সুঠাম সুন্দর প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি ! সেই প্রেমপীযূষবর্ষিণী অনাবিল করুণ দৃষ্টি ! তেমন সুন্দর মুখ, তেমন প্রেম-মাখান—জ্যোতি জড়ান শান্তিপ্রদ মুখের চাহনী, সে এ পর্য্যন্ত কখন দেখে নাই ; তাই নির্জ্জনে দেখিয়া সাধ পূর্ণ করিতে চায়, তাই তাহার নির্জ্জনতার এত প্রয়োজন। যখন সে নৌকার কথা মনে করে, তখনি সেই মুখখানি তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে ; বালিকা তখন লজ্জায় অবনত-আঁখি হয়। তখন সে ভাবে, তাঁহাকে দেখিতে এত সাধ যায়

কেন, আনন্দই বা হয় কেন? বালিকা ফাঁফরে পড়িয়া আবার ভাবে, ভালবাসিলে কি পাপ হয়? লাইলী, শিরিঁ, দময়ন্তী, সাবিত্রী, ইঁহারাও ত সতীকুলোত্তমা। বালিকা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আবার ভাবে, আহা কি সুন্দর কোরাণ পাঠ, কি মোহন উচ্চারণ! তেমন খোস এলহানে কোরাণ পাঠ বুঝি আর শুনিতে পাইব না—ভাবিতে ভাবিতে যুবকের পবিত্র মূর্ত্তি বালিকার মানসপটে প্রকট মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়; মনাজাতের বিশ্বজনীন মহত্ত্বে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া যায়। তখন সে যুবকের মনাজাত-ভক্তিতে ভক্তি মিশাইয়া নির্জ্জনে চোখের জলে বুক ভাসাইতে থাকে আর ভাবে—এমন জগৎ-মঙ্গল-বিধায়ক, এমন ধর্ম্মভাবে পূর্ণ, এমন উদার-তার চরম অভিব্যক্তি মনাজাত, কেবল ফেরেস্তাগণের মুখেই শোভা পায়, খোদার প্রতি এমন স্তুতি-ভক্তি কেবল ফেরেস্তারাই করিয়া থাকেন।

বালিকা কখন ভাবে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে এ জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই চরণ-তলে প্রাণ উৎসর্গ করিলাম; কিন্তু অযোগ্যা জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে যে, মরমে মরিয়া যাইব। আবার ভাবে, উৎসর্গের বস্তু হেয় হইলেও ত কেহ ফেলিয়া দেয় না; কিন্তু ফেলিয়া না দিলেও যদি মনঃপূত না হয়, তবে দিয়া লাভ কি? না, না, উৎসর্গ করাই ত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, লাভ চাহিব কেন?

মন এইরূপে বালিকাকে স্বর্গীয় প্রেমের পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

একদিন জোহরের নামাজ বাদ আনোয়ারা শিশি হইতে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া সেবন করিল। শিশির গায়ে লেবেলে লেখা আছে, "প্রাতে মধ্যাহ্নে, ও বৈকালে এক এক দাগ সেবনীয়।" লেখা দেখিয়া আনোয়ারা ভাবিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ হাতের, না হইলে এমন সুন্দর

লেখা আর কাহার হইবে? জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা তাঁহারই। আনোয়ারা আত্মহারা হইয়া তখন সেই পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল, হাতের শিশি হাতেই রহিয়া গেল। এই সময় একখানি কেতাব হাতে করিয়া হামিদা আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। আনোয়ারার বহির্জ্জগৎ তখন পশ্চাতে, সে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হামিদাকে দেখিতে পাইল না। হামিদা পূর্ব্বেই রকম-সকমে বুঝিয়াছিল, সই ডাক্তার সাহেবের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে আত্মহারা ভাবে দেখিয়া কহিল, "সই, ঘরের ভিতরও কি নৌকা প্রবেশ করিয়াছে?" আনোয়ারার চমক ভাঙ্গিল। সে হামিদাকে পাশে দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মুখী হইয়া হৃদয়ের ভাব চাপা দেওয়ার জন্য কহিল,—"সই, হাতে ওখানা কি বই?" হামিদা হাসিয়া কহিল,"বইয়ের কথা পরে কই, কার্ ভাবনা ভাব্ছ সই?" প্রেম-প্রফুল্ল আনোয়ারা তখন লজ্জা চাপিয়া উত্তর করিল—"কতক্ষণ আস্ছ সই, ধ্যান কর্ছি বসে তাই।" হামিদা কহিল, "অনেকক্ষণ ত এসেছি সই, তবে কেন সাড়া নেই?" আনোয়ারা দেখিল আর চাপিয়া গেলে চলিবে না, তাই সে সইয়ের নিকট দেলের কথা আভাসে জানাইল। হামিদা শুনিয়া কহিল -"সই, অজ্ঞাত কুলশীল বিদেশী লোককে ভালবাসিলে কেন? তাহার সহিত তোমার বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়?" দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন সজল ও মলিন হইয়া উঠে, হামিদার কথায় আনোয়ারার মুখের অবস্থা সেইরূপ হইল, তাহার ইন্দীবর-নিন্দিত আয়ত আঁখি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, সে কোন উত্তর করিল না। হামিদা দেখিল, সই একবারে মজিয়া গিয়াছে, পুষ্পাঘাতও বুঝি আর সহ্য হইবে না; তাই তাহার ভাবান্তর উৎপাদন জন্য বই খানি হাতে দিয়া

কহিল, "এখানা তুমিই বাবাজানকে আনিতে দিয়াছিলে ?" আনোয়ারা বই খুলিয়া দেখিল 'ওমর-চরিত', মুখে কহিল, "হাঁ।"

অনন্তর হামিদা কহিল, "সই, মানুষের মত যে মানুষ থাকে আগে তাহা জানিতাম না। তোমার ডাক্তার সাহেবকে তোমার সয়া মনে করিয়া সেদিন খিড়কীর দ্বার হইতে দৌড়িয়া বাড়ীতে আসি, মনে নানারূপ সন্দেহ হওয়ায় সঠিক খবর জানার নিমিত্ত ভোলার মাকে তখনই নৌকার কাছে পাঠাইয়া দিই। পোড়ামুখী ফিরে আসিয়া বলিল, "নৌকার আরোহী বেলতার তুলামিয়া।" কথা শুনে প্রাণ উড়িয়া গেল। আনোয়ারা সইয়ের মুখে নিজের প্রিয়তমের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া এতক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া স্তব্ধ নিশ্বাসে চুপ করিয়াছিল। সইয়ের এত কথার পর আর কথা না বলিলে, সে অসন্তুষ্ট হইতে পারে; তাই পরিহাস-ছলে কহিল, "সই উল্টা কথা কহিলে, স্বামীর আগমন-সংবাদে উড়া প্রাণ ত আবাসে বসিবার কথা।"

হামিদা।—তা ঠিক, কিন্তু এবার তাঁর কলিকাতা যাইবার সময় ঝগড়া করিয়াছিলাম।

আনো।—(স্মিত মুখে) লাইলীর সহিত মজনুর বিবাদ! কেন—কি লইয়া ?" হামিদা বেপরদায় বেড়ান লইয়া স্বামীর সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, খুলিয়া বলিল। আনোয়ারা শুনিয়া বলিল, "জয় ত তোমারই, তবে ভয়ের কারণ কি ?" হামিদা কহিল, "আমি তোমার ডাক্তার সাহেবকে স্বামী মনে করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া সে জিব কাটিল। কথাটি সইকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে বলিয়া কহিল,—"তিনি যখন আমাকে তোমাদের খিড়কী-দ্বারে অনাবৃত মস্তকে তোমার

সহিত কথা কহিতে দেখিলেন, তখন ভয় না হইয়া যায় না। বিশেষতঃ বেপর্দ্দায় বেড়াই না বলিয়া বিবাদের দিন তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইষা দিয়াছি, এমতাবস্থায় বেপর্দ্দায় দেখিয়া তিনি নিশ্চয় আমাকে অবিশ্বাস করিবেন, তাই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।"

আনোয়ারা স্মিতমুখে কহিল, "এদিকে বেপর্দ্দায় চলিয়া, ওদিকে চলি না বলিয়া স্বামীর মনে বিশ্বাস জন্মান কি প্রবঞ্চনা নয়?"

হামিদা। যদি প্রবঞ্চনা হয়, তবে তুমিও এ প্রবঞ্চনার জন্য দায়ী।

আনো। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে?

হামি। তোমাকে একদণ্ড না দেখিলে, তোমার সহিত কথা বলিতে না পারিলে, আমি যে থাকৃতে পারি না। সে দিন ভোরে যখন তোমাকে তোমাদের বাড়ীতে পাইলাম না, তখন খুঁজিতে খুঁজিতে তোমাদের খিড়কীর ঘাটে উপস্থিত হই। তখন হইতেই এ অসুখ, এ অশান্তি।"

আনো। এরূপ স্থলে তোমার প্রবঞ্চনা-পাপের অংশীভাগিনী হইতে রাজী আছি, কিন্তু সই, বিধির বিধান সেরূপ নয়? তাহা হইলে দস্যু নিজাম আউলিয়া (১) হইতে পারিতেন না।

হামি। নিজাম আউলিয়ার কথা কিরূপ?

আনো। তোমার পিতা একদিন আমাদিগকে উক্ত মহাত্মার বিবরণ শুনাইয়াছিলেন। নিজাম প্রথমে ভীষণ দস্যু ছিলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, রোজ একটি করিয়া খুন না করিয়া পানি স্পর্শ করিবেন না। একদিন তিনি শাহ ফরিদকে খুন করিতে উদ্যত হন, তাপসশ্রেষ্ঠ ফরিদ নিজামকে বলেন, "তুমি নরহত্যা করিয়া যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ

---

(১) সিদ্ধ তাপস।

করিয়া থাক, তাহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহারা তোমার এই মহাপাপের ভাগী হইবে কি না ?" এমন কথা নিজাম জীবনে কখন শুনেন নাই। হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি দ্রুত-পদে পরিজনদিগকে যাইয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারা কহিল, "এক জনের পাপের জন্য অন্যের কি শাস্তি হয় ?" এই কথায় নিজামের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। অতঃপর তিনি সৎসঙ্গে থাকিয়া অশেষবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন।

হা। তবে সই, আমার এ প্রবঞ্চনা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে ?

আনো। তুমি সয়ার নিকট কোন কথা গোপন না করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

হা। তিনি যদি ক্ষমা না করেন ?

আ। তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে।

হামিদা। আমাকে তিনি যদি পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেন ?

আনো। পুনরায় পা জড়াইয়া ধরিবে।

হা। তিনি যদি পুনরায় পদাঘাত করেন !

আ। যতবার পদাঘাত করিবেন, ততবার পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

মুগ্ধা হামিদা স্বামীর অবহেলা কল্পনা করিয়া এবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

আনো। তুমি এত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও যদি তাঁহার রাগ না কমে, তবে ধীরে ধীরে পা ছাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া আসিবে, আর তাঁহার কাছে যাইবে না, কথাও বলিবে না; কিন্তু দূরে থাকিয়া যতদূর

পার তাঁহার স্নান-আহার সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি করিবে না। এইরূপ করিলে সয়া যখন নির্জ্জনে বসিয়া তোমার অভাব মনে করিবেন, তখন বিবেক তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবে। সামান্য কারণে নিদারুণ উপেক্ষার জন্য অনুতাপ আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে কশাঘাত করিতে থাকিবে। তখন উল্টা পালা আরম্ভ হইবে, তোমার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

হা। আমি তাঁহার পায়ে ধরা চাই না। তিনি সরল মনে দাসীকে ক্ষমা করিলেই হাতে স্বর্গ পাইব।

আনো। তর্কস্থলে ঘটনা যতদূর দাঁড়াইবে, আসলে ততদূর গড়ান সম্ভব নয়। কারণ তোমার প্রবঞ্চনা ত হৃদ্‌গত নহে, বাহিরের ঘটনা জন্য। আর বেপর্দ্দাভাবও ত তেমন কিছু হয় নাই: প্রয়োজন-বশতঃ আমরা অনেক সময় খিড়কীর দ্বারে আসিয়া থাকি। তবে তিনি (ডাক্তার সাহেব) যে আমাদিগকে কিছু অসাবধানে হঠাৎ দেখে ফেলেছেন তাহাই দোষের কথা হইতেছে। যাহা হউক, সয়া যদি তোমাকে এ পর্য্যন্ত না চিনিয়া থাকেন,তবে তোমাদের উভয়েরই পোড়া কপাল বলিতে হইবে।

হামিদা আনোয়ারার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "সই, তোমার ত বিবাহ হয় নাই, তবে তুমি স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধে এত কথা কিরূপে জান?

আ। দাদিমার মুখে গল্প শুনিয়া, আর আমার মা ও মামানীদিগের ব্যবহার দেখিয়া।

এই সময় আনোয়ারার দাদিমা তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের কথোপকথনের স্রোত প্রতিহত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েক দিবস পর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নুরল এস্‌লাম পুনরায় আনোয়ারাকে দেখিতে আসিলেন। এই সময় পুরুষ মানুষ কেহই তাহাদের বাড়ীতে ছিল না, বাদসা রাম নগর স্কুল হইতে এখনও ফিরে নাই, চাকরাণীগণ ঢেঁকিশালে। গতকল্য অজিমুল্লা আসিয়া তাহার ভগিনী গোলাপ-জানকে লইয়া গিয়াছে। এখন কেবল আনোয়ারা ও তাহার দাদিমা। ভূঞাসাহেব কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। আমরা কিন্তু জানি, পরম স্ত্রৈণ ভূঞাসাহেব আজিমুল্লার বাড়ীতে গিয়াছেন। আনোয়ারার সহিত যাহাতে অজিমুল্লার পুত্রের বিবাহ হয়; তাহার পাকাপাকি বন্দোবস্তের নিমিত্ত চতুর আজিমুল্লা ভগিনীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে, ভূঞাসাহেবও তথায় উপস্থিত। আজিমুল্লার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নানাবিধ সুখ-সুবিধার প্রলোভনে বশীভূত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে।

নুরল এস্‌লাম বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ভূঞাসাহেব বাড়ী আছেন?" আনোয়ারার দাদিমা বৈঠকখানার ঘরের আড়ালে থাকিয়া কহিলেন, "আপনি বসুন, খোরশেদ সকাল বেলা কোথায় যেন গিয়াছে। যাইবার কালে বলিয়া গিয়াছে আজ ডাক্তার সাহেব আসিতে পারেন; তিনি আসিলে, নৌকার লোকজনসহ তাঁহাকে জিয়াফৎ (১) করিবে, আমি সত্বরই বাড়ী ফিরিব।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার কহিলেন, "আমার অনুরোধ, আপনি মেহেরবাণী

(১) নিমন্ত্রণ।

করিয়া নৌকার লোক-জনসহ গরবীখানায় বৈকালের জিয়াফত কবুল করুন।" ডাঃ-সা। "নাতিনীর শারীরিক কুশল সংবাদ কেমন?" বৃদ্ধা কহিলেন, "আপনার চিকিৎসার গুণে আল্লার ফজলে নাতিনীর আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা আনোয়ারার ঘরের সম্মুখে যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আনোয়ারা দাদিমার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ডাকিলেন কেন?"

বৃদ্ধা। "ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন, তাঁহাকে বৈকালের জিয়াফৎ করিলাম, এখন পাকের জোগাড়ে যাও। আজ তোকেই রান্না কর্‌তে হ'বে।" শিশির-মুক্তাখচিত নববিকশিত প্রভাতকমল বালার্ক-কিরণোদ্ভিন্ন হইলে যেমন সুন্দর দেখায়, আনোয়ারার মুখপদ্ম এই সময় তদ্রূপ দেখাইতেছিল।

প্রবীণা দাদিমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিলেন।

বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইলে আনোয়ারাকেই পাক করিতে হইত। সে এক্ষণে পাকের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রান্না করিব?"

বৃদ্ধা। ঘরে পোলাওয়ের চাল আছে, ঘি-মসলা সবই আছে।

আনো। তরকারী কি দিয়া হইবে? বৃদ্ধা নাতিনীর মন বুঝিবার জন্য কহিলেন, "তোর টগর, জবা দুইটা দে। তোর বাপ বাড়ী আসিলে কিছু দাম লইয়া দিব।" টগর ও জবা আনোয়ারার স্নেহপালিত দুইটা খাসী মোরগের নাম। আনোয়ারা স্মিতমুখে কহিল, "দাম যদি দাও তবে পঁচিশ টাকার কম লইব না।" বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া কহিলেন, "যিনি বিনামূল্যে তোর প্রাণরক্ষা করিলেন, তাঁহারই জন্য মোরগ চাহিলাম, সেই

মোরগের দাম অত টাকা চাহিলি? এই বুঝি লেখাপড়া শিক্ষার ফল? উপকারীর উপকার স্বীকার করা বুঝি এই রূপেই শিখিয়াছিস্?" আনোয়ারা কহিল, "তুমিই ত প্রথমে দাম দিতে চাহিয়াছ। নচেৎ দুই দশটা মোরগ কেন, উপকারীর প্রত্যুপকারে জান দিতে পারি।" আনোয়ারা নবপ্রেমে আত্মহারা হইয়া এই প্রথম অসাবধানে কথা কহিল। বৃদ্ধা কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "হাঁ বুঝেছি, এখন পাকের জোগাড়ে যা।" আনোয়ারার তখন চৈতন্যোদয় হইল; সে দাঁতে জিব কাটিয়া সরমে মর মর হইয়া সরিয়া গেল। দাদি নাতিনীর কথাবার্ত্তা অনুচ্চরবে হইতেছিল, তথাপি নুরল এস্‌লাম তাহা শুনিতে পাইলেন। আনোয়ারার শেষ কথা তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখরস সিঞ্চনে বিভোর হইয়া ধীরে ধীরে নৌকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভূঞাসাহেব বাড়ী আসিলেন। আনোয়ারার মোরগদ্বয় জবেহ (১) করিয়া পোলাওয়ের আয়োজন হইল; তালুকদার সাহেবকেও জিয়াফৎ করা হইল। রাত্রিতে নৌকার লোকজনসহ নুরল এস্‌লাম ভূঞাসাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। তৃপ্তির সহিত সকলের ভোজনক্রিয়া শেষ হইল। আহারান্তে গল্প গুজব। তালুকদার সাহেব ও নুরল এস্‌লামের পরস্পর বাক্যালাপে আনোয়ারার দাদিমা বাড়ীর মধ্য হইতে নুরল এস্‌লামের যাবতীয় পরিচয় ও অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং জানিয়া তিনি যেন এক ভবিষ্যৎ আশার আলোক সম্মুখে দেখিতে পাইলেন?

(১) বধ করা

আহারান্তে নুরল এস্‌লাম নৌকায় আসিলেন। পাচক নৌকায় যাইয়া কহিল, "পাকের বড়াই আর করিব না। এমন পোলাও, কোর্ম্মা জন্মেও খাই নাই। আকবরী পোলাওয়ের নাম গল্পে শুনিয়াছিলাম; আজ তাহা পেটে গেল।" যাঁচনদার কহিল, "খুব বড় আমির ওমরাহ লোকের বাড়ীতেও এমন পাক সম্ভবে না।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "তোমা-দের কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না; পাক বাস্তবিকই অনুপম হইয়াছিল।"

প্রাতে নামাজ ও কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া নুরল এস্‌লাম বিদায়ের জন্য ভূঞাসাহেবের বাড়ীর উপর আসিলেন। ভূঞাসাহেব ১৫৲টি টাকা তাহার হাতে দিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, "আপনার চিকিৎসার মূল্য দেওয়া আমার অসাধ্য। ঔষধের মূল্য বাবদ এই সামান্য কিছু গ্রহণ করুন।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "আমি চিকিৎসা করিয়া টাকা লই না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।" ভূঞাসাহেব কহিলেন, "ইহা না লইলে, মনে করিব অযোগ্য জ্ঞানে গ্রহণ করিলেন না। তাহা হইলে আমার অসন্তোষের সীমা থাকিবে না।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "আপনি টাকা দিলে আমি শতগুণে অসন্তোষ হইব ভূঞাসাহেব অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

ভূঞাসাহেব ও তাঁহার মাতাকে সালাম জানাইয়া নুরল এস্‌লাম, বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় তালুকদার সাহেবকেও সালাম বলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

এদিকে আনোয়ারা অনেক সময় নির্জ্জনে অশ্রু মোচন করিয়া অনিদ্রায় কাল কাটাইতে লাগিল। ফলতঃ জ্বলন্ত অগ্নির উত্তাপে নব-বিকশিত কদলীপত্র যেরূপ বিশুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা বালিকা সেইরূপ নবীভূত ভাবান্তরে কৃশ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল। হামিদা সইয়ের মনের ভাব বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইল, নির্জ্জনে তাহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিল। আনোয়ারার দাদিমাও পৌত্রীর ভাবান্তর উপলব্ধি করিলেন। তিনি এক সময় পরিহাস-ছলে কহিলেন, "কি লো! ডাক্তারের বিচ্ছেদে পাগল হবি নাকি?" আনোয়ারা মলিন মুখে নিরুত্তর রহিল।

আনোয়ারার পিতামহ আরবী পারসী বিদ্যায় প্রসিদ্ধ মুন্সী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের মৌলবী নামধারী সাহেবেরা জ্ঞানগরিমায় বিদ্যা বুদ্ধিতে সে সময়ের মুন্সী সাহেবানের শিষ্যগণের তুল্য মূল্যও অনেকে বহন করেন না। যাহা হউক, আনোয়ারার দাদিমা আনোয়ারার বয়সেই মুন্সী সাহেবকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহাদের বিবাহ পরস্পর পবিত্র প্রণয়সূত্রে সংঘটিত হয়। তাঁহাদের এই বৈবাহিক জীবন যেরূপ সুখের হইয়াছিল, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। স্বামীর গুণে আনোয়ারার দাদিমা আরবী পারসী বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হন, সুতরাং বিদ্যার অমৃত আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন। সংসারের অবস্থাও তাঁহাদের খুব স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু চির সুখ-সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। বৃদ্ধার অর্দ্ধেক বয়সে তাঁহার স্বামী এবং দুই পুত্র ও দুই কন্যা কালের করাল কবলে পতিত হন। কিছু

দিন পর তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রবধূ (আনোয়ারার মাতা) লোকান্তর গমন করেন। কেবল মাত্র পুত্র খোরশেদ আলী ও পৌত্রী আনোয়ারা বৃদ্ধার শেষ জীবনের অবলম্বন হয়। বৃদ্ধা স্বামী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূর অসহ্য শোক-শান্তির জন্য আনোয়ারাকেই অন্ধের যষ্টির ন্যায় বোধ করেন, এবং স্বকীয় উন্মত্ত হৃদয়ের স্নেহরাশি পৌত্রীতে ঢালিয়া দিয়া তাহার সুখ-দুঃখের চির সঙ্গিনী হন। ফলতঃ তাহাকে বৃদ্ধার অদেয় কিছুই ছিল না।

একদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া বৃদ্ধা ডাক্তার সাহেবের প্রতি নাতিনীর প্রেম প্রকৃত কিনা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, "আনার, শুনিলাম,—তোর বাপ ফয়েজ উল্লার সহিত তোর বিবাহ বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমি এ বিবাহ ভালই মনে করি। তুই তিন হাজার টাকার সম্পত্তি, পনর শত টাকার গহনা, নগদ পনর শত টাকা পাবি, ফয়েজ উল্লাও তোর যোগ্য পাত্র হইবে।" আনোয়ারা শুনিয়া কোন উত্তর করিল না, বিরক্তির সহিত পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

বৃদ্ধা। কি লো? বিয়ের কথা শুনে যে মুখ ফিরালি?

আনোয়ারা দেখিল, তাঁহার সহিত কথা না বলিলে তিনি মনে আঘাত পাইবেন; তাই সে কহিল, "ও কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি।"

বৃ। কবে কার কাছে শুনেছিস্?

আ। যে দিন আমি ব্যারামে পড়ি, সেই দিন সইয়ের নিকট শুনিয়াছি।

বৃ। তাই, শুনেই বুঝি মরতে বসেছিলি? এতদিন আমাকে বলিস্ নাই কেন?

আ। বলিবার কথা হইলে বলিতাম।

বৃ। ও বিবাহে তবে তোর মত নাই ?

আনোয়ারা নিরুত্তর। বৃদ্ধা আবার কহিলেন,—

"আচ্ছা, তোর বাপ ত ঐ বিবাহ দেওয়াই ঠিক করেছে। এখন তুই কি কর্‌বি ?

আনোয়ারার কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল, সে অনেক কষ্টে ঢোক গিলিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "তুমি বাধা দিবে না ?"

বৃ। তোর বাপ ত আমার কথা শুনে না। বাদসাঁর মা যা বলে, তাই করে।"

অনোয়ারা কহিল, "আর একজন ঠেকাইবে।"

বৃ। "কে সে ?"

আ। "আমরা ওজ্‌ করিয়া এক্ষণে যাঁর নাম করিলাম।" দাদি নাতিনী এসার নামাজ (১) পড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন। পুণ্যশীলা বৃদ্ধা আনোয়ারাকে বুকে চাপিয়া কহিলেন, "আনার, আজ তোর কথায় আমার দেল ঠাণ্ডা হইল। যাঁর নাম করেছিস্ বল্লি, তাঁর প্রতি চিরদিন যেন তোর এইরূপ ভক্তি থাকে, সময়ে অসময়ে সকল অবস্থায় তিনিই তোকে রক্ষা করিবেন, তিনিই তোর সহায় হইবেন, তিনিই তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।"

এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ডাক্তার সাহেবের সহিত তোর বিবাহের প্রস্তাব করিলে কেমন হয় ?"

আনোয়ারা কোন উত্তর করিল না, কিন্তু ডাক্তার সাহেবের নামে তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল, আরাধ্য প্রিয়জন প্রতি অকৃত্রিম-প্রেম-

(১) রাত্রি ১০।১১ টার সময় যে নামাজ পড়া হয়

প্রযুক্ত তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল; কণ্ঠনালী জড়ীভূত হইয়া আসিল; তাহার গোলাপ গণ্ডদ্বয়ে ইন্দীবর-নিন্দিত নয়নদ্বয়ে লজ্জার আভা প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। অস্পষ্ট দীপালোকে বৃদ্ধা নাতিনীর এই দিব্য লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার সঘন নিশ্বাস ত্যাগে ও জড়সড় ভাবে বুঝিতে পারিলেন, ডাক্তার সাহেবের নামে মেয়ের হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি পরিহাস করিয়া কহিলেন, "কি লো, ডাক্তার সাহেবের নাম শুনেই যে দশা ধরিলি, কথা বলিস্ না কেন?" আনোয়ারা জড়িত কণ্ঠে কহিল, "কি বলিব?" বৃদ্ধা।—"ডাক্তারের সহিত বিবাহ দিলে তুই সুখী হবি?" আনোয়ারা বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "দাদিমা, দেখ, জানালা পাশে কি সুন্দর চাঁদের আলো আসিয়াছে।" ঐ সময় সওয়ালের (১) চাঁদের কিরণে দুনিয়া দিনের মত দেখাইতেছিল। প্রবীণা বৃদ্ধা পৌত্রীর চতুরতা বুঝিয়া কহিলেন, "আ-লো, চাঁদের আলো যদি ডাক্তারের হইত তবে বুঝি হাতে ধরে তায় ঘরে তুলতিস্;" আনোয়ারা মৃদু হাস্যে বৃদ্ধার গা টিপিয়া দিল। এইরূপ রসালাপ প্রসঙ্গে বৃদ্ধা তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আনোয়ারাও নিদ্রিতা হইল।

বৃদ্ধা, নুরল এস্‌লামকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে এবং নাতিনী তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছে বুঝিয়া ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় পাত্র বিবাহ স্বীকার করিলে, এই বিবাহে নাতিনী আমার চিরসুখী হইতে পারিবে। এ নিমিত্ত তিনি এই বিবাহ সংঘটন মানসে অতঃপর বিধিমত চেষ্টায় উদ্‌যোগী হইলেন।

(১) মুসলমানী মাসের নাম।

বিবাহ-পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ ২৫শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার। আনোয়ারাকে দেখিবার ও তাহার বিবাহের লগ্ন-পত্রাদি স্থির করিবার জন্য আবুল কাসেম তালুকদার, জব্বার আলী খাঁ প্রমুখ ২০।২৫ জন ভদ্রলোক লইয়া আজিমুল্লা, ভূঞা-সাহেবের বাড়ীতে আসিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহোপলক্ষে লোকজন আসিয়াছেন, তাই গোলাপজান আজ পরমানন্দে তাঁহাদের নাস্তার (১) আয়োজনে ব্যস্ত। তাহার আদেশে একজন দাসী কূপের পারে পানি আনিতে গেল; কিন্তু পূর্ণ কলসী উত্তোলনকালে হঠাৎ দড়ি ছিঁড়িয়া তাহা কূপ-মধ্যে ডুবিয়া গেল; দাসী অপ্রতিভ হইয়া কূপের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এ ঘটনা অল্প সময়েই বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এই বিবাহে আনোয়ারার দাদিমার সম্পূর্ণ অমত পূর্ব্ব হইতেই ছিল। অর্থ-লোলুপ ভূঞাসাহেব জননীর পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার মত গ্রহণের চেষ্টা করেন; শেষে অসমর্থ হইয়া বলেন, "মা তুমি এ বিবাহে মত না দিলে আমাকে আর মধুপুরে দেখিতে পাইবে না।" একমাত্র পুত্র, তাই মায়ের প্রাণ পুত্রের কথায় শিহরিয়া উঠিল! তিনি ভাবিলেন, পুত্র হয়,—আত্মহত্যা করিবে, না হয় দেশান্তরে চলিয়া যাইবে। পুত্র-স্নেহাকর্ষণে তখন বৃদ্ধার পৌত্রী-বাৎসল্য শিথিল হইয়া পড়িল, তিনি এই বিবাহ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বাধাবিঘ্ন না দিয়া ম্রিয়মানা হইয়া রহিলেন। এক্ষণে উপস্থিত দুর্ঘটনায় পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন,

(১) জলযোগ।

"খোরশেদ, শুভক্ষণে কূয়ায় কলসী ডুবিল, সুতরাং এ বিবাহে আর কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। এখনও বলিতেছি, এই বিবাহদানে নিরস্ত হও।" মায়ের কথায় পুত্রের মনে অমঙ্গলের ছায়া পড়িল বটে; কিন্তু তিনি স্ত্রী ও সপত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য ও অর্থলোভে কহিলেন, "মা, তোমাদের ওসব মেয়েলী কথার কোন অর্থ নাই। দড়ি ছিঁড়িয়া কূপে কি আর কখন কলসী ডোবে না?" মা একান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

এদিকে ষোড়শোপচারে পাত্র পক্ষকে নাস্তা খাওয়ান হইল। আহারান্তে তাঁহারা পান-তামাক ধ্বংসে ও নানাবিধ গল্পগুজবে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও ২।৪ জন ফুস্‌ফাস ইসারা-ইঙ্গিতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কহিতে লাগিলেন; কিন্তু কাল কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, তাহার অপরিবর্ত্তিত নিয়মে সূর্য্য মধ্য গগন ত্যাগ করিয়া ক্রমে পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িল। এই সময় ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম আকাশ-প্রান্তে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল, তৎসঙ্গে গগনের বিশাল বক্ষঃ হইতে গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি হইতে লাগিল; বাতাস অল্পে অল্পে বহিয়া ক্রমশঃ প্রবল বেগ ধারণ করিল, শেষে ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিয়া দিল। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল; কিন্তু গর্জ্জন যেরূপ হইল, বর্ষণ সেরূপ হইল না। ঝঞ্ঝাবাত সুযোগ পাইয়া লঘু সূক্ষ্ম বারিধারা আছড়াইয়া আছড়াইয়া দিগন্তে ছড়াইতে লাগিল, সঘন-বিকশিত বিদ্যুৎ-বিভায় লোক-লোচনের অশান্তি ঘটাইয়া তুলিল। দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় নারকীয় চীৎকারের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া চড় চড় কড় কড় শব্দ হইতে লাগিল। লোকে মনে করিল, এইবার বুঝি মাথায় বাজ পড়ে! দুর্যোগ থামিল না; বৃষ্টি, বায়ু

ও বিদ্যুৎ মিলিয়া মিশিয়া প্রকৃতিকে ক্রমশঃ অস্থির করিয়া তুলিল। গাছ পালা, তরণী-আরোহী প্রভৃতি উলট্ পালট্ খাইতে লাগিল। সহসা একটি বজ্র ভূঞাসাহেবের বাড়ীর উপর পড়িল! ভীষণ অশনিপাতে বাড়ীস্থ সকলের কানে তালা লাগিল। আনোয়ারা তাহার দাদিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভূঞাসাহেবের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; তিনি সভয়ে তথাপি সকলকে কহিলেন, "ভয় নাই।" পরক্ষণে দেখা গেল, তাঁহার গো-শালার চালে আগুন ধরিয়াছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আগুন নিবাইতে যাইয়া দেখিলেন, ভূঞাসাহেবের পালের প্রধান গরুটি মরিয়া গিয়াছে, পাশের আরও ৩।৪টি গরু ও একটি ছোট রাখাল আধ-পোড়া হইয়া মৃতবৎ অজ্ঞান রহিয়াছে। এই রাখাল বালকটি বৃষ্টির প্রারম্ভে গো-শালায় গরু দিয়া বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় সেখানেই বসিয়াছিল। পলকে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল, ভদ্র লোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরের আগুন নিবাইয়া ফেলিলেন। সকলে রাখালটিকে সেবা-শুশ্রূষায় বহু কষ্টে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ বৃষ্টি হওয়ায় ভূঞাসাহেবের অন্যান্য ঘরগুলি আগুনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল।

শুভবিবাহের প্রস্তাব দিনে উপর্যুপরি দুইটি অশুভজনক ঘটনা ঘটিল দেখিয়া, ভূঞাসাহেব কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; বিবাহ দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহার শিথিল হইয়া আসিল, সন্দেহের গাঢ়চ্ছায়ায় তাঁহার অর্থলুব্ধ হৃদয়ও সমাচ্ছন্ন হইল। তিনি একান্ত বিমর্ষ-চিত্তে মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে দেখিয়া মা কহিলেন, "খোরশেদ! তুমি আমার কথা শুনিতেছ না, এ বিবাহে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।" ভূঞা-সাহেব কহিলেন, "মা, সর্ব্বনাশের আর বাকী কি? আমার দারগা (গরুর

নাম) মরায় আমি দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। সেই গোধনই আমার ঘরে বরকত আনিয়াছিল।" এই বলিয়া ভূঞাসাহেব বালকের ন্যায় চোখের পানি (১) মুছিতে লাগিলেন। মা নিজ অঞ্চলে পুত্রের চোখ মুছিয়া দিয়া কহিলেন,"বাবা সাবধান হও, তোমার পিতা বলিতেন,—'নীচ বংশের কন্যা আনিলে যত দোষ না হয়, কিন্তু নীচ ঘরে মেয়ে বিবাহ দেওয়ায় তাহা অপেক্ষা বেশী দোষ।' তুমি তোমার পিতার উপদেশ স্মরণ রাখিয়া চল; বিবাহের কথা আর মুখেও আনিও না। আমি দেখিয়া শুনিয়া সত্বরই ভাল ঘরে ভাল বরে আমার আনারকে সমর্পণ করিতেছি।" ভূঞাসাহেব মাতার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে প্রকৃতি শান্ত হইল। পাত্র পক্ষকে কোন প্রকারে আহার করান হইল। তাঁহারা ভূঞাসাহেবের বিমর্ষভাব দেখিয়া আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তখন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকারান্তরে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল, ভূঞাসাহেব হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আনোয়ারার দাদিমা বিবাহ ভঙ্গে উপস্থিত বিপদেও খোদাতালার নিকট শোকর-গোজারী করিতে লাগিলেন। গোলাপজান বড় আশায় নিরাশ হইল।

(১) অশ্রু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে হামিদা একখানি চিঠি হাতে করিয়া আনোয়ারার নিকট আসিয়া বসিল এবং কহিল, "সই, হাদিসের (১) একটি উপদেশ বাবাজানের মুখে শুনিয়াছিলাম, -'আল্লা যখন যাহা করেন, সবই নরনারীর মঙ্গলের নিমিত্ত করিয়া থাকেন।' তোমার বিবাহভঙ্গ, এই মহতী বাণীর এক জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাজ পড়িয়া ঘর পুড়িল, গো-শালায় গরু মরিল, কূপে কলসী ডুবিল, ইহা তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে চাচাজানের (আনোয়ারার পিতার) যেরূপ মতি গতি, তাহাতে কালই তোমাকে দোজাখে নিক্ষেপের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতেন। দেখ, তোমার সয়া কি লিখিয়াছেন,—এই বলিয়া হামিদা চিঠিখানির উপরের ৪ লাইন ও নীচের ৩ লাইন ভাঁজ করিয়া নীচে ফেলিয়া, মধ্যাংশ সইকে পাঠ করিতে দিল। আনোয়ারা হাসিয়া কহিল, "যদি সমস্ত চিঠি আমাকে পড়িতে না দেও, তবে আমি উহ: পড়িব না।" সরল প্রকৃতি সই যে এমন পেঁচের কথা বলিবে, হামিদা মোটেই চিন্তা করে নাই; তাই হঠাৎ ফাঁফরে পড়িল। শেষে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "যদি তুমি ভাঁজ করা নীচের অংশদ্বয় মনে মনে পড়িয়া অবশিষ্ট অংশ বড় করিয়া পাঠ কর, তবে সব চিঠি তোমাকে পড়িতে বলি।" আনোয়ারা তথাস্তু বলিয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল। উপরের চারি লাইনে লেখা ছিল,—"প্রাণের হামি, তোমার ১৬ই ভাদ্রের পত্র পাইয়াছি। আমার বাড়ী পৌছিবার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে বোধ হয় তুমি বেলতা আসিবে।

---

(১) ধর্ম্ম-শাস্ত্রের।

যাহা হউক, তোমার সহিত সম্মিলন-সুখের আশায় হৃদয়ে যে উল্লাস লহরী খেলিতেছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতে ভাষা পাইলাম না।” এই অংশ আনোয়ারা মনে মনে না পড়িয়া মুখ ফুটিয়া পড়িয়া ফেলিল। তাহার পরের অংশ আবার বড় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াই মনে মনে পড়িতে লাগিল। হামিদা কহিল, “সই ও কি ? পরের বেলায় উচ্চভাষে, নিজের বেলায় চুপটি আসে।” মনে মনে পড়িলে ছাড়িব না, বড় করিয়া পড়িয়া যাও। আনোয়ারা বাধা হইয়া পড়িতে লাগিল, “যাহা হউক, প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে তোমার সইয়ের ভাল ঘরে ভাল বরে বিবাহ দিবার অনুরোধ করিয়া আসিতেছ; আমিও এক প্রাণে তাঁহার যোগ্য বর খুঁজিতেছি, কিন্তু তোমার অদ্যকার পত্রে তাহার বিবাহ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। যদি চাচাজান অর্থলোভে এ বিবাহ দেন, তবে একটি বেহেস্তের হুরকে দোজখে ডুবান হইবে। অতএব এ বিবাহ যাহাতে না হয়, তোমরা বাবাজানকে (শ্বশুরকে) বলিয়া তাহা করিবে। আমি বাড়ী পৌঁছিয়া মধুপুরে যাইয়া সব গোল মিটাইয়া দিব এবং খোদাতালা সালামতে রাখিলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—যেরূপে পারি তোমার সইয়ের”—এই পর্য্যন্ত পড়িয়া আনোয়ারা উঠিবার চেষ্টা করিল, হামিদা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “যাও কোথা ? পত্রের সকল কথা পড়িয়া শুনাইতে হইবে।” আনোয়ারা অগত্যা লজ্জিতাননে ছোট গলায় পড়িল, “প্রাণচোরা পুরুষ বরকে আনিয়া তাহার শ্রীপাদপদ্মে হাজির করিব। তুমি লিখিয়াছ, তোমার সইয়ের হৃদয়-দেবতা ঠিক এই গরিব বেচারার চেহারাবিশিষ্ট। এইরূপ হইলে তোমার প্রাণ উড়িবার কথাই বটে ! আমার ভয় হইতেছে, যদি তোমার উড়া প্রাণপাখী আবাসে না ফিরিয়া

সইয়ের প্রাণ চোবার হৃদয়ে বাসা লয়, তবে যে আমি নিরুপায়— পথের কাঙ্গাল।" যাহা হউক, আমার নিকটে তোমার প্রবঞ্চনা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত-হেতু সই তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে" আবার আনোয়ারার মুখবন্ধ হইয়া আসিল, হামিদা কৃত্রিম বিরক্তি সহকারে বলিল, "সব পত্র পড়িবে কথা দিয়াছ, অঙ্গীকার ভঙ্গের গোনার ভয় নাই ?" আনোয়ারা অত্যন্ত লজ্জার সহিত ভাঙ্গা গলায় পড়িতে লাগিল, "সাধারণ মানব কন্যা বলিয়া বোধ হয় না। কোন সুরবালা ভ্রমক্রমে মর্ত্তে নামিয়া মধুপুর আলোকিত করিয়াছে। তুমি বহু পুণ্যফলে তাহাকে সখীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার সহিত আমিও ধন্য হইতেছি। তাঁহাকে আমার হাজার হাজার সালাম জানাইবে।" এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে হামিদা, "ভোলার মাকে একটি কথা বলে আসি," বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আনোয়ারা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বড় গলায় পড়িতে লাগিল, "জীবনময়ি, আর একটি কথা, আগামী রবিবার অপরাহ্ণ ৪টায় বাড়ী পৌছিব। যাইয়া যেন তোমাকে তোমার ফুলবাগানে উপস্থিত পাই। মনে রাখিও এবার পুষ্পোৎসবের পালা আমার।"

তোমারই

আমজাদ।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া আনোয়ারা কহিল, "সই তুমি বড়ই দুষ্টামি করিয়াছ। এখানকার সব কথা না লিখিলে কি চলিত না ?"

হামিদা। "সই আমি দুই কানে যা শুনি, দুই চোখে যা দেখি, তা তাঁহাকে

না জানাইয়া থাকিতে পারি না। কাছে থাকিলে মুখে বলি, দূরে গেলে পত্র লিখি।”

আনোয়ারা। “আচ্ছা, তোমাদের পুষ্পোৎসবের পালা কিরূপ?”—ইহা শুনিয়া হামিদার নবনীত সুকোমল হরিদাভ গণ্ডস্থলে হিঙ্গুলের দাগ পড়িল। আনোয়ারা তাহা লক্ষ্য করিয়া কথাটি জানার জন্য সইকে বিশেষ ভাবে চাপিয়া ধরিল। হামিদা সইয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সলজ্জ-ভাবে কহিতে লাগিল, “গত বাসন্তী পূর্ণিমায় আমার বিবাহের ৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; এই সময় মধ্যে আমি স্বামী চিনিয়াছি। তিনি বড়ই পুষ্প-প্রিয়, তাঁর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমাদের শয়ন-ঘরের দক্ষিণ খিড়কীর সম্মুখে, আমি নিজ হাতে গাছ পুঁতিয়া একটি ফুলের বাগান রচনা করিয়াছি। ঐ দিন বাসন্তী চন্দ্রালোকে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে; বাগানে বেলী, যূঁই, কামিনী, মল্লিকা, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া সৌরভে দিক্ মাতাইয়া তুলিয়াছে, তিনি ও আমি বাগানমধ্যে সাম্‌না সাম্‌নি দুইখানা চেয়ারে বসিয়া আছি। তিনি আমাকে হজরত রসুলের প্রতি বিবি খোদেজা ও বিবি আয়েসার প্রেম-ভক্তির প্রভেদ বুঝাইতেছেন; সহসা আমার মগজে খেয়াল আসিল, হায় এই সুখের বাসন্তী পূর্ণিমায় এমন স্বর্গীয় প্রেমভক্তির কথা পতিমুখে আর শুনিতে পাইব কিনা কে জানে? তাই তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্রুত হস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া একটি ফুলের মুকুট ও একছড়া মালা তৈয়ার করিলাম। তাঁহাকে বাতাস করিবার নিমিত্ত ফুলের পাখা পূর্ব্বেই তৈয়ার করিয়াছিলাম, ঘর হইতে তাহা আনিলাম। অনন্তর ধীরে ধীরে মুকুটটি তাঁর মাথায় দিয়া, মালা ছড়া তাঁর গলায় দিয়া, ফুলের পাখায় তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। নীরবে

স্মিতমুখে তিনি আমার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। পরে আমি পাখা রাখিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম, এবং পাঁচবার পদ চুম্বন করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে দাঁড়াইয়া কহিলাম, "হে আমার দয়াময় আল্লাহতালা, আজ দাসীর বাসনা পূর্ণ হইল। করযোড়ে প্রার্থনা, প্রভো, তুমি আমার কুলের সম্রাট পতিদেবকে দীর্ঘজীবী কর। আমি যেন প্রতি বৎসর, এই সময় এইরূপে তাঁহার পদসেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি। সই, ইহাই আমাদের পুষ্পোৎসব।" আনোয়ারা হামিদার স্বামি-ভক্তির কথা শুনিয়া তাহাকে অশেষবিধ ধন্যবাদ প্রদান করিল। হামিদা পত্রহস্তে বাড়ীতে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ শনিবার অপরাহ্ন। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে শিয়ালদহ ষ্টেসনে লোকে লোকারণ্য। আফিস আদালত, স্কুল-কলেজ, মহাজনী আড়ত প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে। উকিল মোক্তার, ছাত্র-শিক্ষক, হাকিম-প্রফেসর, কেরাণী-চাপরাসী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক গৃহে ফিরিবার জন্য প্লাটফরমে উপস্থিত। প্রায় সকল লোকের সহিতই ছোট বড় নানা সাইজের নানা বর্ণের ষ্টিলট্রাঙ্ক, ব্যাগ ইত্যাদি। পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা, শ্যালক পত্নী, সম্বন্ধীর স্ত্রী, তস্য নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় জনের জন্য যথা-যোগ্য উপহার দ্রব্যে ট্রাঙ্কাদি পরিপূর্ণ।

আজ টিকিট করা যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যকে বুঝান দায়। আবার রেলগাড়িতে উঠা তদপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। গাড়ীর বেঞ্চে আজ স্থানের অভাব। কেহ বেঞ্চের নীচে, কেহ ঝুলান বেঞ্চের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ব্যতীত অন্য দুই শ্রেণীতে কোন প্রভেদ রহিল না। তথাপি স্থানের অভাব, তথাপি ঘরমুখো বাঙ্গালী গাড়ীতে উঠিয়া হাসিখুসি গল্পগুজবে মত্ত। ড্রাইভারের ইঙ্গিতে কলের গাড়ী গুরুতর লোকারণ্য বোঝা বুকে করিয়া যথা সময়ে গো-সাপের ন্যায়, ফোঁস ফোঁস, হুস হুস করিতে করিতে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

ইণ্টার ক্লাস গাড়ীর একটি কামরায়, এক বেঞ্চে পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে বসিয়া দুইটি যুবক। উভয়ের মাথায় তুর্কি টুপী, কিন্তু একজন কাল কোট-পেণ্টধারী, অন্যটি কাল আচকান ও সাদা পায়জামা পরিহিত।

কামরার অধিকাংশ আরোহীর দৃষ্টি উভয় যুবকের উপর পতিত। একজন হিন্দু ভদ্রলোক মুখ ফুটিয়া কহিলেন, "আপনারা যমজ না কি ?" যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, "না।"

হিন্দু। আপনাদের যেরূপ একাকৃতি, উভয়কে বদল দেওয়া চলে ; এমন দুটি কখন দেখি নাই।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান কহিলেন, "সব খোদাতালার মরজি ; নহিলে, যমজ নয় অথচ এক চেহারা ! যুবকদ্বয় পরস্পরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তৎপর কোটধারী যুবক আচকানধারী যুবককে কহিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

আ-ধা। বেলগাঁও জুট কোম্পানির আফিসে।

কোটধারী তাহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "আপনি কি তথায় চাকরী করেন ?"

আ-ধা। জি, হাঁ।"

কো-ধা। আপনি কি পাটের মরসুমে মফঃস্বলে যান ?

আ-ধা। জি, হাঁ।

কো-ধা। গত ভাদ্র মাসে কি মফঃস্বলে গিয়াছিলেন ?

আ-ধা। জি।

কো-ধা। কোন্ দিকে গিয়াছিলেন ?

আ-ধা। মধুপুর অঞ্চলে।

কোটধারী মনে মনে ঠিক করিলেন, ইনিই হামির লিখিত আনোয়ারার প্রাণচোরা পুরুষ বর হইবেন।

আ-ধা। (স্মিতমুখে) মোয়াক্কেলের নিকট মোকদ্দমার অবস্থা শুনিয়া

উকিল মোক্তারেরা যেরূপ বাদী বা আসামীকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আপনার জিজ্ঞাসার ধরণ প্রায় সেইরূপই দেখিতেছি। যাহা হউক, আপনি কোথায় যাইবেন ?

কোটধারী স্মিতমুখে কহিলেন "বেলতা।"

যে দিবস রাত্রিতে নূরল এসলাম ভূঞাসাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, সেই দিন গল্প গুজব প্রসঙ্গে তিনি তালুকদার সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার জামাতা কলিকাতা ল-ক্লাসে পড়িতেছেন, বাড়ী বেলতা, নাম আমজাদ হোসেন এবং তাঁহার চেহারা ঠিক তাঁহারই চেহারার মত। এক্ষণে ভাবিলেন, ইনিই তালুকদার সাহেবের জামাতা হইবেন। এবং বোধ হয় খিড়কীর দ্বারে দৃষ্ট অলঙ্কারাদি পরিহিতা বালিকাই এই মহাত্মার সহধর্ম্মিণী হইবেন, পরন্তু ইঁহার স্ত্রীই বোধ হয় পত্রযোগে ইঁহাকে সব কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ফলতঃ এইরূপ দৈব মিলনে, এইরূপ কথোপকথনে মনে মনে একে অন্যকে অনেকটা চিনিয়া লইলেন। তথাপি খাঁটি সত্য জানিবার জন্য আচকানধারী কোটধারীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কলিকাতা ল-ক্লাসে পড়েন ?" কোটধারী রহস্য ভাবে কহিলেন, "আপনাকে জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া বোধ হইতেছে !"

আ-ধা। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় আপনি ত প্রথম পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কো-ধা। আমার পাণ্ডিত্য আনুমানিক।

আ-ধা। আমারও তদ্রূপ।

কো-ধা। আচ্ছা, আপনি অনুমানে আরও কিছু বলিতে পারেন কি ?

আ-ধা। আপনার নাম আমজাদ হোসেন নয়?

কো-ধা। তারপর?

আ-ধা। মধুপুর আপনার শ্বশুরবাড়ী।

কো-ধা। তারপর?

আ-ধা। আনুমানিক গণনায় আর কিছু পাইতেছি না।

কো-ধা। অল্পদিন হইল আমিও কিছু গণনা বিদ্যা শিখিয়াছি, পরীক্ষা করিবেন কি?

আ-ধা। (হাসিয়া) তা হলে আমার অদৃষ্ট গণনা করুন দেখি?

কো-ধা। আপনার নাম নুরল এসলাম, আপনি এখনও অবিবাহিত।

আ-ধা। তারপর?

কো-ধা। "সম্প্রতি আনোয়ারা নাম্নী এক বেহেস্তের হুর মধুপুর আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে।" এই টুকু বলিয়া কোটধারী আচকানধারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ আবেগ উৎ-কণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে। তিনি সেই অবস্থায় কহিলেন, "তারপর?"

কো-ধা। আপনি সেই বেহেস্তের হুরকে কোরাণ পাঠে মুগ্ধ করিয়া, চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়া, বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার সরল মনটি চুরি করিয়া আনিয়াছেন। এখন বাকী তাহার লাবণ্যভরা দেহখানি। বোধ হয়, এখন সেইটা পাইলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়?

আ-ধা। (লজ্জিত ভাবে) আপনি সত্য গণক; খোদার ফজলে আপনার গণনা সফল হউক।

কো-ধা। গণনা খোদার ইচ্ছায় নিশ্চয়ই ফলিবে।

আ-ধা। (স্মিতমুখে) আপনার গণনা বিদ্যার গুরু কে?

কো-ধা। (স্মিতমুখে) "নাম প্রকাশে নিষেধ আছে?"

আচকানধারী এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রীই পত্রযোগে সব কথা তাঁহাকে জানাইয়াছেন।"

উল্লিখিতরূপ রহস্যালাপে ক্রমে উভয়ের প্রকাশ্য পরিচয় হইয়া উঠিল। পরিচয়ে হৃদ্যতা জন্মিল।

নবপরিচিত যুবকযুগলের বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে এক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। গাড়ীতে কোটধারী অর্থাৎ আমজাদ হোসেনের উদরাময়ের লক্ষণ দেখা দিল। বিশেষ ভাবনার কথা! তখন কলিকাতা অঞ্চলে কলেরার খুব বাড়াবাড়ি। আচকানধারী নুরল এস্‌লাম চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবার বাক্স পূরিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়াছেন। ট্রাঙ্ক হইতে রুবিণীর ক্যাম্ফার বাহির করিয়া এক দাগ আমজাদকে সেবন করাইলেন। রাত্রি ৩৷৹ টায় রেলের মধ্যে আর এক বার দাস্ত হইল। নুরল আরও একদাগ ক্যাম্পার দিলেন। ভোরে উভয়ে গোয়ালন্দ ষ্টেসনে নামিলেন। নামিবার পর রাস্তায় আমজাদের অত্যন্ত বমি হইল, এবার তিনি খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। নুরল তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ষ্টীমারে তুলিলেন এবং নীচের তলায় সুবিধাজনক স্থান লইলেন।

নুরল এস্‌লাম কোম্পানির কার্য্যে কলিকাতা গিয়াছিলেন, কার্য্য শেষ করিয়া বেলগাঁও যাইতেছেন। আমজাদও পূজার ছুটীতে বাড়ীতে যাইতেছিল।

আমজাদকে ষ্টীমারে লইয়া গিয়া নুরল এস্‌লাম বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ করিতে লাগিলেন। ফলে, ষ্টীমারে আর একবার মাত্র দাস্ত হইল;

কিন্তু পেটে বেদনা ধরিয়া উঠিল। সম্মুখে নুরল এস্‌লামের নামিবার ষ্টেসন। আমজাদকে প্রায় সমস্ত দিন রাস্তায় কাটাইতে হইবে। তখন বেলা ১০টা। নুরল ভাবিলেন, ইনি যেরূপ হইয়াছেন তাহাতে সত্বর ভাল চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। এমতাবস্থায় একাকী ইহাকে দিনমানের রাস্তায় ফেলিয়া যাওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। আমজাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নুরল পার্শ্বী করিয়া তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার পর, আমজাদের ঘন ঘন ভেদবমন হইতে লাগিল, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফাঁফিয়া উঠিল, রাত্রিতে খেচুনী প্রভৃতি কলেরার যাবতীয় উপসর্গ একযোগে দেখা দিল। নুরল এস্‌লাম মহা চিন্তিত হইলেন। আমজাদ ভাঙ্গা গলায় কহিলেন, "দোস্ত, আর বাঁচিবার আশা নাই, আমার বাড়ীতে একটা তার করিয়া দাও। তোমার উপকারের প্রতিদান করিতে পারিলাম না, ইহাই আক্ষেপ থাকিল।" এই বলিয়া আমজাদ কাঁদিয়া ফেলিলেন। নুরল তাহার চক্ষের পানি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি ভীত হইও না, ইহা অপেক্ষা কঠিন কলেরায় লোকে আরোগ্য হয়। আমি বেলগাঁও হইতে এসিষ্টান্ট সার্জ্জনকে আনিতে পাঠাইয়াছি।" এই সময় সার্জ্জন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অবস্থা দেখিয়া ঔষধ দিলেন এবং রাত্রিতে আসার চতুর্গুণ ভিজিট লইয়া বিদায় হইলেন। নুরল ও তাঁহার ফুফু সারা রাত আমজাদের ঔষধ সেবন ও সেবা শুশ্রূষা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু পীড়ার উপশম না দেখিয়া, নুরল প্রাতে স্বয়ং বেলগাঁও যাইয়া বেলতা তার করিলেন ;—"আমজাদ বেলগাঁও রতনদিয়ারে কলেরায় কাতর।" আমজাদের পিতা মীর নবাব আলী

৮-১

সাহেব ও আমজাদের শ্বশুর ফর্‌হাদ হোসেন তালুকদার সাহেব ছেলেকে দেখিতে রতনদিয়ার রওনা হইলেন।

এদিকে নুরল এস্‌লাম বেলগাঁও হইতে প্রাতে আর একজন ভাল ডাক্তার লইয়া গেলেন। আল্লার ফজলে তাঁহার চিকিৎসায় আমজাদ আরোগ্যের পথে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিতা ও শ্বশুর রতনদিয়ার উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং বাড়ীতে পুনরায় তার করিলেন। মীর নবাব আলী সাহেব পুত্রের সহিত নুরল এস্‌লামের একাকৃতি দেখিয়া তাজ্জব বোধ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামী, বাড়ী পৌঁছিবার তিন দিন পূর্ব্বে, হামিদা শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট রবিবার বৈকালে, সে খিড়কীর ফুলবাগানে উপস্থিত ছিল। একটু পায়চারি করিয়া নিজ হাতে সে বাগান পরিষ্কার করিতে লাগিল। শরতের ফুটন্ত ফুলকুল তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কটাক্ষে হাসিতে লাগিল। হামিদা রাগ করিয়া তাহাদের কতকগুলিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া আঁচলে পূরিল ; শেষে কামিনীতলায় বসিয়া তাহাদিগকে নানাভাবে বিন্যাস করিয়া সুন্দর একখানি পাখা ও একগাছি মোহনমালা রচনা করিল। আশা—পথশ্রান্ত পতিকে পাখায় বাতাস করিবে, প্রণয়োপহার-স্বরূপ মোহনমালা তাঁহার গলায় ঝুলাইবে। পুষ্পগন্ধে অলিকুল গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কেহ কেহ ফুলের পাখায়, কেহ বা মোহন মালায় উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিতে লাগিল। হামিদা তখন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময় হঠাৎ তাহার মাথার উপর দিয়া একটা দাঁড়কাক কা—কা খা—খা করিতে করিতে উড়িয়া গেল। অমঙ্গলাশঙ্কায় সহসা হামিদার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, হায়, মন এত উতলা হইতেছে কেন, এমন ত কখন হয় না? তাহার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বেলা ডুবিল। সাঁঝের আলো নিভিয়া গেল ; অন্ধকার ঘনাইয়া চোরের ন্যায় বাগানে প্রবেশ করিল। হামিদা তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ মনে ঘরে প্রবেশ করিল এবং মনের শান্তির জন্য ও প্রোষিত পতির মঙ্গল কামনায় ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে বসিল।

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। অপরাহ্ণ ৪টায় আমজাদ হোসেনের বাড়ী পৌঁছিবার কথা, কিন্তু এতক্ষণ আসিলেন না কেন? হামিদার উদ্বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, মনের ভাব কাহাকেও খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। যুবতীর এই অবস্থা বড়ই ক্লেশজনক। কিছুক্ষণ পর হামিদার বড় "জা" (১) তার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "কি লো? আসরে (২) ঘরে ঢুকেছিস্, মগরেব (৩) অতীত প্রায়, তবু যে বাহির হচ্ছিস্ নে? ওলো, বুঝেছি—

"নাগর না আসায় উতলা মন,
রন্ধন ভোজনে কিবা প্রয়োজন?"

হামিদা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিল, "বুবু (৪) সত্যি, আমার মন বড় উতলা হইয়াছে, এরূপ কখন হয় নাই। পথে বুঝি কোন বিপদ ঘটেছে?" বড় জা কহিলেন, "মিছে ভাবনায় মন খারাপ করিস্ নে, এখনও আসার সময় যায়নি, একান্ত আজ না আসে, কাল আসিবে; চল, বাহিরে চল," এই বলিয়া তিনি হামিদার হাত ধরিয়া রান্না ঘরের আঙ্গিনায় লইয়া গেলেন।

রাত্রি দেড় প্রহর, তথাপি আমজাদ আসিলেন না। বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হইলেন। হামিদার উৎকণ্ঠা চরমে উঠিল। তাহার মাথার উপর, তাহার কানের কাছে কা—কা খা—খা শব্দ হইতে লাগিল। পতির অমঙ্গল ভাবনায় তাহার মনে চিন্তার তুফান ছুটিল, থাকিয়া থাকিয়া গা ঘামিয়া উঠিতে লাগিল, কেবল প্রকৃতির শাসনে সে নীরব—

(১) স্বামীর ভগিনী। (২) অপরাহ্ণ ৪টার নামাজ।
(৩) সূর্য্যাস্ত সময়ের নামাজ। (৪) বড় ভগিনী।

নির্ব্বাক্। বড় জার অনেক সাধাসাধি সত্ত্বেও সে অনাহারে শ্বাশুরীর নিকট যাইয়া শয়ন করিল; কিন্তু শয্যা কণ্টকময় হওয়ায়, সারারাত্রি তাহার অনিদ্রায় অতিবাহিত হইল। পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় তার আসিল, "আমজাদ বেলগাও রতনদিয়ারে কলেরায় কাতর।" বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল, হামিদার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঁচ বিঘা জমি জুড়িয়া নুরল এসলামের বাড়ী। চারিদিকে অনতি-উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের ভিতর দিকে যথাস্থানে রোপিত ফলবান্ বৃক্ষাদি, পশ্চিমাংশে পুষ্করিণী। বাড়ীতে নিত্য প্রয়োজনীয় এগার খানি ঘর। তন্মধ্যে রান্নার ঘর, ভাণ্ডার ঘর ও বৈঠকখানা করোগেট টিনে নির্ম্মিত। অন্যান্য ঘরগুলি খড়ের। নুরল এস্‌লামের পিতা টিনের ঘর ভালবাসিতেন না। বৈঠকখানার ঘরখানি সাহেবী ফ্যাসানের প্রকাণ্ড আটচালা। আটচালার সম্মুখে ফুলের বাগান। তাহার সম্মুখে দূর্ব্বা-শোভিত পতিত ক্ষেত্র। বাগান হইতে পতিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া অনতি-উচ্চ সরল বাঁধা রাস্তা দক্ষিণ প্রাচীরের সদরদ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুইধারে সারি সারি গুবাকবৃক্ষ রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের বাহিরে অনতিদূর দিয়া গবর্ণমেণ্টের বাঁধা রাস্তা বেলগাঁও বন্দর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমকোণে জেলা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

আমজাদকে বৈঠকখানা ঘরের অন্দরমহল-সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ও শ্বশুরকে মধ্যপ্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হইল। ৪।৫ দিন মধ্যে আমজাদ সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহারা বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু নুরল এস্‌লামের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদিগকে আর একদিন তথায় থাকিতে হইল। তাঁহারা নুরল এস্‌লামের আতিথ্য-সৎকারে ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমজাদের সহিত নুরল এস্‌লামের বন্ধুত্ব সবিশেষ ঘনীভূত হইল। দৈবঘটনায় ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেবের সহিত পুনরায় দেখা হওয়ায়, নুরল

যার পর নাই আনন্দিত হইতেছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের বাড়ী রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে আমজাদ নুরল এস্‌লামকে কহিলেন, "এখন আমার রেলওয়ের গণনা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি।" নুরল এস্‌লাম তাঁহার বিবাহের কথা বিমাতা ও ফুফু আম্মাকে জানাইলেন। ফুফু আগ্রহ সহকারে মত দিলেন। অগত্যা বিমাতাও সম্মতি জানাইলেন। নুরল এস্‌লাম স্মিতমুখে আসিয়া বন্ধুকে কহিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং"। আমজাদ, পিতা ও শ্বশুরের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তালুকদার সাহেব তাঁহার বেহাইকে নুরল এস্‌লামের পাট খরিদ, আনোয়ারার চিকিৎসা, তার দাদিমার মনের ভাব, আজিমুল্লার পুত্রের সহিত আনোয়ারার বিবাহ-প্রসঙ্গ এবং ভূঞাসাহেবের টাকার লোভ প্রভৃতির কথা খুলিয়া বলিলেন।

মীর সাহেব শুনিয়া কহিলেন, রতনদিয়ারের দেওয়ান গোষ্ঠী বুনিয়াদী ঘর। আমি এ ঘরের পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই জানি। এমন ঘরে এমন বরে কন্যা দিতে পারিলে, ভূঞার চৌদ্দপুরুষ স্বর্গে যাইবে। টাকার লোভ ত দূরের কথা, বিনা অর্থে সত্বর যাহাতে এ কার্য্য হয়, আমি বাড়ী যাইয়া ভূঞা শালার কান ধরিয়া তাহা করিতেছি।

পরদিন আহারান্তে পিতা ও শ্বশুরের সহিত আমজাদ বাড়ী রওয়ানা হইলেন। যথেষ্ট শিষ্টাচার সহকারে নুরল এস্‌লাম তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। বৈকালে তাঁহারা বাড়ী পৌঁছিলেন। আমজাদের মা ছেলেকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, অন্যান্য সকলে আনন্দিত হইলেন, হামিদা স্বামী দর্শনে মৃতদেহে প্রাণ পাইল এবং দুই রেকাত শোক্‌রাণার (১) নামাজ আদায় করিল।

(১) ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমজাদের পিতার যে কথা সেই কাজ। তিনি মধুপুরে ভূঞা সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন ও বন্দোবস্ত একই সঙ্গে করিয়া ফেলিলেন।

বেল্‌তার মীরবংশ আভিজাত্যে দেশবিখ্যাত। আমজাদের পিতা বর্ত্তমানে সেই বংশের মুরুব্বী। তাঁহার মানসম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি তেজস্বী কর্ম্মবীর বলিয়া খ্যাত। মধুপুরে পুত্র বিবাহ দিয়া তত্রত্য সকল লোকের সহিত পরিচিত। ভূঞা ও তালুকদার সাহেব তাঁহাকে বড় মুরুব্বী বলিয়া সম্মান করেন। তাঁহার আদেশ-উপদেশমত কার্য্য করা গৌরবজনক বলিয়া ভাবেন। উপস্থিত বিবাহপ্রস্তাবে ভূঞাসাহেব কোন ওজর আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার কৃপণতা ও অর্থের লোভ দূরে পলায়ন করিল। মীর সাহেব বিবাহসম্বন্ধে দেনা ও পাওনা যাহা সাব্যস্ত করিলেন, ভূঞাসাহেব মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাহাতেই মাথা নামাইলেন। গোলাপজানও যেন কি বুঝিয়া বিশেষ কোন আপত্তি করিল না।

অতঃপর রতনদিয়ার চিঠি লেখা হইল ;—"আগামী ২৭শে আশ্বিন আমরা শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তাহার পূর্ব্বে বা পরে ভাল দিন নাই; সুতরাং ঐ তারিখেই যাহাতে এখানে চলিয়া আসিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়, আপনারা তাহা করিবেন। বিবাহের পূর্ব্বে এখান হইতে আপনাদের বাড়ী যাওয়ার আর সময় নাই, পরন্তু আবশ্যকও নাই। খোদা না করুন, এই পত্রানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতে কোন বাধাবিঘ্ন ঘটিলে,

পূর্ব্বাহ্নে জানাইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ সম্পন্ন করিতে আপনাদিগের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।”

“পাত্রকে কেবল তিন হাজার টাকার কাবিন দিতে হইবে। বস্ত্রালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যয় আপনাদের ইচ্ছাধীন। আশা করি, এ বন্দোবস্তে আপনাদের অমত হইবে না।”

মীর সাহেবের পত্র পাইয়া নুরল এস্‌লামের বাড়ীতে বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল। তিনি জুট-ম্যানেজার সাহেবের নিকট এক মাসের বিদায় লইলেন। কেবল ভাদ্রমাসের খরিদ পাটে নুরল এস্‌লাম, কোম্পানিকে তিন হাজার টাকা লাভ করিয়া দিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত কোম্পানির গুণগ্রাহী ম্যানেজার সাহেব তাঁহাকে বিবাহের সাহায্য বাবদ তিনশত টাকা দান করিলেন। নুরল এস্‌লামের আত্মীয় কুটুম্বে, বন্ধু বান্ধবে, চাকর চাকরাণীতে, তাঁহার বাড়ীঘর জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। নুরল এস্‌লামের মামু সাহেব, নুরল এস্‌লামের পূর্ব্ব কথিত ভগিনীদ্বয়ের বড়টিকে যমুনা-পারে একজন ভদ্রবংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি এফ্‌ এ পাশ করিয়া সুপারিশের জোরে এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনিও ছুটী লইয়া সস্ত্রীক বিবাহে আসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নুরল এস্‌লাম নওসা (১) সাজিয়া পাত্রমিত্র সহ প্রেম-প্রতিমা আনোয়ারার পাণিগ্রহণ বাসনায়, মধুপুরে উপস্থিত হইলেন। আজ ভূঞাসাহেবের বৃহৎ ভবন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। হামিদা সম্প্রতি সইয়ের বিবাহে আসিয়াছে। সে শুভ বিবাহে আনন্দে আত্মহারা। আনোয়ারা আজ তাহার আশা-তীত আশা-সাফল্যে সলাজ-

(১) বিবাহের পাত্র।

প্রেম-রোমাঞ্চ-কলেবরা। তাহার দাদিমা আশাপূর্ণ হেতু উৎফুল্লা ও ব্যয়-বাহুল্যে মুক্তহস্তা। অন্যান্য রমণীগণও বিবাহের আনন্দে আনন্দিতা। কেবল একটি স্ত্রীলোক আজ আন্তরিক আনন্দিতা না হইলেও, কেবল লোকলজ্জাভয়ে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। বলা বাহুল্য, ইনি আনোয়ারার বিমাতা—গোলাপজান।

ভূঞাসাহেব যথাসময়ে, পাত্রপক্ষ ও স্বপক্ষ জনগণকে নাশ্‌তা ও পোলাও পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। দীনহীন কাঙ্গালেরা উদর পূরিয়া আহার করত ভূঞাসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। অপরাহ্নে পাত্রপক্ষ হইতে নয়শত টাকার অলঙ্কার, তিনশত টাকার সাড়ী প্রভৃতি বস্ত্রাদি ও তিন হাজার টাকার কাবিননামা বাড়ীর মধ্যে পাঠান হইল। হামিদা ৬০৲ টাকা মূল্যের একটি অঙ্গুরী সখিত্বের নিদর্শনস্বরূপ সইয়ের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল এবং তাহার আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশরাশি বিনাইয়া বিনাইয়া চিত্রবিচিত্রভাবে খোপা করিয়া বাঁধিয়া দিল। আনোয়ারার দাদিমার আদেশে হামিদার পুণ্যশীলা জননী, আনোয়ারাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করাইলেন। আর ৪ জন স্বভাব-সুশীলা ভদ্রমহিলা আয়া-স্বরূপ হামিদার মাতার সাহায্য করিলেন। হস্তস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন সহজে সংকুচিত হইয়া পড়ে, বালিকা সেইরূপ বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল; কিন্তু সমাগত স্ত্রীলোকেরা তাহাকে দুলাহীন (১) সাজে দেখিতে ইচ্ছা করায়, হামিদার মা হাত ধরিয়া তুলিয়া কন্যাকে বরণ-সভায় দাঁড় করিয়া ধরিলেন। অকস্মাৎ বিজুলীর আলোকে যেমন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কন্যার উত্থানমাত্র রমণীমণ্ডলীর চক্ষুও সেইরূপে ধাঁধিয়া গেল।

তাঁহারা বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা বাহবা।" সে পবিত্রধ্বনি বরণ-গৃহ হইতে আনন্দকোলাহল-মথরিত ভূঞা সাহেবের বৃহৎ ভবন মধুময় করিয়া অনন্তের পথে উত্থিত হইল। কন্যা লজ্জার ভারে অৰ্দ্ধস্ফুট গোলাপ-কলিকার ন্যায় নিম্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহলাবণ্য প্রভায়, অনুপম কারুকার্য্যমণ্ডিত পরিহিত ভূষণের সৌন্দর্য্য অধিকতর চাকচিক্যময় হইয়া উঠিল। তাহার স্বর্ণাভ অঙ্গের জ্যোতিঃ-ফলিত রেশমী বস্ত্রের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। বালিকা ইতঃপূর্ব্বে যাঁহার প্রেমে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, অথচ যাঁহাকে সহজে পাওয়া কঠিন বা একবারেই পাওয়া যাইবে না বলিয়া মনে করিয়াছিল; পরন্তু না পাইলে যাঁহার পবিত্রস্মৃতি আশ্রয় করিয়া খোদাতালার সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিবে ভাবিয়াছিল; অহো! বালিকার কি সৌভাগ্য, সে আজ তাঁহারই প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা! সে আজ সেই দুষ্প্রাপ্য প্রেমাধার যুবকবরকে উপস্থিত মুহূর্ত্তে পতিত্বে বরণ করিতে উদ্যতা!

বালিকার হৃদয়ের অনুরাগ-জ্যোতি এখন তাহার সুন্দর মুখে প্রতিফলিত। অন্তরের জ্যোতি বাহিরের জ্যোতিতে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন দুইটি যৌগিক তাড়িতের সম্মিলনে পরিস্ফুট তড়িল্লতার উৎপত্তি হইয়াছে; জ্যোতির সহিত জ্যোতির মিলনে বালিকা আজ সত্যই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সত্য সত্যই সে আজ বরণ-বেশে সৌন্দর্য্যের মহিমান্বিতা পাটরাণী সাজিয়াছে।

সমাগত স্ত্রীলোকেরা অনিমিষ দৃষ্টিতে বালিকার রূপ দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। কেহ কহিলেন, "এমন রূপ জন্মেও দেখি নাই"। কেহ কহিলেন, "এ ত মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ পরী।" কেহ বলিলেন, "এ মেয়ে পরীও নহে, পরীদিগের মাথার মণি।" আবার কেহ বলিলেন, "যেমন মা ছিলেন, তেমনি মেয়ে হয়েছে।" গোলাপজান সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাকে খুসী করার জন্য আর একজন স্ত্রীলোক কহিলেন, "বাদসার মা ছোট বেলায় এইরূপ ছিল।" বাদসার মার ব্যথার ব্যথী আর একজন কহিলেন, "বাদসার মা বুঝি এখন বুড়ী হয়েছেন? ষাটের কোলে তাঁহার রূপ এখনও ঘরে ধরে না।" তাহা শুনিয়া অন্য একজন অল্পবয়স্কা রমণী তাঁহাকে কহিলেন, "ছি ছি তুমি বল কি? বাদসার মাকে কন্যার পায়ে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই জিব কাটিল। একজন প্রবীণা চতুরা দেখিলেন বিবাদ বাধে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "বাদসার মার যে রূপ, তাহা অন্যের নাই।" বাদসার মা রাগ সামলাইয়া কহিলেন, "আমাদের গাঁয়ের রেবতী ঠাকুরের কন্যা এ মেয়ের চেয়ে বেশী সুন্দর।" একজন মুখরা পাড়াবেড়ানী নারী সেখানে উপস্থিত ছিল, সে কহিল, "থোও থোও, রেবতী ঠাকুরের কন্যাকে আমি না দেখিলে হইত। এ মেয়ের বাঁদীর যোগ্যও সে হইবে না। আমি অনেক স্থানে অনেক মেয়ে দেখেছি, এমন খুব্‌ছুরত মেয়ে কোথাও দেখি নাই।" রূপ-সমালোচনা ক্রমে এইরূপ বাড়িয়া চলিল দেখিয়া হুলাহীনের দাদিমা কহিলেন, "থাক্ মা সকল, রূপের বড়াই মিছা। তোমরা দোওয়া কর, আমার আনার যেন খোদা-ভক্তি ও পতিভক্তিতে সকলের সেরা হয়।"

২৭শে আশ্বিন সোমবার রাত্রিতে শুভক্ষণে আনন্দ-কোলাহল মধ্যে মোহাম্মদ নুরল এস্‌লাম, মসাম্মৎ (১) আনোয়ারা খাতুনের পাণিগ্রহণ করিলেন।

নুরল এস্‌লাম বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলেন। আনোয়ারা দাদিমার অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, নিরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত ধারায় তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, তিনি শোকমোহে কাতর হইয়াও পৌত্রীকে প্রবোধ ও উপদেশ দিতে লাগিলেন,—"চিরদিন পিতৃ-গৃহে বাস কন্যার কর্ত্তব্য নহে; শরিয়ত মতে দুনিয়ায় পতি-গৃহই তাহার প্রকৃত আবাসস্থল; পরন্তু পতিসেবা না করিলে স্ত্রীলোকের নামাজ, রোজা, ধর্ম্মকর্ম্ম সব বিফল। অতএব তুমি পতিসেবামাহাত্ম্যে ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করিবে। পতিকুলের তৃপ্তিসাধন ও মুখোজ্জল করিবে; তাই বৎসে, তোমাকে পতি গৃহে পাঠাইতেছি। বিদায়ের সময় আসন্ন হইয়াছে, আর অধিক কি বলিব?"

এই সকল উপদেশ দিয়া বৃদ্ধা স্বয়ং চোখের পানি মুছিতে মুছিতে রোরুদ্যমানা পৌত্রীকে তাহার স্বামীর সহিত বিদায় দিলেন। দুইটি চাকরাণী কন্যার সঙ্গে গেল।

নুরল এস্‌লাম মঙ্গলমত বাড়ী পৌঁছিলেন। এ বাড়ীতেও দুলাহীনের রূপ-সমালোচনা পূর্ণমাত্রায় চলিল। কেহ কহিলেন "এমন খোব্‌ছুরত মেয়ে কোন্ দেশে ছিল?" কেহ বলিলেন, "ছেলে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া

(১) শ্রীমতী

এমন রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন।” নুরল এস্‌লামের ছোট ভগিনী মজিদা বারম্বার ঘোম্‌টা খুলিয়া নবধূর মুখ দেখিতে লাগিল। ডেপুটী সাহেব ২৫৲ টাকা দর্শনী দিয়া সম্বন্ধী-পত্নীর মুখ দেখিলেন। দেখিয়া কহিলেন; “পাত্রী বটে, এমনটি কখন দেখি নাই!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আজ ফুলশয্যা। মুসলমানের ফুলশয্যার সম্বন্ধে কোন বিশেষ আচারবিধি না থাকিলেও, যিনি ইহার বিধানকর্ত্রী তিনি বিশেষ সখ করিয়া এই ফুলশয্যার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। একমাত্র ভাই, জগৎ-সেরা বৌ; তাই সর্ব্বগুণসম্পন্না ভগিনী রশিদনের উদ্যোগে আজ এই মহোৎসব!

রাত্রি এক প্রহর। সকলের আহার শেষ হইয়াছে। নুরল আহারান্তে বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবপরিবৃত হইয়া গল্পগুজব করিতেছিল মুখে, কিন্তু মনটি তাঁর অন্তঃপুরে; চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার দেওয়ালে সংলগ্ন ঘড়ির দিকে, কর্ণদ্বয় তাঁহার অন্তঃপুরের আহ্বান শ্রবণে সতর্কিত ও ব্যাকুলভাবে উৎকণ্ঠিত। ক্রমে ঘড়িতে ১১টা বাজিল। বন্ধুগণ একে একে উঠিয়া স্ববাসে প্রস্থান করিলেন। নুরল এস্‌লাম তখন ওজু করিয়া পরম ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে এসার নামাজ পড়িলেন। অনন্তর আরাম-কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের একখানি মানচিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। অঙ্কন যেখানে ভাল হইল না, সেখানে মুছিয়া নূতন করিয়া গড়িতে লাগিলেন।

এদিকে রশিদন্নেসার আদেশে দাসীরা ফুলশয্যা রচনায় ব্যস্ত। রশিদনের ছোট ভগিনী মজিদা ও বৈমাত্রেয় ভগিনী সাদেগা সেখানে উপস্থিত। রশিদন মজিদাকে কহিলেন, "কিলো, সাঁঝের ফুলগুলি কোথায় রেখেছিস্?" মজিদা দৌড়িয়া গিয়া গৃহান্তর হইতে সাজিভরা ফুল আনিল। তাহাতে রক্তপদ্ম, বেলী, চামেলী, গোলাপ, জবা নানাজাতি ফুল ছিল। রশিদনের আদেশে দাসীরা পূর্ব্বেই নুরল এস্‌লামের শয়নঘরখানি পরিষ্কার

পবিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে শয্যা রচনা করিয়া ফুলগুলি যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিল। লোবান (১) জ্বালান হইল। ফুলের সৌরভে, লোবাণের সুগন্ধে ফুলময়গৃহ পরী-নিকেতন হইয়া উঠিল।

অতঃপর মজিদা, সালেহা প্রভৃতি নববধূকে ঘরে দিতে ঘিরিয়া লইয়া আসিল। এই সময় নববধূর বড়ই বিপন্ন অবস্থা। প্রেম লজ্জা একসঙ্গে বালিকাকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। শেষে লজ্জা তাহাকে ধীরে—অতি ধীরে ঘরে উঠিতে উপদেশ দিল।

কিয়ৎক্ষণ পর, নুরল এস্‌লাম সলজ্জভাবে বাসরঘরে প্রবেশ করিলেন। ননদেরা নববধূকে বেহেস্তের বাগানে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বালিকা অবগুণ্ঠনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকও নীরব। নীরবতার পীযূষ-পানে উভয়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। শেষে বালিকা ধীর সরম-কম্পিত চরণে একটু অগ্রসর হইয়া চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর দুর্লভ চরণ চুম্বন করিল।—যেন বসন্তের সুখানিল স্পর্শে নবমুঞ্জরিত মাধবীলতা দুলিতে দুলিতে সহকারমূলে আনত হইল। নুরল এস্‌লাম তখন সেই কনকপ্রতিমার চম্পকবিনিন্দিত কোমল করাঙ্গুলি ধারণ করিয়া ধীরে—অতি ধীরে উঠাইলেন এবং প্রেমপূরিত মধুর কণ্ঠে করিলেন, "চুরি করিয়া কি এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়?" নিমেষ মধ্যে আনোয়ারার মানস-নেত্রে সেই খিড়কীদ্বারে নৌকা-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া এত দিনের আশা-নৈরাশ্য ও সুখমোহ-বিজড়িত মর্ম্মকোণে লুক্কায়িত গুপ্ত কাহিনীগুলি চিত্রের ন্যায় জীবন্ত হইয়া ভাসিয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার সুকোমল গণ্ড কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া গেল। মুখমণ্ডলে প্রভাত-

(১) সুগন্ধ দাহ্যবস্তু।

কালের রক্তপদ্মের উপর শুভ্র শিশিরবিন্দুর মত স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু লজ্জায় সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। মুখে অবগুণ্ঠন থাকায়, নুরল এস্‌লামও প্রাণপ্রতিমার এই অপার্থিব মাধুরী দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ আত্মহারাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রিয়তমার মুখের নিকট মুখ লইয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"টগর জবার দাম পাইয়াছেন ?" এবার বালিকা কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিল না। লজ্জা তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেও টগর জবার নামে প্রেম ও বিস্ময় বালিকাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে তখন কহিল, "আপনি টগর জবার নাম জানিলেন কি করিয়া ?" যুবক।—"সেই দিন প্রেম বৈঠকখানায় আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া গিয়াছিল।" প্রেমের ভয়ে লজ্জা আর বালিকাকে পীড়ন করিতে সাহস পাইল না। বালিকা স্বামীর কথার উত্তরে কহিল, "টগর জবার নগদ মূল্য পাই নাই ; কিন্তু তাহার বদলে যে মহামূল্য রত্ন পাইয়াছি, তাহাতে জেন্দেগী সফল মনে করিতেছি।" যুবক।—"কি রত্ন লাভ করিয়াছেন ?" বালিকা—"এই ত সম্মুখেই উপস্থিত।" যুবক।—"কৈ দেখি ত না ?" বালিকা ধীরে নিজহস্তে স্বামীর হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল "এই ত।" বালিকা ঘরে উঠিয়া অবগুণ্ঠনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকও নীরব। নীরবতার পীযূষপানে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে নুরল এস্‌লাম স্ত্রীকে স্পর্শ না করিয়া কহিলেন, "আজ আমিও কোহিনূর লাভ করিয়া ধন্য হইলাম ; এখন আসুন, উভয়ে একত্র এজন্য খোদাতালার শোকর-গোজারী করি ;"—এই বলিয়া তিনি স্ত্রীকে আপন বামপার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বালিকা পতির পবিত্র প্রথম আদেশ সসম্মানে

পালন করিতে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। যুবক কহিলেন, "আমার কথিত বাক্যে মোনাজাত করিবেন ও আমিন আমিন (১) বলিবেন", এই বলিয়া নুরল ঊর্দ্ধহস্তে বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহতায়ালা! আজ আমরা তোমার নবির সোন্নত (২) পালন করিলাম। কিন্তু, দয়াময়! দুর্ব্বল আমরা, নির্ব্বোধ আমরা, যাহাতে আমরা আমাদের এই নূতন জীবনের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহার শক্তি আমাদিগকে দাও। হে প্রেমময়! যেন আমাদের প্রেম তোমারই প্রেমের জন্য হয়। হে মধুর! হে সুন্দর! যেন আমাদের চিরজীবন মধুময় হয়, যেন আমাদের কর্ম্ম সৌন্দর্য্যময় হয়। হে আমাদের অস্তিত্বের স্বামী, যেন আমরা এক মনে একপ্রাণে সর্ব্বদা তোমার সেবা করিতে পারি। আমিন, ইয়ারাব্বেল্ আলামিল, আমিন।"

মোনাজাত অন্তে নুরল এস্লাম গাত্রোত্থান করিলেন; কিন্তু বালিকা উঠিল না। নুরল, এস্লাম তাহার ঘোম্‌টা খুলিয়া দিলেন,—দেখিলেন, তাহার শতদলনিন্দিত নেত্রদ্বয় হইতে মুক্তাফল গড়াইতেছে। মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিগলিত! প্রেমময় স্বামীর পত্নী ভাবে এই প্রথম ব্যবহার। নুরল এস্লাম কহিলেন, "কাঁদিতেছেন কেন?" প্রেম বালিকাকে কহিল, উত্তর দাও? লজ্জা কহিল, ছি, প্রেমের কথায় তোমার এই স্বর্গীয়ভাবের মাধুর্য্য নষ্ট করিও না। নুরল এস্লাম কোন উত্তর পাইলেন না; কিন্তু ভাবদৃষ্টে বুঝিলেন, এ মুক্তাফল শোকরগোজারীর দক্ষিণা। অতঃপর তিনি প্রিয়তমার কর ধরিয়া ফুলাসনে আরোহণ করিলেন।

(১) তথাস্তু। (২) ইস্লাম-প্রবর্ত্তকের অনুসরণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুখে, আমোদ-আহ্লাদে দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। যানাভাবে এ পর্য্যন্ত নববধূ স্বামিসহ ফিরণীতে যাইতে পারে নাই। আগামী কল্য যাওয়ার দিন স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বরাত্রি শয়ন-মন্দিরে নুরল এসলাম একটি সুন্দর ক্ষুদ্র বাক্স আনিয়া স্ত্রীর সম্মুখে খুলিলেন। পরে তাহা হইতে এক গোছ চুল বাহির করিয়া ঈষৎহাস্যে কহিলেন, "না বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার বস্তু আপনি গ্রহণ করুন।" চুল দেখিয়া স্ত্রী প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না। শেষে যখন স্মরণ হইল, যে দাদিমা তাহাকে বলিয়াছিলেন, ডাক্তার সাহেব নিজ হাতে তোর মাথার চুল কাটিয়া নিজ হাতে জলপটী বসাইয়া দিয়াছিলেন; তখন ভাবিল, এ চুল তাহারই মাথার হইবে; তথাপি পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কোথায় পাইলেন?"

পতি। "হাতে লইয়া দেখুন।" স্ত্রী চুল হাতে লইয়া দেখিয়া কহিল, "ইহা আমার মাথার চুল বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

পতি। ইহা নিশ্চয় তাহাই।

স্ত্রী। এই সামান্য চুলের প্রতি আপনার যত্ন দেখিয়া লজ্জিত হইতেছি।

পতি। আমার নিকট ইহার মূল্য আমার জীবনের মূল্যের সমান।

স্ত্রীর মুখ অধিকতর রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

পতি। যদি আপনাকে না পাইতাম, তবে এই কেশগুচ্ছ আমার জীবনের অবলম্বন হইত। স্থানান্তরে বিবাহের প্রস্তাব চলিলে, আমি

ঘটককে এই চুল দেখাইয়া বলিয়া দিতাম, এইরূপ সুচিক্কণ দীর্ঘ কেশযুক্তা পাত্রী না পাইলে বিবাহ করিব না। ঘটক এমন রত্ন কোথাও পাইত না, আমারও বিবাহ করা ঘটিত না।

স্ত্রী। যদি পাওয়া যাইত।

পতি। অসম্ভব।

স্ত্রী। এত বড় দুনিয়া, এত স্ত্রীলোক, পাওয়া অসম্ভব নয়।

পতি জেরায় ঠেকিয়া আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "অসম্ভব সম্ভব হইলে কি করিতাম, সে বিচার তখন হইত।"

স্ত্রীর রক্তিমাভ গোলাপগণ্ডে ঈষৎ মলিনতার ছায়া পড়িল। সে কহিল, "বাবাজান ইতঃপূর্ব্বে আমার বিবাহ সম্বন্ধে স্থানান্তরে দেড় হাজার টাকার গহনা, দেড় হাজার টাকা নগদ এবং তিন হাজার টাকার কাবিন চাহিয়াছিলেন, তাহারাও দিতে সম্মত হইয়াছিল; যদি আপনার নিকট তাহাই চার্জ্জ করিতেন, তবে কি করিতেন?"

পতি। আমি গরীব মানুষ, তথাপি ধার কর্জ্জ করিয়া আপনাকে আনিতাম।

স্ত্রী। আপনাকে নগদ টাকা পয়সা কিছু দিতে হয় নাই, কেবলমাত্র তিন হাজার টাকার কাবিন দিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, আপনি এই কাবিন দিতে অনেক ওজর আপত্তি করিয়াছিলেন। আমাকে পাওয়া যদি এতই বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল, তবে শুধু কাবিন দিতে এত ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন কেন?"

পতি। কাবিনে বড় ভয় হইয়াছে। বাবাজান শেষে আবার বিবাহ করিয়া অর্দ্ধেক তালুক কাবিন দিয়া গিয়াছিলেন; শুনিতে পাইতেছি, মা

(বিমাতা) নাকি সেই সম্পত্তি লইয়া পৃথক্ হইবেন। তিনি অর্দ্ধেক, ও আপনি তিন হাজার আদায় করিলে, কালই আমাকে পথে বসিতে হইত।

পতি দুঃখের স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন।

স্ত্রী পতির মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার ভাবান্তর উৎপাদন জন্য কহিল, "এসার নামাজ পড়িয়াছেন ?"

পতি। "না। আজ ৯টায় ঘরে আসিয়াছি, নামাজ এখানেই পড়িব।" স্ত্রী তখন ঘরের দক্ষিণদিকের দ্বারের কাছে তাঁহার ওজুর জন্য একখানি জলচৌকি ও পানি রাখিয়া দিল। পতি ওজু করিতে বসিলেন। এই সময় স্ত্রী তাহার ট্রাঙ্ক হইতে রেশমী রুমালে জড়ান এক-জোড়া চটী জুতা বাহির করিয়া লইয়া পতির পাশে উপস্থিত হইল। অনন্তর নিজ হস্তে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া নিজ হস্তে জুতা জোড়া পরাইয়া দিল এবং পরমভক্তির সহিত তাঁহার "কদমবুঁচি" (১) করিল। পতি স্ত্রীর এইরূপ ব্যবহারে বিস্ময় সুখসাগরে মগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রী পতির পান-তামাক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, নিজেও নামাজে প্রবৃত্ত হইল।

নামাজ অন্তে পতি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জুতা কোথায় পাইলেন ?"

স্ত্রী। আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন কেন ?

পতি। আপনি আমাকে আপনি বলেন কেন ?

স্ত্রী হাসিয়া উঠিল। তারপর কহিল, "আপনি আমার পরম পূজনীয়, তাই 'আপনি' বলি।"

---

(১) পদচুম্বন।

পতি। আপনি আমার মাথার মণি এই নিমিত্ত 'আপনি' বলি।

স্ত্রী। আমি আপনার বাঁদী। বাঁদীর সহিত মনিবের আপনি বলা মানায় না।

পতি। আর আমি যে আপনার কেনা; সুতরাং মুখ সামলাইয়া কথা বলা উচিত।

স্ত্রী। আপনি অমন কথা বলিলে, আমি আর আপনার সহিত কথা বলিব না।

পতি। আচ্ছা, আমি এখন হইতে আপনাকে 'তুমি' বলিব; কিন্তু তুমি আমাকে 'আপনি' বলিলে, আমি বুঝিব, তুমি আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাস না।

"ভালবাসনা"—এই কথায়, এই চিন্তায়, স্ত্রী হৃদয়ে যাতনা বোধ করিতে লাগিল, সে পতির হাত টানিয়া লইয়া নিজ বুকে স্থাপন করিল। পতি হস্তস্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলেন, উত্তাপে জল যেমন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে, স্ত্রীর হৃৎপিণ্ড সেইরূপ স্পন্দিত হইতেছে। তখন পতি স্ত্রীকে কহিলেন, "প্রেমময়ি, তুমি আমাকে এতখানি ভালবাসিয়াছ? আমি যে ইহার শতভাগের একভাগেরও প্রতিদান করিতে পারি নাই। প্রাণাধিকে, তুমি মানবী না দেবী?" স্ত্রীর চক্ষু পতিপ্রেমে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জুতা কোথায় পাইয়াছ?"

স্ত্রী। "আমাদের বৈঠকখানা ঘরে।" পতি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হাঁ ঠিক মনে হইতেছে, তোমাদের বাড়ীতে রাত্রিতে যখন আহার করি, তখন বৃষ্টি নামিয়াছিল। আহারান্তে নৌকায় যাইবার সময়

চটীজুতায় যাওয়া অসুবিধা মনে করিয়া, পাচককে নৌকা হইতে বুটজুতা আনিতে বলি, সে বুটজুতা আনিয়া দেয় এবং চটী ভুলিয়া নৌকায় তোলা হয় নাই।" পতি এই কথা বলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জুতা যে আমার, তাহা তুমি কিরূপে চিনিলে ?"

স্ত্রী। আপনার পায়ে দেখিয়াছিলাম।

পতি। এই সামান্য জুতা এতদূর বহন করিয়া আনিবার কি দরকার ছিল ?

স্ত্রী। "জুতা সামান্য নয়, ইহা নিত্য দরকারী।" এই বলিয়া সে কহিতে লাগিল, "বৈঠকখানায় চটী পাইয়া চিনিলাম ইহা আপনার। তখনই আল্লার কাছে মোনাজাত করিলাম, দয়াময়! দাসী যেন এই জুতা তাঁহার চরণে নিজহাতে পরাইতে পারে।" আল্লা আজ দাসীর সে বাসনা পূর্ণ করিলেন।

ইহা শুনিয়া পতি বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি স্ত্রীর প্রেম কতদূর হইয়াছিল বুঝিতে পারিলেন এবং বুঝিয়া স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিলেন।

অতঃপর নবদম্পত্তি নিদ্রার কোলে শায়িত হইলেন।

ভক্তি - পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

লৌকিক প্রথামতে নুরল এস্‌লামের বিবাহের ক্রিয়াকাণ্ড সমাধা হইয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রী আপন পিত্রালয়ে। মাসাধিক পর নুরল এস্‌লাম তাহাকে পত্র লিখিলেন,—

"প্রাণাধিকে! এত অল্প সময়ে ভক্তি ও সদ্ব্যবহারে নাকি তুমি ফুফু-আম্মার মন কাড়িয়া লইয়া গিয়াছ; তাই তিনি তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত উতলা হইয়াছেন। আগামী ১৭ই অগ্রহায়ণ তিনি তোমাকে আনিবার নিমিত্ত এখান হইতে লোক পাঠাইবেন। তোমার সই এখন কোথায়? দোস্ত সাহেব বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। খবরের কাগজে নাম দেখিয়া বেলতায় তার করিয়াছি। তুমি কেমন আছ? খোদার ফজলে আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। আগামীতে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ লিখিবে। ইতি—তারিখ ১৩ই অগ্রহায়ণ।

তোমারই

নুরল এস্‌লাম।

আনোয়ারা পত্র পাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল। ইহাই তাহার প্রেমময় জীবনের প্রথম পত্র: -

পাকজনাবে কোটি কোটি কদমবুঁছি পর আরজ,—

আপনার পবিত্র হস্তের সুধালিপি পাইয়া সুখী হইলাম। আমার একমাস "নফল রোজার" মানত ছিল, এখানে আসিয়া কয়েকদিন পর তাহা আরম্ভ করিয়াছি। আজ রোজার ১১ দিন, আর তিন সপ্তাহ পর

আমাকে লইয়া গেলে ভাল হয়; কারণ তথায় যাইয়া রোজা করিবার নানারূপ অসুবিধা হইতে পারে। পত্রমধ্যে যে টুকরা কাগজগুলি পাঠাই-লাম, সেগুলি স্বহস্তে পোড়াইয়া ফেলিবেন। দাসীর বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা মাফ করিবেন। আমি এখানে আসিবার এক সপ্তাহ বাদ সই বেল্‌তা গিয়াছে। সেও তথা হইতে আমাকে লিখিয়াছে, তাহার স্বামী প্রশংসার সহিত বি-এল পাশ করিয়াছেন। আমি পরমানন্দে সন্দেশ চাহিয়া তাহাকে পুনরায় পত্র লিখিয়াছি। আপনার শরীর কেমন আছে? দাদি-আম্মার দোওয়া জানিবেন। বাটীস্থ আর আর সকলের মঙ্গল জানিবেন। খোদার মরজি এখানে সকলে ভাল আছেন, আরজ ইতি।—সন তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ।

সেবিকা—
আনোয়ারা।

নুরল এস্‌লাম যথাসময়ে স্ত্রীর পত্র পাইলেন; খুলিবামাত্র কতকগুলি টুকরা কাগজ, পত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তিনি বিস্মিত হইয়া কাগজগুলি যথাযথভাবে জোড়া-তালি দিয়া পড়িয়া দেখিলেন, তাহা তাঁহার নিজহস্তের লিখিত পূর্ব্বকথিত সেই তিন হাজার টাকার কাবিন নামা। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নুরল এস্‌লাম অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর স্বগত বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি সত্য সত্যই স্বর্গের আনোয়ারা, (১) তোমার তুলনা মর্ত্ত্যে সম্ভবে না।"

(১) জ্যোতির্ম্মালা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নুরল্ এস্‌লামের বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে চারিটি বৎসর অতীতের পথে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। সময়ের এই ক্ষুদ্র অংশটুকু মধ্যে তাঁহার পারিবারিক জীবনে—তথা বিরাট বিশ্বপরিবারে ছোট বড় কত যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

নুরল এস্‌লাম সতীনের ছেলে, উপার্জ্জনক্ষম। জুটের ম্যানেজার সাহেব তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় ও স্বভাবগুণে ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। এখন তাহার বেতন ৮০৲ টাকা।

নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নুরল এস্‌লামের সহিত সাধিয়া বিবাহ দিতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন; এজন্য নুরল এস্‌লামের বিমাতা আপনাকে যার পর নাই অবমানিত বোধ করিয়াছেন। পরন্তু নুরল এস্‌লাম তাঁহার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া হুর-পরীর মত সুন্দরী স্বভাবসুশীলা বিদূষী ভার্য্যা গৃহে আনিয়াছেন—তাহার উপর সে ভার্য্যা সর্ব্বগুণান্বিতা এবং গৃহস্থালীর সর্ব্ববিষয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, ঘর বাহিরের সমস্ত কার্য্যের শৃঙ্খলা ও পরিপাট্য বিধানে ও অবিশ্রাম কর্ম্মপ্রিয়তায় সে অল্পদিনেই প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হাতের গুণে, শাকভাত ও অমৃতের মত বোধ হয়।

এক রাত্রি আহারান্তে সালেহা তাহার মায়ের কাছে শুইয়া বলিতে লাগিল, "মা, আজ সকালে ভাবী (১) যে মুড়ীঘণ্ট পাক করিয়াছিলেন,

(১) ভ্রাতার স্ত্রী।

তাহার স্বাদ যেন এখনও আমার জিহ্বায় লাগিয়া আছে। তিনি যে দাল পাক করেন, শুধু তাই দিয়ে খাইয়া উঠা যায়।

মা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ও ভাল পাকে বিষ মাখান; তাহাতে আমাদেরই মরণ।

মেয়ে। সে কি মা? ৩।৪ বছর হইল খাইতেছি মরি ত না?

মা। অভাগীর বেটি, তুই তা বুঝ্‌বি কি করিয়া?

মেয়ে। বুঝাইয়া দাও না?

মা। বৌয়ের রূপে নুরল আজকাল ভেড়া বনিয়াছে; বউ, ঘর-গৃহস্থালী, চাকর-চাকৃরাণী সব আপনার করিয়া লইয়াছে; রকমে সকমে বুঝিতেছি, বউ-ই সংসারের সব, নুরল এখন তলে তলে তারি আদেশ-উপদেশ মত সংসার চালায়, সে আর সংসারের জমাখরচ রাখে না, বৌয়ের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছে। সেদিন রাতে বৌ জমা খরচ লিখিবার সময় নুরলকেও বলিয়াছে, "কাপড় থাকিতে সকলকে জোড়ায় জোড়ায় কাপড় দিবার কি দরকার ছিল? তাতেই ত এমাসে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। সকলের মানে—তুই আর আমি।"

মেয়ে। তুমি যতই বলনা কেন, ভাবী আমাদের অনিষ্ট করিবেন না। তিনি আমাকে কত ভালবাসেন, আদর করেন, হাতে তুলে কত ভাল জিনিস খাইতে দেন, কত মিঠা কথা বলেন। তোমাকেও ত খুব ভক্তি করেন, আদবের (১) সহিত কথা কন। সকলের কাপড়ের কথা বলিয়াছেন, মিথ্যা কথা কি? তোমার আমার জোড়া ধরা কাপড় ত ঘরেই তোলা আছে?

(১) সভ্যতার।

মা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুই গোল্লায় যা ; বুঝালেম কি, আর বুঝ্‌লি কি ?"

মেয়ে। কি বুঝালে ?

মা। দু'দিন পরে আমাদিগকে বৌয়ের বাঁদী হইয়া সংসারে থাকিতে হইবে। একটু আগেতে এক জোড়া কাপড় দিয়াছে, তাই তার পরাণে সয় নাই। এমন ছোটলোকের মেয়ে কি আর আছে ?"

মেয়ে। না, ভাবী কখনই ছোট লোকের মেয়ে নয়। আমি শুনিয়াছি ভাবীর বাপের বাড়ী বড় বড় টিনের ঘর, পালে পালে গরু-ভেড়া, চাকর বাকর বাড়ী ভরা।

মা। হাবা মেয়ে, বড় বড় টিনের ঘর থাকিলেই বুঝি বড় লোক হয় ? ওর বাপ দাদারা যে ভূঁইমালী ছিল, ওর মা আবার চোরের মেকথা

মেয়ে। তুমি বল কি ? তবে কি ভাবীর বাপ দাদারা আমা. ঝাড়ুদার বলাই মালীদিগের জাত ? ওরা নাকি হিন্দু ছোটলোক ; বলাইয়ের বৌ ত আমাদের ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না।

নুরল এস্‌লামের প্রপিতামহগণের আমল হইতে হিন্দু ভূঁইমালী তাহাদের উঠান ঘর পরিষ্কার করিত, ঘরের ডোয়া বাঁধিত, এজন্য মালীর চাকরান জমি ছিল। এক্ষণে বলাই মালী সেই কাজ করে।

মা বলিল, "হাঁ, ওর বাপ দাদারা আগে হিন্দু ভূঁইমালী ছিল, শেষে জাত যাইয়া মোসলমান হয়, এবং ভুঁইয়া খেতাব পায়।"

মেয়ে। ভাবির মা কি সত্যই চোরের মেয়ে ?

মা। নয় ত কি ?

মেয়ে। তুমি এত কিরূপে জান ?

মা। তোর মামুর মুখে শুনিয়াছি, বৌয়ের বাপ দাদার খবর; আর বৌয়ের বাপের বাড়ীর বাঁদির মুখে শুনিয়াছি, তার মার পরিচয়।

সালেহার মামু ও আনোয়ারার বাঁদি যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য। তাহাদের ঐরূপ বলিবার কারণ ছিল। সালেহার মামু নুরল এস্‌লামের সহিত কন্যা বিবাহ দিতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হন এবং আনোয়ারার দাসীকে আনোয়ারার বিমাতা গোলাপজান জ্বালাতন করিত বলিয়া।

মেয়ে। শুনে যে ঘেন্নায় পরাণ যায়। এতদিনে বুঝিলাম, ভাবী গৃহ ামাকে এত আদর করে কেন ও আর তোমাকেই বা ভক্তি করে কেন? বুঝি ার মনে হয়, ভাইজান কেবল মাথার চুল ও রূপ দেখিয়া এমন ঘরে মত সং করেছিল। আমি কাল থেকে বৌয়ের কাছে এক বিছানায় ছা ব না, তাকে মালীর মেয়ে বলে ডাকিব।

মা। তুই যে আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছিস, এও ভাগ্যির কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন শনিবার। আজ নুরল এস্‌লামের আফিস হইতে বাড়ী আসিবার দিন। ইংরেজ বণিকেরা রবিবারে অফিস বন্ধ না রাখিলেও সেদিন তাহাদের বৈষয়িক কার্য্যাদি কম হয়। ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র নুরল এস্‌লাম এ নিমিত্ত শনিবার বৈকালে বাড়ী আসিয়া থাকেন, সোমবার পূর্ব্বাহ্নে আফিসে হাজির হন।

আনোয়ারা রোজ প্রাতে কোরাণ শরিফ পাঠ করে। আজ পড়িতে পড়িতে একটু বেলা হইয়াছে। সালেহা তাহার ঘরের কাছে গিয়া কহিল, "আজ যে মালীর মেয়ের কোরাণ পড়া এখনও শেষ হল না? রোজই ভাতের বেলায় হয়, আমি যে ক্ষিদেয় মরি, তা কে দেখে?" কথা নুরল এস্‌লামের ফুফু-আম্মার কাণে গেল।

ফুফুআম্মার নাম পূর্ব্বেও দুই তিনবার করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় বলা হয় নাই। তিনি নুরল এস্‌লামের পিতার চাচাতো (১) ভগিনী, "প্রৌঢ়বয়সে বিধবা হইয়া একটি পুত্র, ও একটি কন্যা সহ অনন্যোপায়ে নুরল এস্‌লামের পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার ন্যায় ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক কম দেখা যায়। ইনি বারমাস রোজা রাখেন এবং সর্ব্বদা তস্‌বী পাঠে রত থাকেন। ইনি নুরল এস্‌লামের পিতার কনিষ্ঠা ছিলেন; কিন্তু স্বভাব ও ধর্ম্মশীলতায় নুরল এস্‌লামের পিতা ইঁহাকে সহোদরা জেষ্ঠ্যাভগিনী অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও যত্ন করিতেন। নুরল এস্‌লামের পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরই ক্রমে ফুফু-আম্মার পুত্র-কন্যাদ্বয়

---

(১) খুড়াতো।

কালকবলে পতিত হয়। এক্ষণে নুরল এস্‌লামই তাঁহার পুত্র-কন্যা। নুরল এস্‌লামের গৃহস্থালীই তাঁহার নিজের গৃহস্থালী। অতঃপর আমরা তাঁহাকে কেবল ফুফু-আম্মা বলিয়া ডাকিব।

ফুফু-আম্মা সালেহার কথা শুনিয়া কহিলেন, "তুই ও কি কথা বল্‌লি? তোর্ কি আদব আক্কেল কিছুই নাই? হইলই যেন সৎভাইয়ের বউ, সম্বন্ধে তাহার বাপ মা যে তোর তাঐ মাঐ হন।" অনোয়ারা সালেহার কথায় ভাবিল, আমি রোজই বাগানের ফুল দিয়া তার খোপা বাঁধিয়া দেই, ছেলে মানুষ, তাই না বুঝিয়া ঐভাবে বুঝি ঠাট্টা করিয়াছে। কিন্তু সালেহার মা ননদের কথায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ছুঁড়ীটা রোজই ক্ষিদেয় কষ্ট পায়, তাই সকাল সকাল বৌকে পাক করিতে বলিতে গিয়েছে; তা তুমি আদব-আক্কেল তুল্লে? আদব-আক্কেল কা'কে বলে, তা কি তোমরা জান?"

ফুফু। "আমরা জানি না বটে; কিন্তু আপনার মেয়ের যে, আছে, দেখা গেল।"

সালে। "আপনি আর বড়াই করিবেন না, আপনার ভাই-পুত যে, মালীর ঘরে বিয়ে করিয়াছে, তা বুঝি আমি জানি না?"

ফুফু। 'ও মা সে কি কথা!

সালে। "ভাবির (১) বাপ-দাদারা যে ভূঁইমালী ছিল, শেষে জাত যেয়ে মুসলমান হয়ে ভূঞা হয়েছে। তার মা আবার চোরের মেয়ে; এ সব

(১) ভ্রাতার স্ত্রী।

কথা আর চাপা দিলে চলিবে না। আমি সব শুনিয়াছি। ছি ছি এমন বউ ঘরে আনিয়া আবার বড়াই ?”

ফুফু-আম্মা ত শুনিয়া অবাক্। আনোয়ারা আকাশ-পাতাল ভাবিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কথিত আছে, পৃথিবী সর্ব্বংসহা হইলেও সূচের ঘা সহ্য করিতে পারে না। আর স্ত্রীলোক পরম ধৈর্য্যশীলা হইলেও পিতামাতার অযথা নিন্দাবাদ সহিতে পারে না। সালেহার কথায় আনোয়ার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, সে উচ্চবাচ্য না করিয়া সারাদিন অনাহারে কাঁদিয়া কাটাইল।

অপরাহ্ণ ৪টায় নুরল এস্‌লাম বাড়ী আসিলেন। তাঁহার আগমনে আজ কেহই আনন্দিত নহে। ফুফু-আম্মা তাঁহাকে স্নেহ সম্ভাষণ করিলেন না। বিমাতার মুখ বিষাদ-বিষে পূর্ণ। সরলা সালেহাও উৎফুল্লা নহে। নুরল এস্‌লাম কাপড় ছাড়িতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু হায়, গৃহে প্রবেশমাত্র যে জন ভক্তির সহিত তাঁহার পদচুম্বন করিয়া নিজ হাতে গায়ের পোষাক খুলিয়া লয়, সে নিকট আসিল বটে ; কিন্তু তাহার চাঁদপানা মুখ বিষাদ-মেঘে আবৃত, তাহার প্রেমময় সাদর-সম্ভাষণ নীরব। নুরল-এস্‌লাম ব্যাকুলভাবে কহিলেন, “তোমার মুখ ত কখন এরূপ মলিন দেখি নাই, কারণ কি ?” আনোয়ারা ভগ্ন হৃদয়ের অদম্য দুঃখ চাপা দিয়া কহিল, “অসুখ করিয়াছে।” নুরল এস্‌লাম তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

বিবাহের কিছুদিন পর হইতে নুরল এস্‌লামের বিমাতা তাঁহার স্ত্রীকে নানাপ্রকার অকথ্য অশ্রাব্য কথায় জ্বালাতন করিতেছেন, ছল-ছুতায় ছোটলোকের মেয়ে বলিয়া কত মর্ম্মঘাতী ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিতে-ছেন ; কিন্তু ধৈর্য্যের প্রতিমা আনোয়ারা পিতৃগৃহে অবস্থানকালে যেরূপ

বিমাতার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কাল কাটাইয়াছে, পতিগৃহে আসিয়া সেইরূপ সৎ-শাশুড়ীর দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়া তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী হইয়া, তাঁহারই মনস্তুষ্টি সম্পাদনে দেহ মন নিয়োজিত করিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। স্বামী শুনিলে মনে ব্যথা পাইবেন বলিয়া, শাশুড়ীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা সে একদিনের জন্যও স্বামীর কাণে দেয় নাই। যখন শাশুড়ীর নিষ্ঠুর বাক্যবাণে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল ছিদ্র হইয়া যাইত, তখন সে নির্জ্জনে নীরবে অশ্রুপাত করিয়া শান্তিলাভ করিত।

নুরল এস্‌লাম স্ত্রীর মুখে কোন কথা না জানিতে পারিলেও, তাঁহার সরলা ফুফু আম্মার মুখে যাহা শুনিতেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন, বিমাতা তাঁহার পারিবারিক সুখশান্তিময় ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন, এবং সে আগুনে তাঁহার প্রেমময়ী প্রাণাধিকা পত্নী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে; কিন্তু ধৈর্য্যবশতঃ মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতেছে না। এপর্য্যন্ত নুরলও স্ত্রীর দেখাদেখি নীরবে সব সহ্য করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আজ স্ত্রীর বিষাদ-মাখা মুখ দেখিয়া, তাঁহার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল। তিনি ফুফু-আম্মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে আজ কি হইয়াছে?"

ফুফু। "বাবা, হবে আর কি? তোমার জাতি-পাতের কথা সুরু হইয়াছে।"

নুর। (ব্যাকুলভাবে) "খুলিয়া বলুন?"

ফুফু। "তুমি নাকি মালীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছ? বৌমার বাপ-দাদারা নাকি ভূঁইমালী ছিল, শেষ জাত যাইয়া মুসলমান হয়, সেই হইতে তাহাদের ভূঞা খেতাব হইয়াছে। তার মা নাকি আবার, চোরের

মেয়ে ?" নুরলএস্‌লাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পর কহিলেন, "এমন কথা কে বলিল ?"

ফুফু। "সকাল বেলা সালেহা বলিয়াছে।"

নুর। "সে এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কোথায় পাইল ?"

ফুফু। "জানিনা।" নুরল এস্‌লাম সালেহাকে:ডাকিলেন। সালেহা নুরল এস্‌লামের ক্রোধ দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইল। নুরল, সহোদরা-ভগিনীজ্ঞানে সালেহাকে এতদিন স্নেহের 'তুই' শব্দে সম্বোধন করিতেন। আজ কহিলেন, "সালেহা তুমি ঠিক করিয়া বল,—তোমার ভাবি যে মালীর মেয়ে, একথা তোমাকে কে বলিয়াছেন ?" সালেহা নীরব। নুরল, তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন, "বল না, ঠিক কথা না বলিলে তোমার ভাল হইবে না !" সালেহা পিছন ফিরিয়া মায়ের ঘরের দিকে চাহিল, মা ইসারায় বলিতে নিষেধ করিলেন। নুরল আবার কহিলেন, "বল না ?" সালেহা কহিল, "বলিতে পারিব না।" নুরল সক্রোধে কহিলেন, "কেন পারিবে না ? তোমাকে বলিতেই হইবে।" সালেহা ভয় পাইয়া কহিল, "মা বলিয়াছে।" নুরল কহিলেন "যাও।"

অনন্তর নুরল মায়ের ঘরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মা, আজ আপনাকে কয়েকটি কথা বলিব। বাবাজানের মৃত্যুর সময় আপনার যে ব্যবহার দেখিয়াছি, তাহাতেই মর্ম্মে মরিয়া আছি। আপনার আচার ব্যবহার দেখিয়া, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করি নাই। করিলে এত দিন উৎসন্ন যাইতাম। আপনি শরিফের ঘরের মেয়ে বলিয়া সর্ব্বদাই অহঙ্কার করেন; কিন্তু ইহা আপনার অশিক্ষার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বংশ-গৌরব কাহারও একচেটিয়া নহে। আল্লাহতায়ালা বড় ছোট

করিয়া কাহাকেও পয়দা করেন নাই। সকলের মূলেই এক আদম। তবে কার্য্যবশতঃ সংসারে বড় ছোট হইয়া গিয়াছে। আমাদের মোগল, পাঠান, শেখ প্রভৃতি শ্রেণীভাগের মূল ইহাই। ফলতঃ বংশমর্য্যাদা সব দেশে সব কালে সৎ-অসৎ কার্য্যফলের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। আমরা সম্ভ্রান্ত শেখবংশোদ্ভব। যে বংশে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাঁহারাও সম্ভ্রান্ত শেখ। আপনার বাপ-দাদারাও বুনিয়াদী শেখ ব্যতীত আর কিছু নহেন। সুতরাং বংশের গৌরব করা আপনার উচিত নয়। আবার যাঁহারা ভূমির অধিপতি, তাঁহারা ভৌমিক বা ভূঁঞা। আমার শ্বশুরের পূর্ব্বপুরুষেরা ভূমির অধিপতি অর্থাৎ রাজা ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের ভূইয়া খেতাব হইয়াছে। আপনি যদি কল্পনা করিয়া এই সম্মানিত উপাধির কদর্থ করিয়া থাকেন, তবে আপনার তওবা (১) করা উচিত। আর যদি অন্য কাহার নিকট শুনিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন, তবে তাহাকে হিংসুক নীচাশয় বলিতে হইবে। আমার শাশুড়ী-আম্মা জীবিত নাই; কিন্তু তিনি আমার শ্বশুরদিগের অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ছিলেন। আমার সৎ-শাশুড়ী এখন আছেন, তাঁহার পিতৃবংশ আশরাফ (২) না হইলেও অধুনা তাঁহারা আশরাফের ক্রেতা। যাহা হউক, একাল পর্য্যন্ত আপনার ব্যবহারে আমি নীরবে মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে বিনীত প্রার্থনা, আর আমাকে কষ্ট দিবেন না, সদয় স্নেহ দৃষ্টিপাতে সংসার করুন।"

নুরল এস্‌লামের কথা শুনিয়া, তাঁহার বিমাতা ক্রোধে অভিমানে

(১) প্রায়শ্চিত্ত। (২) সম্ভ্রান্ত।

উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমি যদি বড় ঘরের মেয়ে হই, তবে এ অপমানের প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। আমি কসম (১) করিলাম, আজ হ'তে তোর ভাতপানী, আমার পক্ষে হারাম। আমি কি মরেই মরিয়াছি যে তোর সোহাগের বৌয়ের বাঁদী হইয়া সংসার করিব? পৃথক্ হ'লে আমার ভাত খায় কে? কালই ভাইকে ডাকিব, তোর মুখ দোরস্ত করিব, পৃথক্ হব, তবে ভাতপানি ছোঁব।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "তাই হবে কিন্তু অনাহারে দুঃখ পাইবেন না, এখনও এ অন্নে আপনার অধিকার আছে।"

অতঃপর নুরল এস্‌লাম ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "তুমি আর দুঃখ করিও না, এখন হইতে যদি ও'র শিক্ষা না হয় তবে উপায় নাই।"

আনো। "আমি যে ভয়ে আপনার নিকট আম্মাজানের (২) কোন কথা খুলিয়া বলি না, আপনি সেই ভয় আমার দশগুণ বাড়াইয়া তুলিলেন।"

নুর। "কিসের ভয়ের কথা বলিতেছ?"

আনো। "উনি যেরূপ কসম কর্‌লেন, যদি রাগের মাথায় কালই পৃথক্ হ'ন, তবে দেশময় আমাদের দুর্নাম রটিবে। লোকে আপনাকে বলিবে, স্ত্রৈণ হইয়া মাকে পৃথক্ করিয়া দিল, আমাকে বল্‌বে, বউটি ডাইন, ভাল সংসার নষ্ট করিল। তখন উপায় কি?"

নুরল। "ন্যায় পথে থাকিলে লোকে কি বলিবে, বলিবে, সে ভয় আমি করি না।"

---

(১) শাশুড়ী। (২) শপথ।

আনো। "না করুন, তথাপি আম্মাজানকে তিরস্কার করিয়া ভাল করেন নাই। হাজার হইলেও তিনি আমাদের গুরুজন; বিশেষতঃ আমার জন্য তাঁহাকে অতদূর বলা ভাল হয় নাই।"

নুর। "আমি ত তাঁহাকে তিরস্কার করি নাই। কেবল তাঁহার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া উপদেশভাবে কয়েকটি কথা মাত্র বলিয়াছি।" ক্ষণমাত্র মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "সংসার বড়ই কঠিন স্থান; এক আধটুকু উচ্চবাচ্য না করিলে, তিষ্ঠান কঠিন।"

আনো। "আমার বিবাহের পূর্ব্বেও কি আম্মাজান সর্ব্বদা সংসারে অশান্তি ঘটাইতেন?"

নুর। "আমার ফুফু-আম্মাজান পবিত্রতা ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। মা এ সংসারে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতেছেন। আমার প্রতি মার হিংসা চিরদিনই আছে, তবে বিবাহের পর তাঁর হিংসা যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

আনো। "বাড়া কমাইলে ক্রমে সবই কমিতে পারে।"

নুর। "এ বাড়া কমাইবার আর উপায় নাই?"

আ। "এক উপায় আছে।"

নুর। "কি উপায়?"

আ। "আমি তাঁহার মতিগতি যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আপনি এ দাসীকে ত্যাগ করিলে, তাঁর সমস্ত হিংসার আগুন পানি হইতে পারে?"

নুরল এস্‌লাম শিহরিয়া উঠিলেন, এবং বিস্ফারিত নয়নে দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "চন্দ্রসূর্য্য কক্ষচ্যুত হইতে পারে, তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ

অসম্ভব ; পরন্তু ওরূপ কথা চিন্তা করিবার পূর্ব্বে এ হৃদয় যেন দোজখের আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হয়।”

এই সময় চাকরাণী আসিয়া পাকের আঙ্গিনায় যাইতে আনোয়ারাকে ইঙ্গিতে ফুফু-আম্মার আদেশ জানাইল। আনোয়ারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন রবিবার। পূর্ব্বাহ্নে নুরল এস্‌লামের বৈঠকখানায় গ্রামের গণ্য-মান্য প্রধান প্রধান লোক আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। কিছু বেশী বেলায় একটা তাজী ঘোড়ায় চড়িয়া গোপীনপুর হইতে নুরল এস্‌লামের সৎ-মার ভাই—আলতাফ হোসেন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা শোচনীয় হইলেও তাঁহার সম্পদ্ কালের আমিরী চাল চলন কমে নাই। আমাদের অপরিণামদর্শী আভিজাত্যাভিমানী মহাত্মা অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অধঃপাতের চরম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ইহা যে আমাদের সমাজের দুর্ভাগ্যের একটি কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক, বৈঠক বসিল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আমরা মনে করিয়াছিলাম, দেওয়ান সাহেবের (১) মৃত্যুর পর, ছেলের সহিত তার সৎ-মা পৃথক্ হইবেন। কিন্তু ছেলের গুণেই এতদিন সংসারটি বাঁধা ছিল।” যাঁহারা ভিতরের অবস্থা জানেন না, তাঁহারা কহিলেন, “পুরাণ সংসার, একত্র থাকাই ত ভাল ছিল, হঠাৎ এরূপ পৃথক্ হওয়ার কারণ কি ?” আলতাফ

(১) নুরল এস্‌লামের পিতা।

হোসেন সাহেব কহিলেন, "জামানার (১) দোষ, আজকালকার ছেলেরা বউ-বশ হইয়া তাহাদের পরামর্শ মত অনেক ভাল সংসার নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।" ২।৪ জন প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার কথার সমর্থন করিলেন।

যাহা হউক, একত্র থাকার জন্য অনেকে নুরল এস্‌লাম ও তাঁহার বিমাতাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন; কিন্তু বিমাতার উৎকট জেদের ফলে, বণ্টনই সাব্যস্ত হইল। অনেক বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইল, নুরল এস্‌লাম পুরাণ বাড়ীতে থাকিবেন। পুরাণ বাড়ীর পশ্চিমাংশে তাঁহার সৎমার বাড়ী হইবে। নূতন ঘর বাড়ী করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত নগদ আড়াই শত এবং সালেহার বিবাহের খরচা সাড়ে তিন শত মোট ছয় শত টাকা ১৫ দিন মধ্যে নুরল এস্‌লামকে তাঁহার বিমাতার হাতে দিতে হইবে। বিমাতার কাবিন বাবদ অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি লেখা ছিল, তাহা তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল। এই সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগের নিমিত্তই তিনি পরিণাম-চিন্তা না করিয়া সগর্ব্বে পৃথক্ হইলেন।

বণ্টনের পর বিমাতা পৃথক্ পাকের বন্দোবস্ত করিয়া পানি স্পর্শ করিলেন। হায় রে জিদ! হায় রে, অশিক্ষিতা কৌলিন্যাভিমানিনী রমণি! তোমাদের জন্য কত সুখের সংসার যে দুঃখে ভাসিয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও ভাসিবে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব।

(১) কালের।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পনর দিন পর নুরল এস্‌লামকে ছয় শত টাকা দিতে হইবে।—এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে যাহা ছিল, বিবাহের ব্যয়ে তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে; তবে তিনি ঋণগ্রস্ত হন নাই—এই যা লাভ। সোমবারে তিনি চিন্তিত মনে বেলগাঁও আফিসে গমন করিলেন। পতিপ্রাণা আনোয়ারা পতির মনোভাব বুঝিয়া তাঁহার চিন্তা নিজহৃদয়ে ধারণ করিল। সে মধুপুরে পত্র লিখিল।—

"দাদিমা! আমার ভক্তিপূর্ণ শত সহস্র সালাম জানিবা। অনেকদিন তোমাদের পত্র পাই না; এজন্য চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। সত্বর তোমাদের কুশল সংবাদ সহ পত্র লিখিবা।

গতকল্য আম্মাজান পৃথক্ হইয়াছেন। তজ্জন্য আমাদের কিছু ঠেকাঠেকি হইয়াছে। পত্র পাঠ, আমার নিজ টাকা হইতে ছয় শত টাকা তোমার দুলা ভাইজানের নামে যাহাতে পরবর্ত্তী সোমবার বেলগাঁও পৌঁছে, এইরূপ তাগিদে পাঠাইবে। বাবাজান ও মাকে এবং ওস্তাদ চাচাজান ও চাচি আম্মাকে আমার সালাম জানাইবে। বাদসা ভাই কেমন আছে? সে স্কুলে যায় ত? ভোলার মা, গেদার বউ, মার সই,—ইহাদের কুশল সংবাদ লিখিবে। আমাদের বালিকা বিদ্যালয় কেমন চলিতেছে? জেলা হইতে পত্র পাইয়াছি। সই কিছু খুলিয়া লিখে নাই; কিন্তু চিঠির ভাবে বুঝিলাম, সে অন্তঃসত্ত্বা। উকিল সয়া দৈনিক ৫০৲ টাকা ফিঃ লইয়া মফস্বলে মোকদ্দমায় গিয়াছেন। আমরা ভাল আছি। ইতি—

তোমার জীবনসর্ব্বস্ব—"আনার।"

সপ্তাহ শেষে—শনিবার নুরল এস্‌লাম বাড়ী আসিলেন। টাকার সংগ্রহ না হওয়ায় তাঁহার মুখ মলিন। আনোয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চেহারা এত খারাপ হইয়াছে কেন?"

নুরল। "আর কয়েকদিন পরই সালেহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত তাহার সংগ্রহ হইল না। ম্যানেজার সাহেব সরকারী তহবিল হইতে বিনা সুদে দুই শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন; অবশিষ্ট টাকা কোথায় পাইব? সেই ভাবনায় বড়ই চিন্তা হইয়াছে।"

আনো। "মা, মরণ কালে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মা, সংসারে যত বিপদে পড়িবে, ততই খোদাকে আঁক্‌ড়ে ধরিবে, বিপদ্ আপনা আপনি ছাড়িয়া যাইবে।" নুরল সোৎসাহে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। আনোয়ারা পতির মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে কহিল, "একি, আপনার মুখে হঠাৎ যেন বেহেস্তের জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে।"

নুরল। "তোমার মুখে স্বর্গীয়া আম্মার উপদেশের কথা শুনিয়া আমার মনের অবসাদ যেন নিমিষে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি আজ সারা রাত্রি বন্দীগিতে (১) কাটাইব।"

আনো। ভাগাভাগির গণ্ডগোল-অসুখে এ কয়েক দিন আমিও ওজিফা (২) পড়িতে পারি নাই। আজ রাত্রি প্রাণ ভরিয়া কোরাণ শরিফ পড়িব।

আহারান্তে রাত্রিতে ধর্ম্মশীল দম্পতি, সংকল্পিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

(১) আরাধনা। (২) কোরাণের অংশ বিশেষ।

নুরলএস্‌লাম বেলগাঁও যাইবেন। আনোয়ারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার পাকের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পাকান্তে নিজহস্তে স্বামীকে স্নান করাইল। স্নানান্তে উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। নুরল এস্‌লাম আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আনোয়ারা পান তৈয়ার করিতে বসিয়া হাসি হাসি মুখে কহিল, "আজ রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, এক পরম ধার্ম্মিকা বৃদ্ধা আপনাকে অর্থাভাবে চিন্তিত দেখিয়া বলিতেছেন, বৎস, চিন্তিত হইও না, তোমার প্রাপ্য কিছু টাকা আমার কাছে মজুত আছে, তাহা হইতে কতক টাকা তোমার সংসার খরচের জন্য দিলাম। আমার বিশ্বাস, আপনি বেলগাঁও যাইয়া আজ কি কাল তাহা পাইবেন। দাসীর অনুরোধ, স্বপ্ন সফল হইলে টাকা গ্রহণে সংকোচ করিবেন না।" নুরল এস্‌লাম স্ত্রীর স্বপ্নের ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। খোদা ভরসা করিয়া বিস্মিতচিত্তে অশ্বারোহণে বেলগাঁও রওয়ানা হইলেন। তিনি বরাবর ঘোড়ায় চড়িয়া বেলগাঁও যাতায়াত করেন।

নুরল এস্‌লাম বেলগাঁও উপস্থিত হইয়া সবেমাত্র আফিসের কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন যাইয়া তাহাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাগ হইতে একখানি মণিঅর্ডারের ফারম বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি ফারম পড়িয়া দেখিলেন, ছয়শত টাকার মণিঅর্ডার। প্রেরক দাদিমা, গ্রাম মধুপুর। নুরল তখন স্ত্রীর স্বপ্নের অর্থ বুঝিলেন এবং খোদাতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন, "দয়াময়! আমি নগণ্য নরাধম, তুমি আমাকে এমন স্ত্রীরত্ন দান

শনিবার নুরল টাকা লইয়া বাড়ী আসিলেন। আনোয়ারা টাকার

ব্যাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "দাসীর স্বপ্ন ত বৃথা যায় নাই ?"

নুরল। "শুনিয়াছি বেহেস্তের হুরেরা স্বপ্নের নায়িকা; সুতরাং তাহা বৃথা হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি ছয় শত টাকার তোড়া আনোয়ারার নিকটে দিলেন এবং কহিলেন, "এ টাকা আমি লইব না।"

আনো। "কেন ?"

নুরল। "কেন আর বলিতেছ কেন ? তিন হাজার টাকার কাবিন গেল, তারপর আরও কত কি উপহার, আবার এককালে এই ছয় শত টাকা।"

আনো। "তাতে কি ?"

নুরল। "তাহা হইলে যে, বেচারার নিজস্ব বলিয়া কিছু একেবারে থাকে না।"

আনো। প্রয়োজন ?

নুরল। "সংসার বড়ই কঠিনস্থান।" আনোয়ারার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে ছল ছল নেত্রে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া কহিল, "তবে আমি কি পর ? আমার জিনিস কি আপনার নয় ?" নুরল তাহার কথার ভাবে ও অবস্থা দৃষ্টে একান্ত মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন।

অনন্তর নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "টাকাগুলি কার ?"

আনো। "আপনার।"

নুরল। "দাদি-আম্মা পাঠাইয়াছেন ?"

আনো। "আপনার টাকা তার কাছে মজুত ছিল।"

নুরল। "বুঝিলাম না ?"

আনো। "বাবাজান যদি আমার বিবাহ বাবদ আপনার নিকট

টাকা চাহিতেন, আর আপনি যদি তাহা দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে এ বিবাহে বিঘ্ন ঘটিত। তজ্জন্য দাদিমা সংকল্প করিয়াছিলেন, আপনি টাকা দেওয়া অস্বীকার করিলে গোপনে আপনার নিকট, বাপজানকে দিবার জন্য ইহা পাঠাইতেন। এ সেই টাকা। এই টাকা বিবাহের জন্য আবশ্যক হয় নাই, আপনার নামেই মজুত রাখা হইয়াছিল।"

নুরল। "বাবাজান যদি হাজার টাকা চাহিয়া বসিতেন?"

আনো। "দাদিমা আপনার প্রতি আমার মনের ভাব টের পাইয়া বলিয়াছিলেন, যত টাকা লাগে দিয়া আনোয়ারাকে সুখী করিব?"

নুরল। "তিনি সেকেলে লোক, প্রেমমাহাত্ম্যের এত পক্ষপাতী?"

আনো। তিনি বলিয়াছেন, যে "আমিও স্বয়ম্বরা মতে বিবাহিতা হইয়াছি।"

আনোয়ারার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, নুরল এস্‌লাম শেষে টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং পর দিন ২।৪ জন সম্ভ্রান্ত প্রধানের মোকাবেলা, তিনি বিমাতাকে নগদ ছয়শত টাকা গণিয়া দিলেন। পত্নীর পতি-প্রাণতায় তাঁহার চিত্তের ভার কমিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক যোগে ৬০০৲ টাকা হাতে পাইয়া, নুরল এস্লামের বিমাতা, গোপীনপুর হইতে ভ্রাতাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু ভগিনী আছে, তাহার নামে দুই হাজার টাকার কাবিনের তালুক আছে, বিবাহযোগ্যা সুন্দরী ভাগিনেয় আছে, তদুপরি নিজের বিবাহযোগ্য পুত্রও আছে। এই সকল উপকরণ যোগে আলতাফ হোসেন সাহেব পূর্ব্ব হইতেই দুরাশার সংসারে এক সুখের সুরম্য-সৌধ নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়া বসিয়াছিলেন। বাসনাপথে যে বিঘ্ন ছিল, ভগ্নী পৃথক্ হওয়ায় তাহা দূর হইয়াছে; সুতরাং ভগ্নীর এই আহ্বানে তিনি সেই কথা মনে করিয়া অনতিবিলম্বে রতনদিয়ার উপস্থিত হইলেন। যথা সময়ে ভ্রাতা ভগ্নীতে নির্জ্জনে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

ভ্রাতা। "ডাকিয়াছ কেন?"

ভগ্নী। "অনেক কথা আছে?"

ভ্রাতা। "নুরল টাকা দিয়াছে?"

ভগ্নী। "জি হাঁ।" (১)

ভ্রাতা। "সব টাকা দিয়াছে?"

ভগ্নী। "জি হাঁ।"

ভ্রাতা। "ধাঁ করিয়া এত টাকা কোথায় পাইল? তলে তলে বুঝি অনেক টাকা পুঁজি করিয়াছিল?"

ভগ্নী। "তা কি আর বলিতে হইবে। তালুকের খাজনা বছরে

---

(১) আজ্ঞা।

প্রায় ৫।৬ শত টাকা, তার মাহিনা ৫।৬ শত টাকা, এত টাকা কোথায় যায়? ইচ্ছামত খরচের জন্য একটি পয়সাও হাতে পাইতাম না। কেবল একমুঠা ভাত ও একখানি বস্ত্র।"

ভ্রাতা। "তাতে আর ভুল কি? আমি ভাবিয়া দুঃখিত হইতাম, তোমার থাকিয়াই নাই। যাক্, পৃথক্ হইয়া ভাল করিয়াছ, এখন দুপয়সা হাতে পাইবে।"

ভগ্নী। "ভাইজান, আমার বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। আমাকে স্থিতি না করিয়া আর বাড়ী ফিরিতে পারিতেছেন না। তার পর স্থিতি হইলে সংসার কি ভাবে চলিবে, তাহারও ঠিকঠাক করিয়া দিতে হইবে।"

ভ্রাতা। "পৃথক্ হওয়ার পর হইতে, তোমার ভাবনায় আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না। এখন দেখিতেছি, বাড়ীঘর যেন করিয়া দিলাম, এক আধ-জন পুরুষমানুষ না থাকিলে চলিবে কিরূপে? তালুকের খাজনাপত্র, আদায়, হেফাজত এসবও করিতে হইবে; উপায় কি? তালুক যখন পৃথক্ করিয়া লওয়া হইল, তখন নুরল তোমার দিকে একেবারেই ফিরিয়া চাহিবে না।"

ভগিনী একটু রাগভরে কহিলেন, "সে না দেখিলে কি আমার চল্‌বে না? আমি এক উপায় ঠিক করিয়াছি এবং সেই বলেই পৃথক্ হইয়াছি।"

ভ্রাতা, আপন সংকল্প চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন, "তুমি কি উপায় ঠিক করিয়াছ?"

ভগ্নী। "যদি কথা রাখেন, তবে বলি।"

ভ্রাতা। "তোমার কথা না রাখিলে চলিবে কেন ?"

ভগ্নী। "আপনার খাদেম আলিকে আমি চাই ; সালেহার সহিত মানানমত হইবে।"

ভ্রাতা মনে মনে হাতে স্বর্গ পাইলেন। তথাপি ভগিনীর নিকট একটু আদর জানাইয়া কহিলেন, "তার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

ভগ্নী। "আমি গত বৎসর আভায়ে ভাবি সাহেবাকে একটু বলে ছিলাম, তিনি বলিলেন, তোমাদের ছেলে তোমরা লইবে, তাতে আমাদের আপত্তি কি ?"

ভ্রাতা। "তিনি রাজী হইলে আর কথা নাই।"

ভগ্নী। "খাদেমকে পাইলে আমার সব দিক্ বজায় থাকিবে। সে সংসার তাপুক সব দেখ্‌বে ; আমিও কুলরক্ষা করিয়া মেয়ে বিবাহ দেওয়ার দায় হইতে খালাস পাইব।"

ভ্রাতা। "আচ্ছা, তোমার ইচ্ছামতই কাম হো'ক্।"

আলতাফ হোসেন সাহেবের পূর্ব্বকথিত পুত্রের নাম খাদেম আলী। খাদেম আলী দুইবার মাইনার পরীক্ষায় ফেল হইয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়াছে। এক্ষণে সে নবীন যুবক, দেখিতে সুন্দর। কখন দুবেলা, কখন এক বেলা, কখন বা দুই একদিন পর বাড়ীতে আহার করে, তদ্ব্যতীত সে বাড়ীর সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখে না। গ্রামের দুষ্ট যুবকদলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পার্শ্ববর্ত্তী হাট-বাজার সহর বন্দরের কুস্থানগুলি তাহার সুপরিচিত।

নগদ টাকা হাতে পাইয়া আলতাফ হোসেন সাহেব ২০।২৫ দিন মধ্যে ভগ্নীর ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহানন্দে ভগ্নী নিজবাটীতে

আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রস্তাবিত বিবাহ, কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। অভিমান ও জিদের বশে নুরল এস্‌লামকে উপেক্ষা করিয়া, বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু নুরল এস্‌লাম লোকপরম্পরায় যখন বিবাহের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার মহান্ হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বিমাতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়াও নূতন বাড়ী দর্শন উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিমাতা তাঁহাকে খানিকটা গর্ব্বের সহিত কহিলেন, "বাপু, পায়ে ঠেলিয়াছ, কুঁড়েঘর দেখিয়া কি করবে?" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "মা উল্টা বলিতেছেন। তা বলুন, আমি একটা কথা বলিতে আসিয়াছি শুনুন।"

বিমাতা। "কি কথা?"

নুরল। "শুনিলাম, খাদেমকে নাকি আপনি ঘরজামাই রাখিতেছেন?"

বিমাতা। "হাঁ, তাই ত মনে করেছি।"

নুরল। "আমার অমতে আপনি সালেহার বিবাহ দিতে পারেন না। তবে আপনি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বেন, বলে, যখন পৃথক্ হইয়াছেন, তখন বিবাহে বাধা দিব না। তবে এ বিবাহে আমার মত নাই জান্‌বেন। বিবাহ দিলে সালেহাকে দোজখে ফেলা হইবে। কারণ খাদেম মূর্খের মধ্যে গণ্য, বিশেষতঃ তাহার চরিত্র বদ।"

বিমাতা। "তা হইলেও বড় ঘরের ছেলে ত? আর সালেহা আমার চোখের উপর থাক্‌বে। আমি এই বিবাহই দিব।"

নুরল বাক্যব্যয় নিষ্ফল জানিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সময়ান্তরে ভগ্নী ভাইকে কহিলেন যে, "উপস্থিত বিবাহকার্য্যে নুরল এস্‌লাম নিষেধ করিতে আসিয়াছিল।"

ভ্রাতা। "তোমার সুখ সুবিধা যাতে না হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত সয়তান যে কত চেষ্টা করে, তাহার সীমা নাই।"

ভগ্নী। "আমিও তাই মনে করিয়া তাহার কথা গ্রাহ্য করি নাই।"

যথা সময়ে যথাবিধি খাদেম আলীর সহিত সালেহা খাতুনের বিবাহ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর ছয় মাস একরূপে কাটিল। এ কয় মাস খাদেমের স্বভাব প্রকাশ পায় নাই, পরে পুরাতন স্বভাব আবার দেখা দিল।

অনন্তর খাদেম আলী বিলাসপূর্ণ বেলগাঁও যাতায়াত আরম্ভ করিয়া স্বীয় দুশ্চরিত্রের পরিচয় দিতে লাগিল। টাকার অভাব হইল না, শাশুড়ীর তালুকের খাজনা, বাজে খাজনা ও জোর জুলুম করিয়া সে যাহা আদায় করিত, তাহার হিসাব নিকাশ তাহার শাশুড়ীকে বড় দিত না। অধিকাংশ টাকা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতে লাগিল। শাশুড়ী মনে করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্রসংসার, তালুকের খাজানা-পত্রে সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে ; কিন্তু জামাতার গুণে তাহা চলিল না। অল্প দিন মধ্যেই ভগ্নী ভ্রাতাকে সংসার অচল হওয়ার কথা জানাইলেন। ভ্রাতা আসিয়া পুত্রকে শাসন করিলেন ; কিন্তু বাৎসল্য প্রযুক্ত তাহার সর্ব্ববিনাশী চরিত্র দোষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধীরে ধীরে ভগ্নীকে কহিলেন, "আমি তোমার খুব স্বচ্ছল ভাবে দিনপাতের নিমিত্ত এক বুদ্ধি স্থির করিয়াছি।" ভগিনী শুনিয়া আশ্বস্ত চিত্তে কহিলেন, "কি বুদ্ধি করিয়াছেন, ভাইজান ?"

ভ্রাতা। "ঘরবাড়ী প্রস্তুত ও ছেলেমেয়ের বিবাহখরচা বাদ তোমার হাতে এখন কত আছে ?"

ভগ্নী। "শতখানিক টাকা পরিমাণ হইবে।"

ভ্রাতা। "তা ছাড়া তোমার নিজ তহবিলে কিছু নাই কি ?"

ভগ্নী। "অনেক দুঃখ কষ্ট করিয়া হাজারখানেক টাকা রাখিয়াছিলাম।"

ভ্রাতা। "তুমি ঐ টাকা হইতে সাত শত টাকা আমার হাতে দাও। বেলগাও নূতন উন্নতিশীল বন্দর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু জুতার দোকান একটিও নাই, বড়ই সুযোগ। কলিকাতায় আমার দোস্ত নুর মহাম্মদ সাহেব বড় দোকানদার। ঐ টাকা দিয়া এবং দোস্তের নিকট হইতে বাকী করিয়া আনিয়া, হাজার বার শত টাকার একটি জুতার দোকান খুলিয়া দেই। খাদেম আমার দুইবার ইংরেজী পরীক্ষা দিয়াছে। সে চাকরবাকর রাখিয়া স্বচ্ছন্দে দোকান চালাইতে পারিবে।"

ভগিনী শুনিয়া কিছু মলিন মুখে কহিলেন, "ভাল মানুষের ছেলের জুতা বিক্রী করা কি অপমানের কথা নয়?"

ভ্রাতা। "কলিকাতায় যে সকল বড় লোক জুতার দোকান চালায়, তাঁহাদের কাছে আমরা মানুষই নয়।"

ভগ্নী। "নুরল এস্‌লাম যে ঠাট্টা করিবে?"

ভ্রাতা। "তাহার গোলামীর চেয়ে একার্য্য ভাল।"

ভগ্নী। "ইহাতে কত লাভ হইবে?"

ভ্রাতা। "তোমার সাত শত টাকা মজুতই থাকবে। তাহা হইতে মাসে মাসে ৭০৷৮০ টাকা লাভ দাঁড়াইবে। দোকান ক্রমে বড় হইলে আরও বেশী লাভ হইবে। ফল কথা, সাহেবের গোলামী করিয়া নুরল এস্‌লাম যাহা রোজগার করে, একার্য্যে তাহার অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে। লাভের টাকাতেই তোমাদের খুব স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তালু-কের টাকা তুমি সিন্দুকে তুলিতে পারিবে।"

সতীনের ছেলের চেয়ে, জামাতা বেশী উপার্জ্জন করিবে শুনিয়া, ভগিনী ভ্রাতার হাতে তখনই সাত শত টাকা গণিয়া দিলেন।

আলতাফ হোসেন সাহেবের বৈষয়িক বুদ্ধি মন্দ ছিল না ; কিন্তু চরিত্র-হীন পুত্রের দোষে যে সমূলে ব্যবসায়ের হানি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না।

আড়ম্বর-সহকারে বেলগাঁও বন্দরে জুতার দোকান খোলা হইল। খাদেম আলী দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা হইল। ক্রয় বিক্রয় প্রথম প্রথম খুবই চলিতে লাগিল। খাদেম গেরদায় ঠেস দিয়া, আলবোলার রজত নল মুখে ধরিয়া দোকানে বসিল। বিনামা বিক্রীতে নগদ মুদ্রা ঝনাৎ ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দে তাহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়পর নবীন যুবকের বিকৃত মস্তিষ্ক রৌপ্য চাক্তির চাকচিক্যে একেবারে বিগড়াইয়া গেল। সে অধিকতর পাপাচারী হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

খাদেম আলীর এই সুখ-সম্পদের সময়, তাহার আর ৩।৪ টি নূতন ইয়ার জুটিল। ইয়ারগণ তাহার সমবয়স্ক নবীন যুবক। প্রায় সকলেই ধনীর সন্তান, সকলেই পিতামাতার অন্যায় আবদারে, অনুচিত বাৎসল্যে লালিত পালিত আদরের পুতুল। বিলাস-ব্যসন ও ইন্দ্রিয়-সেবা ইহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। ইহারা না পারে এমন দুষ্কার্য্য ছিল না। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ খাদেম আলীর অর্থোন্নতি দেখিয়া পাপিষ্ঠেরা ঘন ঘন তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা খাদেম আলীকে নিজ দলে টানিয়া লইল। ক্রমে তাহাদের সহিত খাদেম আলীর অকৃত্রিম হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল।

এই সময় এক দিন ইয়ারদল, খাদেম আলীর দোকানে বসিয়া তাহাকে বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই খাদেম! মিঠাই খেয়ে খেয়ে নাড়ীতে ময়লা ধরিয়াছে; তোমার নূতন দোকানে নূতন রোজগার, আজ রাত্রি দোকানে তোমাকে পোলাওয়ের ভোজ দিতে হইবে।"

খাদেম। "এ ত আনন্দের কথা, কিন্তু নুরল এস্‌লাম ভাইকে দেখে ভয় হয়। তোমরা জান, তিনি আমার কুটুম্ব; সাহেবের বড় বাবু আমার স্বভাব মন্দ বলিয়া তিনি আমার বিবাহে নারাজ ছিলেন আমার শাশুড়ী বলিয়াছেন, নুরল এস্‌লাম যেখানে, তুমিও সেখানে আছ সে যেন তোমাকে মন্দ বলিতে না পারে, এমন ভাবে চলিবে। আমাদের আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনার কথা যদি নুরল এস্‌লাম ভাই সাহেবের কাণে যায়, তবে মুস্কিল।"

সোমসের। "তাঁর চাপরাসীর মুখে শুনিলাম, "তিনি আজও বাড়ী যাইবেন।"

কলিম। "তবে আর ভয় কি ?"

গণেশ। "কেমন ভাই খাদেম, মোরগের না খাসীর জোগাড় দেখ্‌ব ?"

গণেশ হিন্দুর ছেলে, লেখাপড়া জানে; আজন্ম ভীত পরন্তু মাথা-পাগলা; পাপ ঘনিষ্ঠতায় তাহার জাতি-ভয়, ধর্ম্মভয় বিলুপ্ত হইয়াছে।

খাদেম। "তাহলে তোমরা যা ভাল বুঝ।"

রাত্রিতে মোরগ পোলাওয়ের দম দেওয়া হইল। দোকান ঘরের প্রকোষ্ঠে পাক ও পানাহার শেষ করিয়া ইয়ারগণ গান-বাজনা গল্প-গুজব আরম্ভ করিল। কথাপ্রসঙ্গে আব্বাস আলী কহিল, "আচ্ছা তোমরা এযাবৎ যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাহার মধ্যে কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া জান ? আব্বাস আলীর কথায় ইয়ারগণ খুসী হইয়া স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিতে লাগিল। গণেশ কহিল, "বেশ কথা তুলেছ হে আব্বাস, তোমাকে ধন্যবাদ। এমন না হলে তোমাকে দলপতি বলে মানে কোন্ শালা ?"

সমসের গণেশের গা ঘেসিয়া বসিয়াছিল, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল সমসের, তোমারি মত আগে শুনা যাক্।"

সম। "আমাদের পাড়ার আলি মামুদের মেয়ে জমিলা।"

কলিম। "না, না, রামজয় ঘোষের বউ।"

গণেশ। এসব চেয়ে বেশী সুন্দরী, আমাদের জগত্তারণ বাবুর ভগ্নী নিস্তারিণী ঠাকুরাণী। আহা, বল্‌ব কি, এমন সুন্দরী তোমাদের দুনিয়ায় নাই হে, বেশী আর কি বল্‌ব ;—

"তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে ;
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।"

সোমসের। ভেড়ীগুট্।

গণেশ। "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা ;
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

পয়জারউদ্দীন। এক্সেলেণ্ট।

তিলকদাস নামে আর একজন মূর্খ হিন্দু লম্পট সে দিন ইয়ারদলভুক্ত হইয়াছিল। সে গণেশের রূপ বর্ণনা শুনিয়া কহিল, 'গণেশ-দা, এ কি ঘোড়ার ডিম ক'লা, তোমার ও সব কিড়িমিড়ি ত কিছু বুঝলেম না।"

গণেশ। তিলক-দা, এই প্রাণমাতান কথা বুঝ্‌লে না। তোমার মত গর্ভস্রাব ত আর দেখি না। যদি না বুঝিয়া থাক, তবে শুন।

"ঠাকুরণের মাথার চুল যেন অমাবস্তার আঁধার। মুখখানি তার পূর্ণিমার চাঁদ। কথাতে লবণ ঝাল দুইই আছে। গাল দুটি যেন হলুদ মাখান। দাঁতগুলি তার পুঁটি মাছ। বুকখানি লাউএর জাংলা। আর কি? অহো! ঠাকুরণের পেটটি যেন সুন্দর একটি হাঁড়ী। নিতম্ব যেন মসলা পেষা আস্ত পাটা। পা দুখানি মস্ত দুটো কলাগাছ। গায়ের রং আগুনের মত। শরীর ঠাণ্ডা জলের ন্যায়। অধিক কি বল্‌ব, দিবসেই যেন ধ'রে খেতে চায়।"

রূপ বর্ণনা শুনিয়া, সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল; কিন্তু তিলক হাসিল না। গণেশ কহিল, "কি হে তিলক, ঠাকুরণের রূপের কথা শুনে দশা ধর্‌লে নাকি?"

তিলক। "না ভাই, আমি একটা হিসাব কর্‌তেছিলেম।"

গণেশ। "কিসের হিসাব?"

তিলক। "গণেশ দা, ঠাকুরণ নিকা বস্‌লে আমি মুসলমান হতেম।"

গণেশ। "একবারে জাত দিবি? কেন রে, এত সক্ কেন?"

তিলক। "ভাই, আমি গরীব মানুষ, হাড়ভাঙ্গা খাট্‌নী খাটি, তবু সংসার চলে না; তুমি ঠাকুরণের রূপের যে তালিকা দিলে, তাতে আমি হিসেব করে দেখ্‌লেম, ঠাক্‌রুণ গিন্নী হলে কেবল চাল কিনে দিলেই গোজরাণ চল্‌ত; কারণ—নুন-মসলা, মাছ-তরকারী, হাঁড়ী-পাতিল সব ত ঠাক্‌রুণের সঙ্গেই আছে।"

পুনরায় সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এইরূপ হাসি ঠাট্টায় বর্ণরূপের ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে খাদেম আলী কহিল, "তোমরা যদি কারো কাছে না বল, আমি একটি যুবতীর কথা জানি; তার মত সুন্দরী এদেশে আর নাই। তাঁর মাথার চুল পায়ে ঠেকে, শরীরের বর্ণ কাচা হরিদ্রার মত।" সকলেই তখন দম ধরিয়া খাদেমের মুখের দিকে চাহিল। সে পুনরায় কহিল, "তোমরা বল্‌বে না ত?" সমস্বরে উত্তর হইল, "না, না, না।" খাদেম তথাপি অনুচ্চস্বরে ভয়ে ভয়ে কহিল, "আমাদের নুরল এস্‌লাম ভাইয়ের স্ত্রী।" সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। শেষে আব্বাস কহিল, "তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে ত?"

খাদেম। "আমি তাঁকে এপর্য্যন্ত দেখি নাই।"

সকলে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। আব্বাস হাসির স্বরেই কহিল, "এক বাড়ীতে থাক, অথচ তাঁকে দেখ নাই, কেমন কথা হে? বিশেষ তুমি তার নন্দাই।"

খাদেম। বাড়ী একই বটে, কিন্তু পৃথক্ আঙ্গিনা। ভাই সাহেবের

আঙ্গিনায় আটা-পেটা উচু বেড়া, চাঁদ সূর্য্য প্রবেশের যো নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত আমাদের বনিবোনাও নাই। যাওয়া আসা একরূপ বন্ধ।"

আব্বাস। "তোমার স্ত্রীও কি সে আঙ্গিনায় যায় না?"

খাদেম। "সে মাঝে মাঝে যায়। আমি তারি মুখে একদিন শুনিয়াছি।"

আব্বাস। "তারি সাহায্যে একদিন দেখিবার উপায় করিতে পার না?"

খাদেম। "বাড়ী যাই না বলিয়া সে আমার কতকটা অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আব্বাস। "আচ্ছা, তোমাকে কাল থেকে তিন দিনের ছুটী দেওয়া গেল, ইহারই মধ্যে বউ বাধ্য করিয়া তার সাহায্যে বড় বাবুর বউকে দেখিবে। সত্যই তার মাটী-ঠেকান চুল আর হল্‌দির মত বর্ণ কি না?" অতঃপর আব্বাস খাদেমকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "ভাই আমি যাতে দেখ্‌তে পাই, সে সুযোগটাও করিয়া এস। এ কয়টা দিন আমি তোমার দোকানের কাজ চালাইব। বলি, আমাকে বিশ্বাস কর ত?"

খাদেম। "তোমরা বড়লোক, টাকার কুমীর, তোমাদিগকে কে অবিশ্বাস করিবে?"

বাস্তবিক, বেলগাঁও অঞ্চলে আব্বাসের পিতার খুব নাম ডাক, মান সম্ভ্রম। অবস্থাও খুব ভাল। কেবল তেজারতি কারবারে ৬।৭ লাখ টাকা খাটে, ৩০।৩৫টি গোলাবাড়ীতে বিভিন্ন জেলায় তাঁহার ধান চাল পাটের ব্যবসায় চলে; এতদ্ব্যতীত কিছু ভূসম্পত্তিও আছে। আব্বাস

আলী পিতামাতার অতি সোহাগের একমাত্র সন্তান, গ্রাম্য স্কুল পাঠ-শালায় পড়িয়াই তাঁহার বিদ্যা সাঙ্গ হইয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভে সংসর্গ-দোষে তাহার এইরূপ মতিগতি। আজকাল আমাদের দুর্ভাগ্য সমাজে এইরূপ পিতা ও এইরূপ পুত্রের সংখ্যা কম নহে।

খাদেম আলী বাড়ী আসিয়া রাত্রিতে অনেক সাধ্য সাধনায় সালেহাকে বশ করিল। অনন্তর তাহার সাহায্যে পরদিন নুরল এস্‌লাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখিল। তার পরদিন দোকানে গিয়া আব্বাসের নিকট কহিল, "ভাই, এমন চিজ্‌ আর কখন দেখি নাই। স্ত্রীলোক যে এমন খুবছুরত থাকিতে পারে, তাহা আগে জানিতাম না। সত্যই বলিতেছি, এমন রূপসী এদেশে কেন, এ পৃথিবীতে নাই? সাক্ষাৎ বেহেস্তের হুর। আমি দেখিয়া বেহুঁস হইয়াছিলাম, আল্লা মেহেরবান তাই রক্ষা।"

আব্বাস দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল। উদ্বেগাতিশয্যে কহিল, "আমাকে দেখাইবে না?"

খাদেম। "দেখাইবার ত খুব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পারা কঠিন।"

আব্বাস। "কেন? তুমি কিরূপে দেখিলে?"

খাদেম। আমার স্ত্রীর নিকট দেখার কথা পাড়াতে সে কহিল "চাঁদ সূর্য্য তাঁর মুখ দেখ্‌তে পায় না, আপনি দেখ্‌বেন কিরূপে? তবে রোজ যদি বাড়ী আসেন, তবে কলকৌশলে একদিন দেখাইতে পারি। আমি ভাবিলাম বাড়ী আসার জন্য স্ত্রী এই ফিকির খাটাইতেছে। স্বীকার করিয়া কহিলাম, কাল দেখাইতে পার কি না? সে কহিল, চেষ্টা করিব, আপনি সারাদিন বাড়ীতে থাকিবেন।"

পরদিন এক প্রহর বেলার সময়ে স্ত্রী আমাকে কহিল "ভাই, কাল বাড়ী

আসেন নাই, চাকর দুইজন স্থানান্তরে গিয়াছে. আপনি এই অবসরে বৈঠকখানার আটচালার পশ্চিমদিকের আড়ার উপর নিঃশব্দে উঠিয়া দেখিয়া আসুন। নীচে থাকিলে দেখা যাইবে না, ভাবি এখন তাঁহার খিড়কীর বাগানে চুল শুকাইতেছেন, ঐ স্থান দুইমানুষ উচু বেড়ায় বেরা।'

স্ত্রীর আদেশমত আমি যথাসময়ে যাইয়া এইরূপ কষ্ট করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি।

আব্বাস। "ভাই খাদেম, তুমি আমার হৃদয়বন্ধু। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ঐরূপ করিয়া একটি বার দেখাও।"

খাদেম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তবে আমাকে পুনরায় আজ বাড়ী যাইতে হইবে।" আব্বাস আগ্রহে কহিল, "ভাই খাদেম, যতবার ইচ্ছা বাড়ী যাও, যেমন করিয়া চালাইতে হয়, আমি তোমার দোকান চালাইব। দেখ, গত তিন দিনে তোমার চেয়ে অনেক বেশী বিক্রয় করিয়াছি।"

খাদেম বৈকালে বাড়ী গেল। পরদিন দোকানে আসিয়া কহিল, "ভাই আব্বাস, তোমার জোর কপাল ; হুর দর্শনের শুভ যোগ উপস্থিত। অদ্য ভাই সাহেব কলিকাতা যাইবেন, বৈকালে আমরা দুইজন আমাদের বাড়ীতে যাইব। তার পর নির্ভাবনায় তোমাকে হুর দেখাইব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে নুরল এস্লাম কোম্পানির কার্য্যে কলিকাতা গমন করিলেন। পরামর্শানুযায়ী বৈকালে আব্বাস ও খাদেম ভেলদিয়ার উপস্থিত হইল। ঘন ঘন বাড়ী আসায়, সালেহার স্বা মভক্তি করিতে লাগিল। খাদেম স্ত্রীর সাহায্যে, নুরল এস্লাম সাহেবের কে দেখার সময় ঠিক করিয়া, আব্বাস আলীর সহিত যথাসময়ে পূর্ব্ব কথিত বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। আব্বাস আলী নিঃশব্দে আড়ার উপর উঠিয়া বসিল। বাঞ্ছিত রত্ন নয়নগোচর হওয়ায়, আব্বাস সঘন-শ্বাসে কাঁপিতে লাগিল। খাদেম দেখিল, আব্বাস পড়িয়া যায়; এজন্য সে আব্বাসকে দেওয়ালের কাঠ চাপিয়া ধরিতে ইঙ্গিত করিল। আব্বাস তাহাই করিল। কিয়ৎক্ষণ পর নামিয়া আসিয়া উভয়ে খাদেমের গৃহে বৈঠকখানায় যাইয়া উপবেশন করিল। অতঃপর কথা আরম্ভ হইল।

খাদেম। "কেমন দেখ্‌লে?"

আব্বাস। "বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তুমি কিরূপ দেখিয়াছিলে?"

খাদেম। "ভাবি উত্তরমুখে চৌকীর উপর বসিয়া আছেন, তাঁর চুলগুলি কাঠের আল্‌নায় রূপার দাঁড়ে করিয়া রৌদ্রে ছড়ান রহিয়াছে।"

আব্বাস। "আমিও প্রথমে সেইরূপ অবস্থায় দেখিলাম, শেষে তিনি চুলগুলি গোছাইয়া দক্ষিণমুখে বাগানের দিকে তাকাইলেন। তাঁর চুল প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। এই সময় আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবশ হইয়া পড়িতেছিলাম। তুমি কাঠ ধরিতে ইসারা না করিলে, আমি ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতাম। ভাই খাদেম, তোমার সে দিনের কথা অক্ষরে

অক্ষরে সত্য। বাস্তবিক স্ত্রীলোক যে এত সুন্দর আছে, জানি না? আরব্যোপন্যাসে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোকের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিয়াছি; কিন্তু এমন রূপ, এমন চুলের কথা কোথাও পাই নাই?"

খাদেম। "নুরল এস্‌লাম ভাইয়ের জীবন সার্থক, এমন রত্ন লাভ করিয়াছেন।"

আব্বাস। "ভাই খাদেম এ রত্ন যে স্পর্শ করে নাই তার জীবন বৃথা।"

খাদেম একটু দম ধরিয়া কহিল, "হাজার টাকা ব্যয় করিলেও পার্‌বে না।"

আব্বাস। "পাঁচ হাজার।"

খাদেম। "ও কথাই বলিও না।"

আব্বাস। "ভাই, কথায় বলে, টাকায় বাঘের দুধ মেলে। টাকায় কি না হয়?"

নবম পরিচ্ছেদ।

নুরল এস্‌লামের কলিকাতা যাইবার চারি দিন পর, একটী বৈষ্ণবী রাধাকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণবীর কপালে, কণ্ঠে ও বাহুতে হরিনামের তিলক কাটা, গায়ে নামাবলী, কাঁধে কন্থার ঝুলি, মাথার চুল ঊর্দ্ধমুখে খোপা করা।

এই সময় আনোয়ারা দক্ষিণদ্বারী ঘরের দাওয়ায়, তাহার ফুফু শ্বাশুড়ীর নিকট বসিয়া, দাসীর ব্যবহারের জন্য একটি বালিশের খোল সেলাই করিয়া দিতেছিল। তাহার সরলা ফুফু-শাশুড়ী বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কহিলেন, "কি গো, তোমাকে যে অনেকদিন পর দেখ্‌লাম ?"

বৈষ্ণবী। "মা দুই বৎসর নবদ্বীপে ছিলাম। অল্প দিন হইল দেশে আসিয়াছি, এখন ঘন ঘন দেখিবেন। আপনাদের দুয়ারে না আসিলে কি আমাদের উপায় আছে ?"

ফুফু-শাশুড়ী দাসীকে ভিক্ষা দিতে ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। আনোয়ারা তখন সেলাই রাখিয়া ভাণ্ডার ঘর হইতে ভিক্ষা আনিয়া বৈষ্ণবীর সম্মুখে রাখিল। বৈষ্ণবী আনোয়ারার আপাদমস্তক বিস্ময়-বিস্ফারিত তীব্র দৃষ্টিতে সতর্কতার সহিত দেখিয়া লইল এবং ফুফু-শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মা, ইনি কে ?"

ফুফু। "ছেলের বৌ।"

বৈ। "সিঁথির সিন্দূর অক্ষয় হউক।"

আনোয়ারার কপালে সিন্দূর ছিল না। মুসলমান মহিলাগণ সিন্দূর

ব্যবহার করেন না। বৈষ্ণবীর এইরূপ উক্তি তাহার বাঁধা গদ। অতঃ-পর সে ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

বৈষ্ণবীর নাম দুর্গা। তাহাকে দুর্গার মত সুন্দরী দেখাইত বলিয়া তাহার পৈতৃক গুরুদেব দুর্গা নাম রাখিয়াছিলেন। দুর্গা রাজবংশী ধীবরের মেয়ে। বাল্যকালে বিধবা হইয়া ভরা-যৌবনে প্রতিবেশী এক স্বজাতীয় যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া আসাম নওগাঁ চলিয়া যায়। তথায় সাত বৎসর অবস্থানের পর, যুবক চিররোগী হইয়া পড়িলে, দুর্গা তাহাকে ত্যাগ করিয়া এক উত্তর দেশীয় যুবকের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে চাকরী উপলক্ষে তাহাকে কামরূপ লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া দুর্গা অনেক তন্ত্রমন্ত্র শিক্ষা করে। কিছু দিন অবস্থানের পর, রক্ষক ও রক্ষিতার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায়, রক্ষিতা তথা হইতে পুনরায় নওগাঁ পলাইয়া আসে, এবং এক বিখ্যাত বাবাজির আখড়ায় যাইয়া বৈষ্ণবী হয়। আখড়ায় অবস্থান করিতে করিতে দুর্গা অন্য এক নবীন বৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিয়া শেষে তাহাকে লইয়া পিতার দেশে চলিয়া আইসে; কিন্তু পিত্রালয়ে বা পিতার গ্রামে যাইতে সে আর সাহস পায় না। আব্বাস আলীর পিতা রহমতুল্লা মিঞা, নিজ গ্রাম ভরাডুবার [illegible] কণ্ঠে, নিজ তালুক মধ্যে দুর্গার আখড়া স্থাপন করিয়া দিলেন। সেই [illegible] সে তথায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। অনেক দিন হইল দুর্গার শেষ বৈষ্ণব ঠাকুরের লোকান্তর ঘটিয়াছে। অতঃপর সে আর নির্দ্দিষ্ট [illegible] বৈষ্ণব গ্রহণ করে নাই। এখন দুর্গা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধকালের সন্ধিস্থলে [illegible] মানা। ভিক্ষা ও কামরূপী মন্ত্রে চিকিৎসা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের [illegible] মাত্র। হীরা যেমন সুন্দরের মাসী ছিল, দুর্গাও সেইরূপ আব্বাস

আলীর মাসী হইল, এবং তাহার অনুগ্রহে মাসীর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল।

দুর্গা ভিক্ষা লইয়া আখড়ায় উপস্থিত হইলে, আব্বাস আলী যাইয়া হাজির হইল।

আব্বাস। "মাসি, খবর কি ?"

মাসী। "যাদু এক দিনেই খবর। ২।৪ মাসে পাও যদি, তাহাও ভাল।"

আব্বাস বিলম্বের কথায় বিষণ্ণ হইল, তথাপি উদ্দাম বাসনা বশে কহিল, "মাসি, দেবী দর্শন ঘটিয়াছে ত ?"

মাসী। "যাদু দেবী নয়, তার চেয়েও বেশী। ভুবন ঘুরিয়াছি, এ জীবনে অমনটি দেখি নাই। হিন্দু মুসলমান রাজা বাদসার ঘরেও অমন পাত্রী জন্মায় না। যেন সাক্ষাৎ উরশী (১) এখন তোমার কপাল।"

আ। "আশা পূরিবে ত ?"

মা। দুর্গা যাহা মনে করে, তাহা সম্পন্ন করে। তবে আজকার ভাবে যাহা বুঝ্‌লেম, তাহাতে কাজ হাসিল করিতে বিলম্ব ঘটিবে।"

আ। "কত বিলম্ব ?"

মা। "ঠিক বল্‌তে পারি না। মাস দুই তিন লাগিতে পারে।"

আ। "মাসি, এত বিলম্ব প্রাণে সহিবে না, টাকা যত লাগে লও, সত্বর আশাপূর্ণের চেষ্টা দেখ। এক বার হাতে পাইলে আর ছাড়িব না। দেশত্যাগ করিতে হয়, তাও কবুল।"

মা। "যাদু, শীতে কষ্ট পাইতেছি, হাত খালি, উপায় কি ? তারপর ভবানীর মা, পরশু নবদ্বীপে যাইবে, তাহাকেও কিছু না দিলে নয়।"

---

(১) উর্ব্বশী

আব্বাস কোমর হইতে ২৫৲ টি টাকা খুলিয়া মাসীর হাতে দিল, এবং কহিল, "টাকা যত লাগে দিব কিন্তু—"

মা। "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি যদি প্রাণে বাঁচি।"

আব্বাস চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

নুরল এস্‌লাম ৩ সপ্তাহ পর কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার চেহারা মলিন, গলার আওয়াজ বসা। দেখিয়া আনোয়ারার প্রফুল্ল মুখ শুকাইয়া গেল। সে বিষাদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন হইয়াছেন কেন? শরীর যে মাটী হইয়াছে?"

নুরল। "কয়েকদিন শীতে ভুগিয়া সর্দ্দি ধরিয়াছে। সর্দ্দিতে গলার আওয়াজ বসিয়া গিয়াছে। আবার গতকল্য গাড়ীতে উঠিতে বুকে আঘাত লাগিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। আজ যেন একটু জ্বর জ্বর বোধ হইতেছে।"

আনো। "আর অফিসে যাওয়ার কাজ নাই, শরীর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ দুই সপ্তাহের ছুটী নিন?"

নুরল। "আচ্ছা, কাল প্রাতে দেখা যাইবে।"

রাত্রিতে নুরল এস্‌লামের জ্বর একটু বেশী হইল। তিনি খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাঁহার গলার স্বর আরও বসিয়া গিয়াছে, কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠিয়াছে। রক্ত দেখিয়া আনোয়ারার আত্মা চমকিয়া গেল। নুরল এস্‌লাম বিদায়ের আরজীর সহিত ম্যানেজার সাহেবকে লিখিলেন, "অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার জন্য এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবুকে পাঠাইবেন। রাত্রিতে জ্বর হইয়াছে এবং কাশির সহিত গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াছে।" পত্র লইয়া বাড়ীর চাকর বেলগাঁও গেল। এঃ সার্জ্জন আসিলেন, দেখিয়া ঔষধ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। ম্যানেজার সাহেব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জানকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নুরল এস্‌লামকে কেমন দেখিলেন?"

এঃ সাঃ। "অবস্থা ভাল নয়। ক্ষয়কাশের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বোধ হইল।" সাহেব শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

ইহার এক সপ্তাহ পর দুর্গা বৈষ্ণবী পুনরায় নুরল এস্‌লামের বাড়ীতে ভিক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। সে দাসীর মুখে শুনিল, নুরল এস্‌লাম কলিকাতা হইতে পীড়িত হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

নুরল এস্‌লামের পীড়ার প্রথম হইতেই আনোয়ারার অর্দ্ধাশন অনিদ্রা আরম্ভ হইল। সে ফুফু-শাশুড়ীর হস্তে সাধারণ পাকের ও গৃহস্থালীর অন্যান্য বিষয়ের ভার ন্যস্ত করিয়া, স্বামীর শুশ্রূষায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিল। সে স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও নিশ্বাসত্যাগ গণিতে লাগিল। আদেশ শ্রবণে কর্ণকে সতর্ক করিয়া রাখিল। পথ্য রন্ধন, ঔষধ সেবন প্রভৃতি কার্য্য নিজ হাতে অতি সাবধানে করিতে লাগিল। কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল, নুরল এস্‌লামের পীড়া ততই বাড়িয়া চলিল। আনোয়ারা হতাশমনে, তীর-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সে পীড়া নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিল। সে থাকিয়া থাকিয়া, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার কেমন বোধ হইতেছে? কি করিলে শান্তি পাইবেন, বলুন, আমি তাহাই করিতেছি।" নুরল এস্‌লাম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলেন, "প্রিয়ে, অদৃষ্টে বুঝি আর শান্তি নাই।" শুনিয়া বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও আনোয়ারা স্বামীর সাহস ও ধৈর্য্যাবলম্বনের নিমিত্ত অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলে, "সে কি কথা? এই ত শীঘ্রই ভাল হইবেন।"

২৫।২৬ দিন ডাক্তারী মতে চিকিৎসা চলিল; কিন্তু সুফল কিছুই বুঝা গেল না। রোজ দ্বিপ্রহরের পর হইতে ২।৩ ডিগ্রী করিয়া জ্বর হইতে লাগিল, কাশি পাকিয়া পূঁজে পরিণত হইল, পূঁজ রক্তমিশ্রিত হইয়া

উঠিতে লাগিল ; কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা—আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল, চক্ষু বসিয়া গেল, কণ্ঠের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। নুরল এস্‌লাম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। আনোয়ারা অনন্যোপায়ে প্রিয়সখী হামিদাকে জেলার ঠিকানায় পত্র লিখিতে বসিল। চোখের পানিতে তাহার পত্র ভিজিয়া গেল। সে আর্দ্র কাগজেই লিখিল, "সই, তোমার সয়া গুরুতর পীড়িত, পত্রপাঠ সয়াকে দেখিতে পাঠাইবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

এক দিন শনি বার অপরাহ্ণে আট বেহারার একখানি পাল্কী, নুরল এস্‌লামের বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া থামিল। একজন নবকান্তি সোণার চসমাধারী যুবক, পাল্কী হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন; এবং তথায় অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর বাটীস্থ জনৈক দাসীর আহ্বানে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনি হামিদার স্বামী, জজ-কোর্টের উদীয়মান উকিল—মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন।

উকিল সাহেব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, আনোয়ারা পতির নিকট হইতে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পাকের আঙ্গিনায় চলিয়া গেল। উকিল সাহেব ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুফু-আম্মা মাথায় কাপড় দিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধু, বন্ধুর চেহারা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। বন্ধু দর্শনে পীড়িত বন্ধুর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি অস্পষ্টস্বরে কহিলেন,—"দোস্ত, আর বাঁচিবার আশা নাই। অভাগিনী আনোয়ারা রহিল, দেখিও।" উকিল সাহেব নিজ চক্ষের জল অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া দোস্তের চোখের পানি মুছাইয়া দিলেন এবং আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এর চেয়ে কঠিন পীড়ায় লোকে আরোগ্যলাভ করে, খোদার ফজলে তুমি সত্বর আরাম হইবে। আমাকে পূর্ব্বে খবর দেও নাই কেন?" নুরল দুর্ব্বলতায় ও ভাঙ্গা গলায় ভালমত উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁর ফুফু-আম্মা বারান্দা হইতে কহিলেন, "বাবা, ব্যারামের সুরু হইতেই বেলগাঁয়ের বড় ডাক্তার অষুধ করিতেছেন। তাই আমরা প্রথমে তোমাকে জানাই নাই। কিন্তু দুই এক করিয়া প্রায় একমাস যায়,

অষুধে কোন ফল হইতেছে না। ছেলে দিন দিন আরও কাহিল হইয়া পড়িতেছে।” উকিল সাহেব, সমস্ত অবস্থা শুনিয়া কহিলেন, “এ পীড়ায় ডাক্তারী ঔষধে ফল হবে না, কবিরাজী মতে চিকিৎসা করিতে হইবে। আমি এখনই বাসায় গিয়ে কাল ভোরে তথাকার বড় কবিরাজকে পাঠাইব। আল্লার ফজলে তাঁহার ঔষধে ভাল ফল হইবে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব; আপনারা চিন্তিত হইবেন না।” এই সময় রৌপ্য ফুরসীতে দাসী তামাক আনিয়া, উকিল সাহেবের নিকটে রাখিল। তিনি তামাক খান, আনোয়ারা তাহা জানিত; তাই দাসীকে আদেশ করিয়াছিল। উকিল সাহেব, তামাক খাইয়া প্রস্থানে উদ্যত হইলেন, ফুফু-আম্মা কহিলেন, “বাবা, আজ থাক, এখন রাত মুখে, কিরূপে যাবে?” উকিল সাহেব কহিলেন, “আজ না গেলে কাল পূর্ব্বাহ্নে কবিরাজ ঔষধ করিতে পারিবেন না। যতই বিলম্ব হইবে ততই অনিষ্ট।” এই সময় দাসী আসিয়া কহিল, “বউ-বিবি আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।” এই বলিয়া সে পুনরায় উকিল সাহেবকে তামাক সাজিয়া দিল।

অনুমান ১৫ মিনিট পর দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারান্দায় দাসী পরিবেশনের স্থান করিয়া উকিল সাহেবকে তথায় ডাকিয়া লইয়া বসিতে দিল। একটু পরে এক রেকাব গরম পারেটা ও এক পেয়ালা হালুয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। তিনি দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, “একি! এত সত্বর এরূপ আয়োজন কিরূপে হইল?” দাসী কহিল, “বউ বিবি এখনই ইহা নিজ হাতে করিয়াছেন।” উকিল সাহেব খাদ্যসামগ্রীর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেছেন; আনোয়ারা ইত্যবসরে দাসী দ্বারা ৮জন বেহারা

ও একজন চাপরাসীর উপযুক্ত জল-খাবার বাহির বাড়ীতে পাঠাইয়া উকিল সাহেবের পান তামাকের বন্দোবস্ত করিল।

উকিল সাহেব, যাইবার সময় সকলকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক দিন দুর্গা পুনরায় ভিক্ষাচ্ছলে নুরল এস্‌লামের বাটীতে আসিল। দাসী তাহাকে ভিক্ষা আনিয়া দিল। আনোয়ারাকে না দেখিয়া দুর্গা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ ঠাকুরাণীকে ত দেখি না।" দাসী কহিল, "দেওয়ান সাহেব পীড়িত হওয়ার পর তিনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন।"

দুর্গা। দেওয়ান সাহেবের কি ব্যারাম?

দাসী। জ্বর, কাশ ও গলার আওয়াজ বসা।

দুর্গা। কে চিকিৎসা করেন?

দাসী। বন্দরের বড় ডাক্তার।

দুর্গা কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিল, তারপর চলিয়া গেল। এই সময় আনোয়ারা শয়নঘরে স্বামীকে নিজ হাতে তুলিয়া পথ্য সেবন করাইতেছিল।

দুর্গা পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিল, একবার কথাবার্ত্তা ধরাইতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম, আমার যাদুর শিকারের গতি কোন্ দিকে। তা নির্জ্জনে রহস্যালাপই যে কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি।

কয়েকদিন পর আব্বাসআলী মাসীর সহিত দেখা করিল। কহিল, "মাসী, আর যে সহে না।"

মাসী। যাদু, সবুরে মেওয়া ফলে, ভাগ্য তোমার অনুকূল বলিয়াই বোধ হইতেছে।

অব্বাস। কেমন করিয়া বুঝিতেছ?

মা। দেওয়ান সাহেবের কঠিন ব্যারাম, অবস্থা এখন তখন।

আ। আমিও ত বেলগাঁও রতীশবাবু কেরাণীর নিকট শুনিলাম, তাহাকে ক্ষয়কাশে ধরিয়াছে, বড় ডাক্তার বলিয়াছেন, বাঁচা কঠিন।

মা। আমিও দেখিয়াছি ক্ষয়কাশের রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

আ। মাসি, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাহ'লে চারি মাস দশ দিন আর যাইতে দিব না, সাদী করিয়া সাধ পূরাইব।

মা। ঘন ঘন শিকারের সন্ধানে ঘুর্‌লে লোকে সন্দেহ কর্‌তে পারে; এ নিমিত্ত দুই তিন সপ্তাহ আর আমি রতনদিয়ার যাইতেছি না। তুমি বেলগাঁও যাইয়া তাহার অবস্থার খবর লইও।

আ। তাই ব'লে তুমিও নিশ্চিন্ত থাকিও না।

মা। তোমার কার্য্য হাসিলের জন্য আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না; নিশ্চিন্ত থাকা দূরের কথা।

এদিকে উকিল সাহেব বাসায় যাইয়া অতি প্রত্যূষে টাউনের বড় কবিরাজ বিষ্ণুপদ কবিভূষণ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু নুরল এস্‌লামের পীড়ার অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে রতনদিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কবিরাজ মহাশয়, বিখ্যাতনামা গঙ্গাধর কবিরাজের ছাত্র; এ নিমিত্ত সহরে তাঁহার নাম ডাক খুব বেশী, হাতযশও মন্দ নয়। তিনি উকিল সাহেবকে কহিলেন, "আমি মফঃস্বলে বড় যাই না, বিশেষতঃ আমার তিলমাত্র অবসর নাই।"

উকিল সাহেব কহিলেন, "তবে কি আমরা গরীব মানুষ আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব?" কবিরাজ মহাশয় উকিল সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তবে আপনার

অনুরোধে স্বীকৃত হইলাম। আমার ভিজিটের কথা বোধ হয়, আপনি জানেন। মফঃস্বলে দৈনিক ৫০৲ টাকা।

উ। রোগী গরীব, টাকা আমাকে দিতে হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক দৈনিক ৩০৲ টাকা করিয়া স্বীকার করুন, কৃতজ্ঞ থাকিব।"

কবি। পাল্কী ভাড়া ও ঔষধটির দাম পৃথক্ লাগিবে—অবশ্য জানেন।"

উ। আমার ৮বেহারার পাল্কী আছে, তাহাতেই যাতায়াত করিবেন।" কবিরাজ মহাশয় মুখখানি একটু ছোট্ট করিলেন; কারণ পাল্কীর ভাড়া দ্বিগুণ চার্য্য করিয়া অর্দ্ধেক টাকায় কাজ সারিতেন, তাহা হইল না। উকিল সাহেব ৫০৲ টাকার একখানি নোট কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিলেন, "এখনই পাল্কী পাঠাইতেছি, আপনি এই বেলাতেই যাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া দুই একদিন থাকিতে হইলেও থাকিয়া আসিবেন।" কবিরাজ মহাশয় সম্মত হইলেন।

কবিরাজী মতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নুরল এস্লাম প্রথমতঃ অনেকটা সুস্থ হইলেন। তাঁহার জ্বর ও স্বরভঙ্গ কমিয়া আসিল, কাশের সঙ্গে পূঁজ ও রক্ত উঠা বন্ধ হইল। তিনি ক্রমে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, যষ্টিভরে ক্রমে ক্রমে ২।১ পা করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। তুষার-শৈত্য-সঙ্কুচিত নলিনী যেমন তরুণ অরুণ-আভা বক্ষে লইয়া হাসিতে হাসিতে ফুটিয়া উঠে, পতির আরোগ্য লক্ষণ দৃষ্টে আনোয়ারাও সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একদিন নুরল এস্লাম স্ত্রীকে কহিলেন, "অনেকদিন গোসল (১) করি নাই, নামাজও কাজা (২)

(১) স্নান। (২) কামাই বিফল।

হইতেছে, আজ আমাকে গোসল করাও, প্রাণ ভরিয়া নামাজ পড়িব।”

স্ত্রী। “কবিরাজকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গোসল করিবেন?”

নুরল। “কবিরাজ ত বলিয়াছেন গরম জলে স্নান করিতে পারেন।”

আনোয়ারা পানি গরম করিয়া নিজ হাতে স্বামীকে গোসল করাইল। পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্যাদি নিজহাতে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল। প্রথম বেলা একরূপ কাটিল; কিন্তু, হায়! অপরাহ্নে নুরল এস্‌লামের গা গরম হইয়া উঠিল, রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি পাইল। তিনি পূর্ব্ববৎ কাতর হইয়া পড়িলেন। পুনরায় কবিরাজ আসিলেন, ঔষধ চলিতে লাগিল; কিন্তু প্রথম বারের ন্যায় সত্বর আর ফল হইল না। নুরল এস্‌লাম চিররোগী হইয়া পড়িলেন। প্রিয় সুহৃদ উকিল সাহেব মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। আনোয়ারার ধৈর্য্য ও পতিব্রতা যেন নারীজাতির শিক্ষার জন্য ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে লাগিল।

আনোয়ারা স্বামীর পীড়ার আরম্ভ কাল হইতেই, নামাজ অন্তে তাঁহার আরোগ্য-কামনায় মাথা কুটিয়া মোনাজাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোনাজাতের সময় তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইত। পীড়া যতই বাড়িয়া চলিল, বালিকা ততই একাগ্র ও ভক্তির সহিত খোদাতালার নিকট মোনাজাত করিতে লাগিল। প্রত্যহ এসার নামাজ (১) বাদ হাত তুলিয়া বলিত, “হে দয়াময়! তোমার পবিত্র নামে আরম্ভ করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। হে সর্ব্বশক্তিমান্ খোদা! তুমি

(১) নৈশ উপাসনা।

আঠার হাজার আলমের (১) মালিক। তুমি মানুষের নিকট নিরানব্বই নামে প্রকাশিত। হে দয়াময়! দাসীকে বলিয়া দাও, কোন্ নামে ডাকিলে তুমি তুষ্ট হইবে? কোন্ নামে ডাকিলে তুমি দাসীর স্বামীকে আরোগ্য করিবে? নাথ! আমি জ্ঞানহীনা মূঢ়মতি বালিকা, আজ তোমাকে তোমার প্রকাশিত সমুদায় নাম ধরিয়াই ডাকিতেছি।" এইরূপ কাতরতা প্রকাশ করিয়া বালিকা খোদাতালার নিরানব্বই নাম ধরিয়া প্রার্থনা করিত। ভক্তি-জনিত অশ্রুধারায় তাহার দেহবস্ত্র সিক্ত হইয়া যাইত। বালিকা শেষে বলিত, "প্রভো! আঁধারে থাকিয়া ডাকিতেছি বলিয়া কি দাসীর প্রার্থনা শুনিবে না? হে রহিম-রহমান! তুমি ত সকলই জান। স্বামীর আরোগ্য-কামনা জন্য দাসীর হৃদয়ভাব তুমি ত বুঝিতেছ—দেখিতেছ, তবে কেন প্রার্থনা শুনিবে না? দয়াময়! দাসীর হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া যদি পতি-সেবায় অধিকার দিয়াছ, তবে এত সত্বর তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। তাঁহার চরণ সেবায় দাসীর নারী-জন্ম ধন্য হইতে দাও।" আনোয়ারা কায়মনোবাক্যে এইরূপে প্রার্থনা শেষ করিয়া স্বামীর চরণে হাত বুলাইত।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বিশ্বাস না করিলেও আমরা জানি, বালিকা যেদিন এইরূপ বিশেষভাবে মাথা কুটিয়া পতির আরোগ্য-কামনার প্রার্থনা করিত; সেদিন নুরল এসলামের সুনিদ্রা হইত এবং পরদিন তিনি আপনাকে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেন।

---

(১) অষ্টাদশ সহস্র বিশ্বের।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাসাধিক পর একদিন অপরাহ্নে দুর্গা আবার নুরল এস্‌লামের বাড়ীতে ভিক্ষার ভাণে উপস্থিত হইল। সেদিন দেখিল, আনোয়ারা পশ্চিমদ্বারী ঘরে আসরের নামাজ (১) অন্তে হাত তুলিয়া মোনাজাত করিতেছে, তাহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে। দুর্গা আনোয়ারার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া দ্বারের চৌকাঠের উপর বসিল। বসিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, স্বামী অনেক দিন ধরিয়া কাতর— সেবা-শুশ্রূষায় বিরক্তি ধরিয়াছে ; তাই যাতনা সহিতে না পারিয়া, হয় স্বামীর, না হয় নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছে। শিকারের উপযুক্ত সময় বটে। আনোয়ারা অনেকক্ষণ পর মোনাজাত শেষ করিয়া চোখের পানি মুছিয়া পাশ ফিরিয়া বসিতেই দেখিল, সম্মুখে দুর্গা। দুর্গা কহিল, "মা, কাঁদিতেছেন কেন ?" আনোয়ারা দুর্গার কথার ভঙ্গি ও চেহারার বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর করিল না। দুর্গা ব্যথার ব্যথী হইয়া কহিল, "মা, ও দুঃখ আমিও পোহাইয়াছি। আপনার এই বয়সেই একবার ঠাকুর মরণাপন্ন কাতর হয়। তখন সুখ-সন্তোষ বিসর্জ্জন দিয়া, না খেয়ে না শুয়ে তার সেবা করিলাম ; কিন্তু তাকে আর ফিরাইতে পারিলাম না। কি করিব ? সবই অদৃষ্টের লেখা। আমরা হিন্দুর মেয়ে, সারা জীবন বিধবা থাকিয়াই কাটাইলাম।" দুর্গার কথা আনোয়ারার কাণে ভাল লাগিল না, সে ঘর হইতে উঠিয়া গেল। রান্নার আঙ্গিনায় যাইয়া দাসীকে আদেশ করিল,—"বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিয়া বল, ও যেন

১) বৈকালিক নামাজ।

এ বাড়ীতে আর আসে না।” দাসী ভিক্ষা দিয়া দুর্গাকে কহিল, “তুমি এ বাড়ীতে আর আসিও না।”

দু। কেন গো, কেন?

দা। বউ-বিবির হুকুম।

দু। কি অপরাধ করিলাম?

দা। তা তুমি জান।

দুর্গা আচ্ছা বলিয়া, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল, এবং পথে বলিতে বলিতে যাইতে লাগিল, “কত রূপসী দেখিয়াছি, এমন বদ দেমাগী ত কোথাও দেখি নাই; কত বড় যেন নবাবের কন্যা; ঘেন্নায় কথা কন না।” দুর্গার কথা আর কেহ শুনিল না, কেবল সালেহার মার কাণে গেল। তিনি প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া দুর্গাকে ইসারায় ডাকিলেন। সে সালেহাদিগের আঙ্গিনায় ঢুকিয়া পড়িল। সালেহার মা তাহাকে আদর করিয়া বসিতে দিয়া কহিলেন, “তুমি অমন বকাবকি করিতেছ কেন?”

দু। মা আমরা দশ দুয়ারে মাঙ্গিয়া খাই, তা ও বাড়ীর বউ আমাকে ভিক্ষা দিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে।

সা-মা। বউকে তুমি কি বলেছিলে?

দু। মা, বল্‌ব আর কি? একালে কি কারো ভাল কর্‌তে আছে? আমি ভিক্ষার জন্য যাইয়া দেখি, বউ পশ্চিমদ্বারী ঘরে পশ্চিম মুখে বসে হাত তুলে কাঁদ্‌তেছে, তাঁর দুঃখ দে’খে দুঃখ হ’ল, তাই বলিয়াছিলাম, “সোয়ামী কাতর, কাঁদ্‌বার কথাই ত, উপায় কি? বিপদে ভগবান্ ভরসা।”

সা-মা। এ ত ভাল কথা, তা তুমি ত বৈষ্ণবী, আমি বড় ঘরের মেয়ে হ'য়ে বৌয়ের জ্বালায় দু'দিন সংসারে তিষ্ঠিতে পারিলাম না। স্বামি-সোহাগী স্বামীকে পরামর্শ দিয়া আমাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াইয়াছে।

দু। আমার নাম দুর্গা বৈষ্ণবী। আমি এ অপমানের শোধ নেব, তবে ছাড়্ব।

সা-মা। কেমন করিয়া ?

দু। যেমন ক'রে হ'ক।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুর্গা কহিল, "আপনারা ও বাড়ীতে যাতায়াত করেন না ?"

সা-মা। বেশী না, ছেলেটা কাতর শুনিয়া একবার দেখ্তে গিয়াছিলাম। আমার এক অবুঝ মেয়ে আছে, সে চুপে চুপে অনেক সময় যায়।" এই সময় সালেহা সেখানে আসিল।

দু। এইটি আপনার মেয়ে ?

সা-মা। হাঁ। হীরা-প্রকৃতি দুর্গা, তাহাকে শুনাইয়া কহিল, "দেওয়ান সাহেবের যে ব্যারাম, তা তাহার বড় ডাক্তার কবিরাজের অষুধ খাইলেও সারিবে না।"

সা। তবে কিসে সার্‌বে ?

দু। যাতে সার্‌বে, আমি তাই বউটিকে বল্‌তে গিয়েছিলাম, তা কালের দোষ! ভাল কর্‌তে গেলে লোকে মন্দ বুঝে। আমাকে বউটি তা'দের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছে।

সা। তোমরা যাহাই বল, অমন ভাল বউ কোথাও নাই। অমন মিষ্টি কথা আমি আর কোন মেয়েলোকের মুখে শুনি নাই।

সালেহার মা চোখ রাঙ্গাইয়া কহিলেন "ছ্যাখ্ বজ্জাতের বেটি, তোর যে বড়ই বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি।" মেয়ে চুপ করিল। দুর্গা বিদায় লইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যেদিন আনোয়ারা দুর্গাকে তাড়াইয়া দেয়, তার পরদিন সালেহা সকাল বেলা চুপে চুপে নুরল এস্‌লামের আঙ্গিনায় গেল। তখন আনোয়ার রান্না ঘরের আঙ্গিনায় উপস্থিত ছিল।

সা। "ভাবি, ভাই সাহেব কেমন আছেন ?"

আ। "পূর্ব্বের ন্যায় ; কিন্তু কাশী একটু বাড়িয়াছে।"

সা। "কাল বিকালে যে বৈষ্ণবী আপনাদের আঙ্গিনায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে আপনি তাড়াইয়া দিয়াছেন কেন ?"

আ। (সালেহার মুখের দিকে চাহিয়া) "তুমি কিরূপে জানিলে ?"

সা। "সে আমাদের বাড়ীতে বলিয়া গিয়াছে।"

আ। "তার কথা ও ভাবভঙ্গি আমার নিকট ভাল বোধ হইল না।"

সা। "আপনি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া ভাল করেন নাই।"

আ। "কেন ?"

সা। "সে কহিল, ভাইজানের ব্যারাম ডাক্তার কবিরাজের অষুধপত্রে আরাম হইবে না। যাতে আরাম হইবে, সে তা জানে।"

আ। "বদ স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিতে আছে ?"

সা। ফকির বৈষ্ণব কাহার মধ্যে কি গুণ আছে বলা যায় না। মামুজানের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকে ঠিকে দুনিয়া। হয়ত ঐ বৈষ্ণবীর ঔষধ পত্রে ভাইজান আরামও হইতে পারেন!

আনোয়ারা ভাবিতে লাগিল, "সালেহা ত মন্দ কথা বলিতেছে না। বৈষ্ণবী বা মন্দ কথা কি বলিয়াছে ? দাদিমাও বলিতেন ঠাকেঠিকে

দুনিয়া। ফকির সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করিতে নাই। গোলেস্তায় পড়িয়াছি, সামান্য ঝিনুকে মতি থাকে, লতা-গুল্মেও সিংহ বাস করে। বৈষ্ণবী সালেহার কাছে বলিয়াছে, যাতে ব্যারাম সারে আমি তা জানি। বহুদেশ ঘোরে, অনেক জানাশুনা থাকতে পারে; সুতরাং তার ঔষধে রোগ সারিবে বিচিত্র কি?" এইরূপ চিন্তা করিয়া আনোয়ারা সালেহাকে বলিল, "বুবু সত্যই কি বৈষ্ণবী, তোমার ভাইজানের পীড়ার ঔষধ জানে বলিয়াছে?"

সা। "আমি কি আপনার নিকট মিথ্যা বলিতেছি।"

আ। "তবে ত বৈষ্ণবীর উপর রাগ করিয়া ভাল করি নাই। এখন তাকে পাইবার উপায় কি?"

সা। "আপনি যখন তাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন সে বিনা ডাকে আসিবে বলিয়া বোধ হয় না।"

আ। "তাহাকে ডাকিবার উপায় কি?"

সা। "আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।"

আ। "বুবু, তোমার পায়ে পড়ি, সে যাহাতে আসে, অবশ্য তাহা করিবে।" বৈষ্ণবীকে তাড়াইয়া দিয়া, সে যার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি বলিয়া মনে করিল, এবং তজ্জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে দুর্গা আখড়ায় আসিয়া আব্বাস আলীকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত হইল।

দু। "যাদু, বড় কঠিন স্থান। তোমার মনোমোহিনী আমাদের সীতা-সাবিত্রীকে হারাইয়া দিয়াছে।"

আ। "সে কেমন?"

দুর্গা। ভিক্ষা নিষেধের কথা প্রভৃতি আব্বাস আলীর নিকট খুলিয়া বলিল।

আ। "তবে উপায় ?"

দু। "দুর্গা নিরুপায়ের খুব উপায় জানে।"

আ। "মাসি, কি উপায় কর্‌বে ?"

দু। "উপায়ের পথে পা দিয়া, তবে বল্‌ব। বাছা, দু'দিন সবুর কর, আজ নিজের ভাবনায় কিছু ব্যস্ত আছি।"

আ। "মাসি, তোমার আবার নিজের ভাবনা কি ?"

দু। "ঘরে একমুঠা চালও নাই, ভিক্ষা ত কেবল তোমারই কার্য্যোপলক্ষে। কাল হাট হবে কি দিয়ে, তাই ভাব্‌ছি।" আব্বাস পকেট হইতে ১৩৲ টাকা বাহির করিয়া দুর্গার হাতে দিল, এবং বলিল, "মাসি, অভাবের ভাবনা মোটেই ভাবিও না। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হইলে, একযোগে তিন শত টাকা হাতে পাইবে।"

পরদিন আব্বাস আলী বেলগাঁও বেড়াইতে গেল। তথায় খাদেম আলী তাহাকে বলিল, "ভাই এক সুখবর, তোমার প্রাণমোহিনী দুর্গাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তুমি যাইয়া অদ্যই তাহাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

আ। "তোমার মুখে সন্দেশ। আমি এখনি চলিলাম।"

দুর্গার সহিত আব্বাস আলীর ষড়যন্ত্রের কথা খাদেম আলী সব জানে। তাহার চরিত্র বদ, এ নিমিত্ত নুরল এস্‌লাম যার পর নাই দুঃখিত এবং তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। পাপমতি খাদেমও নুরল এস্‌লামের প্রতি দারুণ বিদ্বেষপরায়ণ, এবং এই কারণ সে এই ষড়যন্ত্রদলভুক্ত। খাদেম আলীর স্ত্রী

সেই দিনই তাহার নিকট দুর্গাকে নুরল এস্‌লামের বাড়ীতে আসার সংবাদ দিতে অনুরোধ করে।

আব্বাস আখড়ায় আসিয়া দুর্গাকে কহিল, "মাসি, এইবার বুঝি তোমার শ্রম সার্থক হয়।"

দু। "মাসীর শ্রম বিফলে যাইবার নহে ; তবে আজ শ্রম সফল হইবে কিরূপে ? বুঝ্‌তেছি না।"

আ। "তোমার উরশী তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।"

দু। "কে বলিল ?"

আ। "উরশীর নন্দাই খাদেম আলী।"

দু। "এত সত্বর তবে ওষুধ ধরিয়াছে ! আচ্ছা, দু'দিন পর যাব।"

আ। "আজই যাও না কেন ?"

দু। যাদু এরূপস্থলে ডাকমাত্র হাজির হইলে বুজুকি কমিয়া যায়, যত গৌণ করিব, ততই তার আগ্রহ হইবে। বাড়া আবেগের মুখে কাজ হাসিলের সুযোগ বেশী।"

আ। বুঝিলাম, এমন চিকণ বুদ্ধি না হইলে কি তুমি যেখানে সূচ চলে না, সেখানে ফাল চালাও।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসার ত্রুটি নাই, তথাপি পীড়া উপশমের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পীড়া যখন বেশী বাড়িয়া উঠে, তখন পতিগতপ্রাণা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নানা আশঙ্কায়, নানা সন্দেহে আলোড়িত হইতে থাকে। সে কখন ভাবে, তাহার সেবা শুশ্রূষার ত্রুটিতে বুঝি এইরূপ হইতেছে। কখন ভাবে, তাহার নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করানের ভুল ভ্রান্তিতে বুঝি পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই সে নামাজ অন্তে প্রার্থনার সময় মাথা কুটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, "দয়াময় খোদা! দাসীর দোষে স্বামীর পীড়া বাড়াইও না।" জননী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, মা নিজের দোষে স্বামীর অসুখ অশান্তি যাহাতে না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে; অন্যথায় পরকালে দোজখের আগুনে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া কাল কাটাইতে হইবে। নাথ! জননীর উপদেশ দাসীর হৃদয়ে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। প্রভো! চারিমাস যাইতে বসিল, রোগের যন্ত্রণা স্বামী আর কতকাল সহ্য করিবেন? হায় বিধাতঃ! তাঁহার সুগঠিত দেহ অস্থিকঙ্কালসার হইয়াছে; তাঁহার সুন্দর মুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সুধামাখা কথা নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় আর বাহির হইতেছে না। হে রহিম-রহমান! আমার ফেরেস্তার মত পতির এ অবস্থা যে আর প্রাণে সহিতেছে না? করুণাময়! দাসীর শেষ প্রার্থনা, তুমি তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি দাসীর দেহে সঞ্চারিত কর, দাসী অক্লেশে অম্লানচিত্তে তাহা সহ্য করিবে। অনাথগতি! দাসীকে আর কাঁদাইও না।

কিন্তু হায়! বিধাতা বুঝি সতীর সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না।

পতি ক্রমশঃ মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। একদিন আনোয়ারা স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "বৈষ্ণবীকে তাড়াইয়া দেওয়াতে, বুঝি স্বামীর পীড়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। এবার সে আসিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, স্বামীর আরোগ্যহেতু সে যাহা বলিবে তাহাই শুনিব। সালেহা বলিয়া গিয়াছে, আমি তার আসিবার উপায় করিব। সে কি কোন উপায় করিতে পারে নাই? হায়! বৈষ্ণবী বুঝি আর আসিবে না। কেন, তাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছি? তাহার ঔষধে বুঝি স্বামী আমার নিরাময় হইতে পারিতেন। হায়! কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। নিজ দোষে পতির মৃত্যুর কারণ হইলাম।" বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পর চোখের জল মুছিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপনার কেমন বোধ হইতেছে?" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "কিছু বুঝি না। যখন তুমি গায়ে হাত বুলাও, তখন মনে হয় ব্যারাম বুঝি সারিয়া গিয়াছে। আবার ধীরে ধীরে শরীর খারাপ হইতে থাকে।" আনোয়ারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আগ্রহের সহিত স্বামীর পদে হাত বুলাইতে লাগিল; এমন সময় রাধাকৃষ্ণ বলিয়া দুর্গা, নুরল এস্‌লামের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। আনোয়ারা বৈষ্ণবীর গলার আওয়াজ শুনিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল, এবং দুর্গাকে দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

হায় পতিপ্রাণা বালিকে! প্রথম দিন ভিক্ষা দিতে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আবশ্যক মনে কর নাই; দ্বিতীয়বার যাহার কথা শুনিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলে, অসতী বলিয়া যাহাকে বাড়ীর উপর আসিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলে; আজ তাহার কণ্ঠস্বর মাত্র শুনিয়া বাহিরে

আসিলে, দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলে! পতির প্রাণ রক্ষায় উন্মাদিনী তুমি! তোমার এ ব্যবহার, তোমার এ মনের ভাব, সতী ব্যতীত অন্যে কি বুঝিবে?

আনোয়ারা দুর্গাকে রন্ধনশালার দিকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

দু। "মা ডাকিতেছেন কেন?"

আ। "না বুঝিয়া তোমাকে বাড়ীর উপর আসিতে নিষেধ ক'রে-ছিলাম, মনে কিছু কর না?"

দু। "না মা, সে কথা আমি তখনই ভুলেছি। দেওয়ান সাহেবের শরীর কেমন?"

আ। তাঁর কাশি একটু বাড়িয়াছে।

দু। "যে দুরন্ত ব্যাধি, অষুধপত্রে তাহা আরাম হবে না।" আনোয়ারা বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল "তবে কিসে আরাম হ'বে?"

দু। "আরামের উপায় আছে, কিন্তু বড় কঠিন।"

আ। "হাজার কঠিন হোক্, তুমি আমাকে খুলিয়া বল?"

দু। "মা আমরা হিন্দু, আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতা; ক্ষয়কাশ, যক্ষাকাশ, বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগকে'ও আমরা দেবতা বলিয়া মানি। ইঁহারা যা'কে ধরেন, তার নিস্তার নাই; তবে দেবতাগণকে তুষ্ট করিতে পারিলে, তাঁহারা ছাড়িয়া দেন।"

আ। "তোমার দেবতারা কিসে তুষ্ট হন?"

দু। "তোমার স্বামীকে ক্ষয়কাশ দেবতা আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁকে ছাড়াইতে হইলে, জীবসঞ্চার ব্রতসাধন ক'রতে হ'বে, কিন্তু তা করা বড় কঠিন।"

আ। "জীবসঞ্চার ব্রত কিরূপ ?"

দু। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবার বা শনিবার দু'পর রাত্রিতে শশ্মান হ'তে মড়া আনিয়া তাহার উপর বসিয়া যোগমন্ত্র পড়িতে হয়। তার পর গলায় কাপড় দিয়ে ধন্বন্তরী (১) দেবতাকে বল্‌তে হয়, "হে মহাপ্রভো! আমার অমুক রোগীর শরীর হইতে অমুক রোগকে ছাড়িবার আদেশ করুন। তার ভোগের জন্য অন্য জীব দিতেছি। এ কথার পরই, যিনি ব্রত করিবেন তিনি মড়ার শিয়রের দিকে দাঁড়াইয়া কাহারো নাম তিনবার উচ্চারণ করিবেন, রোগটি তখনি রোগীর দেহ হইতে যাইয়া তাহাকে আশ্রয় করিবে। ফলে, রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবে; কিন্তু যার নাম করা হইবে সে এ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ইহাই জীবনসঞ্চার ব্রত।

দুর্গার কথা শুনিয়া সভয়ে বালিকার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মুখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার মনে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল,—"স্বামী এবং ধর্ম্ম, কাহাকে রক্ষা করি ?" এই বিরোধের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিল।

দু। "মা, আপনি কি ভয় পাইলেন ?"

আনো। "না।"

দু। "তবে ব্রত করাইবেন ?"

আ। "বৈষ্ণবী, তুমি বড়ই ভয়ানক কথা তুলিয়াছ। আমি স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে তিলমাত্রও কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু, ধর্ম্ম-ভয়ে আমার হৃদয়

(১) ধন্বন্তরী।

কাঁপিতেছে। আমাদের কেতাবে এরূপ ব্রত করা শেরেক। যিনি প্রাণ দিয়াছেন, তিনিই প্রাণ রক্ষা করিবেন। বৈষ্ণবি! আমি স্বামীর প্রাণের বদলে আমার হৃদয়ের সমুদয় রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি। বল তোমার এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্রত ভিন্ন আর কোনও উপায় আছে কি? কিন্তু আমি কোন শেরেকের কাজ করিতে পারিব না। আমাকে খোদার কাছে এক দিন অবশ্যই জবাব দিতে হইবে।"

দুর্গা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু পরে বলিল, মা, "অন্য আর এক উপায় আছে।"

আনোয়ারা ব্যাগ্র ভাবে বলিয়া উঠিল "কি উপায়! কি উপায়?"

দু। সে উপায়ও বড় কঠিন।

আ। "যতই কঠিন হোক না, তুমি খুলিয়া বল।"

দু। "মৃতসঞ্জীবনী বলিয়া এক রকম গাছ আছে। অমাবস্যা মাথায় দুপর রাতে এলো চুলে পূর্ব্ব মুখো হইয়া সেই গাছের শিকড় এক নিশ্বাসে তুলিতে হয়। সেই শিকড় বাঁটিয়া খাইলে সকল রোগ আরাম হয়।"

আ। "এ আর কঠিন কি?"

দু। না মা, যে সেই শিকড় তুলিবে, তার সেই ব্যারাম হইবে। তাতে তার মরণ নিশ্চয়; প্রাণের বদলে প্রাণ, বুঝিলেন ত? এখন সেই শিকড় তুলিবে কে?"

আ। "লোকের অভাব হইবে না। তবে সেই গাছ চিনা যায় কিরূপে?"

আনোয়ারার উত্তেজিত ভাব দৃষ্টে দুর্গা বুঝিল সে জালে পড়িয়াছে।

তখন দুর্গা বলিল "আগামী শনিবারে অমাবস্যা সুতরাং আপনার স্বামীর-প্রাণ রক্ষার শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি সেই রাত্রিতে গাছ চিনাইয়া দিব।"

আ। "বৈষ্ণবী তুমি কি অভাগিনীর এত খানি উপকার করিবে।"

দু। "সে কি মা! তোমাদের খেয়ে দেয়ে আমরা মানুষ। তখন যদি কিছু উপকার করতে পারি সে ত আমার ভাগ্যের কথা।"

আ। "খোদা তোমার ভাল করুক। আচ্ছা তুমি যে দুপর রাত্রে আসিবে তা আমি কি করিয়া জানিব?"

দু। "তবে চলুন গাছ এখনি দেখাইয়া দিতেছি।"

আ। "না আমি ত পর্দ্দার বাহিরে যাই না।"

দু। "তবে শনিবার রাত্রে আসাই স্থির রহিল। আমি আসিয়া তোমাকে ডাকিব।"

আ। "তা করিও না, কি জানি, ফুফু আম্মা যদি কিছু বলেন! তুমি কোন সঙ্কেতে ঠিক সময়ে আমাকে জানাইতে পার না?"

দু। (একটু চিন্তা করিয়া) "আচ্ছা, আমি ঠিক দুপর রাত্রির সময় আপনাদের উঠানে পর পর দুইটি ঢেলা ফেলিব, তাতেই আপনি বুঝিবেন, আমি আসিয়াছি। সেই সময়ই আপনি আপনাদের বৈঠক-খানার বাগানের সাম্‌নে আসিবেন।"

আনোয়ারা আশ্বস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে একটু বসিতে বলিয়া, ঘর হইতে ২০৲ টাকা আনিয়া দুর্গার হাতে দিল এবং কহিল, "আজ তুমি আমার মার কাজ করিলে; তোমার জলখাবার জন্য এই সামান্য কিছু দিলাম। কিছু মনে করিও না।"

দুর্গা জিব কাটিয়া বলিল, "হরে কৃষ্ণ! না, মা, আমি কিছুতেই আপনার টাকা নিতে পারিব না। আপনার দুঃখ যদি কিছু দূর করিতে পারি, তবে তাই আমার পুরস্কার। অন্ত পুরস্কার আমি চাই না।

আনোয়ারা তবুও তাহার হাতে টাকা গুঁজিয়া দিল। বৈষ্ণবী আর দ্বিরুক্তি করিল না। কেবল যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'মা, দেখিবেন এ কথা অন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শনিবারের আর দুইদিন মাত্র বাকী। চিন্তার অনন্ত তরঙ্গাঘাতে বালিকার কোমল হৃদয় আলোড়িত ও ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইতে লাগিল। সে একবার ভাবিল, সমস্ত কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলি, আবার ভাবিল, তিনি যদি বিশ্বাস না করেন, অথবা প্রাণের বদলে প্রাণ রক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ করেন, তবে ত আর তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। অতএব আগে তাঁহাকে একথা জানাইব না। এইরূপ বিতর্ক করিয়া আনোয়ারা স্বামীকে কিছু জানাইল না।

রাত্রিতে আনোয়ারা ঘরে আসিল; এসার নামাজ অন্তে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করিল। তার পর যথাবিধানে পতি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সতীর সেবা-সাধনায় রোগক্লিষ্ট পতি শান্তির কোলে সুনিদ্রিত হইলেন। সতী তখন পতি-পদপ্রান্তে বসিয়া একখানি চির-বিদায়লিপি লিখিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। উদ্বেগ ও চিন্তার আতিশয্যে বালিকা পরিশ্রান্ত। তথাপি লিখিতে আরম্ভ করিল,

"জীবন সর্ব্বস্ব,

মনে করিয়াছিলাম—এজীবন, বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রিস্বরূপ আপনার পবিত্র-সহবাস সুখে অতিবাহিত হইবে; কিন্তু হায়! ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। এই পর্য্যন্ত লিখিয়া মুগ্ধা বালিকা, অবসন্ন দেহে পতির চরণতলে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল। তন্দ্রাবেশে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—তাহার

সম্মুখে দণ্ডধারী এক মহাপুরুষ (১) দণ্ডায়মান, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ হইতে কর্পূরের সুবাস নির্গত হইতেছিল। তিনি বালিকার প্রতি সকরুণ স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে তাহার দেহে হস্তামর্ষণ করিলেন। তাঁহার জ্বালাময় স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। আবার পর মুহূর্ত্তে দেখিতে লাগিল,—বিশ্বগ্রাসী গভীর অন্ধকার, গভীরতমরূপে দশদিক্ হইতে তাহার নিকটে ঘনাইয়া আসিতেছে। আবার তাহার মধ্য হইতে তামস ঝটিকার আবর্ত্ত, মহাকায় বিস্তার করিয়া মহাবেগে মহা গর্জ্জনে উর্দ্ধগামী হইতেছে। নীচে তামসসাগর বক্ষে, কালের করাল কল্লোল, মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব তুলিয়া, যেন তরঙ্গভঙ্গে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে। আকাশ সাগর একাকারে একের গায়ে অন্যে মিশিয়া গিয়াছে; মিলনের কেন্দ্র হইতে কোটি বজ্রনাদে, ভীমরব ধ্বনিত হইতেছে। গ্রহগণ যেন কক্ষপথ ত্যাগ করিয়া, দিগন্তে ছুটাছুটি করিতেছে; মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিভায় নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে। কি ভীষণ দৃশ্য! কি বিভীষিকাময়ী লীলা! বালিকা স্তব্ধনিশ্বাসে নিষ্পন্দ নয়নে, ভীতিশূন্য মনে, এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আবার একি! আরও ভীষণদৃশ্য! সর্ব্বসংহারক লগুড় হস্তে যুগল জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি (২) বালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! বালিকা এবার সভয়ে করুণ বিলাপে কহিল "কে তোমরা? এস, পতি-পরিচর্য্যায় ত্রুটি হইয়া থাকিলে, তোমাদের হস্তের লগুড়াঘাতে দাসীর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেল। দৃপ্ত তেজোময়ী বালিকার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে যুগলমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অতঃপর সে দেখিতে পাইল, অনন্ত অপূর্ব্ব এক আলোকময়

(১) হজরত আজরাইল, যম; (২) মনকীর ও নকীর ফেরেস্তাদ্বয়।

দেশ তাহার সম্মুখে প্রকাশিত। কি সুন্দর সোণার দেশ! বালিকা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্বর্ণরাজ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিল "সে দেশের নগ-নদী বন-ভূমি বারিধি-বিমান আলোকমালায় ভূষিত। সে দেশের উদ্যান সমতল গহ্বর নির্ঝর আলোকমালা বক্ষে নিত্য উদ্ভাসিত। সে দেশের অধিবাসিগণ জ্যোতির্ম্ময় বস্ত্রালঙ্কারে চির শোভিত—হিংসা বিদ্বেষ শোক তাপ মায়া মোহ বর্জ্জিত—নিত্য শান্তি-সুখে পরিসেবিত। বালিকা দেখিল, তাহার সম্মুখে সতীমহল। সতী-মহলের শোভা অনুপম। স্বর্ণময় অট্টালিকামধ্যে মণিখচিত পর্য্যঙ্কে, পয়ঃফেনসন্নিভ শয্যায় সতীকুল সমাসীনা। শত শত রূপসী-শিরোমণি হুর তাঁহাদের সেবায় রত। সতীগণ পতিসেবা-পুণ্যফলে সারাবন তহুরা (১) পানে আত্মহারা হইয়া বিভুগুণগানে রত আছেন। বালিকা সতী-মহলের একটি বিরাট্ অট্টালিকা দেখিয়া সুখরোমাঞ্চ কলেবরে তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। সে সৌধ কারুকার্য্যে অতুলনীয়, সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। সে সৌধ গৌরবে সমুন্নত, সৌরভে পূরিত, শোভন উদ্যানে বেষ্টিত। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা হইতে একে একে ফাতেমা, রহিমা, হাজেরা, আছিয়া, আয়েসা, জোবেদা প্রভৃতি সতীকুল-রাণীগণ বাহির হইয়া বালিকাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। বালিকা সেই অট্টালিকার অন্য প্রকোষ্ঠে তাহার জননীকে দেখিতে পাইল। সে তখন মা মা বলিয়া মাতৃ-মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করিল। মা ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, বৎসে, এখন নয়, স্বামি-সেবাব্রত শেষ করিয়া যথাসময়ে আসিবে, কোলে তুলিয়া লইব।

(১) অমৃতময় স্বর্গীয় সংবৎ।

হঠাৎ বালিকার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, এ কি দেখিলাম! আমি সুপ্ত না জাগ্রত? কোথায় গিয়াছিলাম! মা যাহা বলিলেন, তাহাতে ত বুঝিতেছি, সংকল্প সফল হইবে। দয়াময় আল্লা, দাসীর স্বামীকে রক্ষা কর।

বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দুই রেকাত নকল নামাজ (১) পড়িল। তার পর চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

প্রিয়তম,

যে বৈষ্ণবী আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আইসে, সে আপনার পীড়ার অবস্থা শুনিয়া বলিল, মৃতসঞ্জীবনী লতা ভিন্ন কোন ঔষধে ঐ ব্যাধি আরোগ্য হইবে না।

দীর্ঘদিন ঔষধ সেবনেও আপনার পীড়ার উপশম হইতেছে না দেখিয়া অগত্যা বৈষ্ণবীর ঔষধ পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু যে সেই লতা তুলিবে, তাহার শরীরে পীড়া সংক্রামিত হইয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং রোগী নীরোগ হইবে। হে হৃদয়সর্ব্বস্ব, আপনার জন্য জীবন দেওয়া ত তুচ্ছ কথা, জীবন অপেক্ষাও যদি কিছু অধিকতর মূল্যবান্ থাকে, তাহাও আপনার জন্য অকাতরে দান করিতে দাসী সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাই প্রিয়তম, দুই দিন পরে আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি, কিন্তু এ বিদায় চির বিদায় নহে। অনন্ত-স্বর্গে আমাদের অনন্ত-মিলন হইবে।

(১) মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি সম্ভাবনায় মুসলমান নর-নারী এই নামাজ পড়িয়া থাকেন।

প্রাণপ্রিয়,

মৃতসঞ্জীবনী লতার গুণ সম্বন্ধে পাছে আপনি অবিশ্বাস করেন বা আমাকে লতা তুলিতে নিষেধ করেন,—এই ভয়ে আগে জানাইলাম না ; দাসীর অপরাধ ও ধৃষ্টতা নিজগুণে ক্ষমা করিতে মরজি হইবে। আপনাকে পতিরূপে পাইয়া অল্প সময়ে যেরূপ সুখী হইয়াছি, যুগযুগান্তেও বুঝি অন্য নারীর ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না। আমি শনিবার নিশীথকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারিব ভাবিয়া, দাসীর হৃদয়ে যে উল্লাসলহরী খেলিতেছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বধির শ্রবণশক্তি পাইলে, জন্মান্ধের চক্ষু ফুটিলে, পঙ্গুর পদলাভে যে আনন্দ, আজ ততোধিক আনন্দে দাসীর হৃদয় উৎফুল্ল। আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব, অহো! আমার তাতে কত সৌভাগ্য! কত সুখ! আপনি বাঁচিয়া থাকিলে সংসারের যে উপকার করিতে পারিবেন, দাসীদ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ হইবেক না! অতএব দাসীর অভাবে আপনি দুঃখিত হইবেন না।" ইতি।

চির সেবিকা দাসী—

আনোয়ারা।

বালিকা পত্র লিখিয়া নিদ্রিত স্বামীর উপাধানের নীচে তাহা রাখিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন পর, আর স্বামি-পরিচর্য্যা করিতে পারিবে না ভাবিয়া, বালিকা কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। পাঁচ বার নামাজ শেষ করিয়া সংকল্পসাফল্য নিমিত্ত খোদাতালার কাছে পুনঃ পুনঃ মোনাজাত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শুক্রবার অতীত হইল। আজ শনিবার প্রাতঃকাল। আনোয়ারা পৌর্ব্বাহ্নিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া, স্নানান্তে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিজা চুলে তাহার মাথার শুষ্ক বস্ত্র ভিজিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, নুরল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার সাক্ষাতে আজ কাঠের আলনায় চুলরাশি শুকাও। তোমার চুল শুকানের জন্য সোনার আলনা তৈয়ার করিয়া দিব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।"—বলিতে বলিতে নুরল এস্‌লামের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া পুনরায় কহিলেন,"আমি তোমাকে মুক্ত কেশে দেখিতে ভালবাসি, আমার অন্তিম বাসনা আজ পূর্ণ কর।" আনোয়ারা সসন্তোষ উত্তেজনায় কহিল "আমি আর লজ্জা করিব না"; এই বলিয়া সে দক্ষিণ দরজার পার্শ্বে গিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিল এবং কাঠের আলনায় চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া শুকাইতে লাগিল। নুরল, মুক্তকেশা সতীর পানে অনিমিষে তাকাইলেন। দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁহার রোগজীর্ণ দেহে যেন তাড়িত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি একাল পর্য্যন্ত স্ত্রীর এরূপ সতেজ ভাব, এরূপ পূর্ণ লাবণ্যোদ্ভাসিত মূর্ত্তি আর কখনও দেখেন নাই। সবিস্ময়-ভাবাবেশে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে সতীর স্বর্গীয় তেজো-

দৃপ্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আনোয়ারা চুল শুকাইয়া মুক্তকেশেই অনাবৃত মস্তকে পতিপাশে আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইল। নুরল আবেগভরে হাত ধরিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন। সতী প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে পীড়িত পতির কোলে মস্তক স্থাপন করিয়া, বলিয়া উঠিল "হে আমার দয়াময় খোদা, আগামী কল্য হইতে তুমি আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর। আমি যেন তাঁহার কোলে এই ভাবে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন,"প্রিয়ে, ওকি বলিতেছ, তোমার হতভাগ্য পতি যে তোমাকে রাখিয়া অগ্রেই মৃত্যুপথের যাত্রী সাজিয়াছে। প্রাণাধিকে, অবধারিত মৃত্যুকে ভয় করি না, কিন্তু শত আক্ষেপ, তোমাকে আশানুরূপ সুখী করিতে পারিলাম না। অপার্থিব-প্রেমঋণে, স্বর্গীয় ভক্তিপাশে হতভাগ্যের হৃদয় বাঁধিয়াছ; কাবিনের স্বত্বত্যাগ, উপরন্তু অর্থ সাহায্য করিয়া এ দীনের সংসার ঠিক রাখিয়াছ, ছয় মাস যাবৎ অনাহার অনিদ্রায় সেবা শুশ্রূষা করিয়া দুর্ব্বিষহ রোগ-যন্ত্রণায় শান্তি দান করিয়াছ, কিন্তু হায়! তাহার কণামাত্র প্রতিদানও এই হতভাগ্যের দ্বারা হইল না"—বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে নুরল এস্‌লামের বাক্‌রোধ হইল। তিনি অবলার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আনোয়ারা তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া প্রেমাশ্রুনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সুতরাং নুরল এস্‌লামের চোখের জল আনোয়ারার চোখের জলে মিশিয়া গেল। আনোয়ারা স্বগত বলিয়া উঠিল, 'দয়াময়, চোখের পানি যেমন চোখে মিলাইলে, বৈষ্ণবীর লতার গুণে রোগের পরিণতি যেন এইরূপ হয়।' নুরল এস্‌লাম শুনিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, আবার ওকি কহিতেছ?" আনোয়ারার চমক ভাঙ্গিল, সে সাবধান হইয়া কহিল "কৈ, কিছু না।" নুরল সে কথা আর

ধরিলেন না; কহিলেন, "প্রিয়তমে, আমার আয়ুষ্কাল ত পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; আর বাঁচিবার আশা নাই। আজ যে আমাকে এতখানি সুস্থ দেখিতেছ, ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের উজ্জ্বলতা বলিয়া মনে করিবে। যাহা হউক, আমার অন্য সরিক নাই। ভূ-সম্পত্তির মূল্য ১০।১২ হাজার টাকা হইবে, তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে, অপরার্দ্ধের ।৵০ আনা তুল্যাংশে রশিদন ও মজিদাকে এবং ৵০ আনা ফুফু আম্মাকে দিয়া গেলাম। বন্ধুবর উকিল সাহেবকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি; তিনি খুব সম্ভব অদ্য কি কল্য দানপত্র লইয়া এখানে আসিবেন। দানপত্রের লিখিত সম্পত্তি তোমরা ইচ্ছামত দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।"

নুরল এস্‌লামের অন্তিম বাণী শুনিয়াও আনোয়ারা বিচলিত হইল না; বরং তাহার সংলগ্ন বিম্বাধরে হাসির তড়িৎ খেলিয়া গেল। তাহার শত-দল-বিনিন্দিত বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় আভা প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। নুরল এস্‌লাম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সতী প্রকৃতির মর্ম্মাবধারণে অক্ষম হইয়া কথঞ্চিৎ বিমনা হইলেন।

পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে শনিবারের দিনের আলো নিবিয়া গেল। সতী মৃত্যুপথের যাত্রিরূপে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে স্বামীকে আহার করাইল; যথাসময়ে স্ফটিক-সামাদানে মোমের বাতি জ্বালাইল; মগরেবের (১) নামাজ শেষ করিয়া রন্ধন-আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। তাহার হাবভাব স্ফূর্ত্তি দেখিয়া ফুফু আম্মা স্তম্ভিত হইলেন। বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি বউবিবিকে আজ উৎফুল্ল দেখিয়া সুশীলা দাসীও সুখী হইল।

আহারান্তে সকলেই ঘরে গেল। আনোয়ারা ঘরে আসিয়া একাগ্র-

(১) সায়ংকালীন।

চিত্তে এসার নামাজ পড়িল। নামাজ অন্তে কায়মনোবাক্যে সংকল্প-সাফল্য হেতু শেষে মোনাজাত করিল। আরাধনাশেষে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়া পতির চরণে হাত বুলাইতে লাগিল। সতীর হস্তস্পর্শে নুরল এস্‌লাম ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আনোয়ারা ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল রাত্রি ১১টা। আর এক ঘণ্টা পরে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। তখন তাহাকে সংকল্প সাধনজন্য বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইতে হইবে। অসূর্য্য-স্পশ্যা বালিকা বধূর গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে একাকিনী বহির্ব্বাটীতে গমন! ইহাও কি সম্ভব?

রাত্রি ১২টা। আনোয়ারা উৎকণ্ঠিতচিত্তে ঘর-বাহির যাতায়াত আরম্ভ করিল। এদিকে ভীমা-ভৈরবী-করালকৃষ্ণা-পাপীয়সী কাল নিশীথিনী তাহার পাপ আধিপত্য বিস্তার মানসে সগর্ব্বে ধরাবক্ষে আবির্ভূতা হইল। তাহার আগমনভয়ে ভীত হইয়াই যেন যামঘোষ ঘোষণা ত্যাগ করিয়াছে; ঝিল্লীরব থামিয়া গিয়াছে, দ্বিজগণ শাখিশাখে নীরবে উপবিষ্ট, বায়ু গতিশূন্য, বৃক্ষপত্র-রাজী শব্দহীন। জীবকোলাহল-পূরিত প্রকৃতি একেবারে নীরব নিস্তব্ধ, যেন নিশ্বাসরোধে বিগতপ্রাণ। কেবল জাগ্রত যোগী প্রকৃতির ভয়কাতর অন্তরোদ্ভূত শাঁ শাঁ শব্দমাত্রে অস্তিত্ব অনুভব করিয়া শঙ্কিত। এই ভীষণা-দপি ভীষণ সূচীভেদ্য নিবিড় তমসাচ্ছন্ন নীরব নিশীথে পতির রোগমুক্তি-কামনায় সতী গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় দুইটি ঢিল পর পর আসিয়া প্রাঙ্গণে পতিত হইল। সতী শব্দ শুনিয়া তড়িদ্‌গতি বহি-র্ব্বাটীর উদ্যানপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরক্ষণে গালপাট্টাবান্ধা একজন যুবক পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। পরপুরুষস্পর্শে সতীর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে নুরল এস্‌লাম কাসিতে কাসিতে কিছুক্ষণ পর জাগিলেন। ঘরে বাতি জ্বলিতে ছিল। অন্যান্য দিন কাসিবামাত্র আনোয়ারা উঠিয়া পিকদান তাঁহার সম্মুখে ধরে, আজ তিনি কাসি ফেলিবার পিকদান নিকটে পাইলেন না, উঠিয়া বসিলেন। পীড়ার আরম্ভ হইতে আনোয়ারা স্বামীর শয়ন খাটের সংলগ্ন চৌকীতে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করে। নুরল দেখিলেন, সে বিছানা শূন্য। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন ১টা বাজিয়া গিয়াছে, মনে করিলেন, বাহিরে গিয়াছে এখনই আসিবে, কিন্তু হায়! বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল—তথাপি আনোয়ারা ঘরে ফিরিল না। নুরল এস্‌লাম তখন ফুফু আম্মা করিয়া ২।৩ বার ডাকিলেন। তিনি অতি ব্যস্তে দরজা খুলিয়া ছেলের ঘরের বারান্দায় আসিলেন। চাকরাণী ফুফু আম্মার ঘরে থাকিত. সেও তাঁহার পাছে পাছে উঠিয়া আসিল।

ফুফু। "বাবা ডাক কেন?"

নুরল। "আপনাদের বউ কোথায়?"

ফুফু। "ওমা! সে কি কথা! বউত আমার কাছে যায় নাই। খুসী, তুমি পাকের আঙ্গিনায় দেখে এসত?"

চাকরাণীর নাম খুসী, সে আলো জ্বালিয়া রান্নার আঙ্গিনার দিকে গেল। ফুফু ভাণ্ডারঘর, তাঁর শয়নঘর দেখিতে গেলেন। নুরল এসলামের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ফুফু আম্মা ও খুসী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে নুরল এস্‌লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল? পাওয়া গেল না?" ফুফু ও খুসী নীরব। নুরল এস্‌লাম হয়! হায়! করিতে করিতে শয্যায় পড়িয়া

গেলেন। ফুফু আম্মা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া দেখেন, ছেলের মূর্চ্ছা হইয়াছে। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এমন সময় "হুঁরে হুঁ হাম-বোল হুঁম" রবে দুই খানি পাল্কী বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। উকিল সাহেব পাল্কীর ভিতর হইতে নামিয়া বন্ধুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুফু আম্মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ। বউ মা আমার ঘরে নাই ; ছেলে তাই শুনে অজ্ঞান হইয়াছে।" উকিল সাহেব কহিলেন "আপনার বউ মা উঠানে পাল্কীর ভিতর আছেন, তাঁহাকে ঘরে তুলিয়া লউন। তাঁহার অবস্থাও শোচনীয়। একটু পাতলা গরম দুধ এসময় তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। আমি দোস্ত সাহেবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গার চেষ্টা দেখি।" ফুফু আম্মা কতকটা বিস্মিত কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বউএর কাছে গেলেন।

এদিকে উকিল সাহেব দেখিলেন, তাঁহার দোস্তের দাঁত লাগিয়াছে। আরামের শরীর, রাত্রিতে মাথায় পানি না দিয়া তিনি পকেট হইতে একটি ঔষধ বাহির করিয়া তাঁহার নাকের নিকট ধরিলেন। ৫।৬ মিনিট পর জোরে নিশ্বাস চলিল, তার পর নুরল এস্‌লাম চক্ষু মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন, উকিল সাহেব বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

নুরল। "দোস্ত, তুমি এসেছ? আমার প্রাণের আনোয়ারা"—আবার অজ্ঞান হইলেন। উকিল সাহেব চিন্তিত হইলেন। শেষে ইতস্ততঃ করিয়া সাহসের সহিত, মাথায় ঠাণ্ডা পানির ধারা দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর নুরল আবার চক্ষু মেলিলেন, 'আবার আমার আনোয়ারা কোথায় বলিয়া' উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। উকিল সাহেব বলিলেন,

"তুমি আশ্বস্ত হও, তিনি ফুফু আম্মার ঘরে আছেন।" নুরল উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "মিথ্য কথা, তাহাকে আর পাইব না।" উকিল সাহেব ও নুরল এস্‌লামকে আশ্বস্ত করার জন্য কহিলেন "আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি ফুফু আম্মার ঘরে আছেন, একটু পর দেখিতে পাইবে।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন "তবে আমি এখনই দেখিতে"—এই বলিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং 'কোথায়' বলিয়া খাট হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন। উকিল সাহেব তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি অত অস্থির হইও না, অসুখ শরীর; পড়িয়া যাইবে।"

নুরল। "আমার ব্যারাম সারিয়া গিয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দাও।" বাস্তবিকই তখন তাঁহাকে সুস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উকিল সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "চল, আমিও সঙ্গে যাইতেছি।"

এদিকে ফুফু আম্মা ও দাসীর যত্ন চেষ্টায় আনোয়ারা অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। নুরল ঘরে প্রবেশ করিলে সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। তখন অন্যান্য সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নুরল আনোয়ারার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন, মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার গোলাপ-গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে।

পলকে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সতী জাগ্রতে যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। স্বামীর হস্তস্পর্শে তাহার শিরায় শিরায় তাড়িত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সে অভাবনীয় শক্তি লাভে শয্যায় উঠিয়া বসিল। কাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। যেন শতাব্দির বিচ্ছেদের পর, পরস্পরের সন্দর্শন, কিন্তু উভয়ে নীরব। যেন বিশ্বের যাবতীয় প্রেমপ্রীতি সুখ-শান্তি একীভূত হইয়া দম্পতির বাক্‌শক্তিকে চাপিয়া ধরিয়াছে।

তাই তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও মুখ ফুটিতে পারিতেছেন না। এই সময় উষা দেবী, দম্পতির এই স্বর্গীয় প্রেমলীলা দর্শনেচ্ছায় পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিয়া আসিয়া লীলাগৃহের বাতায়নে উঁকি মারিল। তিনটা দুষ্ট কোকিল, নুরল এস্‌লামের আম্রকাননের আশে পাশে পত্রান্তরালে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা 'কি কর উষা' বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। উষা চোক রাঙ্গাইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু দুষ্টেরা তাহাকে আরও ক্ষেপাইয়া বাতায়ন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিল। নুরল এস্‌লাম এই সময় মৌনতা ভঙ্গ করিয়া আনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" আনোয়ারা নিরুত্তর।

নুরল। "এ ঘরে আসিয়াছ কেন?"

আনো। "ফুফু আম্মা ধরাধরি করিয়া পাল্কীর ভিতর হইতে আমাকে এ ঘরে আনিয়াছেন।"

নুরল। "আমাকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছিলে?"

আনো। "বলিব না।"

"আমাকে না বলিবার তোমার কিছু আছে নাকি?"

আনোয়ারা লজ্জিত হইল এবং উত্তর চাপা দেওয়ার জন্য কহিল, "আপনার শরীর কেমন আছে?"

নুরল। "তোমাকে পাইয়া নব-জীবন লাভ করিয়াছি। আমার যেন কোন পীড়া হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।" আনোয়ারা নুরল এস্‌লামের পদ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি যদি সতী হই, কায়মনোবাক্যে যদি খোদাতালার নিকট আপনার আরোগ্য জন্য মোনাজাত করিয়া থাকি, তবে অদ্য হইতে আপনি নীরোগ হইবেন।"

নুরল। "তুমি যে কোন্ সাধনা বলে আমাকে যমদ্বার হইতে ফিরাইতেছ, বুঝিতেছি না। সত্যই এখন আমার কোন পীড়া নাই। আশ্চর্য্যভাবে শরীরে বলাধান হইয়াছে।" আনোয়ারা স্মিতমুখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কোন উত্তর করিল না।

নুরল। "এস ঘরে যাই।"

আনো। "আমার শরীর দুর্ব্বল। উঠিতে পারিব না। এখানে বসিয়াই ফজরের-নামাজ (১) পড়িব।"

নুরল এস্‌লাম আর কিছু বলিলেন না। আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন। বসন্তের প্রাতঃসমীরণস্পর্শে তিনি যারপর নাই সুখবোধ করিতে লাগিলেন। যষ্টিহস্তে কিয়ৎক্ষণ প্রাঙ্গণে পদচারণ করিয়া, বহির্ব্বাটীর উদ্যানসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উকিল সাহেব এই সময় ঘুম হইতে জাগিলেন। তিনি নুরল এস্‌লামকে বাগানপাশে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, "কাতর শরীর লইয়া এত প্রত্যুষে উঠিয়াছ কেন?"

নুরল। "আজ আমার শরীর খুব সুস্থবোধ হইতেছে; আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় উঠিয়া ইজিচেয়ারে উপবেশন করিলেন। উকিল সাহেব এই বৈঠকখানা ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন।

উকিল। "সই কেমন আছেন?"

নুরল। "অনেকটা ভাল, কিন্তু তার কথাবার্ত্তায় আমি বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছি।"

উকিল। "সে কেমন?"

(১) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের নামাজ।

নুরল। "রাত্রিতে তার ঘর হইতে উঠিয়া যাওয়া, চেষ্টা করিয়া না পাওয়া, পাল্কীতে চড়া, ফুফু আমার ঘরে শোওয়া, তার সুস্থ শরীর দুর্ব্বল হওয়া,—এই সকল কারণ জিজ্ঞাসা করায় 'বলিব না' বলিয়া উত্তর দেওয়ায় মনে অত্যন্ত খট্‌কা লাগিয়াছে।"

উকিল। (সহাস্যে) "সইএর প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে নাকি ?"

নুরল। "তারপ্রতি আমার বিশ্বাস, হিমাচল হইতেও অচল অটল।"

উকিল। "তবে এস নামাজ পড়ি।"

উভয়ে একত্রে ফজরের নামাজ পড়িলেন। উকিলসাহেব বেহারা-দিগকে পাল্কী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া পোষাক পরিতে লাগিলেন।

নুরল। "কোথায় যাইবে ?"

উকিল। "একটু বেলগাঁও হইতে বেড়াইয়া আসি। তারপর তোমার মনের খট্‌কা দূর করিব।"

রাত্রির ঘটনা সরলা ফুফু আম্মা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আনোয়ারা কাহার যেন দৈত্যবৎ মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। পলমাত্র কাল স্পর্শ-কাঠিন্য অনুভব করিয়াছিল, আর কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিতেও পারে নাই, তাহার সেই মুহূর্ত্তমাত্রের ক্ষীণ-স্মৃতি পতির আরোগ্য-জনিত আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আনোয়ারার কি হইয়াছিল ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বেলগাঁও হইতে জেলা পর্য্যন্ত নৈর্ঋতকোণে যে বাঁধা সড়ক আছে তাহা রতনদিয়ারের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রতনদিয়ার হইতে সেই পথে এক মাইল গেলে, প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া সড়কের উভয় দিকে নিবিড় বেতস বন, নিম্ন সমতলে অবস্থিত। দুই খানি গাড়ী বা পাল্কী পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসিভাবে পাশাপাশি হইয়া যাতায়াত করিতে পারে, সড়কের প্রস্থ এই পরিমাণ। পাপিষ্ঠেরা আনোয়ারাকে অজ্ঞানাবস্থায় পাল্কীতে তুলিয়া এই সংকীর্ণ বেতসবন-পথের মধ্যস্থলে আসিলে, অদূরে সম্মুখে আলো দেখিতে পায়, গণেশ ও কলিম পাল্কীর সম্মুখে ছিল। গণেশ কহিল, "ভাই আব্বাস, প্রমাদ দেখিতেছি।" আব্বাস, "কেনরে কেন ?"

গণেশ। "সম্মুখে আলো দেখিতেছি।" আব্বাস লম্ফ দিয়া গণেশের স্থান অধিকার করিল, গণেশ পশ্চাতে হটিয়া গেল।

আ। "পাল্কী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

কলিম। "পাল্কী ত বটেই, আবার এক খানা নয়, দুই খানা।"

আ। "হাজার খানা হোক, হাতে কি লাঠি নাই ?"

কলিম। "ওরে, আবার দুই পাল্কীর আগে পিছে যে অনেক লোক দেখিতেছি।" আব্বাসের মুখ শুখাইল। তথাপি সে সাহসে ভর করিয়া কহিল, "আমাদের পাল্কীতে বাতি আছে। উহারা আমাদিগকে কিছু বলিবে না।" পাপিষ্ঠেরা আনোয়ারাকে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া পাল্কীর সম্মুখে অসম-সাহসে আলো জ্বালিয়া লইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে সম্মুখের পাল্কী নিকটে আসিল। পাল্কীর আছে পাছে কনেষ্টেবল দুইজন, চৌকীদার দশ বার জন। অগ্রগামী কনেষ্টেবল আব্বাস-দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্‌কি পাল্কী কাঁহাছে আতা হ্যায় ?"

আব্বাছ। "ষ্টিমারঘাট্‌ছে।"

কনে। "কাঁহা যাতা হ্যায় ?"

আ। "জেলাকো উপর।"

কনে। "পাল্কীকা আন্দর্‌ কোন্‌ হ্যায় ?"

আ। "উকিল সাহেবকা বিবি হ্যায়।"

"কোন্‌ উকিল সাহেবকা ?" আব্বাস উকিল সাহেবের নাম জানে না। দুই এক বার ফিয়ালসানি মোকর্দ্দমায় পড়িয়া পিতার সহিত উকিল সাহেবের বাসায় গিয়াছিল মাত্র। উকিল সাহেব খুব জবরদস্ত নামজাদা এবং মুসলমান, সে এই মাত্র জানিত। তাই কনেষ্টবলের কথার উত্তরে বলিল, "মসলমান্‌ উকিলকা" অসম্পূর্ণ উত্তর শুনিয়া কনেষ্টেবলেরা হাসিয়া উঠিল। গণেশ ভাবিল, আব্বাস ঠকিয়া গিয়াছে, মুসলমান উকিলের নামে বিপদ্‌ কাটিবে না। এইরূপ ভাবিয়া সে কহিল, "সিপাই সাহেব, ও শালা লোক বোকার ওস্তাদ থা। চূড়নকে ঢেঁকি বলিয়া ফেল্‌তা হ্যায়। পাল্কীর ভিতর ডেপুটি বাবুর মেম সাহেব বিবি হ্যায়।" কনেষ্টেবলেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পাল্কী মধ্য হইতে ডেপুটী গণেশবাহনবাবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই তিন মিনিটে এই সকল কথার রহস্য হইল। এই সময় মধ্যে আব্বাস আলী-দিগের পাল্কী ডেপুটী বাবুর পাল্কী অতিক্রম করিয়া আর এক পাল্কীর সম্মুখীন হইল। এ পাল্কীরও আগে পাছে লোকজন পাইক প্যাদা।

ডেপুটী বাবু নিজ পাল্কী থামাইয়া অনুচরদিগকে কহিলেন, "আভি ওছকা পাল্কী পাকড়লেও।" পশ্চাদ্বর্ত্তী পাল্কী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "উকিল সাহেব, আপনার সঙ্গের লোক দিয়া সম্মুখের পাল্কী ঠেকাইয়া দেন।" কথানুসারে কার্য্য হইল। ডেপুটী বাবু হাঁটিয়া উকিল সাহেবের পাল্কীর নিকট উপস্থিত হইলেন। আব্বাসআলী ও কলিম প্রভৃতি তখন অনন্যোপায়ে লাঠি অবলম্বনে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আব্বাসের লাঠির আঘাতে একজন কনেষ্টেবল ও দুইজন চৌকীদার আহত হইল। কলিম একজন বেহারা ও তিন জন চৌকীদারকে ধরাশায়ী করিল। ডেপুটী বাবু ও উকিল সাহেব দুইটি লোকের পরাক্রম দেখিয়া অবাক্ হইলেন; কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। অবশিষ্ট চৌকীদার ও কনেষ্টেবলের অবিশ্রান্ত যষ্টি-প্রহারে তাহারা মাটীতে পড়িয়া গেল। খাদেম ও গণেশ পলাইতে চেষ্টা করিয়া সড়কের নীচে গড়াইতে গড়াইতে বেতসবনে আটকাইয়া পড়িল। দুই জন বেহারারও ঐ দশা ঘটিল। চৌকীদারগণ তাহাদিগকে পরে খুঁজিয়া বাহির করিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'গণেশ ভীরু ও মাথা পাগলা,' সে যখন ধরা পড়িল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "শালা আব্বাস, এখন কোথায় গিয়াছ? সতীকে ত ছুঁতেও পার্‌লি না, মাঝে থেকে গণেশ বেটার প্রাণ যায়। হায় হায়, জাতিও গেল, পেটও ভরিল না" চৌকীদার হাসিয়া কহিল "আরে চল্ চল্, তোদের সকলেই সড়কের উপরে আছে, চল্ সেখানে গেলে টের পাবি এখন।"

গণেশ। "বাবা, বেতের কাঁটায় বিলক্ষণ টের পাইয়াছি। দেখ না, গা দিয়া রক্তগঙ্গা ছুটিয়াছে। ইহার উপর আর টের পাওয়াইলে

প্রাণের আশা কোথায় ?” চৌকীদার হাসিতে হাসিতে গণেশের হাত ধরিতে উদ্যত হইল।

গণেশ। “চৌকীদার বাবা, আমাকে মের না বাবা। আমি কোন দোষ করি নাই বাবা। আমি তোমার বাবা, না না, তুমি আমার বাবা। আমাকে রক্ষা কর বাবা।” এই বলিয়া সে সড়কের উপর উঠিল। চৌকীদার, খাদেম ও দুই জন বেহারাকে বাঁধিয়া সেই সঙ্গে উপরে আনিল।

ডেপুটী বাবু উকিল সাহেবকে কহিলেন, “দেখুন, পাল্কীর ভিতর কে আছে ?” একজন চৌকীদার আলো ধরিল, উকিল সাহেব স্বহস্তে পাল্কীর দরওজা খুলিয়া দেখিলেন, এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী অজ্ঞানাবস্থায় পাল্কীতে পড়িয়া আছে ; তাহার মুখে কাপড় গোঁজা। উকিল সাহেব মুখের কাপড় টানিয়া বাহির করিলেন, যুবতী গোঙাইয়া উঠিল এবং তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত নির্গত হইয়া পড়িল। উকিল সাহেব বাতির আলো তাহার মুখের কাছে ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। দৃষ্টিমাত্র তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “জলদী পানি।” ইংরেজী ভাষায় কহিলেন “ডেপুটী বাবু, আমার যে বন্ধুকে দেখিতে যাইতেছি, হায়! হায়! তাঁহারই সর্ব্বনাশ। তাঁহারই স্ত্রী অজ্ঞানাবস্থায় পাল্কীতে পড়িয়া, গলাদিয়া রক্ত উঠিয়াছে।” ডেপুটী বাবু “এঁ্যা বলেন কি ?” বলিয়া কনেষ্টেবল ও চৌকীদারগণকে কড়া হুকুম দিলেন, “বেটারা যেন কেহ পলাইতে না পারে, বিশেষ সাবধানে শক্ত করিয়া সকলকে বাঁধিয়া ফেল।” ডেপুটী বাবুর হুকুম শুনিয়া গণেশ কহিল “হুজুর, এ শালারা বদমাইসের গোড়া, তার মধ্যে ঐ আব্বাস শালাই আদত শিকড়। শালা আমাকে ঘুম হইতে টানিয়া তুলিয়া সতী-হরণে

নিযুক্ত করিয়াছে। আমি ওর পিতার নিকট ৩০০৲ টাকা ধারী। ঐ টাকার এক পয়সাও সুদ লইবে না বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে এই পাপের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। ও টাকার বলে এ দেশের সুন্দরী কুলবধূ ও কুলকন্যা কিছু বাকী রাখে নাই। কিন্তু আজ শালার বড় আশায় ছাই পড়িল। আমাকে বাঁধিবেন না, আমি ওর সমস্ত শলা পরামর্শের কথা আপনার নিকট খুলিয়া বলিতেছি।”

ডেপুটী বাবু। “আচ্ছা, তুই যদি সত্য কথা বলিস, তবে তোকে বাঁধিব না।”

গণেশ। “হুজুর, কালীমার দিব্বি, সত্য ছাড়া একরতি মিথ্যা বলিব না। আপনি আমার সাত জন্মের বাবা।” ডেপুটী বাবু গণেশকে একজন চৌকীদারের জিম্মায় দিয়া উকিল সাহেবের নিকট আসিলেন। এদিকে, উকিল সাহেব যুবতীর মাথায় পানির ধারা দিতে দিতে সে ক্রমে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, ক্রমে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কিয়ৎক্ষণ পর অস্ফুটস্বরে কহিল “আমি কোথায় ?” উকিল সাহেব কহিলেন, “আপনি ভাল স্থানে আছেন।” যুবতী উকিল সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিল।

ডেপুটী বাবু কহিলেন “খুবই অবসন্ন হইয়াছেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন।” উকিল সাহেবের পাল্কীতে ৮ জন বেহারা ছিল। তাহাদের ৪ জন যুবতীকে স্কন্ধে লইল। ডেপুটী বাবু ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন রাত্রি ১৷৷০ টা।

পথে রওয়ানা হইয়া উকিল সাহেব ডেপুটী বাবুকে ইংরাজীতে কহিলেন, “আমার বন্ধুর এই দুর্ঘটনা যাহাতে প্রকাশিত না হয় আপনি

তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবেন। আমরা মুসলমান। ডেপুটী বাবু "আচ্ছা," বলিয়া বদমাইসদিগকে লইয়া বেলগাঁও থানার দিকে, এবং উকিল সাহেব বন্ধুপত্নীকে লইয়া বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন।

তারপর যাহা ঘটিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সে সকল কথা লিখিত হইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উকিল সাহেব বেলগাঁও উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থানার আঙ্গিনায় ও আশে পাশে চৌকীদার গিজ গিজ করিতেছে। থানার দারোগা কামদেব বাবুর উৎকোচ-প্রিয়তায় ও অর্থলোভে চৌকীদারগণ সময় মত পূরাহালে অনেক দিন যাবৎ মাহিয়ানা পায় না, তাই তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া গোল বাঁধাইয়া তুলিয়াছে। জেলার সিনিয়ার ডেপুটী সেই গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য বেলগাঁও আসিয়াছেন।

শনিবার কোর্টের কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় আসিবার সময় পথে উকিল সাহেবের সহিত ডেপুটী বাবুর দেখা। কথাপ্রসঙ্গে ডেপুটী বাবু বলেন, আগামী কল্য আমাকে বেলগাঁও যাইতে হইবে। উকীল সাহেব বলেন, আমিও তাহার সন্নিকট রতনদিয়ার গ্রামে আমার বন্ধুকে দেখিতে যাইব। ডেপুটী বাবু শুনিয়া কহিলেন, "অসহ্য গরম পড়িয়াছে, দিনে পথ চলা কঠিন; সুতরাং চলুন অদ্য রাত্রিই এক সঙ্গে যাওয়া যা'ক্।" উকিল সাহেব কহিলেন "তাহাই হ'ক্।" পরে উভয়ে রাত্রিতে আহারান্তে এক সঙ্গে গমন করিলেন। তারপর পথিমধ্যে যেরূপভাবে দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

ডেপুটী বাবু ডাকবাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। উকিল সাহেবের পাল্কী তথায় উপস্থিত হইলে, ডেপুটী বাবু তাঁহাকে [illegible] সম্ভাষণপূর্ব্বক ঘরে লইয়া গেলেন। এই সময় ঘরের ভিতর, একটি [illegible] ও একটি নবীন যুবক উপস্থিত ছিল। উকিল সাহেব আসন গ্রহণ [illegible] ডেপুটী বাবু

আগ্রহ সহকারে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বন্ধুপত্নী কেমন আছেন।"

উকিল। "অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।"

ডেপুটী। "তাঁহার পতি-পরায়ণতার শত ধন্যবাদ। এই যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছেন, এইটি বদমাইস-দলের গোড়া। ইহার নাম দুর্গা। যুবকের নাম গণেশ। নানাবিধ প্রলোভন ও কৌশলে বশীভূত করিয়া ইহাদের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আপনার বন্ধু-পত্নীর মত সতী সাধ্বী জগতে বিরল বলিতে হইবে। পতির প্রাণ রক্ষায় সরল বিশ্বাসে, সরল প্রাণে এইরূপ ভাবে প্রাণদানে উদ্যতা কোন রমণীর কথা এ পর্যন্ত কোথাও শুনি নাই, এমন কি কোন পুরাণ ইতিহাসে আছে কি না তাহাও জানি না।" এই বলিয়া তিনি উকিল সাহেবের নিকট দুর্গার কথিত জীবসঞ্চার-ব্রতের কথা ও সঞ্জীবনী লতার কথা সবিস্তার বলিলেন। উকিল সাহেব কহিলেন, "আমার বন্ধুপত্নী যে, সতীকুলকহিনুর হইবেন, তাহা আমি তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এই বৈষ্ণবীর সয়তানী কাণ্ডের কথা শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। এমন ভাবে সাধ্বী কুলবধূকে ঘরের বাহির করিবার এমন অদ্ভুত পন্থার কথা জীবনে কদাচ শুনি নাই।"

ডেপুটী। "ইহাদের কঠিন ভাবে শাস্তি দিতে হইবে।"

উকিল। "আমি আপনার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি।"

ডেপুটী। "আপনি যে এই অপহরণ বৃত্তান্ত গোপন রাখার অনুরোধ করিয়াছেন, আমি তৎসম্বন্ধে এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিতেছি।

(১) আসামীদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে গেলে, মোকৰ্দ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে হইবে, সুতরাং তথায় এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

(২) আপনার বন্ধুর ঘরজামাই ভগিনীপতি খাদেম আলী এই অপহরণের পথপ্রদর্শক আসামী। সুতরাং সৰ্ব্বাগ্রে একথা আপনার বন্ধুর বাড়ী হইতে সৰ্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

উকীল সাহেব খাদেম আলীর নাম শুনিয়া লজ্জিত ও মৰ্ম্মাহত হইলেন। সড়কের উপর সে যখন ধরা পড়ে, তখন উকিল সাহেব তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

(৩) আমি বুঝিতেছি, এই চুরী প্রকাশিত হইলে শুভ ব্যতীত অশুভ হইবে না। কারণ সীতা হরণে যেমন যুগান্তরাবধি তাঁহার সতী-মাহাত্ম্য জগতে বিঘোষিত হইতেছে, পরন্তু তাহাতে সূর্য্যবংশের গৌরবই বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, এ চুরীতে অনেকাংশে তদ্রূপ ফল ফলিবে।”

উ। “আমি ভাবিতেছি, লোকাপবাদে সতীর আবার বনবাস না ঘটে।”

ডেপুটী। “সীতার বনবাসে রামচরিত্র মলিন হইয়াছে। আপনার দোস্তের স্বভাব কেমন?”

উকিল। “এস্থলে রাম পক্ষ হইতে না হইলেও স্বয়ং সীতার দিক্ হইতেই বনবাস ঘটিতে পারে। কারণ, যে স্বামীর প্রাণ রক্ষায় অসংকোচে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যতা, সে যে তাঁহার স্বামীর লোকপবাদ দূরীকরণ জন্য স্বেচ্ছায় স্বামিসংসর্গ ত্যাগ করিবে বিচিত্র কি?”

ডিপুটী। “এমন সতী, স্বামী ত্যাগ করিতে পারে না।”

উকিল সাহেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনি জ্ঞানী, বহুদর্শী বিচার পতি। যাহা ভাল বোধ করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।"

ডেপুটী। "ইহাদিগকে এই বেলাতেই জেলায় চালান দিব। মোকর্দ্দমা গবর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া চলিবে।" তারপর হাসিয়া কহিলেন, "আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে।"

উঃ। "আপনি ত মূর্ত্তিমান্ গবর্ণমেণ্ট। ঐ পবিত্রাসনে আপনাকেই আগে পা দিতে হইবে।"

ডেঃ। (স্মিতমুখে) "তা ত বুঝিতেছি। এই গণেশ বেটাকে সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।"

উঃ। "আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বদমাইসদিগের প্রতি আপনার সন্দেহ হইয়াছিল কিরূপে?"

ডেঃ। "সে এক হাসির কাণ্ডকারখানা। মোট কথা, এই গণেশ ও আব্বাসের কথার অনৈক্য হওয়াতে আমার সন্দেহ হয়।"

"তবে এখন আসি।" বলিয়া উকিল সাহেব বিদায় গ্রহণ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আব্বাস আলী নামজাদা ধনীর একমাত্র আদরের পুত্র। দুষ্কার্য্য করিয়া এ পর্য্যন্ত কেবল অর্থবলেই রক্ষা পাইয়াছে; কখন ধরা পরে নাই। সে অদ্য থানার ঘরে বন্দী। তাহার হাতে আজ হাতকড়া। তাহার সহিত খাদেম আলী, কলিম, দুর্গা তদবস্থায় আবদ্ধ।—একথা বন্দর ময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। আব্বাস আলীর পিতা রহমতুল্যা মিঞা প্রাতঃকালে আসিয়া দারোগা বাবুকে একশত টাকার নোট দিয়া সেলাম করিয়াছেন। উকিল সাহেবের বিদায়ের পর দারোগা বাবু রহমতুল্যা মিঞাকে কহিলেন, "বড়ই কঠিন ব্যাপার, স্বয়ং জেলার বড় ডেপুটীবাবু গ্রেপ্তারকারী। তাঁর মত কড়া হাকিম এদেশে আর নাই।"

রহ। "যত টাকা লাগে দিতেছি, আপনি আমার ছেলেকে রক্ষা করুন।"

দা। "কোন উপায় দেখিতেছি না।"

রহ। "আপনি হাকিমকে যত টাকা লাগে দিয়া উপায় করুন।"

দা। "বাপরে! তবে এখনই চাকরীটি খোওয়াইয়া জেলে যাইতে হইবে।"

রহমতুল্যা মিঞা হতাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দা। "আপনি নিজে যাইয়া তাঁর পা ধরিয়া কবুল করাইতে পারেন কি না, চেষ্টা করুন। তবে ২।৪ হাজার টাকার কথা মুখে আনিবেন না। অনেক উপরে উঠিতে হইবে।"

রহমতুল্যা মিঞা তখন অসীম সাহসে ডাকবাংলায় উপস্থিত হইয়া

ডেপুটী বাবুর নিকট নিজ পরিচয় দিলেন, এবং পুত্রের রক্ষার জন্য তাঁহার পা ধরিয়া একেবারে দশ হাজার টাকা স্বীকার করিলেন। এই সময় তথায় আর কেহ ছিল না। এককালে দশ হাজার টাকা ঘুষের কথায় হাকিম প্রবরের মনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তথাপি তিনি মুখে ক্রোধ জানাইয়া কহিলেন, "তোমার এত দূর সাহস? আমার কাছে ঘুষের প্রস্তাব! তোমাকে জেলে দিব।" আব্বাস আলীর পিতা এগার হাজার টাকা স্বীকার করিলেন।

এবার ডেপুটী বাবু সদয় ভাবে কহিলেন, "এ ত আচ্ছা লোক দেখিতেছি।" আব্বাস আলীর পিতা আরও এক হাজার স্বীকার করিল।

ডেপুটী। "পা ছাড়ুন, উঠিয়া বসুন।" বলিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, লোকটাকে রক্ষা করা উচিত কি না? পরে রহমতুল্যা মিঞাকে কহিলেন, "যে ভাবের চুরী, ইহাতে আপনার পুত্র চৌদ্দ বৎসর জেলের কাবেল।" তখন আরও হাজার টাকা স্বীকার করিয়া, আব্বাসের পিতা পুনরায় ডেপুটী বাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ডেপুটী বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন। পরে বড়ে দিয়া দাবা মারিয়া জিতিবার মানসে এক নূতন চাল চালিলেন। কহিলেন, "আপনি জেলার বড় উকিল, মীর আমজাদ হোসেন সাহেবকে চেনেন?"

রহ। "চিনি, তাঁর দ্বারা অনেকবার মোকর্দ্দমাও করাইয়াছি।"

ডেপু। "তিনি এক্ষণে রতনদিয়ার তাঁহার বন্ধু নূরল এস্‌লাম সাহেবের বাড়ীতে আছেন। তিনি এই মোকর্দ্দমার সাক্ষী, আপনি তাঁহাকে বশ করিতে পারিলে, আপনার ছেলের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে

পারে।" ডেপুটী বাবুর বিশ্বাস, একযোগে বেশী টাকা উৎকোচ পাইলে উকিল তাঁহার দোস্তকে রাজী করাইয়া নিশ্চয় মোকর্দ্দমা ছাড়িয়া দিবেন।

উকিল সাহেব, রতনদিয়ার আসিয়া নাশ্‌তা (১) করিয়া সবেমাত্র বাহির বাড়ীতে আসিয়াছেন ; এমন সময় রহমতুল্যা মিঞা তথায় উপস্থিত হইলেন। উকিল সাহেব তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই জানেন। এজন্য কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। মিঞা সাহেব আদর পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। একটু পর তিনি সসম্মানে উকিল সাহেবকে নির্জ্জন উদ্যান অন্তরালে লইয়া গিয়া ছেলের চুরীর কথা বলিয়া ক্রমে ৫ হাজার হইতে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। উকিল সাহেব, লোকটা কত টাকা দিতে পারে শুধু এইটুকু জানিবার ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতে-ছিলেন ; যখন কুড়ি হাজার টাকা স্বীকার করিয়া মিঞা সাহেব তাঁহার পায়ের উপর পরিয়া গেলেন, তখন তিনি সজোরে পা ছাড়াইয়া বৈঠক-খানার দিকে চলিয়া আসিলেন। উকিল সাহেব অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার কিছুকাল পরে, নুরল এস্‌লাম যষ্টিহস্তে বাহির বাড়ীতে আসিয়া ঐ ঘটনা দেখিতেছিলেন। উকিল সাহেব বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি ?"

উকিল। "ব্যাপার চমৎকার।"

নুরল। "শুনিতে পাই না ?"

উকিল। "শুন, গত রাত্রিতে ভরাডুবার দুর্গা নাম্নী এক বৈষ্ণবী ঐ তালুকদারের পুত্র ও আরও কয়েকটি কুলপ্রদীপের সাহায্যে একটি ব্রত করিয়াছিল, কিন্তু ফল বিপরীত হওয়ায় ব্রত-সাহায্যকারীর পিতা, ব্রতের

(১) জলযোগ।

অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার নিকট কিছু দক্ষিণা লইয়া আসিয়াছিল।”

নুরল এস্‌লাম মনে করিলেন, “বন্ধু উকিল মানুষ, তালুকদারের পুত্র ভয়ানক গুণ্ডা, বোধ হয় কোন ফিয়ালসিনি মোকর্দ্দমায় পড়িয়া পুত্র-রক্ষার্থে উৎকোচ দিতে আসিয়াছেন; তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “দক্ষিণা কত?”

উকিল। “কুড়ি হাজার টাকা।”

নুরল। “গ্রহণ করিলেন না?”

উকিল। “আমাকে কি তুমি এত ছোট মনে কর?”

নুরল। “কোন্ দেবতার ব্রত করিয়াছিল?”

উঃ। “আমার সই আনোয়ারা দেবীর।”

নুরল এস্‌লামের চক্ষু বড় হইয়া উঠিল। দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

উঃ। (সহাস্যে) “ভয় নাই, দম ফেল। তোমার মনের খট্‌কা দূর করিতেছি।”

এই বলিয়া উকিল সাহেব রাত্রির সমস্ত ঘটনা ও ডেপুটী বাবুর মুখে জীব-সঞ্চার ব্রতের কথা, সঞ্জীবনী লতা তোলার কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। নুরল এস্‌লাম দম ফেলিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি স্ত্রীর অশ্রুতপূর্ব্ব পতিপরায়ণতায় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া যে সুখী হইলেন, ইহাতে উকিল সাহেবও পুলকিত হইলেন। আব্বাসের পিতা পুনরায় ডেপুটী বাবুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন কিন্তু কোন ফল হইল না।

উকিল সাহেব সোমবার প্রত্যূষে জেলায় রওয়ানা হইলেন, যাইবার সময়

সঙ্গে আনীত হেবানামা খানি বন্ধুর হস্তে দিয়া কহিলেন, "দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলাম বলিয়া ইহা তোমাকে দিয়া গেলাম, নচেৎ সতীমাহাত্মের যে ফল দেখিতেছি, তাহাতে আল্লার ফজলে উহার আর দরকার হইবে না।"

নুরল। "দোস্ত, খোদাতালার অনুগ্রহে গত কল্য হইতে সত্যই আমার শরীর বেশ সুস্থবোধ হইতেছে।"

উঃ। "আমিও সত্যই বলিতেছি, সইএর মত স্ত্রী যার, তিনি অজর অমর।" নুরল এস্‌লাম কহিলেন, "দানের বস্তু আর প্রতিগ্রহণ করিব না। আল্লায় ভাল রাখিলে অবসর মত উহা রেজেষ্টরী করিয়া দিব।"

উকিল সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। নুরল এস্‌লাম দলিলখানি লইয়া স্ত্রীর হস্তে দিলেন।

অনন্তর আনোয়ারার ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষায় নুরল এস্‌লাম অল্প দিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পতির আরোগ্য লাভে সতীর মনে আনন্দ আর ধরে না। এজন্য সতী খোদাতালার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এক দিন আনোয়ারা তাহার শয়ন ঘরের যাবতীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি দাসীকে রৌদ্রে দিতে আদেশ করিল। দাসী একে একে বালিশ গদি তোষক বস্ত্র প্রভৃতি রৌদ্রে দিল। আনোয়ারা সঞ্জীবনী লতা তুলিবার পূর্ব্বরাত্রি স্বামীকে যে চিরবিদায়-লিপি লিখিয়া তাঁহার উপাধাননিম্নে রাখিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। নুরল এস্‌লামেরও ইতিপূর্ব্বে তাহা হস্তগত হয় নাই। দাসী বালিশের নীচের সেই চিঠি আবশ্যকীয় মনে করিয়া মনিবের একটি আচকানের পকেটে রাখিয়া দিল।

পরিণাম-পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আব্বাস আলী প্রভৃতি বদমাইসেরা জেলায় আসিয়া হাজতে পচিতে লাগিল। বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া আব্বাস আলীর পিতা ছেলের হাজত-মুক্তির জন্য জামিন মঞ্জুর করাইতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারান্তে মোকর্দ্দমা দায়রায় দিলেন। আব্বাস আলীর পিতা বারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন, খাদেম আলীর পিতা বেলগাঁওএর দোকান-পাট ও গোপীনপুরের তালুক বিক্রয় করিয়া আব্বাস আলীর পিতার সহিত এজমালিতে মোকর্দ্দমার খরচ চালাইতে লাগিলেন। কলিমের পিতা ও গণেশের অভিভাবক প্রভৃতি ব্যয়বাহুল্য করা নিষ্ফল মনে করিলেন। জজ সাহেবের আদেশানুসারে জনৈক উকিল জজের অনুমতি অনুসারে আনোয়ারার জবানবন্দী লইতে রতনদিয়ার আসিলেন। আসামীর বারিষ্টারও সঙ্গে আসিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও একজন উকিল নিযুক্ত হইলেন।

নুরল এস্‌লাম স্ত্রীকে কহিলেন, "তোমার জোবানবন্দী করিতে জেলা হইতে উকিল বারিষ্টার আসিয়াছেন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পতিপ্রাণবিধুরা আনোয়ারার সেই করাল-কাল রাত্রির মুহূর্ত্ত মাত্রের ক্ষীণ স্মৃতি পতির আরোগ্যজনিত আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই সে স্বামীর কথার উত্তরে কহিল "কিসের জোবানবন্দী ?"

নুর। "যে যোগ সাধনায় এই খাকছার-(১) কে আজরাইলের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ ?"

(১) অকিঞ্চন

আনো। "আল্লাহতায়ালার দয়ায় রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার আবার জোবানবন্দী কি ?"

নুরল, দুর্গা বৈষ্ণবীর সয়তানী লীলা ও ষড়্‌যন্ত্রের কথা বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "দোস্ত সাহেব পাপিষ্ঠদিগের শাস্তির জন্য এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। সেই মোকর্দ্দমায় তোমার জোবানবন্দীর দরকার।"

আনোয়ারা বৈষ্ণবীর বজ্জাতীর কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল। লজ্জায় ঘৃণায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি শেষে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল "উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হয় না ?"

নুর। "আমি তোমার মনের উন্নত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ছাড়িয়া দিবার অধিকারী আমরা নহি। স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট বাদী ; তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে পাপীকে শাস্তি প্রদান করিলেই জগতের মঙ্গল বিধান করা হইবে।"

আনো। "আমি কেমন করিয়া জোবানবন্দী দিব ?"

নুর। "সেই রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে উকিল বারিষ্টার তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি তাহার উত্তর দিবে।"

আনো। (প্রেম কোপে স্বামীর দিকে চাহিয়া) "উকিল বারিষ্টারের মুখে আগুন। আনোয়ারা খাতুন তাহাদের সহিত কথা বলিবে ?"

নুর। (হাসিমুখে) "পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর দিবে, তা'তে দোষ কি ?"

আনো। (অভিমান কটাক্ষে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "দেশমান্য দেওয়ান সাহেবের অসূর্য্যম্পশ্যা সহধর্ম্মিণী পরপুরুষের সহিত কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করে।"

নুর। "তবে জোবানবন্দী কিরূপে দিবে ?"

আনো। "উকিলের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর অন্দর হইতে লিখিয়া দিব।"

নুরল এসলাম তখন স্বপক্ষের উকিলকে যাইয়া কহিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীর লিখিত-জোবানবন্দী গ্রহণ করুন।"

উকিল। "আইনানুসারে লিখিত জোবানবন্দী গ্রাহ্য নহে।"

নুরল এস্‌লাম অগত্যা স্ত্রীকে অনেক উপদেশ দিয়া মৌখিক জোবানবন্দী দিতে বাধ্য করিলেন। আনোয়ারা স্বামীর আদেশে মরমে মরিয়া পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া অনুচ্চভাষে উকিল বারিষ্টারের কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিল।

গবর্ণমেণ্টের উকিল, দুর্গা বৈষ্ণবীর ভিক্ষা করা হইতে আরম্ভ করিয়া বদমাইস গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া একে একে সসম্মানে আনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আনোয়ারা যাহা স্মরণ ছিল, সমস্ত কথার উত্তর দিল। বাহুল্য ভয়ে এখানে তৎসমস্ত উল্লিখিত হইল না; কিন্তু আনোয়ারা যেরূপ সত্যতা ও তেজস্বিতার সহিত উকিলের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহাতে আসামীর বারিষ্টার আসামীকে রক্ষা-করা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তবে আসামীর আশু মনোরঞ্জন জন্য আনোয়ারাকে নিম্নলিখিতরূপ কয়েকটি জেরা করিলেন।

বারিষ্টার। "আপনি কত রাত্রিতে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন ?"

আনো। "দুপর রাতে ১২ টায়।"

বা। "আপনি কি ঘড়ি দেখিয়া বাহির হইয়া ছিলেন ?"

বা। "আপনার সঙ্গে আর কেহ ছিল না?"

আনো। "না।"

বা। "অত রাত্রিতে একাকিনী ঘরের বাহির হইতে আপনার ভয় হইল না?"

আনো। "না।"

বা। "অমন সময়ে পুরুষ মানুষের ভয় হয়, আর আপনার হইল না?"

আনো। "নিরুত্তর।"

বা। "যখন বাহির হন, তখন আপনার স্বামী কোথায় ছিলেন?"

আনো। "ঘরে।"

বা। "নিদ্রিত না জাগ্রত?"

আনো। "নিদ্রিত।"

বা। "বাহিরে যাইতে আপনাকে কেহ ডাকিয়া ছিল কি?"

আনো। "কেহ না।"

বা। "তবে কোন্ সূত্রে বাহিরে গেলেন?"

আনো। "বৈষ্ণবীর সঙ্কেতানুসারে।"

উকিল বাবু বারিষ্টার সাহেবকে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি ওসকল কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং পুনরায় জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।" বারিষ্টার-প্রবর ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আনার প্রয়োজন আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

উকিল। "আচ্ছা করুন।"

বা। "আপনি বাহিরে যাইয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন?"

আনো। "কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, তবে ভীষণ দৈত্যের মত হঠাৎ কে যেন আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া তখন আমার গলা টিপিয়া ধরিল।"

বা। "আপনি তখন কি করিলেন?"

আনো। "জানি না।"

অতঃপর ব্যারিষ্টার জেরা করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিয়া চুপ করিলেন। জজের প্রতিনিধি আনোয়ারার জোবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া যথাসময়ে জজ সাহেবের নিকট দাখিল করিলেন।

যথাসময়ে জজকোর্টে মোকর্দ্দমা উঠিল। ডিপুটী বাবু ও উকিল সাহেব একে একে সাক্ষ্য দিলেন। বারিষ্টার সাহেব ডেপুটী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সময় আপনারা বদমাইস্ গ্রেপ্তার করেন, তখন রাত্রি কত?"

ডেপুটী। "১২টা ১৫ মিনিট।"

বা। "ঘটনাস্থল হইতে রতনদিয়ার কতদূর?"

ডেপু। "ঠিক জানি না।"

বারিষ্টার, উকিল আমজাদ সাহেবকে একটু কৌশলের সহিত জেরা করিলেন "আপনারা যখন আসামী গ্রেপ্তার করেন, তখন রাত্রি কত?"

উঃ। "১২ টা ১৫ মিনিট।"—বারিষ্টার সাহেবের মুখে মলিনতার ছায়া পড়িল।

বাঃ। "ঘটনাস্থল হইতে আপনার দোস্তের বাড়ী কতদূর?"

উঃ। "১½ মাইল।"

গণেশও সাক্ষিরূপে সরলমনে সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। আব্বাস কলিম প্রভৃতি পাষণ্ডেরা দুর্গা বৈষ্ণবীর সাহায্যে যেরূপ কৌশলে কুল-

বধূগণকে ঘরের বাহির করে, অতি বিশ্বাস্য-প্রমাণ প্রয়োগে গণেশ সে সকল কথা বলিয়া গেল। বারিষ্টারের জেরার উত্তরে সে বলিল, আমরা বড়বাবুর স্ত্রীকে পাল্কীতে তুলিয়াই বিড়ালপুর গ্রামের দিকে ছুটিয়াছিলাম, তথায় আব্বাস আলীর ন্যায় আর একটা লোকের বাড়ী। সে আব্বাস আলীদিগের খাতক। তথায় বড় বাবুর বিবিকে লইয়া রাখিবার কথা বার্ত্তা পূর্ব্বেই সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পথেই ধরা পড়িলাম।

অতঃপর উকিল বারিষ্টারের বক্তৃতা ও আইনঘটিত যুক্তি তর্কের কথা জজ সাহেব শুনিলেন। তদনন্তর জুরীদিগকে মোকর্দ্দমার অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন।

পরিশেষে জজ সাহেব রায় লিখিয়া হুকুম দিলেন, "আব্বাস আলী ও দুর্গা বৈষ্ণবীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর, কলিম ও খাদেম আলীর প্রতি ৪ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। বেহারাগণের এক বৎসরের শাস্তি হইল। সদাশয় জজ, রায়ে আনোয়ারার সরলতা ও পতি পরায়ণতার উল্লেখ করিতেও ত্রুটি করিলেন না।

আব্বাস আলী ও খাদেমের পিতা হায় হায়, করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। দেশময় রাষ্ট্র হইল,—বেলগাঁও জুট আফিসের বড় বাবুর বিবিকে ঘরের বাহির করিতে যাইয়া গুণ্ডাদলের নিপাত হইল। দীন-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কুল ললনাগণ আনোয়ারাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "মা তোমার সতীপণায় আজ হ'তে আমাদের জাতি মান রক্ষা হইল।" অনেক গুণ্ডাভীত-মহিলা কেহ কালীর দুয়ারে, কেহ মসজিদে মানত শোধ করিল। কেবল সালেহার মা মাথা কুটিয়া আনোয়ারাকে

অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। এক দিন মাতার এই অবৈধ গালাগালি শুনিয়া সালেহা তাহার প্রতিবাদ করিল। মা ক্ষিপ্তার ন্যায় হইয়া সালেহাকে স্বহস্তে প্রহার করিলেন। কন্যা দুঃখে অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট হইতে যাইয়া, আনোয়ারার নিকট উপস্থিত হইল। আনোয়ারা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। খাদেম আলীর পিতা সর্ব্বস্ব হারাইয়া সপরিবারে ভগ্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নুরল এস্‌লাম পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কোম্পানির কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নুরল এস্‌লামের পরবর্ত্তী জীবনের ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, বেলগাঁও বন্দরের একটি চিত্র এস্থলে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

স্রোতবাহিনী * * সরিতের সৈকতসমন্বিত পশ্চিম তটে অৰ্দ্ধবৃত্তাকারে বেলগাঁও বন্দর অবস্থিত। বন্দরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে কোম্পানির পাটের কারখানা ও আফিস ঘর। নাতি বৃহৎ আফিস গৃহ করগেট টিনে নির্ম্মিত, দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সদর দরজার দক্ষিণ মুখে। পশ্চিমের প্রকোষ্ঠে বড় বাবু নুরল এস্‌লাম, পূর্ব্ব প্রকোষ্ঠে ছোট বাবু রতীশচন্দ্র সরকার কার্য্য করেন। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকে কোম্পানির মূলধন থাকে, তাহা পশ্চিম প্রকোষ্ঠে বড় বাবুর জেম্মায়। গ্রীষ্মকালে তটিনীর সৈকত সীমা পূর্ব্বদিকে বহু দূর বিস্তৃত হয়, এজন্য এই সময় বন্দরে পানির বড়ই কষ্ট হয়। সদাশয় জুট ম্যানেজার সাহেব, সর্ব্ব সাধারণের এই পানির কষ্ট নিবারণের জন্য কোম্পানির অর্থে, আফিস ঘরের পশ্চিমাংশে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ও উত্তরে দুইটি শাণ বাঁধাঘাট। পূর্ব্বের ঘাট দিয়া আফিসের লোকে ও উত্তরের ঘাটদিয়া সাধারণ লোকে পানির জন্য যাতায়াত করে। পশ্চিম পাড়ে নানাবিধ আগাছা ও লতা গুল্মে পূর্ণ, দক্ষিণ চালায় কোম্পানির ফলবান্ বৃক্ষের বাগান। আফিস ঘরের উত্তর দিকে অনতি দূরে বড় বাবুর বাসা। বাসার উত্তর প্রান্তে জুম্মা মস্‌জিদ। মস্‌জিদের বায়ু কোণে বাজার, সোম ও শুক্রবারে বন্দরে হাট বসে। বন্দরের পশ্চিমাংশে থানার ঘর। তাহার পশ্চিম

দক্ষিণে কিছুদূরে বারাঙ্গণাপল্লী, রতীশ বাবুর বাসা বন্দরের উপর সদর রাস্তার ধারে। তাঁহার চরিত্র মন্দ। এক রক্ষিতা রাখিয়াছেন। উপার্জ্জিত অর্থ তাহার সেবাতেই ব্যয়িত হয়। রতীশ বাবু বড় বাবু অপেক্ষা কিছু বেশী দিনের চাকর। তিনি ধূর্ত্তের শিরোমণি, অসৎকার্য্যে তাঁহার অদম্য সাহস, মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা। বড় বাবুর নিযুক্তের পূর্ব্বে তিনি অসদুপায়ে মাসে ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। যাচনদার দাগু বিশ্বাস পুরাণ চাকর। সে সয়তানের ওস্তাদ, মাসিক বেতন ৯৲ টাকা। বড় বাবুর আসিবার পূর্ব্বে তাহারও ৩০।৩৫ টাকা আয় হইত। নিম্নপদে আরও ৭।৮ জন চাকর আছে, তাহাদের উপরি আয়ও ঐ অনুপাতে হইত। ভিজা পাট শুক্না বলিয়া চালাইয়া, ১০০ মণে একমণ কম করিয়া, পাইকার বেপারীগণের নিকট দস্তুরী ও ঘুস লইয়া দুষ্টেরা উল্লিখিতরূপে উপরি আয় করিত। এইরূপ করিয়া তাহারা কোম্পানির সমূহ টাকা ক্ষতি করিত। আবার ভিজা পাট চালান দেওয়ার দরুণ অনেক সময় কলিকাতায় ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কমদরে কোম্পানির পাট বিক্রয় হইত। ইহাতেও কোম্পানির অনেক টাকা লোকসান হইত। নুরল এস্‌লাম কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনেই ব্যবসায়ের অবস্থা বুঝিয়া উঠিলেন। নিমকহারাম চাকরদিগের বিশ্বাস ঘাতকতায় কোম্পানি যে আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন না, তিনি তাহা টের পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং দুষ্টদিগের কার্য্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অল্প দিনেই দুষ্টদিগের উপরি আয় বন্ধ হইয়া আসিল। বুভুক্ষিত আহারনিরত হিংস্র পশুর মুখের গ্রাস সরাইলে তাহারা যেমন রুখিয়া উঠে, ভৃত্যগণ নুরল এস্‌লামের প্রতি

প্রথমতঃ সেইরূপ খড়্গাহস্ত হইল। শেষে, তাঁহাকে জব্দ ও পদচ্যুত করিবার জন্য নানা ফন্দী পাকাইতে লাগিল। এই সময় হইতে সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল। কিন্তু গত ৩ বৎসর মধ্যে নীচাশয়দিগের বাসনা পূর্ণ হইল না। এদিকে বিশ্বস্ততা ও ব্যবসায়-নৈপুণ্যে উত্তরোত্তর নুরল এস্‌লামের পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ছয় মাস কাতর থাকায় রতীশ বাবু তাঁহার স্থলে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে আফিসের সমস্ত চাকরের উপরি আয়ের পুনরায় বিশেষ সুবিধা হইল, এজন্য তাহারা রতীশ বাবুর একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। ছয় মাস পর রোগমুক্ত হইয়া নুরল এস্‌লাম যখন পুনরায় কার্য্য গ্রহণ করিলেন, তখন অর্থপিশাচ ভৃত্যগণের মাথায় যেন আবার বজ্র পড়িল। তাহারা এখন হইতে প্রাণপণ চেষ্টায় নুরল এস্‌লামের ছিদ্রান্বেষণে ও অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাস আলীদিগের কারাগারে যাইবার কিছুদিন পর, এক দিন রাত্রি ১১ টার সময় স্থানীয় সব রেজিষ্টার সাহেবের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, নুরল এস্‌লাম নিজ বাসায় যাইতেছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রতীশ বাবুর বাসা, বন্দরের উপর সদর রাস্তার ধারে। নুরল এস্‌লাম, ঐ বাসার নিকটে আসিলে শুনিতে পাইলেন ৩।৪ জন লোক তথায় বসিয়া গল্প করিতেছে। একজন লোক কহিল "রতীশ বাবু, আজ কাল পাওয়া খোওয়া কেমন ?"

রতীশ। "নেড়ে দাদা কাজে আসা অবধি পাওয়া খোওয়া চুলোয় গেছে।"

১ম ব্যক্তি। "রতীশ বাবু, আপনি যাই বলুন, আপনাদের বড় বাবু লোকটি মন্দ নয়। আজকালকার বাজারে অমন খাঁটি লোক পাওয়া দুর্ঘট। বেচারার কথা মিষ্ট, ব্যবহার উত্তম, চরিত্র দেবতার ন্যায়।"

রতীশ। (গরম মেজাজে বলিলেন) "তুমি বুঝি বড় বাবুর ঘোড়ার ঘাসী ? নইলে অসতী স্ত্রীলোক লইয়া ঘর সংসার করিতে যে ঘৃণা বোধ করে না, তুমি তারই গুণগান করিতে বসিয়াছ।"

২য় ব্যক্তি। "আপনি বলেন কি ? বড় বাবুর স্ত্রীর সতীপণায়, গুণ্ডা-গণের হাত হইতে এদেশ রক্ষা পাইয়াছে।"

৩য় ব্যক্তি। "আমরাও শুনিয়াছি, মোকর্দ্দমার ঘটনা শুনিয়া জজ সাহেবও তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।"

রতীশ। "আব্বাস আলীর মত গুণ্ডার হাতে যে স্ত্রীলোক একবার

পড়িয়াছে, তাহার যে সতীত্ব আছে,' তাহা তুমি শপথ করিয়া বলিলেও বিশ্বাস করি না। স্বয়ং সীতাদেবী হইলেও না।" নুরল এস্‌লামের খানা বাড়ীর প্রজা নবাবআলী ওরফে নবা নামক একটি লোক, তথায় উপস্থিত ছিল। সে বলিল, "মুনিবের বিবি বলিয়া বলিতে ভয় হয়, কিন্তু ছোট বাবু যা বলেন, আমারও ত তাই মনে হয়।" নুরল এস্‌লাম ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন। রতীশ বাবুর শেষ উক্তি নুরল এস্‌লামের কর্ণভেদ করিয়া সবেগে সজোরে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবিদ্ধ হইল। তিনি দমবন্ধ করিয়া বাসায় আসিলেন। হায়! বিনা মেঘে অশনিপাত হইল। নুরল এসলাম শয্যায় পড়িয়া হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হায়, কি শুনিলাম, ক্ষয়কাসে মৃত্যু হইলেও ভাল ছিল। তাহা হইলে এমন ঘৃণিত কথা আর শুনিতে হইত না।"

অপরিসীম যাতনায় তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। শয্যা কণ্টক অপেক্ষাও তীক্ষবিদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি সারা রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলেন। প্রাতে শান্তিলাভ বাসনায়, ধীরে ধীরে মস্‌জিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। নামাজ অন্তে উদ্ধকরযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়! যদি রোগে রক্ষা করিলে, তবে এ দুর্ভোগ কেন? হৃদয়ে যে দাবানল জ্বলিতেছে; প্রভো! আর ত সহে না, তুমি অসহায়ের গতি, বিপন্নের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল, তুমি সর্ব্বশান্তির আধার, অতএব দাসের হৃদয়ে শান্তি দান কর; কর্ত্তব্য নির্ণয়ে বুদ্ধি দাও!"

নুরল এস্‌লাম এইরূপ নানাবিধ বিলাপের সহিত মোনাজাত শেষ করিয়া হাত নামাইলেন। তাঁহার হৃদয়-যাতনার অনেক উপশম হইল। তিনি বাসায় আসিয়া যথাসময়ে আফিসের কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

কিন্তু মন কি আর আফিসের কার্য্যে স্থির হয়। অল্প সময় মধ্যে তাঁহার মনের আবার ভাবান্তর জন্মিল; থাকিয়া থকিয়া রতীশের মর্ম্মঘাতি কথিত উক্তি তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া স্ত্রীর সতীত্ব-নাশ সন্দেহের অপবিত্র ছায়াপাতে তাঁহার পবিত্র হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আমার ন্যায় অসুখী, আমার ন্যায় অভাগা বুঝি আর দুনিয়ায় নাই। ফলতঃ এইরূপ দুর্ভাবনার নিদারুণ নিষ্পেষণে, তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে উন্মনা ভাব জন্মিল। উন্মনা ভাব হইতে ক্রমশঃ তাঁহার স্মৃতি-শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। সরকারী কার্য্যাদিতে ভুল ভ্রান্তি, হিসাব পত্রে কাটকূট আরম্ভ হইল। তিনি মনের স্থিরতা সম্পাদন জন্য মসজিদে যাইয়া ও অক্ত নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস শেষ হইতে আর বেশী দিন বাকী নাই। শনিবার, মাধ্যন্দিন রবি পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মের নিদারুণ অত্যাচারে সর্ব্বংসহা পৃথিবী শাঁ শাঁ খা খা করিতেছে। জীবকুল যেন 'রোজ কেয়ামত' (১) স্মরণ করিয়া সভয়ে নীরব হইয়াছে। যে যাহার আবাসে পড়িয়া ঝিমাইতেছে। কেবল ২।৪টি অশান্ত বালক এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। আর আমাদের বড় বাবু ও ছোট বাবু অবিশ্রান্তভাবে মসীলেখনীর সদ্ব্যবহার করিয়া কেরাণী-জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বড় বাবুর চিত্ত নিদারুণ ঘটনা বশে বিভ্রান্ত, তথাপি তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে যথাসাধ্য মনোযোগী। তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে রত, ছোট বাবুও কার্য্য করিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া জানালা-পথে বড় বাবুর কার্য্য দেখিতেছেন।

বেলা ২টার পর বড় বাবু নুরল এস্‌লাম্ চিত্তের প্রসন্নতার জন্য মস্‌জিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। এক ঘণ্টা পর তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আফিসের সে দিনের অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিলেন। অনন্তর ৪টার সময় সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া তিনি বাড়ী রওয়ানা হইলেন। কিন্তু হায়, বাড়ী মুখে গমনোদ্যত তাঁহার প্রফুল্ল চিত্ত ও উৎসাহী হস্তপদ আজ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি বিষাদের বোঝা বুকে করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে সমস্ত পথ অতিবাহন করিলেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি এখন কেমন করিয়া সেই

(১) শেষ প্রলয়।

পতিপ্রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই কলুষিত অন্তর লইয়া তাহার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইব—হাসিয়া কথা কহিব? আমার হৃদয়ে যে কি দাবানল জ্বলিতেছে, সে ত তাহার কিছুই জানে না, হায়, সে যখন হাসিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিবে, আদর করিয়া কথা কহিবে, তখন আমি কি বলিয়া উত্তর করিব? কিরূপেই বা সরিয়া দাঁড়াইব? কেমন করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিব? হায়! সে যে আমা বই আর কিছুই জানে না, আমাকে সে যে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে—সে যে আমার জন্য হাসিতে হাসিতে জীবন দানে উদ্যত। অহো! তাহার ভালবাসায় আমার আর অধিকার নাই। আমি আর সে পুণ্যবতীকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। ঘৃণিত সন্দেহের ছায়া লইয়া সে সতীরত্নকে ছলনা করিতে পারিব না—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর দাসী নুরল এস্‌লামকে বৈঠকখানায় বিষণ্ণ-চিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আনোয়ারাকে যাইয়া সংবাদ দিল। শুনিয়া আনোয়ারা উৎকণ্ঠিতা হইল। ফুফু আম্মা দাসীদ্বারা ডাকাইয়া তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে আনাইলেন। নুরল এস্‌লাম বাড়ীর মধ্যে আসিলে, ফুফু আম্মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, অসুখ করিয়াছে কি? নুরল জি বলিয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন। আনোয়ারা ফুফু আম্মার অসাক্ষাতে ছুটিয়া ঘরে গেল। কিন্তু স্বামীর বিবর্ণ মুখ ও ভীষণ ভাবান্তর দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, অমন হইয়াছেন কেন? মুখে যে কালীর ছাপ পড়িয়াছে; কি অসুখ করিয়াছে? নুরল এসলাম দীর্ঘ নিশ্বাসমাত্র ত্যাগ করিলেন; কোন উত্তর করিলেন না।

আনোয়ারা

অন্যান্য দিন আনোয়ারা নিকটে যাইবামাত্র, স্বামী তাহাকে প্রেম-সম্ভাষণে সাংসারিক নানাবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে অস্থির করিয়া তোলেন। আনোয়ারা উত্তর দিতে দিতে তাহার গায়ের পোষাক নিজ হস্তে খুলিয়া লয়, ব্যজনে শ্রান্তি দূর করে, ওজু জন্য পানি দিয়া নানাবিধ উপাদেয় নাস্তায় টেবিল পূর্ণ করে। নামাজ শেষ হইলে এটা খাও, ওটা খাও বলিয়া নানা আবদার করিতে থাকে।

কিন্তু হায়! আনোয়ারা আজ স্বামীর প্রেমময় আদর সম্ভাষণ কিছুই পাইল না। নিরাশায় পতিপ্রাণার হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। রাত্রিতেও নুরল এসলাম স্ত্রীর সহিত বিশেষ কোন বাক্যালাপ করিলেন না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া হা হুতাশ দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। আনোয়ারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পর সালেহা আনোয়ারার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল "ভাবি, তোমার মুখ মলিন কেন?" আনোয়ারা মনের বেদনা চাপিয়া বাহিরে প্রফুল্লতা দেখাইবার চেষ্টা করিল। কহিল "কৈ বুবু, মুখ মলিন হইবে কেন?" শারীরিক অসুখের ভাণে অনাহারে আনোয়ারার দিন গেল, বৈকালে সালেহা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিল, সে অস্বীকার করিল। রাত্রি আসিল, আনোয়ারা অনাহারেই ঘরে গেল। যথাসময়ে এসার নামাজ পড়িয়া স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। নুরল এসলাম নীরব। আনোয়ারা কহিল, "আপনি অত বিমনা হইয়াছেন কেন? দাসীর অজ্ঞানে বা অজ্ঞাতে কোন দোষ হইয়া থাকিলে, পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেছি। কাল হইতে দাসীর কি ভাবে দিন যাইতেছে একবার ভাবিয়া দেখুন। আপনার মলিন

মুখ দেখিয়া কলিজা যে জ্বলিয়া খাক হইতেছে, দয়া করিয়া বলুন কি হইয়াছে। আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া সে স্বামীর প্রতি করুণ নেত্রে চাহিয়া তাঁহার পা ধরিতে উদ্যত হইল। সেই একান্ত-নির্ভরপূর্ণ-দৃষ্টিতে নুরল এস্‌লামের মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি অসহ্য-যন্ত্রণায় পা সরাইয়া লইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না।" আনোয়ারা ভক্তির আবেগ উত্তেজনায় কহিল "কেন স্পর্শ করিব না? খোদার বন্দেগীর পর এই চরণযুগলই দাসী জীবনের সার সম্বল করিয়াছে। যদি অপরাধিনী হই, অন্য শাস্তি বিধান করুন, তথাপি চরণসেবায় বঞ্চিত করিবেন না।" এই বলিয়া আনোয়ারা স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নুরল করুণ-কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি ত বুঝিতেছ না, আমার হৃদয়ে কি দারুণ অগ্নি জ্বলিতেছে।" স্বামীর কথা শুনিয়া সতীর প্রেমপ্রবণ হৃদয় আরও অস্থির হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার সুখ-শান্তি, আপনার দুঃখ-অশান্তির সমভাগিনী হইব, আপনার রোগ-শোক বুক পাতিয়া লইব বলিয়াইত এ জীবন ও চরণে বিকাইয়াছি।" প্রজ্বলিত হুতাশনের উপরে সুশীতল সলিল পতিত হইলে তাহা যেমন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আনোয়ারার প্রেমপূর্ণ সুমধুর বাক্যে নুরল এস্‌লামের অন্তরের জ্বালা সেইরূপ বাড়িয়া উঠিল। তিনি যন্ত্রণাতিশয্যে দুই হস্তে মুখ চাপিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে আর কিছু বলিও না। আমাকে একাকী থাকিতে দাও।" এবার স্বামীর উক্তি শত বজ্রাঘাত অপেক্ষাও সতীর কোমল হৃদয়ে আঘাত করিল। সে বুক চাপিয়া ধরিয়া অবসন্ন দেহে মাটীতে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হায়! কি হইল ভাবিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নুরল এস্‌লাম স্ত্রীকে উপেক্ষার ভাব দেখাইলেন বটে কিন্তু দুশ্চিন্তার তুষানলে তিনিও ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এক দিকে সাধ্বী সতী, অপর দিকে লোকাপবাদ; কোনটি ত্যাজ্য? কোনটি উপেক্ষণীয়? সরলা অবলা—অন্ধকার রাত্রি—সত্যই কি পাপিষ্ঠেরা তাহার ধর্ম্ম নাশ করিতে পারিয়াছে? স্মরণমাত্র তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের ভাবান্তর ঘটিল, তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি জীবনদান সংকল্পে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, যাহার মত প্রেমময়ী পতিপ্রাণা সতী দুনিয়ায় আর আছে বলিয়া জানি না, যাহার প্রতি কার্য্যে পতিহিতৈষিতার পরিচয় পাইতেছি, যাহার প্রতি নিশ্বাসে সতীত্বের তেজ ও সৌরভ অনুভব করিতেছি; পাপিষ্ঠে কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে? সতী অঙ্গ কি কখন কলঙ্কিত হইতে পারে? শুধু কতিপয় নীচাশয় ব্যক্তির অলীক কথায় বিশ্বাস করিয়া পতিপরায়ণা সতী রমণীকে ত্যাগ করিব! অহো কি নিষ্ঠুরতা! কি নীচাশয়তা! ধর্ম্মবিক্রয়ে কর্ম্ম-রক্ষা, দীন ছাড়িয়া দুনিয়া, না না, আমার দ্বারা তাহা হইবে না, শত কোটি অপমানের বোঝা অম্লানচিত্তে বহন করিব, তথাপি সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ত্যাগ করিব না।—এইরূপ সচ্চিন্তায়, তিনি ক্ষণকাল শান্তি সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন—কিন্তু হায়! এই সুখ চিন্তা অধিকক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী হইল না। রতীশের ঘৃণিত উক্তি আবার পিশাচ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্ত্রীর

সম্বন্ধে অনুকূল সাধু মত সকল চৈত্রানীল তাড়িত তূলার ন্যায় উড়াইয়া দিল। তিনি শূন্য হৃদয়ে আবার ভাবিতে লাগিলেন ;—লোকাপবাদ অমূলক হইলেও সামান্য নহে। হায়! আমি কেমন করিয়া লোকের মুখ বন্ধ করিব? রাজদ্বারে, সমাজে, সভাস্থলে লোকে যখন আমাকে অপহৃতা স্ত্রীর স্বামী বলিয়া ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিবে, হায়! তখন আমি কোথায় লুকাইব? হায়! খোদা, আমি জীয়ন্তে হত হইলাম। এই সময় গ্রামিক মস্‌জিদের প্রাভাতিক আজান ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি মনের শান্তির নিমিত্ত নামাজ পড়িতে মস্‌জিদে চলিয়া গেলেন এবং বাড়ী না আসিয়া নামাজ অন্তে তথা হইতে বেলগাঁও কার্যাস্থলে গমন করিলেন। এদিকে আনোয়ারা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে রন্ধন-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কিছুক্ষণ পর সালেহা তথায় আসিল। সে আনোয়ারার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভাবী, কাল আপনার মুখ ভার দেখিয়াছি, আজ আবার আপনি কাঁদিতেছেন। নিশ্চয় ভাইজান আপনাকে তিরস্কার করেছেন।" আনোয়ারা চোখের পানি মুছিয়া কহিল, "বুবু, তিনি তিরস্কার করিলে পুরস্কার ভাবিয়া মাথায় লইতাম।" সালেহা কহিল "তবে কি হইয়াছে?"

আনো। "তিনি বাড়ী আসা অবধি আমার সহিত কথা বলিতেছেন না। তাঁহার মুখের ভাবে, অন্তরের নিশ্বাসে বুঝা যায়, কি যেন অব্যক্ত দারুণ দুঃখে তিনি নিষ্পেষিত হইতেছেন।" সরলা সালেহা কহিল, "ভাবী, আমি এক কথা শুনিয়াছি।" কথাটি বলিয়াই বালিকা চাপিয়া গেল। আনোয়ারার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কি কথা বুবু?"

সালেহা ফাঁফরে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনোয়ারা শুনিবার জন্য নাছোড় হইয়া পড়িল। সালেহা অগত্যা কহিল, "কাল নবার বউ আমাদের এখানে আসিয়াছিল; সে একটা খারাপ মিথ্যা কথা কহিল। আমি শুনিয়া তাকে তখনই তাড়াইয়া দিয়াছি।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবাব আলী ওরফে নবা, নুরল এস্‌লামের থানাবাড়ীর প্রজা। সে বেলগাঁও বন্দরে পাট বান্ধাই-এর কর্ম্ম করে। রতীশ বাবুর বাসার সন্নিকটে তাহার রাত্রি যাপনের আড্ডা। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বহু টাকা ব্যয় করিয়া নবাব আলী কথিত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। স্ত্রী ভরা যৌবনা এবং রূপসী। নবা তাহার চরণে আত্ম প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। বৃদ্ধামাতা বর্ত্তমানে স্ত্রীই তাহার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সে দিন রাত্রিতে রতীশ বাবুর বাসায় যে সকল লোক নুরল এস্‌লামের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে, তাহার মধ্যে নবা ছিল, এবং সে রতীশ বাবুর মতের পোষকতা করিয়া কথা বলিয়াছিল। পাঠক, এ কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

আনোয়ারা সালেহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বুবু, (১) আমাকে যদি কথা খুলিয়া না বল, তবে আমি এখনই গলায় ফাঁস লাগাইব। সালেহা ভয় পাইয়া তখন কহিল, "নবাব বউ চুপে চুপে আমাকে বলিল, তার সোয়ামী তার নিকট বলিয়াছে, বন্দরে গাওয়াপেটা করে, কোম্পানির বড় বাবু অসতী স্ত্রী লইয়া ঘর সংসার করে।" তীব্র আশীবিষদংশনে দষ্ট ব্যক্তি যেমন দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে ঢলিয়া পড়ে, আনোয়ারা সালেহার

(১) ভগিনী।

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে সেইরূপ রন্ধন আঙ্গিনায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সালেহা চীৎকার করিয়া উঠিল; ফুফু আম্মা কি হইয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, বৌ হতচেতন হইয়া উঠানে পড়িয়াছে। তিনি দুই দিন যাবত দেখিতেছেন, বৌ অনাহারে আছে; সর্ব্বদা চোখের পানি ফেলিতেছে, ছেলের মুখও বিষাদ মাখান। ঘরে বুঝি কোন অকুশল ঘটিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া তিনি সালেহাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল হায় হায় করিতে লাগিলেন। দাসী, ফুফু আম্মার আদেশে আনোয়ারাকে বাতাস করিতে লাগিল। সালেহা তাহার চোখে মুখে পানি দিল। অনেকক্ষণ পরে আনোয়ারা চৈতন্য-লাভ করিল। সে তখন আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, খোদা, তুমি না দয়াময়? তুমি না সুখ-শান্তির জনক? তবে তোমার এ বিধান কেন? অন্তর্যামিন্ প্রভো! দাসীর যাতনা চরমে উঠিয়াছে, আর সহিতে পারিতেছি না। মঙ্গলময়! এখন মৃত্যুই দাসীর পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব প্রার্থনা, আর জীবিত রাখিয়া দগ্ধিয়া মারিও না। এককালে মৃত্যু পথে, শান্তি দান কর। দুনিয়া আর চাই না।

সালেহা ও ফুফু আম্মার যত্ন, চেষ্টা এবং প্রবোধ বাক্যে আনোয়ারা দিনমানে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল, এবং সইকে দুঃখের কথা জনাইয়া জেলার ঠিকানায় পত্র লিখিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নুরল এস্‌লাম আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খরিদ পাটের মূল্যের জন্য ১০।১২ জন বেপারী আফিস বারেন্দায় বসিয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে টাকা দেওয়ার জন্য পকেট হইতে লোহার সিন্ধুকের চাবী বাহির করিলেন। ঐ সঙ্গে একখানি পত্রও বাহির হইয়া পড়িল। পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, নুরল এস্‌লাম সিন্ধুক খুলিতে ক্যাস কামরায় প্রবেশ করিলেন। সিন্ধুকের ডালা তুলিয়া তন্মধ্যে দৃষ্টিপাতমাত্র, তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শিরে অশনি-সম্পাত বোধ করিলেন। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কারণ সিন্ধুকে ৬ ছয় পেটি টাকার মধ্যে দুই পেটি মাত্র আছে। চারি পেটি টাকাই নাই। প্রথমে মনে করিলেন, তিনি ভুল দেখিতেছেন; এজন্য রুমালে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় সিন্ধুকের তলায় দৃষ্টি করিলেন, তখন ভুল নির্ভুল বলিয়া বুঝিলেন। সিন্ধুকে চারি পেটি টাকা নাই বলিয়া দৌড়াইয়া টেবিলের নিকট আসিলেন; ক্যাস বুক বাহির করিলেন, হিসাবের খাতা মিলাইয়া দেখিলেন, খরচ বাদে বার হাজার টাকা তহবিলে আছে। প্রত্যেক পেটিতে দুই হাজার করিয়া টাকা থাকে, সুতরাং ১২ হাজারে ছয় পেটি টাকা থাকিবারই কথা। কিন্তু দুই পেটি মাত্র টাকা মজুত আছে। চারি পেটিতে আট হাজার টাকাই নাই। সিন্ধুকের চাবীও বরাবর তাহার নিকট। খুলিবার আগে সিন্ধুকও বন্ধ পাইয়াছেন। তবে এমন হইল কেন? টাকা কোথায় গেল? কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া নুরল এস্‌লাম ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন

বেপারীগণ কহিল "বাবু অমন করিতেছেন কেন? আমাদিগকে টাকা দেন।" নুরল এস্লাম অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। পরে ধীর ভাবে কহিলেন, "বাপুসকল একটু থাম।" এই বলিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ জগতে ধর্ম্মভীরু লোক পদে পদে পাপের ভয় করিয়া চলেন। অসম্ভব অচিন্ত্যরূপে তহবিল তছ্রূপাতে ধর্ম্মভীরু নুরল এস্লামের তখন মনে হইল, সতীসন্দেহ-পাপে বুঝি এমন সর্ব্বনাশ হইল। মনে করার সঙ্গে সঙ্গে কথাটি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শ করিল। এই সময় টেবিলের উপরিস্থিত সেই পত্রখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিবামাত্র তিনি তাহা সমাদরে চুম্বন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্র পাঠ করিয়া নুরল এস্লাম একান্ত বিকল চিত্ত হইয়া পড়িলেন। সতী-অনাদর পাপের ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। তিনি বুঝিলেন, নিশ্চয় সতীকে সন্দেহ করাতেই এই ভয়ানক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। হায় হায়, আমি কি ভীষণ দুষ্কার্য্য করিয়াছি। যে নারী নিজের প্রাণের বিনিময়ে, পতির প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, সে যদি কলঙ্কিনী, তবে এ জগতে আর সতী কাহাকে বলিব! আমি বিমূঢ়, পাপাত্মা, তাই সতীত্বের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি। তাই সতীকে চিনিতে পারি নাই।

কিয়ৎক্ষণ পর নুরল এস্লাম আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন; শুধু অনুতাপে এ মহাপাপের শাস্তি প্রচুর নহে।—তাই বুঝি, আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় এমন ভাবে তহবিল তছরূপাত হইয়াছে, অতএব আত্মরক্ষার আর চেষ্টা করিব না। পার্থিব নিরয়-নিবাসে যাইয়াই সতী অবজ্ঞা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

এই সময় নুরল এস্‌লামের মানসিক অবস্থা ভীষণভাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মগ্লানির অনিবার্য্য হুতাশনে তাঁহার সুরম্য হৃদয়োপবন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে ছিল; এবং সেই দাবাগ্নির প্রবর্দ্ধিত বহির্ম্মুখ-শিখায় তাঁহার মুখ কমল বিবর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; আয়ত লোচন-যুগল অস্বাভাবিকরূপে প্রদীপ্ত হইতেছিল।

উপস্থিত বেপারীগণ নুরল এস্‌লামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

অনন্তর নুরল এস্‌লাম, ক্যাসকোঠা বন্দ করিয়া উত্তেজিত ভাবে ম্যানেজার সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার সাহেব তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তাড়াতাড়ি কহিলেন, "নুরল, খবর কি?" ম্যানেজার সাহেব, নুরল এস্‌লামকে আন্তরিক বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন, তাই ঐ ভাবে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। নুরল এস্‌লাম তহবিল তছরূপাতের কথা অসঙ্কোচে খুলিয়া বলিল। সাহেব, বল কি বলিয়া দৌড়িয়া আফিস ঘরে আসিলেন, ক্যাসের সিন্দুক পুনরায় খোলা হইল, টাকা গণিয়া দেখা গেল, ক্যাস-বুক মিলান হইল, শেষে আট হাজার টাকাই তহবিলে কম পড়িল। সাহেব নুরল এস্‌লামকে কহিলেন, এখন তোমার বক্তব্য কি আছে? উপস্থিত রতীশ বাবু বিনা জিজ্ঞাসায় কহিলেন, চোরে লইলে সমস্ত টাকাই লইত। সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন; তবে তোমরাই টাকা চুরি করিয়াছ। রতীশ বাবুর মুখ কালিমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, হুজুর, চাবীত বড় বাবুর কাছেই থাকে। সাহেব, "হুঁ"। অনন্তর তিনি ক্যাস-আফিসের প্রহরী ও অন্যান্য চাকর বাকর দিগকে টাকা

চুরি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন, তৎসঙ্গে জেরা প্রভৃতি করিলেন, নানাপ্রকার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলেন, অন্যান্য প্রকারে অনেক চেষ্টা হেক্‌মত করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা বৈকালে তিনি কলিকাতার হেড্ আফিসে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিলেন। উত্তর আসিল, "অপরাধীকে ফৌজদারীতে দাও এবং তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা তহবিল পূরণ কর।"

ম্যানেজার সাহেব, নুরল এস্‌লামকে যার পর নাই বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন, এজন্য তিনি তাঁহাকে নিজের বাংলায় ডাকিয়া লইয়া কলিকাতার টেলিগ্রাম দেখাইলেন।

অনন্তর সাহেব নুরল এস্‌লামকে কহিলেন "তুমি টাকা লইয়া কি করিয়াছ?"

নুরল। "এরূপ কথা না বলিয়া আমাকে বধ করুন।"

সা। "তবে টাকা কে চুরি করিয়াছে?"

নুরল। "বলিতে পারি না।"

সা। "কাহাকেও সন্দেহ কর কি না?"

নুর। "সন্দেহ করিয়া কি করিব? চাবীত আমার কাছেই ছিল।" সাহেব আশ্চর্য্যভাবে নুরল এস্‌লামের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, জ্বলন্ত সত্যতা ও সরলতার মধ্য দিয়া এক অবক্তব্য যন্ত্রণার ভাব আসিয়া তাহার অনিন্দিত মুখমণ্ডল পরিম্লাত করিয়া ফেলিয়াছে।

সা। "শুনিতেছি, তোমার স্ত্রীঘটিত মোকর্দ্দমার পর তুমি নাকি বড়ই উন্মণা হইয়াছ? কাজ কামে ভুল ভ্রান্তি করিতেছ; সুতরাং এমনত হইতে পারে, ক্যাস বাক্স বন্ধ করিয়া অসাবধানে চাবী স্থানান্তরে

রাখিয়াছিলে, সেই সময় অন্যে সেই চাবী দিয়া সিন্ধুক খুলিয়া টাকা চুরি করিয়াছে।”

নুরল। “কিছুই বুঝিতেছি না।”

সা। “রতীশ, দাশু প্রভৃতি তোমার বিরুদ্ধে হিংসা পোষে।”

নুরল। “বিশেষরূপে না জানিয়া তা'দের প্রতি কিরূপে সন্দেহ করিব?” সাহেব মনে মনে তাঁহার সাধুতায় আরও অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, “তবে তুমি এখন টাকার উপায় কি করিবে?”

নুরল। “আপনি আমায় ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিয়া অতঃপর যাহা ভাল বোধ হয় করুন।”

সা। “তোমাকে যদি ফৌজদারীতে না দেই?”

নুরল। “কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন জন্য ও টাকার জন্য আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।”

সা। “সেই জন্য বলিতেছি, টাকা সংগ্রহের উপায় দেখ।”

নুরল। “হুজুর, টাকা কোথায় পাইব? ছয় মাস কাতর থাকিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।”

সা। “তোমার না তালুক আছে?”

নুরল। “তালুকে আমার কোন সত্ব নাই।”

সা। “সে কি কথা?”

নুরল। “স্ত্রী ও ভগিনীদিগকে হেবা করিয়া দিয়াছি।”

সা। “নবীন বয়সে এরূপ করিয়াছ কেন?”

নুরল। “কাতর থাকা কালে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া।”

সা। “সমস্ত সম্পত্তি হেবা করিয়াছ?”

নুরল। "সমস্তই।"

সা' "ডেপুটী গণেশ বাহন বাবুর নিকট শুনিয়াছি, তোমার স্ত্রী নাকি তাঁহাদের সীতা-সাবিত্রীর মত সতী। তিনি কি তোমার এ বিপদে তাঁহার সম্পত্তি দিয়া উপকার করিবেন না ?"

নুরল। "করিলেও দানের বস্তু প্রতিগ্রহণ করিব না।"

সা। "তবে কি করিবে ?"

নুরল। "জেলে যাইব।"

সা। "জেলে যেতে এত সাধ কেন ?"

নুরল। "জেলে না গেলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমি মহাপাপী।" নুরল এস্‌লাম কান্দিয়া ফেলিলেন।

সা। "টাকাও চুরি কর নাই, তবে কি পাপ করিয়াছ ?"

নুরল এস্‌লাম পকেট হইতে আনোয়ারার পত্র বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিলেন এবং কহিলেন, লোকাপবাদে—এহেন স্ত্রীকে ভীষণ ভাবে অবজ্ঞা করিয়াছি। সাহেব জনৈক পুণ্যশীল পাদ্রী সাহেবের পুত্র। নিজেও পরম সাধু। অদৃষ্ট-ফলে পাট আফিসের ম্যানেজার হইয়াছেন। সুন্দর বাঙ্গালা জানেন। তিনি আগ্রহের সহিত পত্র পড়িতে লাগিলেন। পাঠ করিয়া সহর্ষে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "তোমাদের দূরে থাক, আমাদের মধ্যেও অমন মেয়ে পাওয়া কঠিন। তুমি নবীন যুবক, সংসার চিন না ; তাই অমন রত্নলাভ করিয়াও পায়ে ঠেলিয়াছ। লোকাপবাদত দূরের কথা, তোমার স্ত্রীর সতীত্ব গৌরবে নারীজাতির মুখোজ্জ্বল হইবে। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছ।" এই বলিয়া মহাশয় ম্যানেজার সাহেব নিজ রুমাল দিয়া নুরল এসলামের অশ্রু মুছাইয়া

দিলেন। তার পর কহিলেন, "আমি সামান্য নয় শত টাকা বেতনে চাকরী করি। ছেলের পড়ার খরচার জন্য মাসে ৫০০৲ টাকা বিলাত পাঠাইতে হয়। অবশিষ্ট চারি শত টাকায় আমরা উভয়ে দুঃখে কষ্টে সংসার চালাই, সুতরাং তোমার এই বিপদে বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিলাম না। এই পাঁচ কিতা নোট তোমাকে দিলাম, অবশিষ্ট সাড়ে সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া তহবিল পূরণ কর। কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, আর তোমার চাকরী যাহাতে বজায় থাকে, আমি তাহা করিব।"

নুরল। "তহবিল পূরণ আমার অসাধ্য। বাঁচিবার চেষ্টাও আর করিব না। সুতরাং অনর্থক আপনার টাকা লইয়া কি করিব?"

সাহেব অনন্যোপায়ে বাধ্য হইয়া তখন থানায় সংবাদ দিলেন। দারগা আসিলেন। মৌরসীভাবে তদন্ত চলিল, কিন্তু চুরি আস্কারা হইল না। নুরল এস্‌লাম তহবিল তছরূপাতের আসামী হইয়া পরদিন জেলায় চালান হইলেন। যাইবার সময় তিনি একখানি পত্র লিখিয়া স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য একটি বিশ্বস্ত লোকের হাতে দিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নুরল এস্‌লাম জেলায় চালান হইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে, আমজাদ হোসেন সাহেব তাঁহার নির্জ্জন লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিলেন, এমন সময় হামিদা একখানি পত্র হস্তে মলিন মুখে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমজাদ মুখ তুলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন, কহিলেন "এ কি ? -শারদ চন্দ্রমা রাহু-কবলিত যে ?" হামিদা সে কথায় কাণ না দিয়া কহিল "আমি আর তোমাকে ভালবাসিব না।"

আমজাদ। "কেন গো কি অপরাধ করিয়াছি ?"

এই সময় পাশের ঘরে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। হামিদার একটি ছেলে হইয়াছে। হামিদা হাতের চিঠি স্বামীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছেলের উদ্দেশ্যে ছুটিল। আমজাদ পত্র লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের আরম্ভে এইরূপ ছিল।—

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু,

আগুনে পুড়িয়া গেল ;

অমিয়-সাগরে সিনান করিতে,

সকলি গরল ভেল।"

সই, আমার সঞ্জীবনী লতা তোলার কথা তোমাকে লিখিয়াছি। ঐ ঘটনা হইতে আমাদের লোকাপবাদ ঘটিয়াছে এবং ঐ লোকাপবাদ হইতে এ হতভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে, হামিদা খোকাকে কোলে করিয়া পুনরায় সেথায় আসিল।

আম। "তোমার সই দেখ্ছি, ক্রমে রামের সীতা দেবী হইয়া উঠিলেন।"

হা। "সেই জন্যই ত বল্ছি, আমি আর তোমাকে ভালবাসিব না। সইএর সঞ্জীবনীলতা তোলার কথা মনে হইলে, এখনও আমার গা কাঁটা দিয়া উঠে। স্বামীর জন্য অমন ভাবে আত্মত্যাগের কথা কোথাও শুনি নাই। আবার তারি ফলে এখন এই কাণ্ড।"

আ। "কাণ্ড বিষম কাণ্ড।"

হা। "সয়া কি সইকে ত্যাগ করিয়াছেন?"

আম। "সয়া বোধ হয় ত্যাগ করেন নাই। সইই হয়ত অভিমানে হাদিস্ উল্টাইয়া দিয়া থাকিবেন।"

হামি। "সে কেমন কথা?"

আম। "হাদিস অনুসারে, স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু লোকপবাদে স্বামীর সংস্রব ত্যাগ করা তোমার সইএর পক্ষে বিচিত্র নহে।"

হা। "যে স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে, সেকি স্বামীর সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে?"

আম। "তা'যা'ক, পত্রের ভাবে বুঝিতেছি, উভয়ের মধ্যে খুব একটা মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছে; আমি ভাব্ছি দোস্ত, এখন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভুল ভ্রান্তি করিয়া সরকারি কার্য্যে কোন বিভ্রাট না ঘটান। হাজার হাজার টাকা তাহার হাতে আমদানী রপ্তানী হয়।

এই সময় আমজাদের বালকভৃত্য আসিয়া কহিল, হুজুর, "সদর বাড়ীতে পিয়ন দাঁড়াইয়া।"

আ। "চিঠি পত্র থাকেত লইয়া আইস।"

ভৃত্য। "মানিঅর্ডার অনেক টাকার, আর লাল চিঠি এক খানা।" আমজাদ শুনিয়া বাহির বাটীতে আসিলেন। পিয়ন সেলাম করিয়া এক খানি ৫০০৲ টাকার টেলিগ্রাম মানিঅর্ডার ফারম ও একখানি লাল চিঠি আমজাদের হাতে দিল। তিনি ফারম সহি করিয়া টাকা লইলেন। লাল চিঠিখানি সে খানেই খুলিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে,— "আমাদের আট হাজার টাকার তহবিল তছ্‌রূপের জন্য কোম্পানির আদেশানুসারে নুরল এস্‌লামকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইল। সে আত্মরক্ষায় রাজী নহে। শুনিয়াছি, আপনি তাহার অকৃত্রিম বন্ধু। ওখান হইতে তাহার রক্ষার জন্য যাহা করিতে হয় করিবেন। মোকর্দ্দমার সাহায্য বাবদ আমি নিজ হইতে তাহাকে ৫০০৲ টাকা দিলাম। আশা করি, মানিঅর্ডার ও চিঠির কথা আর কাহাকেও বলিবেন না।

সি, ডব্লিউ, স্মিথ্‌

জুটম্যানেজার, বেলগাঁও।

বালকভৃত্য টাকাগুলি তোড়া করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া চলিল। আমজাদ লাল চিঠি হাতে করিয়া স্ত্রীকে যাইয়া কহিলেন, "হামি, যে কথা, সেই কাজ। তোমার সয়াত জেলে চলিলেন।"

হামি। "ওমা সে কি কথা?"

আ। "এই দেখনা তাঁহার ম্যানেজার সাহেব তার করিয়াছেন?"

হামি। "কি লিখিয়াছেন?"

আ। "আট হাজার টাকার তহবিল তছরূপাতে নুরলকে ফৌজ-দারীতে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

হামি। "তহবিল তছরূপ হইল কিরূপে ?"

আ। "কিছুই বুঝিতেছি না।"

হামি। "ও টাকা কিসের ?"

আ। ইংরেজজাতির মহত্বের নমুনা। ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং বাদী হইয়াও আসামীর সাহায্যের জন্য ৫০০২ টাকা পাঠাইয়াছেন।"

হামি। (কাঁদ কাঁদ মুখে) "তুমি সয়াকে বাঁচাও।"

আ। "তিনি যদি সত্যই টাকা চুরি করিয়া থাকেন, তবে বাঁচাইব কিরূপে ?"

হামি। "সই একদিন আমাকে বলিয়াছিল ফেরেস্তাদিগের স্বভাব বদ হইতে পারে, তথাপি তোমার সয়ার চরিত্র মন্দ হইতে পারে না।"

আ। আমিত তাঁহাকে দেব চরিত্র বলিয়াই জানি। তবে তিনি যুবক যুবকের মতিগতি কখন কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় বলা যায় না।"

হা। (ভ্রুকুটি করিয়া) "তুমি বুঝি এখন বুড়ো হয়েছ, না ?"

আ। "বাকী বড় বেশী নাই।"

হা। দরবেশী কথা রাখ। আমার সয়াকে রক্ষা করিবে কি না তাই বল ?"

আ "সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।"

হা। "শুনিয়াছি, বড় বড় সঙ্গীন মোকদ্দমায় বড় বড় আসামী রক্ষা করিয়াছ। তোমার পায়ে পড়ি, যেরূপে পার, আমার সয়াকে বাঁচাইবে। আমি ভাবিয়া অস্থির হইতেছি, এ সংবাদ পাইয়া সই আত্মঘাতিনী না হয়।"

আ। "তিনি যদি সংস্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আর মরিবেন কার জন্য ?"

হা। “পতিব্রতার হৃদয় বুঝিতে এখনও তোমাদের ঢের বাকী।”

নুরল এস্‌লামের আসন্ন বিপদে আমজাদ হোসেন একান্ত দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি স্ত্রীর কথার কোন উত্তর না করিয়া, বিষণ্ণ-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নুরল এস্‌লাম, তহবিল তছরূপাতের আসামী হইয়া হাজত ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমজাদ যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন। তিনি উদীয়মান ক্ষমতাশালী গবর্ণমেণ্ট উকিল। অল্পসময় মধ্যে জেলার উপর পাকা বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নুরল এস্‌লামের জামিন মঞ্জুরে অনেক ওজর আপত্তি করিলেন। কিন্তু আমজাদ নাছোড়বান্দা। তিনি অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া দশহাজার টাকায় জামিন মঞ্জুর করাইয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নুরল এস্‌লামকে আর চিনা যায় না, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মুখে কালীর ছাপ পড়িয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিয়া, আমজাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্লেশপূর্ণ স্বরে নুরল এস্‌লামকে কহিলেন, "বাহির হইয়া এস। তোমাকে জামিনে মুক্তি করিয়াছি। নুরল এস্‌লাম আমজাদকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুকারিয়া কাঁন্দিয়া উঠিলেন। আমজাদ কহিলেন, এখন এস, কাঁন্দিয়া ফল কি? আমজাদের চক্ষু দিয়াও অশ্রু গড়াইতে লাগিল। নুরল এস্‌লাম কহিলেন, আমি মুক্তি চাই না, এখানে বেশ আছি, তুমি আমার জন্য এত করিতেছ কেন?

আমজাদ। "তা পরে হইবে এখন এস।" এই বলিয়া হাত ধরিয়া হাজত গৃহ হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর গাড়ীতে তুলিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। হামিদা ছুটিয়া আসিয়া পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সন্নাকে দেখিলেন। দেখিয়া, সেও আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

অনেক সাধাসাধি করিয়া রাত্রিতে নুরল এস্‌লামকে আহার করান হইল। আহারান্তে আমজাদ তাঁহাকে লইয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন।

আ। "তহবিল তছরূপ কিরূপে হইল?"

নুরল। "পাপের ফলে।"

আ। "কি পাপ করিয়াছ?"

নুর। "সতীকে অবজ্ঞা করিয়াছি। এই বলিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের ফলে, জেলে যাইব স্থির করিয়াছি।"

আ। "তাহাতে কতকটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রকাশ পাইবে। আমার বিবেচনায়, প্রকৃত পাপীকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া এবং সতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা শ্রেয়ঃ।"

নুরল। "মহাপাপী সাধারণ পাপীকে ধরিতে সমর্থ নয়।"

আ। "তবে কি করিবে?"

নুরল। "কারাগারে যাইব।"

আমজাদ দেখিলেন সতী অবজ্ঞায় তহবিল তছরূপ হইয়াছে মনে করিয়া, বন্ধুর হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়াছে। জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে, ফলতঃ ঘটনা যাহাই হউক, ফল ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এখন তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে কেবল নিজ চেষ্টায় সব করিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া আমজাদ কহিলেন, "স্থানীয় পুলিশ কোন তদন্ত করে নাই?"

নুরল। "আমার বাসা বাড়ী সেকেণ্ড ক্লার্ক রতীশ বাবুর ও অন্যান্য ...করদিগের আড্ডা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ কিছু পায় নাই।

আ। "রতীশবাবু লোক কেমন ?"

নুরল। "তিনি বেশ্যাসক্ত, বন্দরে তাঁহার এক রক্ষিতা আছে। উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তাহাকেই দেন। আমার ভয়ে উৎকোচ লইতে পারেন না বলিয়া, তিনি আমার পরম শত্রু। দাশু প্রভৃতি চাকরেরাও এই কারণে আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। শুনিয়া আমজাদ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার কহিলেন, ক্যাসাদি কাহার জিম্মায় থাকিত ?

নুরল। "আমার জিম্মায়।"

আম। "চাবী ?"

নুর। "আমার নিকট।"

আমজাদ কি যেন ভাবিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ লইয়া, ডিঃ পুঃ সুঃ ও ইঃ পেঃ কে সঙ্গে করিয়া আমজাদ বেলগাঁও চলিয়া গেলেন। পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। জুট আফিসের আমলাও চাকর দিগের প্রত্যেকের বাড়ী, বাসাবাড়ী আড্ডা প্রভৃতি স্থান তন্ন তন্ন করিরা দেখা হইল। অনেককে অনেক প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। এই কার্য্যে দুই দিন গেল। তৃতীয়দিন আফিসের পুষ্করিণীতে জাল ফেলা হইল। কিছু কিছু মাছ পাওয়া গেল, আর কিছুই মিলিল না। তৎপর পুষ্করিণীতে লোক নামাইয়া দিয়া দলামলা হইল, হাড়ী পাতিল কিছু উঠিল, সুঃ পুঃ সাহেব আশাপূর্ণ-অন্তরে তাহা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া দেখিলেন কিন্তু সব শূন্য। ঐ তিন দিন গুপ্তানুসন্ধানও চলিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পুলিশ হতাশ হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নুরল এস্‌লাম জেলায় চালান হইবার সময় স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়া যান, তাহা যথাসময়ে আনোয়ারার হস্তগত হইল। ঐ সময় সে জোহরের নামাজ পড়িয়া নিজের দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিল, স্বামীর হস্তাক্ষর-যুক্ত পত্র দেখিয়া তাহার হৃদয়ে তুফান ছুটিল। সে কম্পিত হস্তে পত্র খানি চুম্বন করিয়া, তাজিমের সহিত প্রথমে মাথায় রাখিল, তার পর চক্ষে স্পর্শ করাইয়া বুকে ছোঁয়াইল, তৎপর খুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায়, পাঠান্তে,—"খোদা তুমি কি করিলে?" এই বলিয়া জায়নামাজের উপরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সালেহা পূর্ব্বে লেখাপড়া জানিত না। আনোয়ারার শিক্ষা দীক্ষায় সে এখন কোরাণ শারিফ ও বাঙ্গালা পুস্তকাদি পড়িতে পারে। তাহার দেখাদেখি, পাড়ার আরও ৫।৭টী মেয়ে আনোয়ারার কাছে পড়াশুনা করে। সালেহা পড়া বলিয়া লইতে এই সময় ঘরে আসিয়া দেখিল, আনোয়ারা জায়নামাজের উপর শুইয়া আছে। সালেহা প্রথমে ভাবী বলিয়া ২।৩ বার ডাকিল; কোন উত্তর পাইল না, পরে জোরে গায়ে ধাক্কা দিল, তথাপি সাড়াশব্দ নাই, পরে এপাশ ওপাশ করিয়া দেখিল, যে দিকে কাত করে সেই দিকেই থাকে। এই অবস্থা দেখিয়া বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ফুফুআম্মা, ভাবী মরিয়াছে। ফুফু আম্মা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। প্রতিবাসী অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিল। আনোয়ারার কয়েকটি ছাত্রী আসিল. ফুফু বউএর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা ঠাণ্ডা. নাকে হাত দিলেন নিশ্বাস চলে না, মুখের ভিতর

হাত দিয়া দেখিলেন, দাঁতে দাঁত দৃঢ়রূপে লাগিয়া গিয়াছে, ফুফু আম্মাও তখন বৌ মরিয়াছে, বলিয়া হায়, হায়, করিতে লাগিলেন। উপস্থিত একজন প্রবীণা প্রতিবাসী স্ত্রীলোক কহিল, আপনারা এত অস্থির হইবেন না; দাঁতি লাগিয়াছে মাথায় পানীর ধারাণী দিউন। তাঁহার কথামত তখন কার্য্য চলিল, কিন্তু কি নিমিত্ত বৌএর এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। পরে সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া কহিলেন, বিবিসাহেবার পাশে চিঠির মত ওখানা কি পড়িয়া আছে। কুলসম নামে একটি বুদ্ধিমতী ছাত্রী চিঠি খানি তুলিয়া লইল এবং খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল,--

প্রাণাধিকে,

তুমি ফেরেস্তাদিগের পূজনীয়া! আমি নরাধম, তাই তোমাকে চিনিতে পারি নাই! পরন্তু লোকাপবাদে উন্মনা হইয়া, তোমার পবিত্র হৃদয়ে যে ব্যথা দিয়াছি, সেই মহাপাপে আজ কারাগারে চলিলাম। সরকারী তহবিল হইতে আট হাজার টাকা কিরূপে খোয়া গিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোম্পানির আদেশে আমি দায়ী হইয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়া জেলায় চলিলাম। হায়, তোমার স্বর্গীয় বিমল মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না, - ইহাই দুঃখ রহিল। কারাগারে যাইয়া আর বেশী দিন বাঁচিবার আশা নাই। অন্তিম অনুরোধ, শুধু সরিয়তের নহে,—প্রাণের দোহাই দিয়া বলিতেছি, "নরাধমের জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহাকে পতি বলিয়া মনে রাখিও।" ইতি

তোমারই—

হতভাগ্য নূরল এস্‌লাম।

পত্র পাঠ করিয়া কুলসম কহিল, অজ্ঞান হইবারই কথা। ফুফু আম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রে কি লেখা আছে মা ?" কুলসম কারাগারে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া কহিল "দেওয়ান সাহেব সরকারী টাকা পয়সার গোলমালে পড়িয়াছেন !" শুনিয়া ফুফু আম্মা আরও উতলা হইলেন।

অনেক সেবাশুশ্রূষার পর আনোয়ারার চৈতন্য হইল। সে জোর করিয়া উঠিয়া বসিতেই উঃ বলিয়া পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পুনরায় সেবাশুশ্রূষা চলিল। ধীরে ধীরে আনোয়ারা আবার চেতনা লাভ করিল। ফুফু আম্মা হৃদয়ের ব্যাকুলভাব চাপিয়া বউকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, "টাকা পয়সার একটু গোলমাল হইয়াছে, তাতেই তুমি এত অস্থির হইয়াছ ?" আনোয়ারা কহিল, "না তিনি যে জেলে," বলিয়াই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ফুফু আম্মা কান্দিতে লাগিলেন। আনোয়ারার বারম্বার মূর্চ্ছা ও ফুফুর কান্নাকাটিতে দিবা অবসান হইল, রাত্রি আসিল। অতি কষ্টে রাত্রিও প্রভাত হইল। আনোয়ারা বুকে গুরুতর বেদনা লইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। ফুফু টোটকা ঔষধের প্রলেপ তাহার বুকে দিয়া কহিলেন, তুমি অত উতলা না হইয়া ছেলের রক্ষার জন্য মধুপুরে ও জেলার ঠিকানায় পত্র লিখ।

নবম পরিচ্ছেদ

আনোয়ারা কি যেন ভাবিয়া সইকে আর পত্র লিখিল না। উপস্থিত বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া মধুপুরে তাহার দাদিমাকে পত্র লিখিল। বৃদ্ধা, হামিদার পিতাকে সঙ্গে দিয়া আনোয়ারার পিতাকে টাকাকড়ি সহ রতনদিয়ায় পাঠাইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। বাদী ম্যানেজার সাহেবের কথায়, আসামী চরিত্রবান্ বলিয়া প্রমাণিত হইল, কিন্তু উপস্থিত ঘটনায় তিনি যে নির্দ্দোষী, তাহা সাব্যস্ত হইল না। রতিশ বাবু ও দাগু সাক্ষ্য দিল, "নুরল এস্‌লাম দীর্ঘদিন পীড়িত থাকিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; তার পর কার্য্যে পুনরায় উপস্থিত হন। ক্যাস সিন্দুকের চাবী সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত।" দারওয়ান জগন্নাথ মিশ্র সাক্ষ্য দিল, "টাকা চুরির আগে, বড়বাবু বড় বড় নিশ্বাস ফেল্‌তেন, আর থাকিয়া থাকিয়া রাম রাম বল্‌তেন।" তার কথায় আদালতের লোক হাসিয়া উঠিল। উকিল সাহেব দোস্তের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের নিমিত্ত জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। ফলে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ নানাদিক বিবেচনা করিয়া নুরল এস্‌লামের প্রতি ১৮ মাসের কারাদণ্ডের বিধান করিলেন। হুকুম শুনিয়া, তালুকদার ও ভূঞাসাহেব পরিশুষ্ক মুখে ও উকিল সাহেব চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিলেন।

সে দিন হামিদা অনাহারে কাটাইয়াছে। প্রাণের খোকাকে লইয়া তাহার হাসিখুসী সে দিন বন্ধ ছিল। তালুকদার সাহেব বিমর্ষ-চিত্তে

অন্দরে প্রবেশ করিলে, হামিদা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজান, নয় মুক্তি পাইয়াছেন?"

তালু। "না মা, তার ১৮ মাস জেল হইয়াছে।"

হামিদার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

তালু। "মা, তুমি দেখ্‌ছি আনোয়ারার মত হইলে!"

হামিদা আরও অস্থিরচিত্তে কহিল, "বাবাজান, তার কি হইয়াছে?"

তা। রতনদিয়ায় আসিয়া শুনিলাম, নুরুল এসলাম হাজতে আসিবার দিনই তাহাকে চিঠি লিখিয়া আসিয়াছে, "আমি জেলে চলিলাম।"—তখন তাকে লইয়াই কান্নাকাটি। রাতে ৪।৫ বার মূর্চ্ছা যায়। প্রাতে বুকে বেদনা ধরিয়া শয্যাগত হইয়াছে।

হামিদা। "হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ? এমন গজব ও মানুষের উপরে হয়?"

তা। "মা, সকলি অদৃষ্টের ফল। তবে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।"

হা। "বাবাজান, এমন বিপদেও কি ধৈর্য্য থাকে?"

তা। "মা, কারবালার বিপদে হজরত হোসেন পরিবার খোদা-তালার প্রতি আত্ম সমর্পণ করিয়া ধৈর্য্যবলে মরমহীতে অমর হইয়া গিয়াছেন।"

হামিদা, পিতার উপদেশে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, তাঁহাদের আহারের আয়োজনে চলিয়া গেল।

পরদিন তালুকদার ও ভূঞাসাহেব, রতনদিয়ার হইয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন। ভূঞাসাহেব, জামাতার সাহায্যের নিমিত্ত বাড়ী হইতে যে সাড়ে

চারিশত টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে মাত্র ১০৲টি টাকা আনোয়ারাকে দিয়া গেলেন।

তাহারা বাড়ী পৌহুঁছিলে সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁন্দিতে বসিলেন এদিকে বুকের বেদনা বাড়িয়া আনোয়ারা একেবারে শয্যাশায়িনী হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

নুরল এস্‌লাম কারাগারে যাইবার পর, কোম্পানির টাকা আদায়ের কারণ কলিকাতা হইতে একজন কর্ম্মচারী বেলগাও আসিলেন। ম্যানেজার সাহেব, তাঁহাকে বলেন "আসামীর সম্পত্তি যাহা ছিল, সে তাহা পূর্ব্বেই ভগিনী ও স্ত্রীকে দান করিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার নিকট টাকা আদায় অসম্ভব! এখন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহা হয়।" কিন্তু রতীশ বাবু পূর্ব্বকথিত নবার নিকট শুনিয়া, স্থানীয় রেজেষ্টারি অফিসে খোজ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, নুরল এস্‌লাম দানপত্র রেজেষ্টারি করিয়া দেন নাই। তিনি কলিকাতার কর্ম্মচারীকে গোপনে বলেন, "আসামীর দানপত্র এপর্য্যন্ত রেজেষ্টারি হয় নাই, সুতরাং এখন সে সম্পত্তি আসামীর বলিয়া নালিশ চলিতে পারে। কর্ম্মচারী ম্যানেজার সাহেবের নিকট, আসামীর নামে সেই সূত্রে নালিশের প্রস্তাব করেন। উকিল সাহেব তাহা অবগত হইয়া রতনদিয়ায় পত্র লিখেন।

উকিল সাহেবের পত্র পাইয়া শয্যাশায়িনী আনোয়ারা বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিল। সকলে মনে করিল, বউ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

আনোয়ারা তাহার দাদিমাকে সংক্ষেপে পত্র লিখিল,—

"তোমরা সকলে আমার ছালাম জানিবে। বাবাজান আমাদের বিপদে, এখানে আসিয়া মাত্র দশটি টাকা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কোম্পানী আমাদের তালুক বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব এই চিঠি পাওয়া মাত্র, তুমি নিজ হইতে তিন শত, বাবাজান তিন শত, আমার পুঁজি টাকা চারিশত, এবং কয়েকখানি সাড়ী ও তোমার দত্তা,

আমার সমস্ত গহনা বিলম্ব না করিয়া পাঠাইবা। যদি ঐ সকল পাঠাইতে ইতস্ততঃ বা বিলম্ব কর, তবে আমাকে আর জন্মের মত দেখিতে পাইবে না।” ইতি—

আনোয়ারা।

স্নেহ-পরায়ণা বৃদ্ধা, পৌত্রীর আত্মহত্যা আশঙ্কা করিয়া অগোণে বস্ত্রালঙ্কার ও নগদ টাকা পাঠাইলেন। মাত্র ১০৲টী টাকা মেয়েকে দিয়া আসিয়াছে জানিয়া, বৃদ্ধা, পুত্রকে তিরস্কার করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে তিনশত টাকা লইয়া তাহাও এই সঙ্গে পাঠাইলেন। আনোয়ারা যথাসময়ে টাকা, অলঙ্কার ও বস্ত্র পাইল।

এদিকে আনোয়ারা উকিল সাহেবকে রতনদিয়ায় আসিতে সইএর নিকট পত্র লিখিল। উকিল সাহেবও যথাসময়ে রতনদিয়ায় আসিলেন। দিনমানে তিনি দোস্তের সংসারের মিজিল মিছিল করিলেন। রাত্রিতে কোম্পানীর দেনা শোধের কথা তুলিলেন। সরলা ফুফু আম্মা কহিলেন, “বাবা তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। উকিল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “টাকা ২।৪ হাজার নয়, ৮ হাজার। তালুক বিক্রয় ছাড়া উপায় দেখিতেছি না।” আনোয়ারা ফুফু শাশুড়ীর নিকট ঘরের ভিতর বসিয়াছিল, সে ছোট, ছোট, করিয়া ফুফু শাশুড়ীকে কহিল, “তা কেন, আমার নিকট হাজার টাকা ও আমার এগার শত টাকার গহনা আছে, তাঁর (স্বামীর) পীড়ার সময় সই আমাকে একশত টাকা দিয়াছিল, তাহাও মজুত আছে। এই সব দিয়া কোম্পানীর টাকা মিটাইতে বলেন।”

ফুফু বউএর সমস্ত কথা উকিল সাহেবকে শুনাইলেন। উকিল সাহেব

শুনিয়া বালিকার পতিপরায়ণতায় মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। মুখে কহিলেন, "আট হাজার টাকার দেনা এতে মিটিবে না।"

নুরল এসলাম কারাগারে যাইবার সময় আনোয়ারাকে পত্র লিখিয়াছিলেন "অন্তিম অনুরোধ. শুধু সরিয়তের নহে, প্রাণের দোহাই দিয়া বলিতেছি, নরাধমকে পতি বলিয়া মনে রাখিবে।" আনোয়ারার সেই কথা এখন হৃদয়ে উজ্জল ভাবে জাগিয়া উঠিল, এবং উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে পতির সম্পত্তি রক্ষা করা সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যকর্ম্ম মনে করিল। তাই সে. বিবাহের সময় স্বামীদত্ত যে নয় শত টাকার অলঙ্কার পাইয়াছিল তাহাও ঐ ঋণ শোধার্থে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া ফুফু শ্বাশুড়ীকে কহিল, "আপনারা যে আমাকে নয় শত টাকার গহনা দিয়াছিলেন, তাহাও পোর্টম্যানে তোলা আছে। ওগুলিও সয়া সাহেবকে দেওয়া যাক্।" ফুফু সে কথাও উকিল সাহেবকে জানাইলেন। উকিল সাহেব মনে করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে যে এগার শত টাকার গহনা দেওয়ার কথা হইল, তাহাই দোস্ত সাহেব দত্ত। এক্ষণে আরও নয় শত টাকার গহনার কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ইতিপূর্ব্বে যে এগার শত টাকার অলঙ্কারের কথা বলিলেন, তাহা কাহার? ফুফু আম্মা কহিলেন, ওগুলি বউমার দাদিমা দিয়াছেন। উকিল সাহেব শুনিয়া মনে মনে কহিলেন, সতী তুমিই ধন্য! তুমিই পতিব্রতাদিগের আদর্শস্থানীয়া।

উকিল সাহেব তখন হিন্দুদিগের বিশ্বামিত্র-প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "নগদে ও গহনায় তিন হাজার এক শত হইতেছে, বাকী চারি হাজার নয় শত টাকা। তার উপায় কি? আনোয়ারা তখন

কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে ফুফু আম্মাকে কহিলেন "আমার হাতে এখন ৬০ টাকার অঙ্গুরী আছে। পরিধানের ৫।৬ শত টাকার সাড়ী আছে, ইহাও দেওয়া যাক্। ফুফু আম্মা কহিলেন, বউ মা, তুমি কাঁদিও না, সাড়ী দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। ছেলের শোকে আমি পাগল হইয়াছি, তাই মনে ছিল না; আমাদের বিপদের কথা শুনিয়া রশিদা নিজ হইতে দুই শত, তার সোয়ামী এক শত টাকা দিয়াছিল, সে তিন শত টাকা আমার কাছে আছে, কাল ছেলেকে সাড়ীর বদলে তাহাই দেওয়া যাইবে। এইবার উকিল সাহেবের পরীক্ষা শেষ হইল। তিনি কহিলেন "আপনারা কান্নাকাটি করিবেন না, আপনাদের পাঁচশত টাকা আমার নিকট মজুত আছে। দোস্ত সাহেবের ম্যানেজার সাহেব, তাঁহার মোকদ্দমার সাহায্যের জন্য আমার হাতে দিয়াছিলেন, তাহাও এই দেনায় শোধ দিন: এই বলিয়া, তিনি পাঁচ কিতা নোট ফুফু আম্মার হাতে দিলেন।

রাত্রি প্রভাতে ফুফু আম্মা—

নিজের নিকট মজুত		৩০০৲
উকিল সাহেবের দত্ত নোট	..	৫০০৲
আনোয়ারার সইয়ের দত্ত	...	১০০৲
আনোয়ারার পিত্রালয় হইতে আনীত	...	১০০০৲
আনোয়ারার দাদিমার গহনা	..	১১০০৲
আনোয়ারার স্বামীদত্ত গহনা	..	৯০০৲
আনোয়ারার আংটি	...	৬০৲
	মোট	৩৯৬০৲

মোট ঊনচল্লিশ শত ষাইট টাকা নগদে গহনায় দেনা শোধের জন্য উকিল সাহেবের হাতে দিলেন। তিনি ঐ সকল লইয়া যথাসময়ে বাসায় আসিলেন।

উকিল সাহেব বাসায় পৌছিলে, হামিদা কহিল,—"এত টাকা ও গহনা কোথায় পাইলে?"

উকিল। "পতির ঋণ-মুক্তির জন্য তোমার সই যথা সর্ব্বস্ব আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন।"

হা। "তাইত দেখিতেছি, আমার দত্ত আংটিটা পর্য্যন্ত দিয়াছে। ধন্য পতিব্রতা, এমন সতীর সই হইয়া, নারী জন্ম সুন্দর ও সার্থক মনে হইতেছে।"

উ। "এতে সতীর উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা, তাই ভাবিতেছি।"

হা। "আর কত হইলে দেনা শোধ করিতে পারিবে?"

উ। "কম পক্ষে মোট সাড়ে চারি হাজার টাকা হইলে কথা বলা যায়।"

হা। "তাহার নাজাই কত?"

উ। "আর ৫৪০৲ টাকা হ'লে সাড়ে চারি হাজার হয়।"

হা। তুমি ৩০০৲ দেও, আমি নিজ হইতে ২৪০৲ দেই।

উ। "তোমার নিজ তহবিলে খুব টাকা জমিয়াছে না কি?"

হা। "জমেছে বৈ কি?"

উ। "কোথায় পাইলে?"

হা। "আমি খোকার মুখে ক্ষীর দেওয়া উপলক্ষে ৩০০৲ টাকা পাইয়াছি। তোমার অনুমতি হইলে তাহা হইতেই দিতে চাই।"

উ। "তোমার হৃদয়ের মহত্ত্বে সুখী হইলাম।"

অতঃপর জুট ম্যানেজারের সহিত অনেক লেখা লেখি হওয়ার পর, তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে চারি হাজার টাকায় কোম্পানির টাকা শোধ সাব্যস্ত হইল। বন্ধুর তালুক ও বন্ধু-পত্নীর গাত্রালঙ্কার যাহাতে পর ভোগা না হয়, তজ্জন্য উকিল সাহেব নিজ নামে হাজার টাকার হ্যাণ্ড নোট লিখিয়া দিয়া এবং বক্রী নাজাই নিজ হইতে দিয়া, কোম্পানির রফার টাকা শোধ করিলেন। স্ত্রীকে হ্যাণ্ডনোটের কথা জানাইয়া কহিলেন, "অলঙ্কারগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখ, সময়ে ফেরত দেওয়া যাইবে। হাসিনা আহ্লাদে গহনাগুলি নিজ বাক্সে পুরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জুট কোম্পানীর টাকা শোধের পর, একদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া বৃদ্ধ আম্মা আনোয়ারাকে কহিলেন, "বউমা এখন উপায় কি?" আনোয়ারা শোকনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "কিসের উপায়ের কথা বলিতেছেন আম্মাজান? বৃদ্ধ কহিলেন, "টাকা পয়সা সব গেল, আশ্বিন মাস না আসিলে তালুকের খাজানা পত্র পাওয়া যাইবে না। খুসীর কাপড় নাই। সে তাহার জন্য বায়না ধরিয়াছে। কাল বাদে হাট, তাহারই বা উপায় কি?" আনোয়ারা পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "সব যাইয়া যদি—"আর বলিতে পারিল না। তার বাক্ রোধ হইয়া আসিল। চোখের পানিতে তাহার—বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে আনোয়ারা ফজরের নামাজ পড়িয়া, ট্রাঙ্ক হইতে নিজের একখানি এক ধোপের লালপেড়ে ধুতি খুসীকে ডাকিয়া পরিতে দিল। খুসী কাপড় পাইয়া আনন্দিত হইয়া বউ বিবিকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

বিকাল বেলায় নবার বৌ এই বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। এই নবার বউই প্রথম সালেহার নিকট, আনোয়ারার লোকাপবাদের কথা বলিয়া যায়। এজন্য আনোয়ারা তাহাকে দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিল, শেষে আত্মসম্বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে ডাকিয়া লইল। নবার বৌ ঘরে আসিলে আনোয়ারা পোর্টম্যান খুলিয়া একখানি রেশমের উপর পদ্মফুল তোলা নীলাম্বরী সাড়ী বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "তোমার সোয়ামীকে দিয়া এই সাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া দিবে?"

নবার বৌ সহৃদয়তা জানাইয়া কহিল, "আপনারা বড়লোক, হাড়ী বেচ্‌বেন ক্যান।"

আনো। "আমাদের টাকা পয়সার খুব টানাটানি হইয়াছে।"

নবা বৌ। "এ্যার দাম কত?"

আনো। "নয় টাকা, এখন সাত টাকা হলেই দিব।

নবার বৌ পোর্টম্যানের দিকে চাহিয়া কহিল "ঐ যে হোনার লাগান জ্বল্‌তিছে ও হানও কি হাড়ী?

আনো। "হাঁ ওর দাম বেশী।"

ন বৌ। "কত?"

আনো। "পনর কুড়ি টাকা।

ন বৌ। "ও হান বেচবেন না?"

আনো। "খরিদ্দার পাইলে বিক্রয় করিব।"

ন-বৌ। "দাম কত চান?"

আনো। "এখন অর্দ্ধেক দামে দিব।"

ন-বৌ। "খুল্যা দেহাও ত?"

আনোয়ারা সাড়ী খুলিয়া দেখাইল। কিছুদিন ব্যবহৃত হইলেও বিচিত্র বেনারসী সাড়ী দেখিয়া, নবার বৌএর চোখ ঝলসিয়া গেল। সে সাড়ীর জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠিল। কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় কহিল, "আজ থাক্, কাল নিয়ে যাব।" নবার বউ চলিয়া গেল।

রাত্রিতে নবা বেলগাঁও হইতে বাড়ী আসিল। নবার বৌ পূর্ব্বেই তাহাকে সাড়ীর ফরমাইস দিয়াছিল। বাড়ী আসিবামাত্র, বউ নবাকে কহিল, "আমার হাড়ী কউ।"

নবা কহিল, "রতীশ বাবু কল্‌কাত্তা থাক্যা আস্‌লেই হাড়ী পাইবা।"

নবার বৌ মুখ ভার করিয়া রাত্রিতে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল না। নবা অনেক সাধ্য সাধনা করিলে, বৌ শেষে অভিমানের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আচ্ছা আমাকে বুঝি বিশ্বাস পাও না? ছোরাণী দুড্যা আমার কাছে দেওনা ক্যান্‌।" নবপ্রেমে আত্মহারা নবা তখন বৌএর আঁচলে চাবী দুইটা বাঁধিয়া দিয়া কহিল, "এই ল্যাও ছোরাণী। হুঁসিয়ার হয়া রাখ্‌বা।"

প্রাতে নবা বন্দরে গেল। নবার বৌ বাক্স খুলিয়া সাড়ীর অৰ্দ্ধেক মূল্য সাড়েসাত কুড়ির স্থলে আটকুড়ি আর সাত টাকা লইয়া সাড়ী কিনিতে চলিল।

আনোয়ারা তখন কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন।

নবার বৌ টাকাগুলি তাঁহার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "হাড়ী দুইহান আন।"

আনোয়ারা টাকা দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। কোরাণ পাঠ বন্ধ করিয়া কহিল, "তোমরা গরীব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাইলে?"

নবার বৌ মিশিরঞ্জিত দন্ত বিকশিত করিয়া কহিল "খোদায় দিছে।"

আনোয়ারা। "তাত সত্যি, কিন্তু খোদা কেমন করিয়া দিল?" নবার বৌ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনোয়ারা ভরসা দিয়া কহিল, "আমার কাছে বলিতে ভয় কি?" নবার বৌ তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনোয়ারা তখন কহিল, "তুমি টাকার কথা না বলিলে, আমি তোমাকে সাড়ী দিব না।" নবার বৌ সাড়ীর জন্য পাগল। সে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কহিল, "বাড়ী আলা এক ছালা ট্যাহা পরৈ পাইচে।"

আ। "কোথায় পাইয়াছে ?"

নবা-বৌ। "সাহেবের পুষ্‌_কন্নিতে রাতে মাছ মারতে যায়া।"

আ। "সব টাকাই তোমার কাছে দিয়াছে ?"

নবা-বৌ। "না, বেশী ট্যাহা মাজেতে পুঁতে অল্প ট্যাহা বাস্কোতে থুছে।" আনোয়ারা শুনিয়া অনেক্ষণ কি যেন চিন্তা করিল। পরে দশ টাকা ফেরত দিয়া সাড়ীর কথিত মূল্য ১৫৭৲ টাকা রাখিয়া সাড়ী দুইখানি নবার বৌর হাতে দিল। সে মহানন্দে সাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আনোয়ারার সাড়ী বিক্রয়ের ৩ দিন পর জেলা হইতে জনৈক নামজাদা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর রতনদিয়ায় আসিয়া হঠাৎ নবাব আলীর বাড়ী ঘেরাও করিলেন। পাঠক, নবাব আলী ওরফে নবার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

নবা বন্দরে যাইতে বাড়ীর বাহির হইতেছিল। পুলিশ দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। জনৈক কনেষ্টবল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

নবা। 'হুজুর, কত্তা আমার নাম—আমার না—ম--নবা। না আমার নাম কত্তা মশায় নবাব আলী ষ্যাক।" ইনস্পেক্টরের ইঙ্গিতে কনেষ্টল নবাব আলীর হাত চাপিয়া ধরিল। নবার মুখ দিয়া তখন ধূলা উড়িতে লাগিল। সে মনে করিতে লাগিল, সমস্ত দুনিয়াটা বুঝি তাহার বিপদে উলট পালট খাইতেছে। সে এখন দিশেহারা, তথাপি বিলুপ্ত সাহসের কৃত্রিম ছায়া অবলম্বনে কনেষ্টবলকে কহিল, "আপনে হুজুর কর্‌তা আমার হাত চা'পে ধল্লেন ক্যান্? ছাড়েন, না ছাল্লে, আমি এহনি এই দারগা বাবুর কাছে নালিশ কর‍্যা দেব।"

ইনঃ। (স্মিত মুখে) "কি বলে নালিশ করিবে?"

নবা। "হুজুর আমার বাপ দাদা দুই পুরুষের কেউ চোর হয় নাই। আমিও চোর না। তবে কিছু ট্যাহা প'রে পাইচি তা চান তো এহনি বার কর‍্যা দিতেছি।" ইন্‌স্পেক্টার কহিলেন, "তবে বাড়ীর ভিতর চল।" কনেষ্টবল নবার হাত ছাড়িয়া দিল, ইন্‌স্পেক্টার তাহাকে সঙ্গে করিয়া সদলে নবার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

কনষ্টেবল সঙ্গে গিয়া নবার টাকার বাক্স বাহিরে আনিল। সর্ব্ব-সম্মুখে খোলা হইল, বাক্সে মাত্র ২০০ শত টাকা পাওয়া গেল। আর একটি ছোট রকম টিনের বাক্স খোলা হইল, তাহা হইতে একখানি বেণারসী ও একখানি নীলাম্বরী আর ১৩্টি টাকা বাহির হইল। এই বাক্সটি নবা তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিয়া খরিদ করিয়া দিয়াছিল। ইন্স্পেক্টর নবাকে কহিলেন, "তোর বউ বেণারসী পরে, আর তুই বলিস্ আমি চোর না। সাড়ী দেখিয়া নবার মাথা ঘুরিয়া গেল। কারণ সে এই সাড়ীর বিষয় কিছু অবগত নয়। সে একটু সামলাইয়া কহিল, "হুজুর, আমি হাড়ীর কথা কিছু জানি না। বউকে পুছিয়া দেহি, কেমন ক'রে এমন হাড়ী গরীবের বাড়ী আইল।" ইন্স্পেক্টার আদেশ দিলেন। সে ঘরে গিয়া বউকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহাদের মুনিব বউ তাহার স্ত্রীর নিকট দুইখান সাড়ী বিক্রয় করিতে দিয়াছেন। বাস্তবিক তাহার স্ত্রী যে ঐ সাড়ী নিজে পরার জন্য মুনিব বউএর নিকট হইতে টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, তাহা সে স্ত্রীর মুখে শুনিয়াও গোপন করিল।

ইন। "আচ্ছা, আর টাকা কোথায় রেখেছিস্, বল?"

নবা। "আমি আর কোন হানে ট্যাহা রাহি নাই।"

তখন ইন্স্পেক্টারের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ নবার শয়ন ঘরের মেজে খুঁড়িয়া এক পাতিল টাকা বাহির করিল। গণিয়া দেখা গেল, সতর শত। ইন্স্পেক্টার ক্রোধভরে নবাকে কহিলেন, "আট হাজারের মধ্যে ১৯১৩্ টাকা পাওয়া গেল, আর টাকা কোথা আছে, ভাল চাহিস্ ত খুলে বল্?"

নবা। "হুজুর, এখন কাটা৷ ফালালে আর নবার ঘরে এক পয়সাও পাবেন না।"

পুলিশ অনুচরগণ নবার বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাস্তবিকই আর কিছু পাইল না।

ইন। "তুই এই টাকা কোথা হইতে চুরি করিয়াছিস্?"

নবা। "হুজুর, আমি চোর না। ট্যাহা পরে পাচি।"

ইন। "কোথায় পেয়েছিস্ বল্। ঠিক কথা বল্লে, তোকে ফাটকে দিব না।"

নবা। "হুজুর, বাপ মা, গতি গোলামকে বাঁচান, তবে সব খুলে কই।"

ইন। "বল্, তোর কোন ভয় নাই।"

নবা। যে দিন, আমার মুনিবকে জেলায় ধ'রে লিয়া যায়, হেইদিন রাতে আমি সায়েবের পুষ্কন্নিতে মাছ মার্তে গেছিলাম। পচ্চিমপারে জালি দিয়া মাছ মারিতেছি, দেহি তিন জন মানুষ আফিসের ঘাট দিয়া নামে আ'সে এ্যাক জন পানিতে নাম্‌ল। তারপর কি যেন তুলে উপরের দুইজনের মাতায় দিল, আর নিজেও একটা লিল। তারপর তিন জনাই উপরে উঠে গ্যাল। আমি পানিতে মিশা থাক্যা এই দেহলাম।"

ইন। "তিন জন কে কে?"

নবা। "কাল্‌ছা আধাঁরে চেনা গ্যাল না।"

ইন। "তুই তখন কি করিলি?"

নবা। "তারা চল্যা গ্যালে আমি আস্তে আস্তে পূবপার যায়া দেহি পানীর কেনারে কি যেন উচা হয়া আছে। হাত দিয়া দ্যাহি, ট্যাহার ছালা। আমি তাই মাতায় ক'রা বাড়ী আনচি।"

ইন। "এই তিনটি লোককে কি একেবারেই চিন্‌তে পারিস্ নাই ?"

নবা। "হুজুর পরে পার্‌চি।"

ইন। (সোৎসাহে) "কে কে ?"

নবা। "রতীশ বাবু আর দাণ্ড মামু।"

ইন। "তারা যে চুরি করেছে, কেমন করিয়া বুঝলি ?"

নবা। "আমি সেইদিন ভোরে বাড়ী হ'তে আ'সে সায়েবের পুষ্কন্নিতে মুখ ধুতে গেছিলাম। দেহি রতীশ বাবু আর দাণ্ড মামু পুষ্কন্নির রাতের হেই জাগায় খাড়া হয়া কি যেন বলা কওয়া করতেচে। আর রতীশ বাবু ট্যাহার জাগায় হাত এশারা ক'রা কি যেন ত্থাহাতেচে। ওগার উপর আমার ভারী শোভা হল। কিন্তু ভাবলাম আর একজন কে ? ধরার জন্যি তাহে তাহে থাক্‌লাম।" এই পর্য্যন্ত বলে নবা থামিয়া গেল।

ইন। "তারপর আর কোন খোঁজ কর্‌তে পারিস্ নি ?"

নবা। "হুজুর, আমাকে ছাড়্যা দিবেন ত ?"

ইন। "হাঁ হাঁ, তুই যদি সব কথা সত্য করে খুলে বলিস্, তবে তোকে বেকসুর খালাস দিব।"

নবা। "তবে কই হোনেন।—আমরা ৩।৪ জন গরীব মানুষ পাট বাঁধাই করি। রতীশ বাবুর বাসার নিকট আমাদের বাসা।"

ইন। "রতীশ বাবু কি পরিবার লইয়া থাকেন ?"

নবা। "না হুজুর, তেনি ক্যাবল বাসায় পাক কর্যা খান।"

ইন। "রাত্রে কোথায় থাকেন ?"

নবা। "হুজুর, অনেক রাতে থানার পচ্চিমে বষ্টমী পাড়া যান।"

ইন। "কোন্ বৈষ্ণবীর বাড়ীতে থাকেন, জানিস্ ?"

নবা। "জানি, ললিনী বৈষ্টমীর বাড়ীতে থাকেন। আমরা হেই বষ্টমীকে ললিনী ঠাক্‌রাণী বলি। ঠাক্‌রাণ না বল্লে বষ্টমী বেজার হয়, বাবুও রাগ করেন।"

ইন। "থাক্ আসল কথা বল্।"

নবা। "হুজুর, আমি এ্যাকদিন বেশী রাত জাগ্যা বাসায় ব'সে আছি, পাশে রতীশ বাবুর বাসায় তেনি, দাগু মামু আর ফরমান ৩ জন মানুষের কথা শুনে কান খাড়া কল্লাম। দাগু মামু এই কত্যাচে, "বাবু যে ছালা আলদা, বালুতে গাড়া হচিল, তা আপনে আগে চালাকী ক'রে তুল্যা আন্‌চেন। তার অংশ আমাকে না দিলে, আমি সব ফাঁসায়া দেব।" রতীশ বাবু ক'ল, না দাগু ভাই, "আমি কালী ঠাক্‌রণের দিবা কর্যা ক'তে পারি আমি তা আনি নাই।" দাগু মামু তখন ফরমান ভাইকে ক'লেন, "এ কাজ তবে তুমিই ক'রচ।" ফরমান তাঐ তহন রাগের মুহে ক'ল, "আমাকে অত সয়তান মনে ক'র না। চেনির বদলের মত বোঝা বওয়াইয়া মোটে পাঁচ গণ্ডা ট্যাহা দিতা চাও, খোদায় য্যার বিচার কর্‌বে।" রতীশ বাবু হাঁসি ক'লেন, "নেও ফরমান, তুমি আর আপত্তি কর না।" এ্যাক ঘোণ্টায় এ্যাক কুড়ি, আর কত? ফরমান কলেন, "বাবু আপনারা যে ছালায় ছালায়।" আমি যদি ফাঁসাইয়া দেই? "দাগু মামু ক'ল, কয়্যা দিয়া আর কি ঘোণ্টা করবা। মোকদ্দমা ত মিট্যা গ্যাছে। তার জন্যি বড় বাবুর ফাটক হইচে।" রতীশ বাবু ক'লেন, "আমার মনে কয়, যে, জলের ছালা চুরি ক'রচে হেই, বালুতে আলাদা গাড়া ছালা লিছে।"

দূরদর্শী শান্তশিষ্ট, ইন্‌স্পেক্টার নবাকে আর প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। যাহা শুনিলেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া লিপিবদ্ধ

করিলেন। অনন্তর নবাকে সঙ্গে করিয়া সদল বলে বেলগাঁও উপস্থিত হইলেন। বেলা তখন ১১টা।

ইঃ পেঃ সাহেব, নলিনী, রতীশ, দাগু ও ফরমানকে স্থানীয় পুলিশের হেফাজতে পৃথক্ পৃথক্ বন্দী রাখিয়া স্নানাহারের জন্য ডাকবাংলায় উপস্থিত হইলেন।

আহারান্তে অপরাহ্ণ ২টায় ইন্স্পেক্টার সাহেব জোহরের নামাজ পড়িয়া খানাতালাসী আরম্ভ করিলেন। অগ্রে নলিনী বৈষ্ণবীর বাড়ী দেখা হইল। তার ঘরে নূতন লোহার সিন্ধুক, ও নূতন মজবুত ষ্টীলট্রাঙ্ক। সিন্ধুক ও বাক্সের চাবী নলিনীর নিকট চাওয়া হইল। নলিনী ঝাড়িয়া জবাব দিল, "চাবী নাই, কাল হারাইয়া গিয়াছে।" ইন্স্পেক্টার কহিলেন "সয়তান্‌কি ছাড়, চাবী দাও।" নলিনী নির্ভয়ে উত্তর করিল, "বলছি, চাবী হারাইয়া গিয়াছে, কোথা হতে দিব।"

নবা। "চাবী বুঝি রতীশ বাবুর কাছে আছে। আমি তার কোমরে অনেক বার বড় ছোরাণী দেকচি।" তখনি রতীশ বাবুর নিকটে পুলিশ গেল। বাবু চাবী লুকাইতে সময় পাইলেন না। অগত্যা বাহির করিয়া দিলেন। চাবী দুইটি পেয়ে, ইন্স্পেক্টার নবার প্রতি খুসী হইলেন। অগ্রে লোহার সিন্ধুক খোলা হইল। তন্মধ্যে নগদ দুই হাজার টাকা ও পাঁচশত টাকার নোট পাওয়া গেল। ষ্টীল ট্রাঙ্ক হইতে নগদ ৪০০৲ শত টাকা এবং কুড়ি ভরি পাকী সোণা বাহির হইল। ইন্স্পেক্টার নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর টাকা কোথায় রাখিয়াছ? নলিনী নিরুত্তর। ইন্স্পেক্টর অন্যান্য বেশ্যাদিগের নিকট প্রমাণ লইয়া জানিতে পারিলেন, একবৎসর হইল, রতীশ বাবু নলিনীকে তাঁর দেশ হইতে এখানে আনিয়া

ঘর করিয়া দিয়াছেন। নলিনী রতীশ বাবুর প্রতিবাসী জনৈক তন্তুবায়ের বালবিধবা কন্যা। প্রথমে যখন এখানে আইসে, তখন অবস্থা শোচনীয় ছিল। অল্পদিন হইল হঠাৎ সচ্ছল হইয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টারের আদেশে নলিনীকে হাতকড়া দিয়া থানার হাজতে পূরা হইল। রতীশ বাবুর বাসাবাড়ী খানাতাল্লাসী করিয়া কিছু পাওয়া গেল না। শেষে ফরমানকে ধরা হইল।

ফরমান আমাদের পূর্ব্ব কথিত গণেশের ন্যায় সজ্ঞান বাচাল। ছোট বেলায় সে গ্রাম্য স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ তাই দাগু যাচনদাবের সহকারিতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সে ইঃ সাহেবকে দেখিয়া লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর বুঝি খোদ ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্মমাহাত্ম্য দেখাইতে আসিয়াছেন। আমি বুঝিয়াছিলাম এই হোমরা চোমরা সাহেব সুবা সব আসিয়া যখন খাট্টা খেয়ে গেল; তখন ইংরাজের মুলুকে ধর্ম্ম নাই, কিন্তু হুজুরের দাড়ির ভিতর ধর্ম্ম আছে বলে মালুম হইতেছে।" ইঃ সাহেবের সুন্দর চাপ দাঁড়ি ছিল। তাঁহার বয়সও ৩৫।৩৬ বৎসরের বেশী নয়। ইঃ পেঃ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে ভাল লোক বলে বোধ হইতেছে, মিথ্যা কথা বল না, ঠিক করিয়া বল, তুমি কত টাকা চুরি করিয়াছ।"

ফর। "হুজুর, ভাল লোক কি চুরি করে? তা যদি হয়, তবে হুজুরকেও চোর বলা যায়।" ইঃ সাহেব পুলিশ প্রভুদিগের ন্যায় অগ্নিশর্ম্মা না হইয়া কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত কহিলেন, "টাকার লোভে ভাল লোকও চোর হয়।"

ফর। "তা হুজুরদিগের দলেই জেয়াদা।"

ইঃ। "তবে তুমি কি টাকা চুরি কর নাই ?"

ফর। "এক পয়সাও না।"

ইঃ। "তবে কোম্পানীর এত টাকা কে চুরি করিয়াছে ?"

ফর। "হুজুর, দাগু বেটাকে ধরুন। বেটা দুপর রা'তে আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া টাকার বোঝা বহাইয়া ৭।৮ দিন পর মোটে কুড়িটি টাকা দিয়াছে। হুজুর, ভিজা ছালার টাকা বালুচরে বহিয়া নিয়া আমার মাথায় বেদনা ধরেছিল, এখনও সারে নাই। হুজুর, আমি যেন দাগু বেটার চিনির বলদ।"

ইঃ। "তুমি যদি চুরির কাণ্ড কারখানা সব খুলিয়া বল, তবে তোমাকে আর চালান দিব না।"

ফর। "হুজুর, সে কাণ্ড কারখানার কথা শুনলে আপনি তাজ্জব হইবেন। আমি সত্য ছাড়া এক বিন্দুও মিথ্যা বলিব না। আহা! হুজুর, যদি হোমরা চোমরাদিগের আগে আসিতেন, তবে বড় বাবুর ফাটক হইত না। হুজুর তাঁর মত ভাল লোক এদেশে নাই। রাতে মনে হ'লে তাঁর জন্য কান্না আসে।"

ইঃ। "কে কে টাকা চুরি করিয়াছে ?"

ফর। "রতীশ বাবু আর দাগু।"

ইঃ। "কেমন করিয়া চুরি করিল ?"

ফর। "হুজুর, প্রথমে তাহা টের পাই নাই। শেষে আস্তে আস্তে সব মালুম হইয়াছে।"

ইঃ। "খুলিয়া বল।"

ফর। "যে দিন দুষ্টেরা টাকা চুরি করে, সেই দিন শনিবার ছিল।"

বড় বাবুর মন আগে থেকেই কি কারণ যেন খারাপ হইয়াছিল। কাজ কাম উদাস ভাবে করিতেন ; ভুল ভ্রান্তি খুবই হইত।”

ইঃ। “কি কাজে ভুল করিতেন ?”

ফর। “তাইত বলিতেছি শুনেন না ?”

ইঃ। (হাসিয়া) “আচ্ছা বল।

ফর। “উব্দা ক’রে দোয়াতে কলম দিতেন।”

ইঃ। “থাক্, আসল কথা বল।”

ফর। “বড় বাবুর বড় ভুলের কথা বলি নাই ; এখনি আসল ?”

ইঃ। (মৃদুহাস্যে) “তবে তাড়াতাড়ি বল।”

ফর। “একদিন বাবু আমাকে কহিলেন, ফরমান বাবাজী, এক বদনা পানি আন ত। আমি পানি আনিয়া দিলাম। বাবু চোখ বুঁজে ফরসী টানিতে সুরু করিলেন, অনেক্ষণ টানিয়া টানিয়া কহিলেন, ফরমান কি পানি দিলে হে, ধূঁয়াত বেরয় না। আমি ব’ল্লাম বাবু পানি দিয়া কি কখন ধোঁয়া বের হয় ? তখন বাবুর চৈতন্য হইল ; কহিলেন, আরে না, পানি নয়, আগুন দাও।”

ইঃ। “তুমি মদ খাও নাকি ?”

ফর। “তওবা, তওবা আপনার বুঝি অভ্যাস আছে ?”

ইঃ সাহেব রাগ করিয়া কহিলেন, “বাচলামী রাখ, কেমন করিয়া কে কে কত টাকা চুরি করিয়াছে তাই বল।”

ফর। “ভেবে ছিলাম, আপনি বুঝি সক্রেটিস, তা এখন টের পাইলাম আপনি, বাবা সা ফরিদের দাদা।”

ইঃ। (ফরমানের দিকে চাহিয়া) “তুমি ওসকল নাম কিরূপে জান ?”

ফর। "আপনি কি আমাকে চষা মনে করেন?"

ইঃ। (হাস্য করিয়া) না, না, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ফর। "তবে শুনুন, সেই শনিবার দুপর পর বড় বাবু আফিস ঘর হইতে মস্‌জিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। দাগু বেটা আমাকে কহিল, "ফরমান, তুমি মস্‌জিদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া থাক; বড় বাবু মস্‌জিদ হইতে বাহির হইতেই আমাদিগকে সংবাদ দিবে। রতীশ বাবু কহিল "প্রিয় ফরমান, তুমি জান, বড় বাবু নিজে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার তামাক খান কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ২।১ বারও ঘটে না। তা এই অবসরে একটু প্রাণভরে তামাক খাই, তুমি খুব সাবধানে বড় বাবুর আসার পথের দিকে চেয়ে থাক। হুজুর, রতীশ বাবু ও দাগু বেটার কল্যাণে দু পয়সা উপরি পাই, তারা না দিলে উপায় নাই, তাই তাদের কথামত কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। হুজুর, যদি জান্‌তেন, বড়বাবু ভুলে টেবিলের উপর ক্যাস চাবী রেখে নামাজ পড়তে গিয়াছেন, আর শালারা সেই অবসরে সিন্ধুক খুলে ছালা বোঝাই টাকা পুষ্করিণীতে ডুবাইয়াছে, তা হলে কি আমি তাদের কথায় ভুলি। এমন বিশ্বাসঘাতক কাজের কথা আমি জন্মেও শুনি নাই, দেখাত দূরের কথা।"

ইন্। "ঐরূপ ভাবে যে চুরি হইয়াছে, তুমি কতদিন পরে, কেমন করিয়া জান্‌লে?"

ফর। "বড় বাবুর জেল হওয়ার পর চোরেদের মুখেই শুনিয়াছি।"

ইন্। "তোমরা পুষ্করিণী হইতে টাকা কবে তুলে বালুচরে রাখিয়াছিলে?"

ফর। "যে দিন বড় বাবু জেলায় চালান হইয়া যান। সেই দিন রাত্রিতে।"

ইন্। "তোমাকে কত টাকা দিয়াছিল?"

ফর। "মাত্র কুড়ি টাকা।"

ইন্। "তোমাকে ত খুব ঠকাইয়াছে?"

ফর। "হুজুর, না ঠকালে, বোধ হয়, ফর্মান মিঞার কাছে এত খবর পাইতেন কিনা, সন্দেহের কথা বলিয়া মনে করুন।"

ইঃ সাহেব, অতঃপর দাগুকে ধরিয়া কহিলেন, "কোম্পানীর টাকা চুরি করিয়া কোথায় রাখিয়াছ?"

দা। "আমি কেন টাকা চুরি করিব?"

ইন্স্পেক্টার সাহেবের হুকুমে তাঁর অনুচরেরা দাগুর থাকিবার স্থান খুঁজিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছু পাইল না।

ইন। "তোমার বাড়ী কোথায়?"

দা। "দুধের সর।"

ইন। "গ্রামের নাম?"

দা। "আজ্ঞা হাঁ।"

ইন। "এখান হইতে কতদূর?"

দা। "দুই মাইল।"

ইন্স্পেক্টার সাহেব ঘড়ি দেখিয়া দাগুকে কহিলেন "চল, তোমার বাড়ীতে যাইব।" দাগুর মুখ শুকাইল। অনুচরেরা দাগুকে বাঁধিয়া লইয়া ইন্স্পেক্টার সাহেবের পশ্চাদ্গামী হইল।

দাগুর বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। ইন্স্পেক্টার সাহেব হতাশ হইয়া ফিরিতে উদ্যত হইলেন। ফরমান সঙ্গে গিয়াছিল, সে ইনস্পেক্টার সাহেবকে কহিল, "হুজুর, একটা জায়গা

দেখা বাকী আছে। আমি গল্পে শুনিয়াছি, সেয়ানা চোরেরা চুরির মাল চুলার নীচে রাখে।” ফর্‌মানের কথা ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের মনে ধরিল। তিনি দাগুর রান্না ঘরের চুলা খুঁড়িতে অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে কার্য্য চলিল। চুলার অনেক নীচে মুখবন্ধ একটি তামার ডেক্‌চি পাওয়া গেল। তুলিয়া দেখা গেল, পূরা দুই হাজার টাকা পাত্রে রহিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব উল্লসিত হইয়া কহিলেন, “ফরমান তুমি বাঁচিয়া গেলে।”

ফর্‌মান। “আপনার মুখে ধান-দূর্ব্বা।”

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টার সাহেব অনুমান করিলেন, “বালুচরে পৃথক্ পোঁতা যে এক ছালা টাকার জন্য রতীশ বাবু কালী ঠাকুরণের শপথ করিয়াছেন,— নবা বলিয়াছে; সে টাকা রতীশ বাবুই চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। কারণ ম্যানেজার সাহেব বলিয়াছেন, চারি ছালা টাকা খোয়া গিয়াছে, প্রত্যেক ছালায় দুই হাজার করিয়া টাকা ছিল। সুতরাং রতীশ বাবু এক ছালা টাকা লইলে তাহার রক্ষিতার ঘর হইতে নগদ নোটে দুই হাজার নয় শত এবং পাকী সোণার মূল্য ২৫ টাকা ধরিলে ২০ ভরি স্বর্ণের মূল্য ৫০০৲ অর্থাৎ মোট তিন হাজার দুই শত টাকা পাওয়া অসম্ভব। আবার প্রমাণে নলিনীর যে অবস্থা জানা গেল, তাহাতে এক ছালা টাকা বাদে সে নিজে এক হাজার দুই শত টাকা জমাইতে পারে নাই। এখন দেখা যাইতেছে মোট আট হাজারের মধ্যে আট শত টাকা নাজাই। এই টাকা হয় রতীশ, না হয় নলিনীর নিকট আছে।

রতীশ বাবু যখন অবশিষ্ট টাকার কথা মোটেই স্বীকার করিলেন না, তখন ইনস্পেক্টার সাহেব স্থানীয় পোষ্টাফিসে উপস্থিত হইয়া, মাষ্টার

বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এথাকার পাট আফিসের কেরাণী, রতীশ বাবু ৩।১ সপ্তাহের মধ্যে সেভিং ব্যাঙ্কে কোন টাকা জমা দিয়াছেন কিনা ? অথবা মণিঅর্ডার কোথাও পাঠাইয়াছেন কিনা ?" পোষ্ট মাষ্টার বাবু খাতাপত্র দেখিয়া কহিলেন, "হাঁ চারি শত টাকার মণিঅর্ডার করিয়াছেন, এবং চারি শত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন।"

ইন। "কোথায় মণিঅর্ডার করিয়াছেন ?"

পোঃ মাঃ। "বাড়ীতে তাঁহার পিতার নিকট।"

রতীশ বাবুর সহিত পোষ্ট মাষ্টারের জানা শুনা ছিল। ইঃ সাহেব রতীশ বাবুর পিতার নাম জানিয়া, তখনি জরুরী তার করিলেন, "চারি শত টাকার মণিঅর্ডার পাঠাইয়াছি, এ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি সংবাদ রসিদ না পাইয়া চিন্তিত আছি।" ইতি—

রতীশচন্দ্র, বেলগাও।

উত্তর আসিল, টাকা পাইয়াছি।

ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, আপন আনুমানিক কার্য্যের সত্যতা দেখিয়া খোদাতালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

এইরূপে চুরি আস্কারা করিয়া ইন্‌স্পেক্টার সাহেব ডাক বাংলায় চলিয়া গেলেন।

তিনি ডাক বাংলায় উপস্থিত হইলে জুট ম্যানেজার সাহেবও তথায় আসিলেন।

ম্যা। "কল্পনার অতীত এমন জটিল চুরি আপনি কিরূপে আস্কারা করিলেন ? আপনি সত্বর সুঃ পাঃ হইবেন।"

ইন। "ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।"

ম্যা। "তবে কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে এমন ডাকাতি ধরা পড়িল!"

ইন। "আপনারা যে নির্দ্দোষীকে জেলে দিয়াছেন, তাহার সতী সহধর্ম্মিণীর সন্ধানে।" ম্যানেজার সাহেব লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। পরে কহিলেন, "তিনি অসূর্য্যম্পশ্যা, কিরূপে এমন সন্ধান করিয়াছেন?"

ইন। "আপনাদের তহবিল তছরূপাতের টাকা শোধের জন্য সতী গাত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করত শেষে উদরান্নের জন্য পরিধেয় সাড়ী বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে চোরের সন্ধান হয়।"

ইঃ। "আমি নুরল এস্‌লামের স্ত্রীর পতি-ভক্তিতে ক্রমশঃই বিস্ময় বিমুগ্ধ হইতেছি। পীড়িত পতির প্রাণরক্ষাই এক লোকাতীত ঘটনা, আবার এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, খুলিয়া বলুন।"

ইন। "আমাদের উকিল সাহেবকে আপনি জানেন। তাঁহার নিকট আপনার মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার স্ত্রী, আপনাদের নুরল এস্‌লাম সাহেবের স্ত্রীর সখী। নুরল এস্‌লাম সাহেবের স্ত্রী, তাঁহার সখীকে পত্র লিখেন,—"আমাদের থানা বাড়ীর প্রজা, নবাব আলী শেখের স্ত্রী আমার নিকট হইতে ১৫৭৲ টাকা দিয়া, সাড়ী কিনিয়া লইয়াছে। তাহার স্বামী দিন মজুরী করিয়া খায়, সুতরাং এত টাকা সে কোথায় পাইল, জিজ্ঞাসা করায়, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আমার সোয়ামী কিছু টাকা কুড়াইয়া পাইয়াছে। সবিশেষ জিজ্ঞাসায়, অবগত হইলাম, নবাব আলী বেলগাঁও জুট ম্যানেজার সাহেবের পুষ্করিণীতে রাত্রিতে মাছ ধরিতে যাইয়া এক ছালা টাকা পাইয়াছে। সে প্রাপ্ত টাকার অল্প পরিমাণ বাক্সে রাখিয়া অধিকাংশ টাকা তাহার শয়ন ঘরের মেজেতে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সে টাকার নিমিত্ত তোমার সয়া"—

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া পতিপ্রাণা আর কিছু লিখিতে পারেন নাই। আমি উকিল সাহেবের নিকট এই চিঠি দেখিয়াছি। তিনি এই চিঠি লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখাইয়া সব খুলিয়া বলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে তদন্তের জন্য পাঠাইয়াছেন।" ম্যানেজার সাহেব শুনিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "জগতে সতী মাহাত্ম্যের তুলনা নাই।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যথা সময়ে ইন্‌স্পেক্টার জহুরল আলম সাহেব, রতীশ ও নলিনী প্রভৃতি আসামীগণকে চুরির মাল সহ জেলায় চালান দিলেন। মণি অর্ডার ও সেভিং ব্যাঙ্কের টাকাও সত্বর আনয়ন করা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট নানাবিধ বিবেচনা করিয়া মোকর্দ্দমা দায়রায় দিলেন।

নবা ও ফর্‌মান বাচিবার আশায়, জজকোর্টে চুরীর সমস্ত কথা খুলিয়া সাক্ষ্য দিল। ম্যানেজার সাহেব পুনরায় সাক্ষীর আসনে দাঁড়াইলেন। চুরির সত্যতার জন্য আসামীগণের বিরুদ্ধে যাহা নাজাই ছিল, উকিল সাহেবের জেরার কোশলে তাহা বাহির হইয়া পড়িল। রতীশ সরকারের নিকট যে নোট পাওয়া গিয়াছিল, ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের সূক্ষ্ম তদন্তের ফলে সেই নোটের নম্বরই তাহাকে প্রকৃত চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। বিচারের দিন নুরল এস্‌লামকে জেল হইতে জবান বন্দীর নিমিত্ত বিচারালয়ে আনা হইল। তাঁহাকে বেণারসী ও নীলাম্বরী সাড়ী দেখাইয়া জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সাড়ী চিনেন?" নুরল এস্‌লাম সাড়ী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইলেন। উকিল সাহেবের ইঙ্গিতে জনৈক চাপরাসী, তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল। জজ সাহেব এসেসারগণকে বিশেষ ভাবে মোকর্দ্দমা বুঝাইয়া দিলেন। পরে সকলের মত এক হইলে, তিনি রায় লিখিলেন, "আসামী রতীশ সরকার ও দাগুকে বিশ্বাস ঘাতকতা ও চুরির অপরাধে ১০ বৎসর, পৃষ্ঠপোষক নলিনীর প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করা হইল।" ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে নবা ও ফরমান বাঁচিয়া গেল। সঙ্গীন

চুরি আস্কারা করার জন্য নুরল এস্‌লাম সাহেবের স্ত্রী গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যা, জজসাহেব রায়ের উপসংহারে একথা উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিলেন না।

প্রকৃত অপরাধিগণ ধরা পড়িয়া শাস্তি পাওয়ায় আফিলে নুরল এস্‌লাম বেকসুর খালাস পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উকিল সাহেব বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিলেন। হামিদা উল্লাসে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তখনই রতনদিয়ায় ও মধুপুরে তার করা হইল।

আনোয়ারা যেরূপে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া কোম্পানীর দাবীর টাকা শোধ করিয়াছে; যেরূপে সাড়ী বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়া, চোরের সন্ধান করিয়াছে; নুরল এস্‌লাম বাসায় আসিয়া উকিল সাহেবের নিকট তাহা সমস্তই অবগত হইলেন।

রাত্রে আহারান্তে উকিল সাহেব নুরল এস্‌লামকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, "দোস্ত, বাড়ী যাইয়া আবার সইএর মনে ব্যথা দিবে না কি?" নুরল কহিলেন, "ব্যথা? বাড়ী যাইয়া তাহাকে মুখ দেখাইব কিরূপে, তাহাই ভাবিতেছি।" হামিদা আড়ালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ভাবিয়া কি করিবে? পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে। ছি, ছি, পুরুষগুলা কি হালকা! লোকাপবাদে ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সন্দেহ!"

এদিকে তারের সংবাদে নুরল এস্‌লামের বাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। গৃহস্বামীর কারামুক্তিতে সকলেই সহর্ষে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। আনোয়ারা রাত্রিতে ঘরে আসিয়া, এসার নামাজ অন্তে খোদা-তালার শোকর গোজারীর জন্য দুই রেকাত নফল নামাজ পড়িল। শেষে ঊর্দ্ধহস্তে মনাজাত করিতে লাগিল, "দয়াময়; তোমার অপরিসীম অনুগ্রহে আজ দাসীর নারীজন্ম ধন্য হইল। প্রভো, যেদিন ভাবী-পতির মুখে প্রথম কোরাণ-শরিফ পাঠ ও মনাজাত শুনিয়াছিলাম, সেই একদিন এইরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম; যে দিন প্রথম, পতির প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত

হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, যে দিন প্রিয়তমের প্রাণরক্ষা হইবে মনে করিয়া, নিজ প্রাণদান সংকল্পে সঞ্জীবনী লতা তুলিতে গিয়াছিলাম, সেই সেই দিনে যেরূপ সুখী হইয়াছিলাম, আজ প্রভো—সেইরূপ—বলিতে বলিতে সতীর চক্ষু দিয়া আনন্দের অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; সে অপরিসীম আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া তখন ভাবিতে লাগিল, স্বামী বাড়ী আসিলে তাঁহাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করিব? আগে কোন্ কথাটি বলিয়া তাঁহার মনোস্তুষ্টি বিধান করিব? হায়! কারাক্লেশে না জানি, তাহার শরীর কত কৃশ, কত মলিন হইয়া গিয়াছে? কোন্ কোন্ ভাল খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব? কেমন করিয়া তাহার শরীর সুস্থ করিব? সতী আরও ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা এ'বারও যদি তিনি আমার সহিত মন খুলিয়া কথা না বলেন, তবে কি করিব? কেন?—আবার পায়ে ধরিব। পায়ে পড়িয়া মাথা কুটিব, শত পদাঘাতেও এবার আর পা ছাড়িব না। আমি কি তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নহি, কোন্ অপরাধে তিনি আমার প্রতি বাম হইবেন? সহসা নবাব বৌএর ঘৃণিত কথা তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার পতিপরায়ণাতা-সুলভ-কল্পনা নিমিষে অন্তর্হিত হইল। সে এখন আবার ভাবিতে লাগিল, অহো! আমি যে পরাপহৃতা, আমি যে লোকাপবাদে কলঙ্কিনী, আমার দোষেই ত স্বামীর কারাবাস, অতএব আমার ন্যায় পাপীয়সী কি স্বামি-সহবাস সুখের আশা করিতে পারে? হায়, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? খোদা, তুমি এই হতভাগিনীর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দাও। তুচ্ছ ভোগ-বাসনায়, স্বামি-সহবাসে তাঁহার চির পবিত্র-জীবন চির-কষ্টময় করিব? ধিক্ দুনিয়া; শতধিক্ কামনা।

অতঃপর যুবতী নিমিষে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইল। কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সহিত তাহার কমনীয়-মূর্ত্তি সংযমের কঠোরতায় উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল, যেন দ্বাদশ সূর্য্যকিরণে শতদল হাসিয়া উঠিল। সতীর মনের ভাব আর কেহ বুঝিল না, তাহার আকৃতির প্রতিও কেহ লক্ষ্য করিল না। কেবল নৈশ প্রকৃতি যেন তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতি যেন গৃহস্থগৃহে অমন উগ্রতপা জ্যোতির্ম্ময়ী যোগিনীমূর্ত্তি আর কোথাও দেখে নাই। তাই সে সভয়ে দেখিতে লাগিল,—এ মূর্ত্তি মৃত-সঞ্জীবনী ব্রতের মূর্ত্তি নহে। তাহাতে ইহাতে অনেক প্রভেদ, অনেক অন্তর। সে মূর্ত্তি মৃতের শান্তিময় সমাধির উপর স্থাপিত ছিল, আর এ মূর্ত্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-দহনশীল, জীবন্ত-জ্বালাময় সংযমের পাদ-পীঠে প্রতিষ্ঠিত। সে মূর্ত্তি, চাঁদের অমিয় কিরণে হাসিত, আর এ মূর্ত্তি প্রখর রবিকরে উদ্ভাসিত। তাহার কামনা ছিল, পতির রোগ মুক্তি, সঞ্জীবনী ব্রতে তাহার আরম্ভ, প্রাণদানে পর্য্যবসিত। আর ইহার সাধনা, পতির লোকাপবাদ মোচন ; সহবাস ত্যাগে আরম্ভ, চির কঠোর সংযমে সমাপ্ত।

সতী আজ সংসারের যাবতীয় সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, নীরব যোগ সাধনায় নিজের কর্ত্তব্য সুদৃঢ় করিয়া লইল।

প্রাতঃকালে আনোয়ারা স্বামীর শয়ন ঘর সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিল। নুরল এস্‌লাম কারাগারে যাইবার পর, আনোয়ারা আর সে ঘরে প্রবেশ করে নাই। দক্ষিণ দ্বারী ঘরে ফুফুআম্মার সহিত কালযাপন করিয়াছে। সে আজ স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্বামীর প্রাণাধিক প্রিয় সোণার জেলদ্‌করা কোরাণ শরিফটি বাহির করিয়া ভক্তির সহিত

চুম্বন করিল; পরে নিজঅঞ্চলে ঝাড়িয়া মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়াদিল। তাজমহলের ফটোখানিও ঐরূপে পরিষ্কার করিল। স্বামীর পরম আদরের পরম সাধের লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি, আলমারী সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। গদী তোষক খাট মশারী টেবিল চেয়ার দর্পণ চিরুণী প্রভৃতি আসবাবপত্র পরিপাটীরূপে মাজ্জিত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। ব্যবহারাভাবে পতির রৌপ্যফরসী-হুঁকা ও পাদুকা-যুগলে যে ময়লা ধরিয়াছিল, আনোয়ারা যত্নের সহিত তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিল। ফলতঃ স্বামী বাড়ী আসিয়া ঘর দ্বার অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন দেখিয়া বিরক্ত না হন, এ নিমিত্ত সে সারাদিন তাহার শৃঙ্খলাবিধানে ব্যাপৃত রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে উকিলসাহেব, নিজের পাল্কী করিয়া দোস্তকে বাড়ী পাঠাইলেন। পথি মধ্যে সাধ্বীপত্নীর অলৌকিক পতি-ভক্তি-ঘটনাবলী একে একে নুরল এস্‌লামের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে অন্যায় প্রত্যাখ্যান নিমিত্ত অনুতাপের অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। নুরল এস্‌লাম, দহনজ্বালায় ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন চিরসহচরপ্রেম বন্ধুকে বিপন্ন দেখিয়া তাহার কানে কানে কহিল, চল আমরা বাড়ী গিয়া এবার সতীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তাহা হইলে অনুতাপের দাহিকা শক্তি হ্রাস হইয়া যাইবে। নুরল এস্‌লাম কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অপরাহ্ণে বাড়ী পৌঁছিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীর সকলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। সরলা ফুফু-আম্মা ছেলের কাছে যাইয়া হর্ষ বিষাদের অশ্রু উপহার দিলেন; সোহাগে ছেলের মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন, সালেহা সোৎসুক-দৃষ্টিতে ভ্রাতাকে দেখিতে লাগিল। দাস দাসী ও প্রতিবাসি-জনমণ্ডলীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহাদের যেন কতকালের অভাব অভিযোগ নিমিষে পূরণ হইয়া গেল। কিন্তু যে জন এই মুক্তি মহানন্দের মূলীভূতা, সে এসময় কোথায়? যে, নুরল এস্‌লামের বৈষয়িক চিন্তা দূরীকরণ মানসে ত্রি-সহস্র মুদ্রার দেনমোহর (১) দলিল অম্লানচিত্তে ছিন্ন করিয়া তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছে, যাহার লোকাতীত সতীত্ব-গুণে নুরল এসলাম দুরারোগ্য ব্যাধির করাল গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন;

---

(১) যাহাতে স্ত্রীধন ও তাহার সর্ত্ত লিখিত হয়।

এ সময় সে কোথায় ? যে জন পৈতৃক-প্রাপ্ত নিজস্বধন সর্ব্বস্ব দিয়া নুরল এস্‌লামের বিষয় রক্ষা করিয়াছে, গাত্রালঙ্কার বিক্রয়ে তাঁহাকে দায় মুক্ত ও পরিধান বস্ত্র বিক্রয়ে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া আজ গৃহে আনিয়াছে, সেই সতীকুল-পাটরাণী এখন কোথায় ?

নুরল এস্‌লাম স্ত্রীর সাড়াশব্দ না পাইয়া শয়ন ঘরের দিকে, রন্ধনশালার দিকে পলকে পলকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়, নিষ্ফলদৃষ্টি, শেষে তিনি অধীর ভাবে নিজ শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন,—গৃহ শূন্য। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, গৃহে আছে সবই কিন্তু নাই কিছুই। আসবাব পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ঝক্ মক্ করিতেছে, তথাপি গৃহ সৌন্দর্য্যহীন। কেবল বিষাদের অন্ধকার যেন সেই শূন্যগৃহে জমাট বাঁধিয়া হা হুতাশ করিতেছে। নুরল এস্‌লাম সভয়ে প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ডাকিলেন, "প্রাণের আনোয়ারা," প্রতিধ্বনি কহিল, "কোথায় আনোয়ারা," নুরল এসলামের হৃদয়ে বিষাদ-নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল, —স্ত্রীকে ঘরে না দেখিয়া তিনি দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

নুরল এস্‌লাম যখন পাল্কী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন আনোয়ারা দক্ষিণদ্বারী ঘরের একটী ক্ষুদ্র জানালা পার্শ্বে অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। কারাক্লিষ্ট পতির মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। স্বামী যখন এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া শূন্য মনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার চরণসেবা করিতে সতী আর অগ্রসর হইতে পারিলনা। নিজের ঘর নিজের স্বামী, সমস্তই সম্মুখে সমস্তই নিকটে ; অথচ সে যেন বহুদূরে। সংযমের কঠোরতায় সতীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নুরল এস্‌লাম শয়নগৃহে প্রবেশের কিয়ৎকাল পরে, দাসী তামাক সাজাইয়া লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। দাসীকে দেখিয়া নুরল এস্‌লামের হৃদয়ে আরও উদ্দাম বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অজ্ঞাতে আবেগ উচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ আবার বাহির হইল "আনোয়ারা।" দাসী মনে করিল, আমাকেই বুঝি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই সে কহিল "তিনি দক্ষিণদ্বারী ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছেন। দাসীর কথায় নুরল এস্‌লাম, যেন হঠাৎ মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন। স্ত্রীর অস্তিত্ব পরিজ্ঞানে তাঁহার তাপদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুপু আম্মা কোথায় ?"

দা। "তিনি রান্নাঘরে গিয়াছেন।"

নুরল অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে দক্ষিণদ্বারী ঘরে প্রবেশ করিলেন। আনোয়ারা স্বামীকে দেখিয়া দাড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নুরল তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই আনোয়ারা বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "দাসী অস্পৃশ্যা।" গুরুতর অপরাধ, নিদারুণ অনুতাপের চিহ্ন, নুরলের মুখমণ্ডলে নিমিষে আবার প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি করুণস্বরে কহিলেন—"সতী পাপীর অস্পৃশ্যাই বটে।"

আনো। "আপনি চির পুণ্যবান্; দাসী পরাপহৃতা অপবাদে কলঙ্কিনী, তাই আপনার ন্যায় পবিত্র মহাত্মার পক্ষে অস্পৃশ্যা।"

নু। "আমি ভ্রান্ত-কল্পনার বশীভূত হইয়া, তোমা হেন সতী-রত্নকে অবজ্ঞা করিয়া যথেষ্ট মর্ম্মযাতনা পাইয়াছি। সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া তোমার হৃদয়কেও অনেক ব্যথা দিয়াছি। কিন্তু প্রিয়তমে, আমার প্রতি চিরদিনই তোমার ভালবাসার সীমা নাই। আমি না বুঝিয়া তোমার পবিত্র

সরলতাপূর্ণ হৃদয়ের সহিত বড়ই দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি। প্রিয়ে, যে প্রেমপূর্ণসরলতা প্রকাশে নুরলকে কিনিয়াছ, সেই সরলতাপূর্ণ ভালবাসা দানে দয়া করিয়া আজ আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবে কি? আমি নরাধম। তোমা হেন সতীর উপর সন্দেহ করিয়া যেরূপ পাপ করিয়াছি, কিছুতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না, নিরাপরাধা কুটিল-বোধ-বিহীনা স্বাধ্বী-পত্নীর কোমল প্রাণে যে ব্যথা দিয়াছি ইহজন্মে আমার হৃদয় হইতে তাহা অপনিত হইবে না। এ অকিঞ্চিৎকর পাপ জীবনের সহিত সে নিদারুণ অনুতাপের সম্বন্ধ চিরদিনই থাকিবে, আজ আমি তোমার নিকট ক্ষমার ভিখারী;—বলিতে বলিতে নুরলএস্‌লাম সাশ্রুনয়নে আনোয়ারার হাত ধরিলেন। হৃদয়ের অসীম যাতনায় ও শোকোচ্ছ্বাসে নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্রুজলে প্রিয়তমার পবিত্র হস্ত প্লাবিত করিতে লাগিলেন। আনোয়ারা অতি যত্নে স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন, এবং কোকিল কণ্ঠ-বিনিন্দিত-স্বরে গভীর প্রেমের আবেগে কহিলেন,—"আপনাকে ক্ষমা! আপনার দুর্ব্বাক্য, যাহার কর্ণে মধুবর্ষণ করে, যে আপনার পবিত্র চরণের ভিখারী,—তাহার নিকট ক্ষমা?—কিন্তু নাথ, আপনি যে আমাকে ভ্রমেও চরিত্রহীনা বলিয়া মনে স্থান দিয়াছেন, আজ দাসী সে কলঙ্ক মোচনে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিবে।"

নু। জীবিতেশ্বরি! আমার মন ভ্রান্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু দোষীই হই, আর যাহাই হই, আমি তোমার স্বামী। তোমার সরলতা ভালবাসার ভিখারী। অজ্ঞান অন্ধকারে দিগভ্রান্ত হইয়া আমার হৃদয় সন্দেহমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছে সত্য কিন্তু এক্ষণে চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। প্রাণেশ্বরি! তুমি ভিন্ন আমার এ জগতে আর কেউ নাই; আমি

তোমার পবিত্র সংসর্গে এ কলুষিত দেহ পবিত্র করিব। অজ্ঞানান্ধ নুরলের যত কিছু পাপ হওয়া সম্ভব, প্রাণেশ্বরি! সে সকল পাপেই মহাপাপী। যদি সে সকল অজ্ঞানকৃত পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, তবে তোমার সাক্ষাতেই জীবন ত্যাগ করিয়া, এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিব।"

আ। "প্রিয়তম, ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনি আমাকে মনঃকষ্ট দেন নাই; এজন্য আপনাকে দোষী হইতে হইবে না। অদৃষ্টের বশে নিজে দুঃখ পাইলাম, আপনাকেও যথেষ্ট দুঃখ দিলাম। প্রিয়তম, স্বামিন্!—অভিন্ন হৃদয় প্রাণেশ!—আপনি পবিত্র, প্রেমময়, আপনার প্রেমের কণিকালাভের জন্যও আমি ভিখারিণী। আপনি আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, আপনার হৃদয়ে আমার স্থান নাই জানিয়াও, এ শূন্যহৃদয়ে প্রিয়তম-লাভের শেষ আশা পোষণ করিয়া জীবিত রহিয়াছি, কিন্তু আপনি ভাল করিতেছেন না; এই হতভাগিনীর সহবাসে আপনি আর সুখী হইতে পারিবেন না, লোকাপবাদে আপনার কর্ম্মময় জীবনে চির-অশান্তি আসিয়া হৃদতন্ত্রী ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে। অতএব দাসীর প্রার্থনা আপনি পুনরায় বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা ও সংসার ধর্ম্ম পালন করুন। আপনার সুখের জন্যই আমার জীবন, আপনার সুখই আমার সুখ। এই নিমিত্ত গত রাত্রিতে আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, লোকাপবাদ মোচনের জন্য আপনার সহবাস সুখ বিসর্জ্জন দিব। অতএব দাসীর এই দৃঢ়ব্রত আর ভঙ্গ করিবেন না। দাসীর শেষ প্রার্থনা, খোদাতালার অনুগ্রহে আপনি বিবাহ করিয়া চিরসুখী হউন, কিন্তু দাসীকে চরণছাড়া করিবেন না; দাসী যেন দাসীবৃত্তি অবলম্বনে আপনার পুণ্যধামে থাকিয়া প্রত্যহ

আপনার 'নুরাণী জামাল' (১) দর্শন করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে পারে। আমি কলঙ্কিনী হইলেও আপনার দাসী।"

সতীর অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্কাম প্রেমপূর্ণ বাক্যগুলি মিছরির ছুরীর ন্যায় নুরল এস্‌লামের হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি অভিমান—ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন,—"অনুতাপের দাবানলে ভস্মীভূত হইয়াছি। আর দগ্ধ করিও না।"

আনো। "আপনি অকারণ অনুতাপ করিবেন না। যাহা বলিলাম—ভাবিয়া দেখুন, তাহাই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

নু। "আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি,—জগতের শিক্ষার্থে যাহার স্ত্রী পরাপহৃতা হয়, তাহার জীবন ধন্য। তোমার মত স্ত্রী যার, তার মর্ত্তাই স্বর্গ।" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে গুরু গম্ভীর স্বরে আবার কহিলেন,—আমি আর অধিক কথা বলিতে চাই না। প্রিয়তমে, তুমি শত কলঙ্কে কলঙ্কিনী হইলেও আজ তাহা পবিত্র বিশ্বাস তুলিকাতে মুছিয়া ফেলিলাম। তুমি রমনী-রত্ন! তোমাকে আমি বিস্তর ক্লেশ দিয়াছি। সংসার যায় যাউক,—লোকসমাজে অপমানিত হই, হইব,—হৃদয় অশান্তি-শ্মশান হয়, হউক,—অদ্য আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—আনোয়ারা! তুমি আমার পরম ধার্ম্মিকা, সতী-সাধ্বী পত্নী! ভ্রান্ত-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আর তোমায় কষ্ট দিব না। তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অনাদর ভুলিয়া যাও এবং সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর; নচেৎ এখনই তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হইয়া সর্ব্ব দুঃখের অবসান করিব।" প্রেমাভিমানের কঠোরতায় নুরল

(১) জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য

এস্‌লামের হৃদয় চিরিয়া কথাটী বিদ্যুৎবেগে সতীর প্রেমময় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিল। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। পত্নীহত্যা মহাপাপজনিত আশঙ্কায় তাহার কঠোর সঙ্কল্প তিরোহিত হইল। সে সবলে উঠিয়া পতির চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর অনন্ত সুখ-শান্তির মধ্য দিয়া প্রেমশীল দম্পতির দিন যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। তারপর আর এক দুর্ঘটনায় আনোয়ার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার সংসার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন দাদিমার উদরভঙ্গ রোগে মৃত্যু হইল। বৃদ্ধা মৃত্যুর সময় আপন গাত্রালঙ্কার যাহা এতকাল সিন্দুকে পূরিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত, নগদ পনর শত টাকা এবং ১১টি আকবরী মোহর আনোয়ারাকে দিয়া গেলেন। আনোয়ারা দাদিমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পাঁচশত টাকা ব্যয় করিল।

নুরল এস্‌লামের কারামুক্তির পর, গবর্ণমেণ্ট জুট কোম্পানির অপহৃত আট হাজার টাকা ম্যানেজার সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। ম্যানেজার সাহেব পূর্ব্বেই উকিল সাহেবের নিকট অপহৃত টাকার চারি হাজার বুঝিয়া পাইয়া নুরল এস্‌লামকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার মহান্ মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত আট হাজার টাকার এক হাজার মাত্র মোকর্দ্দমার ব্যয়স্বরূপ রাখিয়া অবশিষ্ট সাত হাজার টাকা নুরল এস্‌লামকে ফেরত দিলেন। নুরল এস্‌লাম টাকাগুলি লইয়া স্ত্রীর নিকট দিয়া কহিলেন, "এই টাকা হইতে তোমার নগদ দেওয়া টাকা বুঝিয়া লও। অবশিষ্ট টাকা দোস্ত সাহেবকে দিতে হইবে। তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, এভবে তাহার তুলনা নাই। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।" আনোয়ারা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা টাকা লইলাম কিন্তু এ টাকা এক্ষণে আমি আর কাহাকেও দিব না। আমার একটা প্রার্থনা

শুনিতে হইবে।" নুরল সোৎসাহে কহিলেন, "তোমার আদেশ উপদে
আমার শিরোধার্য্য।" আনোয়ারা কহিল, "আদেশ উপদেশ নয়, বাদী
আরোজ,—আপনাকে আর আমি কোম্পানির চাকরী করিতে দিব ন
এই টাকা আর দাদিমার দত্ত হাজার টাকা লইয়া আপনি স্বাধীন ভা
ব্যবসায় অবলম্বন করুন।" নুরল এস্‌লাম স্ত্রীর বৈষয়িক শক্তি বুদ্ধি
কথা শুনিয়া মনে মনে খোদাতালাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন
প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আমি যে আশা চিরদিন হৃদয়ে পোষণ করি
আসিতেছি, তোমার কথাতে তাহা আজ ব্যক্ত হইল। আমি আ
কোম্পানীর চাকরী করিব না। স্বাধীন ভাবে বেলগাও পাটের ব্যবস
অবলম্বন করিব।"

এই সময় একদিন নুরল এস্‌লাম একটী ইন্‌সিওর রেজিষ্টারি পা
ডাকপিয়নের নিকট পাইলেন। খুলিয়া দেখিলেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রে
চোরের অনুসন্ধান করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে পুরস্কারস্বরূপ
শত টাকা মূল্যের এক ছড়া হার ও দুই শত টাকা মূল্যের এক জো
বালা পাঠাইয়াছেন।

নুরল হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে কহিলেন,— "ডিটেক্‌টিভ মশাই, আপন
গোয়েন্দাগিরির পুরস্কার নিন।" আনোয়ারা কিছু বুঝিতে না পারি
কহিল, "খুলিয়াই বলুন না, ব্যাপার খানা কি?"

নুরল। "আপনি সাড়ী বিক্রয় করিতে বসিয়া চুরির যে সন্ধান করি
ছিলেন, সেইজন্য সরকার বাহাদুর খুসী হইয়া এই গুলি বকসিস্‌ পাঠাই
ছেন।" এই বলিয়া নুরল সাদরে স্ত্রীর কমনীয় কণ্ঠে হেমহার,
করে স্বর্ণবলয় পরাইয়া দিলেন। আনোয়ারা প্রফুল্ল মুখে স্বামীর

চুম্বন করিয়া কহিল,—"ইহা আপনার ব্যবসায়ের প্রাথমিক সুলক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

অতঃপর ম্যানেজার সাহেব নুরল এস্‌লামকে চাকরীতে হাজীর হইতে ডাকিলেন। নুরল বিনীতভাবে ম্যানেজার সাহেবের নিকট আপাততঃ ছয় মাসের ছুটী লইয়া বেলগাঁও পাটের ব্যবসায় খুলিয়া দিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এই সময় উকিল সাহেব, জেলার উপর বাসাবাড়ীতে পুত্রের মুখে ক্ষীর দেওয়া উপলক্ষে দোস্তকে জিয়াফৎ (১) করিয়া পাঠাইলেন, এবং আনোয়ারাকে আনিবার জন্যে পাল্কী-বেহারা প্রেরণ করিলেন।

নুরল স্ত্রীকে কহিলেন, "সইয়ের বাড়ীতে যাইবে নাকি।"

আনো। "যদি অনুমতি পাই তবে যাই।"

নুরল এস্‌লাম ভগ্নকণ্ঠস্বরে স্ত্রীকে কহিলেন, "তোমার শরীরে অলঙ্কার নাই, কি লইয়া ক্ষীরোৎসবে যাইবে।"—বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইতেছিল।

আ। "গলার স্বর ধরিয়া গেল যে?—এরূপ দুঃখ করিয়া কথা বলিতেছেন কেন?"

নুরল। "আমার দোষে তুমি তোমার গা-ভরা গহনা খালি করিয়াছ, মনে হওয়ায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

আ। "আপনি অকারণ দুঃখ করিতেছেন, আমি খালি গায়েই বেশ যাইতে পারিব।"

নুরল। "সেখানে গহনা পরিয়া অনেক বড় ঘরের বউ ঝি আসিবে।"

আনো। "গহনা পড়িয়া বেড়ান আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

নুরল। "তথাপি আমার অনুরোধে, গবর্ণমেণ্ট দেওয়া হার বালা এবং দাদিমার শেষ দত্ত গহনা যাহা যে খানে সাজে, পরিয়া যাও।"

---

(১) নিমন্ত্রণ।

আ। "আমার অলঙ্কারাদি লইবার ইচ্ছা আদৌ নাই। পরন্তু দাদিমার সের বরাদ্দ ওজনের অলঙ্কারের বোঝা আমি বহন করিতে কোন মতেই পারিব না।"

নূরল। "আচ্ছা তবে হার ও বালা লইয়াই যাও, আর খোকার মুখ দেখার জন্য গুটি দুই তিন আকবরী মোহর লইয়া গেলে ভাল হয়।"

আনোয়ারা অতঃপর স্বামীর আদেশ লইয়া উকিলসাহেবের বাসা মোকামে রওয়ানা হইল।

এদিকে ক্ষীরদান মহোৎসবে উকিলসাহেবের অন্দর মহল, কুলকামিনী-কুল-কলস্বনে কল-কলায়িত, বালক বালিকাগণের ধাবন-কুর্দ্দন-হর্ষ-ক্রন্দন-কোলাহলে সুখতরঙ্গায়িত; পাচিকাপরিচারিকাগণের পরস্পর দ্বন্দ্বে, পরস্পর রসালাপে, পরস্পর কর্ম্মপ্রতিযোগীতার উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত ও রবপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় জমিদার সাহেবের গৃহিণী, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পত্নী, পুঃ ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের বিবি, সেরেস্তাদার সাহেবের ভগিনী, দারোগা সাহেবের প্রথমা স্ত্রী, নাজির সাহেবের দুহিতা, মৌলবী সাহেবের কবিলা, মোক্তার সাহেবের বনিতা, শিক্ষক সাহেবের সহধর্ম্মিণী, প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্রমহিলাগণের বেশভূষার ঔজ্জ্বল্য ও নিক্কণে, সেই ভাগ্যবান্ ব্যবহারাজীবের অন্তঃপুর আজ উদ্ভাসিত ও মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই সকল ভদ্রমহিলাগণের কেহ কুলাভিমানিনী, কেহ বড় চাকরিয়ার ঘরণী বলিয়া গরবিণী; কোন ভামিনী আপাদ-বিলম্বী-ঘনকৃষ্ণ চাঁচর-চিকুরাধিকারিণী বলিয়া অহঙ্কারিণী; কোন তরুণী বেশভূষায় মোহিনী সাজিয়া বাহুলতা অল্প দোলাইয়া দর্পভরে ধীরগামিনী; কোন সীমন্তিনী অতিমাত্রায় বিদুষী বলিয়া বঙ্কিম নয়নে অপরের উপরে

কটাক্ষকারিণী। কেবল শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী বিলাস-বিরাগিণী আত্মপ্রসাদ-ভোগিনী বিনতা বিদুষী।

আনোয়ারা যথাসময়ে উকিল সাহেবের অন্তঃপুরে আসিয়া প্রবেশ করিল। হামিদা অগ্রগামিনী হইয়া পরমাদরে তাহাকে ঘরে তুলিয়া লইল। অনেক সুখ দুঃখের কাহিনী মসীযোগে পত্রপৃষ্ঠে লেখনী তুলিকায় চিত্রিত হইয়া আদান প্রদানের পর উভয়ের সন্দর্শন। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সন্দর্শন-সুধা-রসের উপভোগ করিতে লাগিল। সঞ্জীবনীলতা ভোলা ও সাড়ী বিক্রয় কাহিনী প্রভৃতি স্মরণ করিয়া হামিদা সইয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে কহিল, "তুমিই এমন কার্য্য করিয়াছ?" জনৈক দাসী খোকাকে কোলে করিয়া উভয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আনোয়ারা সহর্ষে পরম স্নেহে ছেলে কোলে লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিল। শিশু অনিমেষে আনোয়ারার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অতখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া সে যেন মায়ের সুন্দর মুখও ভুলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পর হামিদা, আগন্তুক ভদ্রমহিলাদিগের সহিত সইএর পরিচয় করিয়া দিল। আনোয়ারা বিনা-অলঙ্কারে তাহাদিগের মধ্যে তারকারাজী-বেষ্টিত শশধরসন্নিভ শোভা পাইতে লাগিল। ভদ্রমহিলাগণ বাহ্যভাবে আনোয়ারার সহিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে অনেকেই স্ত্রীস্বভাব-সুলভ হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আনোয়ারা বাসায় পৌঁছিয়াছিলেন, আলাপ পরিচয়ে সন্ধ্যা আসিল। তখন আনোয়ারা ও অন্যান্য রমণীগণ মগরবের (১)

(১) স্বায়ং কালীন।

নামাজ পড়িতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, কেবল ডেপুটি-পত্নী ও দারগার স্ত্রী অন্তঃপুর-বাগানে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

নামাজান্তে ভদ্রমহিলাগণ এক দুই করিয়া হামিদার দক্ষিণদ্বারী শয়ন ঘরের বড় হলে আসিয়া সমবেত হইলেন।

ভদ্র মহিলাগণের প্রায় সকলেই তরুণী, কেবল জমিদারগৃহিণী প্রৌঢ়-বয়স্কা। তিনি ও ডেপুটিপত্নী দুই খানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য সকলে ফরাসের চৌকিতে স্থান লইলেন। গল্প গুজব আরম্ভ হইল। এই সময় শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী নামাজ শেষ করিয়া তথায় আসিলেন। হামিদা পাকের আয়োজনে ব্যস্ত। সে কার্য্যবশতঃ এই সময় হলে প্রবেশ করিলে, ডেপুটি-পত্নী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সই এখনও নামাজেই আছেন নাকি?" শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী কহিলেন, "জি হাঁ।" হামিদা কার্য্যান্তরে গেল।

দারগার স্ত্রী। "মগরেবের নামাজে এত সময় লাগে?"

মোক্তারবনিতা। "কি জানি ভাই আমরাও নামাজ পড়ি, কিন্তু অমন লোক দেখান নামাজ পড়া আমাদের পছন্দ হয় না।"

ডেপু-পত্নী। "নামাজ পড়া লোক দেখান ছাড়া আর কি?"

জমিদার-গৃহিণী। "আপনি বলেন কি?"

ডেপু-পত্নী। "আমার ত তাই মনে হয়, আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ডবল এম, এ, তিনি বলেন, নামাজ রোজা মানুষের মনের মধ্যে। খোদার প্রতি মন ঠিক রাখাই কথা। তিনি আরও বলেন, হৃদয় পবিত্র করাই নামাজ রোজার উদ্দেশ্য, সুতরাং উচ্চশিক্ষা দ্বারা যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র নামাজের প্রয়োজন কি?"

জ-গৃহিণী। "আজকাল ছেলেপিলেগুলি ইংরাজী শিখিয়া একেবারে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে।"

পুঃ ইঃ পেঃ বিবি। "হাঁ মা, কেমন যেন দিন কাল পড়িয়াছে। নামাজ পড়িতে বলিলে বলেন ;—'ওসব তোমাদের একটা বোকামী। মনে মনে খোদার প্রতি ভক্তি থাকিলে ৫ বার পশ্চিমমুখী হওয়া ও ৩০ দিন রোজা করার আবশ্যক করে না'।"

সেরেস্তাদার ভগিনী। "ভাই সাহেব ত অন্দর গ্রাজুয়েট। তিনিও নামাজ রোজা সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন।"

দারোগার স্ত্রী। "দারোগা সাহেব দুইবার এণ্ট্রান্স পাশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, নামাজ রোজা ইংরেজের আইনের মত। অশিক্ষিত ছোট-লোকগুলিকে দমন রাখার জন্য উহার দরকার।"

এই সময় নামাজ শেষ করিয়া আনোয়ারা তথায় উপস্থিত হইল। সে নামাজ সম্বন্ধে এইরূপ উৎকট সমালোচনা শুনিয়া তথায় আর বসিল না ; তওবা তওবা করিতে করিতে পাকশালের দিকে চলিয়া গেল।

ডেপু-পত্নী। "দেখিলেন, আমাদের উকিল বিবির সই কতদূর অহঙ্কারী, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি প্রথমে দেখিয়াই মনে করিয়াছি, রূপের অভিমানে ইনি ধরাকে সরা মনে করেন। গা ভরা গহনা থাকিলে না জানি কি হইত ?"

জ-গৃহিণী। "উনি বোধ হয় কোন প্রয়োজনবশতঃ চলিয়া গিয়াছেন।"

দারগা-স্ত্রী। "এতগুলি ভদ্রমহিলা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেও ত কতকটা ভদ্রতা রক্ষা হইত—তবুও ত কেরাণীর বউ।"

ডেপু-পত্নী। "পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা জানানা, শিষ্টাচার ভদ্রতা কি বুঝিবে?"

দারগা-স্ত্রী। "বোধ হয় রূপ দেখিয়াই উকিল-বিবি উঁহার সহিত সই পাতিয়াছেন।"

এইরূপে তাহারা মুচ্‌কী হাসির সহিত আনোয়ারার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এদিকে আনোয়ারা পাকশালে উপস্থিত হইলে হামিদা কহিল, "সই, ডেপুটীসাহেবের স্ত্রী আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তুমি কি নামাজ বাদ হলে যাও নাই?"

আনো। "গিয়াছিলাম, কিন্তু যেথানে নামাজ রোজার সম্বন্ধে মন্দ আলোচনা হয়, তথায় থাকা উচিত মনে করি নাই।"

হা। "নামাজ রোজার মন্দ আলোচনা? কে করিয়াছেন?"

আ। "আমি কেবল একজনের মুখে শুনিয়াই চলিয়া আসিয়াছি।"

হা। "প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেই হইত।"

আ। "বুঝাইতে গেলে বিরোধ বাধিতে পারে।"

হা। "বিরোধের ভয়ে চলিয়া আসা ঠিক হয় নাই। কারণ অন্ধকে কূপের দিকে যাইতে দেখিলে হাত ধরিয়া পথে দিতে হয়, পরন্তু ভদ্রমহিলা-গণকে উপেক্ষা করিয়া আসায় লৌকিক ব্যবহারেও তুমি দোষী হইতেছ।"

আ। "তা বুঝি কিন্তু শুভ উৎসবে জেহাদ করিতে পারিব না।"

হা। "তুমি বুঝি কেবল সয়ার প্রাণরক্ষায় যমের সহিত জেহাদ করিতে মজবুত না?"

আ। "সই, সে জেহাদ স্বতন্ত্র।"

হা। "তা হোক, নামাজ রোজার প্রতি যিনি অবজ্ঞা দেখাইয়াছেন, তাহাকে কিছু আক্কেলসেলামী দিতে হইবে। চল, তোমাকে জেহাদের মাঠে রাখিয়া আসি।"

এদিকে শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী কথা প্রসঙ্গে ডেপুটী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্বামী কি নামাজ পড়েন না?"

ডেপু পত্নী। "তিনি উচ্চ শিক্ষিত।"

শিঃ সঃ। "রোজাও করেন না?"

ডেঃ পঃ। "রোজা করেন।"

শিঃ সঃ। "উচ্চ শিক্ষিতের রোজার প্রয়োজন কি?"

ডেপুটী-পত্নী একটু ফাঁপরে পড়িয়া রুক্ষমুখে কহিলেন, "রোজাটা বছরের মধ্যে একবার মাত্র করিতে হয়, আর সে সময় ছোট বড় সকলেই রোজা রাখে।"

শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই সময় আনোয়ারা ও হামিদা তথায় উপস্থিত হইল।

ডেপুটী-পত্নী শিক্ষক-সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্বামী কি কার্য্য করেন?" ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার গর্ব্বিত মুখমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শিক্ষক সহধর্ম্মিণী উত্তেজিত হইয়া উত্তরদানে উদ্যত, আনোয়ারা দেখিল, ডেপুটী-পত্নীর প্রশ্নের ভঙ্গিমায় বিবাদের সম্ভাবনা হইয়া দাড়াইয়াছে, এজন্য সে শিক্ষক-সহধর্ম্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "কোন্ কথা হইতে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হইয়াছে?"

শিঃ সঃ। "নামাজ রোজার কথা থেকে।"

আনো। "বড়ই আফ্‌ছোছের কথা।"

এই বলিয়া আনোয়ারা উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "নামাজ রোজা বেহেস্তের চাবী, আপনারা তাই দিয়া দোজখের দ্বার খুলিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে ? আমাদের তিনি (স্বামী) নামাজ রোজার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন" মালী যেমন ফুলগাছে জড়িত লতাগুল্মের শিকড় তুলিতে বসিয়া নির্ব্বুদ্ধিতায় আসল গাছশুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া ফেলে, আজকাল নূতন শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত অনেক যুবক যুবতী নামাজ রোজার মূল তত্ত্ব না জানিয়া কুটতর্কে উহার আবশ্যকতাই অস্বীকার করিয়া ফেলেন। আমি নামাজ রোজা সম্বন্ধে ঐ সকল যুবক যুবতীগণের মতামত ও নামাজ রোজার মূলতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করায়, তিনি আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমার রোজ নামাচায় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছি। আমি তাঁহার মূল্যবান্ উপদেশ মনে রাখার জন্য প্রায়ই রোজ নামাচায় লিখিয়া রাখি। আমার মনে হইতেছে, আপনারা কেহ কেহ নামাজ রোজা সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার অনেক কথার মীমাংসা তাহাতে আছে।"

শিঃ সঃ। "সে রোজ নামাচা কি আপনি সঙ্গে আনিয়াছেন ?"

আনো। "হাঁ, তাহা সর্ব্বদা আমার সঙ্গেই থাকে।"

শিঃ সঃ। "দয়া করিয়া পড়িয়া শুনাইলে সুখী হইতাম।"

আ। সকলের মতামত আবশ্যক।

মৌঃ কবিলা। "ধর্ম্মের কথায় কাহার অমত ?"

জঃ গৃহিণী। আচ্ছা, আপনার স্বামীর উপদেশ আমাদিগকে শুনান দেখি। আনোয়ারা ঘরে গিয়া ট্রাঙ্ক হইতে তাহার রোজনামাচা লইয়া

আসিল। শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী সূত্রপাতেই কহিলেন, "আপনি দেখিতেছি আমাদের ন্যায় অসার স্ত্রীলোক মাত্র নহেন।" আনোয়ারা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কিছু লজ্জিত কিছু সঙ্কুচিতভাবে রোজনামাচা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা যদি আল্লা, ফেরেস্তা, কোরাণ, পয়গাম্বর ও কেয়ামত বিশ্বাস করি অর্থাৎ পূর্ণ ভক্তির সহিত খোদাতালার প্রতি ইমান স্থির রাখি, তবে নামাজ রোজা সম্বন্ধে মনগড়া ভিন্ন মত ব্যক্ত করা কাহারও উচিত নহে। আল্লা, কোরাণ মুজিদে আদেশ করিয়াছেন, ৫ অক্ত নামাজ ও ৩০ দিন রোজা নরনারী সকলের পক্ষেই ফরজ। এ সম্বন্ধে আলেমের প্রতি যে আদেশ, জালেমের প্রতিও সেই আদেশ। এ সম্বন্ধে মোল্লা, মওলানা এম. এ. বি, এ, অলি দরবেশ পয়গাম্বরের প্রতি যে আদেশ, বর্ব্বর মহামূর্খের প্রতিও সেই আদেশ; এ সম্বন্ধে সাহানসা বাদসার প্রতি যে আদেশ, কড়ার কাঙ্গালের প্রতিও সেই আদেশ, এ সম্বন্ধে সালঙ্কারা নব-যুবতীর প্রতি যে আদেশ, ছিন্নবসনা ও বিগত যৌবনা কাঙ্গালিনীর প্রতিও সেই একই আদেশ, একই বিধি ও একই নীতি। খোদাতালার এই আদেশ নরনারীর মঙ্গলের জন্য অকাটা চূড়ান্ত যুক্তি প্রমাণের উপর স্থাপিত। এই যুক্তি প্রমাণের সমালোচনা করিয়া নামাজ রোজার মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বুঝিয়া লওয়া মন্দ নয়, বরং তাহাতে নামাজ রোজার প্রতি আমাদের অধিকতর ভক্তি বিশ্বাস জন্মিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু খোদাতালার জ্ঞানের নিকট আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর। এই তুচ্ছ জ্ঞানের বড়াই করিয়া পূর্ণ জ্ঞানময়ের আদিষ্ট ও বিধান বিহিত নামাজ রোজার সম্বন্ধে ভিন্ন মত ব্যক্ত করা এবং সেই মতের পোষকতা করিয়া নামাজ রোজা ত্যাগ করা বা অবজ্ঞা করা

মানুষের কর্ম্ম নহে। যাহারা নিজ জ্ঞানে নামাজ রোজার উপকারিতা ও মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম, মহাজনগণের পথ ধরিয়া চলাই তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। হজরত রছুলের (দঃ) মত তত্ত্বজ্ঞানী এ পর্য্যন্ত দুনিয়ায় কেহ আসেন নাই। হজরত আবুবকরের মত সত্যবাদী ও ইমানদার, হজরত ওমরের মত ন্যায়পর ধর্ম্মবীর, হজরত ওসমানের মত বিনয়ী পরহেজ্‌গার, হজরত আলীর মত জ্ঞানী ও বিদ্বান্, হজরত আবদুলকাদের জেলানীর মত সাধক এ পর্য্যন্ত সংসারে কেহ হন নাই; কিন্তু ইঁহারা সকলেই ভক্তির সহিত নামাজ রোজা করিতেন। বিবি আয়েসা, ফাতেমা জোহরা, ওম্মে কুলছুম, জোবেদাখাতুন প্রভৃতি আদর্শ মাতৃগণ, নামাজ রোজাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভাল বাসিতেন।

"কেহ কেহ বলেন, নামাজ রোজা মানুষের মনের মধ্যে। মনে মনে খোদার প্রতি ভক্তি থাকিলে, ৫ বার পশ্চিমমুখে ছেজদা (১) করা, ৩০ দিন উপবাস করিবার দরকার কি? চাই মন। একটু খেয়াল করিলে, তাঁহাদের এ কথা যে ভিত্তিশূন্য, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ কাহারও ঘরে যদি মহামূল্য রত্ন থাকে, আর তিনি যদি তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া চিরকাল সিন্দুকে মাত্র তুলিয়া রাখেন, তবে সে রত্ন থাকিয়া লাভ কি? পরন্তু আমরা নিষ্পাপ, ইহা বলিয়া যদি তাঁহারা দাবী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এ কথা কতকটা সম্ভবপর বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইত কিন্তু তাঁহারা যে, মায়ামোহে জড়িত, প্রবৃত্তির বশীভূত; তাহারা যে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাড়িত, ভোগ বিলাসে উন্মত্ত; এমতা-

(১) প্রণাম।

বস্থায় নিষ্পাপী বলিয়া দাবী করা তাঁহাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। অতএব পাপক্ষয়ের জন্য মনে মুখে ও কার্য্যের দ্বারা খোদার বন্দেগী অর্থাৎ নামাজ রোজা না করিলে যে, তাহাদের মুক্তির আশা নাই। যে স্ত্রীলোক বলে, আমি মনে মনে আমার স্বামীকে খুব ভালবাসি ও ভক্তি করি, কিন্তু বাহিরের কার্য্যের দ্বারা অর্থাৎ মিষ্টসম্ভাষণ দ্বারা, সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা, আদেশ উপদেশ পালনদ্বারা তাঁহার কিছুই করে না, এ মতাবস্থায় তাহার কি স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা হয়? আর স্বামীই কি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? কখনই নয়। অতএব নামাজ রোজা দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া জগৎ-স্বামীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা, নরনারী সকলের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য।"

"সামান্য যুক্তিমূলে যাহা বলা হইল, তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব এইরূপ,—আমাদিগের মন ও হৃদয়ের সহিত শরীরের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। মনে চিন্তা প্রবেশ করিলে, শরীর শুকাইতে থাকে, হৃদয়ে শোক প্রবেশ করিলে দেহ অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; আবার আনন্দে হৃদয় মন উভয়ই প্রফুল্ল হয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও সুস্থ হইয়া উঠে। ইষ্টজনবিয়োগ বা অত্যানন্দে অশ্রু বিগলিত হয়, ফলতঃ ভিতরে ভাবান্তর ঘটিলে, বাহিরে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আবার বাহিরের অবস্থান্তরে ভিতরের ভাবান্তর অনিবার্য্য। আমাদের নামাজের প্রক্রিয়াসমূহ অর্থাৎ ওজু, কেয়াম (১) সুরা পাঠ প্রভৃতি কার্য্য খোদাভক্তির বাহ্য অবস্থান্তর। যাহারা বলেন, মনে মনে খোদাভক্তি থাকিলে বাহিরে আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই,

(১) উঠা বসা, প্রণাম করা, ভূমিষ্ঠ হওয়া।

এখানেই তাঁহাদের কথার অযৌক্তিকতা ধরা পরে। তবে যে অবস্থায় খোদাভক্তিতে বাহিরের ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়, সে অবস্থা বড়ই কঠিন। তাহাকে মাথারে ফতের (২) অবস্থা বলে। খয়বারের যুদ্ধে হজরত আলীর পাদমূলে প্রবিদ্ধ তীর তাঁহার নামাজের সময় টানিয়া বাহির করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই তীর বাহির করা টের পান না। নামাজের সমাধি অবস্থায় ঐরূপ ঘটে।"

"হৃদয় মন পবিত্র করাই নামাজ রোজার উদ্দেশ্য; সুতরাং সুশিক্ষা দ্বারা যাঁহাদের তাহা হইয়াছে, স্বতন্ত্র নামাজ রোজা করা তাহাদের প্রয়োজন কি?" এমন উৎকট ভ্রমাত্মক কথাও ২।৪ জন শিক্ষিতাভিমানী প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহারা এমন কথা বলেন, আমার ভয় হয়, বলিবার সময় তাঁহাদের রসনা বুঝি জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। হাজার শিক্ষালাভ করুন, তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, একথা অপূর্ণ মানব বলিতেই পারে না। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মত চরিত্রবান্ পবিত্র হৃদয় লোক জগতে আর কে আছে? কিন্তু তিনিও নামাজ রোজা ত্যাগ করেন নাই।

"কেহ কেহ বলেন, নামাজের অর্থ খোদার বন্দেগী। সুতরাং তাহার আবার সময় অসময় কি? নির্দ্দিষ্ট ৫ বারই বা নামাজ পড়িতে হইবে কেন? যতবার ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খোদার বন্দেগী করায় কি দোষ আছে?" যাঁহারা এমন কথা বলেন, নামাজ পড়া বা খোদার নাম লওয়া দূরে থাক, তাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই ত কঠিন ব্যাপার। কারণ

(২) আধ্যাত্মিক ভাব।

দুনিয়ার প্রত্যেক কার্য্যই যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মুখাপেক্ষী, তাহা কাহাকে বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সময়মত কার্য্য না করিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না বলিয়াই সময় অমূল্য। যদি মানুষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য না করিত, তাহা হইলে দুনিয়া অচল হইয়া সৃষ্টিবিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা হইত। যাহা হউক নামাজের নির্দ্ধারিত সময়টি য়্যালার্ম দেওয়া ঘড়ির মত। অর্থাৎ সে ঘড়ি যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগাইয়া দেয়, নামাজের নির্দ্ধারিত সময়টি তেমনি সংসারমত্ত মানবকে খোদাতালার গুণগানে প্রবুদ্ধ করে।

"আর এক কথা, খোদাতালার সুমহান অনুগ্রহে আমরা পরম সুখে সংসারে কালযাপন করিতেছি, এ নিমিত্ত তাঁহার নিকট অহোরাত্র মধ্যে অন্যূন ৫ বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই উচিত। আবার পাচ অক্তের যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সহজ খেয়ালেই বুঝা যায় তাহা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত সময় বটে। দয়াময়ের অনুগ্রহে, নির্ব্বিঘ্নে সুখদ শয়নে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে তাঁহার গুণগান করা কি সুন্দর সময়! নামাজের অন্যান্য অক্তগুলি, তাঁহার স্তবস্তুতির পক্ষে এইরূপ প্রশস্ত।"

প্রিয়তমে, এ সম্বন্ধে আরও জানিয়া রাখ, ৫ পাচ এই সংখ্যাটি আমাদের শাস্ত্র-কর্ত্তরা শ্রেষ্ঠ ও পূণ্যার্থ বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ দুনিয়া সৃষ্টির বহুকাল পূর্ব্বে, আল্লাহতায়ালা নিজ নূরে হজরত রছুলকে সৃষ্টি করিয়া বাতনে (১) রাখিয়াছিলেন। সেই সময় হজরত রছুল

(১) গোপনে।

খোদাতালাকে পাঁচবার ছেজদা করেন। পাঁচ অক্ত নামাজের ইহাই মূল।

খোদাতালার নুরে, হজরত রছুল, আলী, ফাতেমা, হাসেন, হোসেন এই পঞ্চজন পয়দা হন।

আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, এস্‌লাম, এন্‌ছান, ইমান, সরিয়ত, মারেফত নাছুত, মালকুত প্রভৃতি ধর্ম্মভাব পূর্ণ-পদগুলি আরবী পাঁচ পাঁচ অক্ষরে লিখিত হয়।

কালাম, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত এই পাঁচটি বিষয় আমাদের ধর্ম্মের মূল। ইহাও পাচ প্রকার।

মৃত্যুর পথে, ওজু, গোসল, কাফন, জানাজা, কবর ইহাও পাঁচটি। আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পাঁচ, আব আতস খাক বাত প্রভৃতি পাঁচ। ফলতঃ দুনিয়ার সৃষ্টিস্থিতিলয়ের পক্ষে যাহা প্রধান, তাহা এই ৫ সংখ্যাযুক্ত। সুতরাং জগতের সর্ব্বোত্তম বিষয় খোদাতালার বন্দেগী পঞ্চবার হওয়া স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত হইয়াছে।”

“কেহ কেহ বলেন, খোদাতালার প্রতি একাগ্র-চিত্ত হওয়াই নামাজের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেয়ামে (১) আহ্‌কামে (২) সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা কেয়াম আহ্‌কামের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাদসার দরবারে যে প্রজা অবনত মস্তকে করজোরে বিনীতভাবে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি বাদসার যেরূপ সুনজর ও দয়ার দৃষ্টি পড়ে, অবিনয়ী উদ্ধত বা জড়স্বভাব প্রজার প্রতি সেরূপ পড়ে না। পরন্তু দুনিয়ার বাদসার প্রকৃতি, বিশ্ব-বাদসার প্রকৃতির

(১) দণ্ডায়মান। (২) উঠাবসা।

প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং তাঁহার দরবারে হাজীর হইবার সময় অর্থাৎ নামাজের সময় আমাদিগকে কতদূর বিনীত হওয়া উচিত তাহা খেয়ালের, বিষয়। কিন্তু অপূর্ণ মানব, পূর্ণ পরাৎপরের সন্নিধানে কিরূপভাবে বিনীত হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে কি? তাই স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল আসিয়া, বিশ্বপতির নিকট কিরূপ বিনয় ও দীনতা ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, হজরত মোহম্মদকে হাতে ধরিয়া তাহা শিক্ষা দিয়া যান। হজরতের অনুগামী দাস আমরা সেই মহাপুরুষ হইতে নামাজের কেয়াম অর্থাৎ বিনয়-নীতি-রত্ন লাভ করিয়াছি। নামাজের সময় দুই পা ঈষদ্দূরে রাখিয়া কেবলামুখে (১) দণ্ডায়মান হওয়া, পার্শ্ববর্ত্তী জনকে খোদার নামে সহমিলনে আহ্বান করা, স্বহস্তে কর্ণস্পর্শ করিয়া সেই হস্ত বক্ষঃ বা নাভিমূলে স্থাপন করা, একভাবে প্রণতস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আল্লার নামে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করা, পরে উর্দ্ধ-শরীরার্দ্ধ সহ মস্তক অবনত করিয়া পুনরায় উত্থান, পরে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হওয়া, আবার উত্থান আবার পতন, শেষে জানু পাতিয়া উপবেশন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ বিনয়ভাব প্রকাশিত করা হয়, তদ্রূপ আর কোন অবস্থায় হইতে পারে না। প্রায় আট হাজার বৎসর গত হইল, হজরত আদমবংশ দুনিয়ায় আসিয়াছেন ; এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কত জাতি কত প্রকারে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু মুসল-মান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন জাতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে খোদাতালার সম্মুখে এমন চূড়ান্ত বিনয় ও দীনতার উচ্চতম নিদর্শন

---

(১) পশ্চিমমুখে।

দেখাইতে সমর্থ হন নাই। খোদার প্রতি এই বিনয় ও দীনতাভাবই এস্‌লামের অনুপম মহত্ত্ব এবং একেশ্বরবাদের পাদপীঠ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা নীরব হইল। তাহার রোজনামাচার উপদেশ শুনিয়া উপস্থিত রমনী-মণ্ডলী তাজ্জব বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা নামাজ রোজা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। শিক্ষক-সহধর্ম্মিণী আনোয়ারাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,"আপনার ন্যায় ভগিনীরত্ন পাইয়া আজ আমরা বাস্তবিক গৌরবান্বিত ও সুখী হইলাম। আপনার মুখে ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করিয়া শুনিবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে; অতএব নামাজ রোজার উপকারিতা ও মাধুর্য্য সম্বন্ধে আমাদিগকে আর কিছু উপদেশ দান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

আনোয়ারা বিনীতভাবে কহিল, "আমি মূঢ়মতি অবলা। নামাজ রোজার মহদুদ্দেশ্য ও উপকারিতা আপনাদিগকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, তবে তিনি এতৎসম্বন্ধে দাসীকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন এবং আমি রোজনামাচায় যাহা লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহা আর কিছু আপনাদিগকে শুনাইতেছি। তিনি (স্বামী) বলেন "আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা বহির্জ্জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, এজন্য আমাদিগের অনেক সময় নামাজ রোজা কাজা হইয়া যায় কিন্তু তোমাদের সে সকল অসুবিধা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত (১) (এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা জীব কাটিল।) তোমরা নিশ্চিন্তে নামাজ রোজা করিতে পার।" আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য। খোদার প্রতি ভক্তি থাকিলে

(১) ঋতুমতী হওয়ার সময়।

নামাজ রোজা করা আমাদের পক্ষেই সুবিধাজনক। তিনি বলেন, "নামাজ রোজা আমাদের ইহ-পর-কালের সার সম্বল। যে সকল স্ত্রী-পুরুষ পাঁচ অক্ত নামাজ রীতিমত পড়েন, পাপের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ও ভয় থাকে। সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত সুখ শান্তির অধিকারী হন। আবার মৃত্যুর পর যখন অন্ধকার কবরে গমন করেন, তখন নামাজ সে অন্ধকারে তাঁহাদের আলোস্বরূপ হয়। হজরত রছুল বলিয়াছেন, নামাজ ধর্ম্মের শোভন স্তম্ভ। যে স্ত্রী-পুরুষ এমন নামাজকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়াছে, তিনি আরও বলিয়াছেন "নামাজ গৃহদ্বার, সম্মুখে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর ন্যায়। তুমি দিবসে পাচবার সেই নদীতে অবগাহন কর, দেখিবে তোমার দেলের পাপ-দেহের ময়লা ধৌত হইয়া গিয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা কহিল, "নামাজের আর একটী অবস্থা আছে, তাহা বড়ই কঠিন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি, ভালরূপে খেয়ালে আসে না।" ডেপুটি-পত্নী কহিলেন, "যত কঠিন হোক্ না কেন, আপনি বলুন; আমরা কি এতই অশিক্ষিতা যে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিব না?" আনোয়ারা তখন রোজনামাচার পাতা উল্টাইয়া বলিতে লাগিল, "প্রকৃত নামাজী দুনিয়ার খেয়াল ভুলিয়া মিনতি ও দীনতা লইয়া নামাজে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে খোদাতালার সহিত তাঁহার এক দুশ্চেদ্য স্মরণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। বিবি আয়াসা বলিয়াছেন, নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, হজরত আমাকে, আমি হজরতকে চিনিতে পারিতাম না। খোদাতালার ভয় ও সম্মানে আমাদের চেহারা বদলাইয়া যাইত। নামাজের সময় হজরত এব্রাহিম ও হজরত রছুলের পাক দেল মধ্যে এক প্রকার শন্ শন্ শব্দ উথিত হইত। জগতের অদ্বিতীয় বীর হজরতআলী

নামাজের সময় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেন। খোদাতালাকে সাক্ষাত জানিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে প্রকৃত নামাজীর দেলের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। সংসারের মায়া মোহের মলিনতা যাহা হৃদয় হইতে সহজে উঠে না, নামাজের এই অবস্থার পর, তাহা পরিষ্কার ভাবে উঠিয়া যায়। তখন তিনি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছচিত্ত হইয়া নিজকে ভুলিয়া নিরঞ্জন দর্শন লাভে, তাঁহাকে অবিশ্রান্তভাবে ডাকিতে থাকেন। আনটি যখন ধীরে ধীরে গাছে পাকিয়া উঠে, তখন তাহা যেমন স্বভাবতঃ রসপূর্ণ হয়; তেমনই খোদাতালাকে ডাকিতে ডাকিতে নামাজীর মনে এক প্রকার অমৃতরসভাবের সঞ্চার হয়। এই রসভাবের নাম প্রেম। দুনিয়ায় এ প্রেমের তুলনা নাই। জ্ঞানবলে এ প্রেমের লাভ হয় না। ঈগল পক্ষীর ন্যায় উড়িতে যাইয়া কচ্ছপ যেমন পাহাড়ে পড়িয়া চুরমার হইয়াছিল, এই স্বর্গীয় প্রেমের নিকট জ্ঞানের গর্ব্ব সেইরূপ খর্ব্ব হইয়া যায়। জ্ঞান বিরোধের সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রেম মিলনের নেতা; জ্ঞান বাইবেল কোরাণে বিরোধ বাধাইয়া তোলে, প্রেম মাতব্বরী করিয়া সকলের কলহ পানি করিয়া দেয়। বস্তুতঃ প্রেম সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয়বিধাতা। ইহার নিকট সব সমান, কোন কিছুরই ভেদাভেদ নাই। প্রেম পূর্ণরূপে নির্ম্মল, পূর্ণরূপে পবিত্র, পরিপূর্ণরূপে সরল।''

নামাজী দিন দিন নামাজরূপ হাফরে (১) দুনিয়ার ভোগ বিলাস-বাসনা ভস্মসাৎ করিয়া তবে এহেন প্রেমরত্ন লাভ করিতে ক্ষমতা লাভ করেন। এই অমূল্য রত্ন লাভের প্রথমাবস্থায় নামাজীর মন দিনরাত প্রেমময় খোদাতালার ধ্যানে ডুবিয়া থাকে, অন্য কোন দিকে তাঁর মন

(১) ধাতুগলান চুলা।

যায় না। কেবল ধ্যানই তিনি সুখকর বলিয়া বোধ করেন। এই অবস্থায় তাঁহার ধ্যানের উপর ধ্যেয় পদার্থ ক্রমশঃ জাগিয়া উঠে অর্থাৎ যে খোদাকে স্মরণ করা হয়, সেই খোদাই তখন নামাজীর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন। সেখানে তখন অন্য কিছুরই প্রবেশের স্থান থাকে না। প্রেমের প্রাবল্যে প্রেমিক এইরূপে আপনাকে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দেন। তাঁহার দৈহিক অনুভূতি অন্তর্হিত হয়। বিশ্বসংসারের অন্য সমস্ত পদার্থ তাঁহার অস্তিত্বের বাহিরে চলিয়া যায়। তখন যাহার জন্য এত সাধনা, এত-ধ্যান ধারণা, এত উপবাস অনিদ্রা, সেই প্রেমাধার খোদা, প্রেমিকের দশন-পথে প্রকটমূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রেমিক তখন বিশ্বময় এক খোদা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। তখন তিনি সহর্ষে বলিয়া উঠেন, অহো! কি সৌভাগ্য! অহো কি আনন্দ! খোদা, তুমি ছাড়া যে আর কিছুই নাই, কিছুই দেখিতেছি না। কি শান্তি! কি সুখ!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা ভদ্রমহিলাগণের মুখের দিকে তাকাইয়া লজ্জিত হইল। সে দেখিল, তাঁহারা তাহার মুখের প্রতি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ-নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের সকলেরই জজবেরভাব (১) উপস্থিত। এই সময় হামিদা আসিয়া কহিল "গরিবের নিমক পানি তৈয়ার।"

ডেপুটী-পত্নী ধ্যান ভাঙ্গিয়া কহিলেন, "আমরা সরাবণতহুরা পানে আত্মহারা।"

এই সময় ডেপুটী পত্নী হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া সসম্মানে আনোয়ারার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার সম্মুখে এতক্ষণ

(১) প্রেম বহ্বল চিত্ততায় আত্মহারা।

চেয়ারে বসিয়াছিলাম, বেয়াদবী মাপ করিবেন।" আনোয়ারা লজ্জিতভাবে কহিলেন "আমি সামান্য নারী; আমাকে ওরূপ কথা বলিয়া আপনি লজ্জা দিবেন না।" জমিদার-গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "মা, আমাদের অসার বাসরে, লজ্জা ব্যতীত এমন কোন সার সম্পদ্ নাই, যাহা দিয়া তোমার এই অমূল্য উপদেশ দানের প্রতিদান করি।"

ডেপুটী-পত্নী। "তা যাই হোক্, এক্ষণে আপনি রোজার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

আনো। "আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম রোজার এত মাহাত্ম্য কেন?" তিনি বলিলেন, "মাসের নামেই রোজার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। রোমজান শব্দের অর্থ দগ্ধ হওয়া অর্থাৎ মানুষের পাপরাশি এই মাসে দগ্ধ হইয়া যায়। চাতক চাতকী যেমন বৈশাখের নূতন মেঘের পানি পানাশায় আকাশপানে চাহিয়া থাকে, খোদাভক্ত মুসলমান নর-নারী সেইরূপ রোমজান মাসের আশায় চাঁদের তারিখ গণিতে থাকেন। হজরত রছুলও রমজান মাসকে নিজস্ব মাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।" আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "উপবাসে পাপ নাশ হয় কিরূপে?" তিনি তখন হাদিস হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। দৃষ্টান্তটি এই ;—

"আল্লাহতায়ালা নাক্স-আম্মারা-(১) কে সৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কে? আমি কে?" সে অসংকোচে উত্তর দিয়াছিল "আমি আমি, তুমি তুমি।" তখন তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হয়। বহুদিন পর তাহাকে দোজখ হইতে তুলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করা হয়, "তুমি

(১) প্রবৃত্তি

কে ? আমি কে ?” তখনও সে ঐরূপ উত্তরদান করে। শেষে তাহাকে ক্রমান্বয়ে ক্রমাধিক ক্লেশজনক সাতটি দোজখে রাখা হয়, কিন্তু সে কিছুতেই খোদাতালাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে না। পরিশেষে তাহাকে অনাহার-ক্লেশের দোজখে আবদ্ধ করা হয়; তখন সে ক্রমশঃ হীনবল হইয়া বিনীতভাবে বলে, “হে সর্ব্বশক্তিমান্ খোদা, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি রক্ষাকর্ত্তা, তুমি পালনকর্ত্তা। আমি তোমারই সৃষ্ট নগণ্য কীটানুকীট।” ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, প্রবৃত্তি দমনের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে উপবাস যেমন, এমন আর একটিও নহে। এই প্রবৃত্তি দমনকারী ব্রতের নাম, রোজা। মানুষ, প্রবৃত্তিবশে অদম্য পশু, নামাজ তাহাদের লাগাম, রোজা চাবুকস্বরূপ।

এক্ষণে আমি আপনাদিগকে শেষ একটি কথা বলিতেছি, মনে রাখিবেন—আমরা অবলা, দুনিয়ায় আমাদের যদি কিছু সুখ শান্তি থাকে তবে তাহা নামাজ রোজা ও পতি-ভক্তিতেই আছে। আপনাদের দোওয়ায় আমি নামাজ রোজার প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়াছি।

এই সময় হামিদা পুনরায় আসিয়া কহিল, “আমার সই আপনাদিগকে যাদু করিয়াছে না কি ?”

ডেপুটী-পত্নী। “তারও উপরে।”

দারগা-স্ত্রী। “যাদু অস্থায়ী, কিন্তু আপনার সইএর যাদুপনা আমাদের দেলে বসিয়া গেল।”

অতঃপর সকলে উঠিয়া আহারার্থে গমন করিলেন। রাত্রিতে শয়নকালে ডেপুটি-পত্নী তাঁহার দাসীকে কহিলেন “সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমাকে জাগাইয়া দিও। ফজরে নামাজ পড়িতে হইবে।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহবাদ আনোয়ারা রতনদিয়ার রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইল। সে পতির ঋণ শোধের জন্য যে সকল অলঙ্কার সয়ার হাতে দিয়াছিল, তাহা এবং নবার স্ত্রীর নিকট বিক্রীত পরে ঘটনাচক্রে জজকোর্ট হইতে ফেরত প্রাপ্ত সেই নীলাম্বরী ও বেণারসীসাড়ী, হামিদা সইএর সম্মুখে উপস্থিত করিল। আনোয়ারা দেখিয়া কহিল, "সই একি! এ সকল যে ঋণ-শোধের জন্য দেওয়া হইয়াছিল!" হামিদা স্মিতমুখে বিলোল কটাক্ষে কহিল, "আমি অত শত জানি না। তোমার সয়া কহিলেন, মৃত-সঞ্জীবনী বৈষ্ণবী ব্রতের সময় কোন উপঢৌকনাদি দিবার সুযোগ পাই নাই। এক্ষণে এই সকল বস্ত্রালঙ্কারগুলি উপায়নস্বরূপ তাঁহাকে দিয়া দাও।" আনোয়ারার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হামিদা নিজ-দিগের দেওয়া নূতন একখানি মূল্যবান্ সাড়ী সইকে পরিধান করিতে দিয়া অলঙ্কারগুলি যা যেখানে সাজে নিজ হস্তে পরাইয়া দিল। অবশিষ্ট বস্ত্রা-লঙ্কার একটি বাক্সে পূরিয়া তাহার সঙ্গে দিল। আনোয়ারা খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া ৩টি আকবরী মোহর তাহার হাতে দিল। অনন্তর সোহাগ-ভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া পাল্কীতে উঠিল।

আনোয়ারা রতনদিয়ার আসিবার এক সপ্তাহ পর ডাকপিয়ন তাহার নামে একটি বাক্স পার্শেল বিলি করিল। খুলিয়া দেখা গেল, সুন্দর একটি মূল্যবান্ বাক্সের ভিতর সোণার জেল্‌দ (১) করা একটী কোরাণশরিফ ও

(১) মলাট।

আনোয়ারা

বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত একখানি জায়নামাজ (১)। প্রত্যেক পদার্থেরই গায়ে লেখা আছে "প্রীতি উপহার।" নুরল এস্‌লাম স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্শেলের পৃষ্ঠে তোমার নাম, জিনিসের গায়ে প্রীতি উপহার। ব্যাপারখানা কি?"

আনোয়ারা, ক্ষীরোৎসবে সমাগত ভদ্রমহিলাগণকে নামাজ রোজা সম্বন্ধে যেভাবে উপদেশ দিয়াছিল তৎসমস্ত কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিল।

নুরল। "চন্দ্রের সুধাময় কিরণে যেমন ভুবন আলোকিত হয়, তোমার গুণ-মাহাত্ম্যে দেখিতেছি তেমনি নারীজাতির হৃদয় ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইতে চলিয়াছে।"

আনো। "চন্দ্রের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু সূর্য্যকিরণ সংযোগে ঐরূপ প্রভাময় হইয়া থাকে।"

নুরল। "তথাপি সুধাংশুর সুধামাখা জ্যোতিঃ বিরহসন্তাপ-নাশিনী ও প্রাণতোষিণী।"

আনোয়ারা প্রেমকোপে স্বামীর গা টিপিয়া দিল।

(১) নামাজের বস্ত্রাসন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নুরল এস্‌লাম অনেক দিন পাট-আফিসে চাকরী করিয়া পাটের কারবারে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত ব্যবসায়ে সত্বর লাভবান্ হইতে লাগিলেন। উকিল সাহেব লাভ দেখিয়া এককালে সাত-হাজার টাকা দোস্তের কারবারে নিয়োগ করিলেন। তাহাতে নুরল এস্-লামের মূলধন ১৭।১৮ হাজার টাকা হইল। ব্যবসায়ে মূলধন যত বেশী হইবে, লাভও সেই অনুপাতে বাড়িবে। ১৭।১৮ হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতার বড় বড় মহাজনদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়া নুরল এস্‌লাম লক্ষাধিক টাকার ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। এতদ্দেশের পাট ব্যবসায়ের পূর্ণ উন্নতির সময় নুরল এস্‌লাম এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। সততায় ও অভিজ্ঞতায় ও ব্যবসায়ের কল্যাণে তিনি ২।৩ বৎসরে স্বয়ং লক্ষপতি হইয়া উঠিলেন।

অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে সুখ সন্তোষ উপযাচক হইয়া অদৃষ্টবানের দ্বারস্থ হয়। এই সময় নুরল এস্‌লামের পত্নী অন্তঃসত্বা হইলেন। অনন্তর সাত মাসের সময় সে স্বামীর আদেশ লইয়া মধুপুরে গেল।

আষাঢ় মাসে নূতন পাটের মরসুম আসিল। নুরল এস্‌লাম বদ্ধ-পরিকর হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশের ভাল পাট জন্মিবার স্থানগুলি পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন; যথাসময়ে ক্রেতা ও দালাল পাঠাইয়া তত্তাবৎ স্থানের পাট খরিদ করিয়া আনিলেন। শ্রাবণ মাসে প্রথমভাগে ২৭০০ শত মণ পাট কলিকাতায় চালান দিলেন।

বিক্রয়ান্তে আড়াই হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইল। কলিকাতার মহাজন বেরামপুর আড়তে সমস্ত টাকার বরাত পাঠাইলেন। নুরল এস্‌লাম, কর্ম্মচারী টাকার জন্য বেরামপুরে না পাঠাইয়া চারদাঁড়ি পান্সী লইয়া স্বয়ং যাত্রা করিলেন। ইচ্ছা, আসিবার সময় মধুপুরে স্ত্রীকে দেখিয়া আসিবেন। বেরামপুর হইতে মধুপুর দশ মাইলমাত্র পশ্চিমে।

নুরল এস্‌লাম বেরামপুর আসিয়া বরাতি রোকা আড়তে দাখিল করিলেন। চব্বিশ হাজার চারি শত টাকার বরাত ছিল। নুরল এস্‌লাম নগদ চৌদ্দহাজার টাকা ও অবশিষ্ট টাকার নোট লইলেন। চৌদ্দ হাজারে চৌদ্দ তোরা টাকা হইল। নুরল এস্‌লাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাকা লইয়া মধুপুরে আসিলেন। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তিনি বাহির বাড়ীতে কাহাকে না দেখিয়া একছের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নুরল এস্‌লামকে দেখিয়া দাসীরা "সন্দেশ সন্দেশ" রবে আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। এক জন বয়স্থা দাসী "চাঁদ দেখেন" বলিয়া তখনই নুরল এস্‌লামের আচকানের প্রান্ত ধরিয়া তাহাকে সূতিকাগৃহের সম্মুখে হাজির করিল। নুরল এস্‌লাম দেখিলেন, শিশু সূতিকাগৃহ আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছে; দেখিয়া, নুরল এস্‌লামের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি অতঃপর অন্তঃপুরের সকলকে যথাযোগ্য আপ্যায়িত করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। এই সময় পকেটে হাত দিয়া নোটের তাড়া দেখিতে, দেওয়ানের দস্তখতী প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ যাহা কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে, তাহার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি পকেট খুঁজিয়া দেখিলেন, রসিদ নাই, নৌকায় উঠিয়া বাক্স প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, রসিদ আর পাওয়া গেল না। তখন মনে হইল, বেরামপুর

দেওয়ান-গদীতেই রসিদ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে টাকার তোড়াগুলি বাড়ীর উপর নামাইয়া রাখিয়া, মাল্লাগণকে রসিদ আনিতে বেরামপুর পাঠাইলেন।

যাইবার সময় নৌকার মাঝি কহিল, "হুজুর, উজানপানি, আজ ফিরিয়া আসা যাইবে না। কা'ল এক প্রহরে আসিয়া পৌঁছিব।"

নুরল এস্লাম টাকার তোড়াগুলি তাঁহার শ্বশুরের শয়নঘরে হেফাজতে রাখিতে শাশুড়ীর নিকট দিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূঞাসাহেব কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিলেন। জামাতাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রিতে যথাসময়ে সকলের আহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ভূঞাসাহেবের কৃষাণ চাকরগুলি সকলেই তাঁহার প্রতিবাসী। এজন্য সকলেই রাত্রিতে বাড়ী যায়। কেবল পালাক্রমে প্রহরিরূপে একজন চাকর তাঁহার বাহির বাড়ীর গোলা ঘরে শয়ন করে। গ্রীষ্মাতিশয্যে নুরল এস্‌লাম বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় আসিয়া শয়ন করিলেন। ভূঞা-সাহেব শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মেজেতে সারি দেওয়া চৌদ্দটি তোরা দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এগুলিতে কি? কোথা হইতে আসিল?" স্ত্রী স্বামীর মুখের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "খুলিয়া দেখ না?" ভূঞাসাহেব একটি তোরা হাতড়াইয়া কহিলেন, "এ টাকা কে দিল?" স্ত্রী পুনরায় মর্ম্মস্পর্শী কটাক্ষ নিক্ষেপে কহিল, "খোদায় দিয়াছে, জামাই আসিয়াছে।" ভূঞাসাহেব তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া পান চাহিয়া শয়নখাটে উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভূঞাসাহেবের শয়ন ঘরে বাতি জ্বলিতেছে। কৃপণের ঘরে এত রাত্রি পর্য্যন্ত আলো! প্রৌঢ়াতীত ভূঞাসাহেবের স্ত্রৈণ-জীবনের আরামদায়িনী, সুখসন্তোষ-বিধায়িনী, ধর্ম্মসহচরী, কর্ম্মবিধাত্রী আজ্ঞাপ্রদায়িনী, প্রেমময়ী প্রাণাধিকা পত্নী গোলাপজান অতি সন্তর্পণে তোরার মুখ খুলিয়া টাকাগুলি মেজেতে ঢালিতে লাগিল। এক দুই করিয়া

পাঁচ তোরা ঢালা হইল; এক গাদা টাকা! তদুপরি আরো দুই তোরা ঢালিল। স্তূপাকার রজতমুদ্রার ধবল-চাকচিক্য প্রদীপালোকে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হায় রে রৌপ্যচাকৃতি! সাধু বলেন, "তুমি হারামের হাড্ডী।" বহুদর্শী বলেন, "তুমি সর্ব্বগুণনাশিনী সয়তানের জননী।" পৃথিবীর যাবতীয় অনিষ্টের মূলেই তুমি। হারুণ, নমরুদ, সাদ্দাত, হামান ও ফেরাউন শ্রেণীর লোকের কার্য্যকলাপ ভাবিলে তোমাকে বাস্তবিক পিশাচের প্রসূতি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তোমার এত দোষ, তুমি এত নীচ, তথাপি নর-নারী তোমার মায়ায় এত মুগ্ধ! তোমার মোহমদে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হয়। ধর্ম্মবুদ্ধি সুদূরে পলায়ন করে। হায়! মানুষ যখন তোমার মোহন-রূপে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখন অতি ভীষণ দুষ্কার্য্যও সে সুসঙ্গত মনে করে এবং পরিণাম-চিন্তায় অন্ধ হইয়া তৎসম্পাদনে কৃতসংকল্প হয়।

রাশীকৃত রৌপ্যখণ্ড দীপালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে। গোলাপজান একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া আছে। এতমুদ্রা একসঙ্গে সে কখন দেখে নাই। আজ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও এতটাকা পাশেই তোরাবন্দী রহিয়াছে। সবগুলি টাকা সে নিজস্ব করিয়া লইয়া দেখিবার সংকল্প করিতেছে। হায়! উদ্দাম-প্রবৃত্তি প্ররোচনায় সে আর সাধের সংকল্প চাপিয়া রাখিতে পারিল না। প্রকাশ্যে পতিকে কহিল, "এ টাকা-গুলি রাখা যায় না?" পতি চমকিয়া উঠিলেন; পরে কহিলেন, "তুমি বল কি? তোমার কথা ত বুঝিতেছি না।" গোলাপজান এবার স্ত্রৈণপতির মুখপানে ভুবন-ভুলান সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। কামিনী-কটাক্ষ দামিনীর প্রকৃতিসম্পন্ন। তাই কবি বলিয়াছেন"—

"যে বিদ্যুচ্ছটা রামআঁখি,
মরে নর তাহার পরশে।"

স্ত্রৈণপতির মাথা ঘুরিয়া গেল। গোলাপজান শর সন্ধান সার্থক মনে করিয়া পুনরায় কহিলেন, "আমি টাকাগুলি নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাই।" রৌপ্য-সুন্দরীর মোহিনী মায়ায় পতিও তখন অল্পে অল্পে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি ধীরে কহিলেন, "জামাতা বিশ্বাস করিয়া যে টাকা রাখিতে দিয়াছে, তাহা তুমি কেমন করিয়া রাখিবে?" গোলাপজান কোপকটাক্ষে কহিল, "তুমি নামে মরদ, কিন্তু আসলে—।" স্ত্রীর তীব্র বিদ্রূপে স্ত্রীগতপ্রাণ পতির মনুষ্যত্ব দুর্ব্বল হইয়া পাশবত্ব বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি মোহান্ধ হইয়া কহিলেন, "টাকা কি উপায়ে রাখিতে চাও?" গোলাপজান বাক্স হইতে গোবধের এক সুবৃহৎ ছুরী বাহির করিয়া পতিকে দেখাইল। পতির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু গোলাপজান অসঙ্কোচে ছুরীর ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছুরীর মুখে কিছু মরিচা ধরিয়াছিল। গোলাপজান খাটের নীচ হইতে একটা নূতন পাতিল বাহির করিয়া তৎপৃষ্ঠে সাবধানে মরিচা তুলিতে লাগিল। মৃৎপাত্রের হৃদয় চিড়িয়া চিড়্ চিড়্ কিড়্ কিড়্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। সাবধান, অতি সাবধান, তথাপি মৃৎপাত্র যেন মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গোলাপজানকে বলিতে লাগিল, "অয়ি সুন্দরি, তুমি কুসুমকোমলা, স্নেহ-দয়া-রূপা পুণ্যের জননীনারীর পূতনামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিও না।" গোলাপজান তখন রৌপ্য-চাকতির লোভে আত্মহারা ও অভিভূতা; সুতরাং সে আর্ত্তনাদের ভাবে তাহার পাষাণ প্রাণ বিচলিত হইল না। কিন্তু বিচলিত হইল, তাহার চিরানুগত পতির প্রাণ, আর

অত্যধিক বিচলিত হইল, পাশের সূতিকাগৃহের একটি নব প্রসূতির অন্তরাত্মা। প্রসূতি, ছুরী ধার দেওয়ার বিকট শব্দে জাগ্রত হইয়া পৃথক্ শয্যায় নিদ্রাভিভূতা ধাত্রীকে নিঃশব্দে জাগাইল, এবং অবিলম্বে অবস্থা জানিতে তাহাকে পিতার ঘরের দিকে পাঠাইয়া দিল। আনোয়ারার সূতিকাগৃহ দক্ষিণদ্বারী ঘরের সম্মুখে করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময় বিচলিত পতি, ভয়াতুর ভাষায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছুরী দিয়া কি করিবে ?" পিশাচী, পতির পরিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সাধে কি তোমায় না মরদ বলিয়াছি, এতক্ষণ বুঝ নাই ছুরী দিয়া কি করিব ? এই ছুরীর সাহায্যে তোমাকে সবগুলি টাকা নিজস্বরূপে সিন্ধুকে তুলিতে হইবে।" পতি কহিলেন, "সর্ব্বনাশ, আমাদ্বারা কিছুতেই এ কার্য্য হইবে না।" স্ত্রী ক্রোধভরে কহিল, "হইবে যে না, তাহা বুঝিয়াছি। আচ্ছা, আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হও।" পতি কহিলেন, "আমি তাহাও পারিব না। তোমাকেও এই ভীষণ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছি। এ দুষ্কার্য্য অপ্রকাশ থাকিবে না, এক খুনের বদলে আমাদের উভয়কে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।" স্ত্রী বুক ফুলাইয়া কহিল, "আমি জাফর বিশ্বাসের কন্যা। আমার কথামত কাজ করিলে, ভূতেও জানিতে পারিবে না, তোমার গায়ে কাঁটার আঁচরও লাগিবে না।" পতি কহিলেন, "মেয়েটি চিরকালের মত দুঃখিনী হইবে।" স্ত্রী কহিল, "মেয়েত ভারী সুখে আছে। তার যত পুঁজি পাটা ছিল, কোন রাজার মেয়েরও অত থাকে না। মেয়ে সর্ব্বস্ব সোয়ামীর পায়ে দিয়াও তাহার মন পায় নাই। এই ত ছেলে হওয়ার পূর্ব্বে নাকি জামাই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। আরও শুনিলাম, তোমার কুলীন জামাই সাহেবের টাকা চুরি করিয়া জেল খাটিয়া

আসিল। বেহায়া মেয়ে আবার তাহাকেই রক্ষা করার জন্য নিজের টাকা গহনা, তার দাদিমার পুঁজিপাটা সব নিল। উপরন্তু তুমিও অনাটন সংসার হইতে ৩০০৲ ৪০০৲ টাকা দিলে। আবার মেয়ের দাদি মরার পর দাদির এতগুলি সোনা রূপার গহনা নগদ টাকা পয়সা দুষ্ট জামাই মেয়েকে ফোস্‌লাইয়া বাড়ীতে পার করিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে এইরূপে আস্তে আস্তে তোমার গৃহস্থালী উজাড় করিবে। এই গুণের জামাই মেয়ের জন্য তোমার মায়া ধরিয়াছে, তোমাকে আর বল্‌ব কি ?" কৃপণ পতি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, স্ত্রী যে সকল কথা বলিল, তাহার একটি কথাও মিথ্যা নয়। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাশবত্ব পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। মনুষ্যত্ব অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। স্ত্রী দেখিল পতির মন খুবই নরম হইয়া আসিয়াছে। সে আবার বলিতে লাগিল, "আজ যদি ফয়েজ উল্লার (আজিম উল্লার পুত্র) সহিত মেয়ের বিবাহ হইত, তবে মেয়ের ও তাহার দাদিমার হাজার হাজার টাকার গহনা ও নগদ টাকা পয়সা রতনদিয়ায় যাইত না ; সমস্তই শেষে তোমারই হাতে পড়িত। ফয়েজের পিতা যত টাকা নগদ দিতে চাহিয়াছিল তাহাও তোমার হাতে থাকিত। তা ছাড়া ভাই হামেসা টাকা পয়সা দিয়া তোমার উপকার করিত কিন্তু এই জামাইএর গুণে তোমার সব আশাতেই ছাই পড়িয়াছে।" এইবার পতির দুর্ব্বল মনুষ্যত্বটুকু উড়িয়া গেল। স্ত্রী পতির মনের ভাব বুঝিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল, "আমি মনে করেছি এই রাত্রিই এই আপদটাকে শেষ করিয়া টাকাগুলি সিন্ধুকে তুলিব। ফয়েজ উল্লার বউ মরিয়াছে, তোমার বিধবা মেয়েকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমাদের চির-আশা পূর্ণ করিব। মেয়েও সুখে থাকবে, তুমিও এই টাকায়ে চিরকাল

সুখে শুয়ে বসে কাটা'তে পারবে, এখন বুঝিয়া দেখ আমি কেমন ফন্দী ঠাওরাইয়াছি। এইবার পতি কহিলেন, "তুমি যাহা করিবে তাহার সাথী আছি।"

এদিকে ধাত্রী নব-প্রসূতির উপদেশে প্রসূতির পিতার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া জানালাপথে সমস্ত দেখিল, সমস্ত শুনিল ; অতঃপর আঁতুরঘরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রসূতিকে সমস্ত কহিল। শুনিয়া প্রসূতি হতবুদ্ধি হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণ মাস। বর্ষা পূর্ণযৌবনা। সর্ব্বত্র পানি থৈ থৈ করিতেছে। ভূঞাসাহেবের বাড়ীর পূর্ব্বপার্শ্বের গলি দিয়া স্রোত পূর্ণবেগে দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখে অমা নিশীথিনী। জীব কোলাহল-মুখরিত মেদিনী সুষুপ্ত। রাত্রি নিঝুম। অনন্ত নীলাকাশে অগণিত প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, তথাপি নিবিড় অন্ধকার বিশ্বগ্রাস করিতে ছাড়ে নাই। ভূঞাসাহেবের বাড়ীর উপরই যেন আজ তামসরাজের প্রকোপ বেশী।

এই সময় গোলাপজান পতিকে সঙ্গে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অগ্রে বদ্ধপরিকর-বসনা আততায়িনী পাপীয়সী; হস্তে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল অসি; পশ্চাতে কিঙ্করসম স্ত্রৈণ পতি; হস্তে দড়ি কলসী ও ছালা। যেন করাল কৃতান্তরূপিণী দানবীর পশ্চাতে মন্ত্রমুগ্ধ দৈত্য।

পিশাচদম্পতি প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই আনোয়ারা সভয়ে সূতিকা গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিল। তখন সহসা ভীষণ অন্ধকার যেন, গোলাপজানের গতিপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। আবার সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বজ্রগম্ভীরে যেন শব্দ হইল,—বিশ্বাস-ঘাতিনি, ডাকিনি-দস্যু-দুহিতে, সামান্য অর্থের লোভে, অহেতুকী হিংসা বশে, এ সময় কোথায় চলিয়াছ? পাপীয়সী, ঐ দ্যাখ, তোর পাপানুষ্ঠান দর্শনে উর্দ্ধাকাশে ফেরেস্তাগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়াছে। এখন ও নিরস্ত হ। এখন ও পাপ আশা ত্যাগ কর্। গোলাপজান ক্ষণকালের নিমিত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে আকাশপানে

চাহিল, পরক্ষণে আবার সম্মুখদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, বাসনার বিচিত্র যবনিকা তাহার সম্মুখে প্রতিভাত। তখন সে ভবিষ্যৎ ভুলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, বিনা চেষ্টায় চৌদ্দ তোরা টাকা ঘরে আসিয়াছে; সংকল্প সিদ্ধি পর আবার চক্ষুঃশূল সতীন কন্যাকে ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ করিয়া ভ্রাতার নিরাশায় আশাবারি সিঞ্চন করিতে পারিতেছি। পিত্রালয়ে যাইয়া, এ বাড়ীতে বসিয়া, তখন আদেশে তিরস্কারে সতীন কন্যার রূপের বাহার খর্ব্ব করিতে পারিতেছে। অহো, এমন সুযোগে এত সুখ! এত সৌভাগ্য!

গোলাপজান প্রফুল্লচিত্তে পতিসঙ্গে বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল।

বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সে সাবধানে চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া লইল। শেষে অনুচ্চভাষে স্বামীর সহিত অনেক বাদানুবাদ করিল। পরে স্থির হইল, পতি মাথার দিক্ চাপিয়া ধরিবে, সে গলা কাটিবে। তখন ধীর নিঃশব্দে দম্পতি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। গৃহ অন্ধকার। গ্রীষ্মাতিশয্যে জামাতা প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলাপজান থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাতের অস্ত্র হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। সেও অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল।

পতি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "বসিলে কেন?"

স্ত্রী। "আমার হাত পা অবশ হইয়া আসিয়াছে, বুকের মধ্যে ভয়ানক ব্যথা লাগিতেছে।"

পতি। "আমি ত প্রথমেই নিষেধ করিয়াছিলাম, দেখ আমারও গা কাঁপিতেছে। আমি চলিলাম।"

স্ত্রী। (অস্ফুটে) "না, না, যাও কোথা" এই উঠিতেছি, বলিয়া পাপীয়সী অদম্য বাসনাবলে, দাঁড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরীর বাঁট চাপিয়া

ধরিল, পরে শয়ন খাটের নিকট আসিয়া সম্মুখভাগ হাতড়াইয়া দেখিল কেহ নাই। শেষপ্রান্তে দেখিল, লোক আছে; পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তখন বিলম্বমাত্র না করিয়া একই সময় পতি মাথা ঠাসিয়া ধরিল, স্ত্রী সতীন কন্যা জামাতার গলা কাটিয়া দুই-ভাগ করিল। হায় ভবের লীলা! হায় দুনিয়া!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অতঃপর দ্বিখণ্ডিত শব ছালায় ভরিয়া কলসী সঙ্গে স্রোতে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। গোলাপজান আলো জ্বালিয়া বৈঠকখানার রক্তাদি ধৌত করিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। স্বামী স্ত্রী ঘরে আসিল। গোলাপজান ঘরে আসিয়া পুনরায় অবসন্ন চিত্তে টাকার পাশে মেজেতেই বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরাত্মায় ঘোর অশান্তির তুফান বহিতে লাগিল। ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ছুটিল। সে নির্ব্বাক্ হইয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে ক্রমশঃ ঝিমাইতে ঝিমাইতে টাকার পার্শ্বেই তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল। ভূঞাসাহেবও ম্রিয়মাণ হইয়া শয়নখট্টায় আশ্রয় লইলেন, কিন্তু পাপের বিভীষিকা তন্দ্রাবস্থায় উভয়কে অস্থির করিয়া তুলিল।

গোলাপজান তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তাহার সম্মুখে বিশাল আগ্নেয় দেশ। তাহাতে সারি সারি অত্যুচ্চ আগ্নেয়গিরি, অসংখ্য আগ্নেয় গহ্বর, অসংখ্য জ্বালাময় উৎস, স্থানে স্থানে আগ্নেয় নদী। পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা যেন সহস্রগুণ তেজঃশালী অগ্নি তাহাতে ধক্ ধক্ লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার ভীমগর্জ্জনে, ভয়াবহ হুহুঙ্কারে সেই ভয়াবহ সর্ব্বভুক দেশ কম্পিত হইতেছে। আবার মনুষ্যগণের অস্থিমজ্জা পুড়িয়া পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে তাহা হইতে অগ্নিময় ধূমপুঞ্জ মহাবেগে মহা-গর্জ্জনে উর্দ্ধগামী হইয়া সেই বহবায়ত অগ্নি রাজ্য সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছি। কোনস্থানে রক্ষিগণ, অসংখ্য নর নারীর হস্ত পদ বন্ধন করিয়া জ্বালাময় অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছে; আর তাহাদের পঞ্জরাস্থি সমূহ উত্তপ্তকটাহে তপ্ত তৈলে ভর্জ্জিত মৎস্যের আর চট্ চট্ পট্

পট্ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কোন স্থানে নব-নবতিশিরা ফণিনী তীব্র হলাহল মুখে অসংখ্য নর-নারীর বক্ষঃস্থল পুনঃপুনঃ দংশন করিতেছে। আগ্নেয় রাজ্যের এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে গোলাপজান থাকিয়া থাকিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে আরও দেখিতে লাগিল, কোন স্থানে বিশ্বদাহী হুতাশন তেজে শত শত মানব মানবীর দেহ হইতে সফেন ক্লেদাদি নির্গত হইতেছে, আর তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছে, কি ভীষণ যাতনা! কি নিদারুণ পিপাসা! উঃ বুক ফাটিয়া গেল! এই যন্ত্রণার উপর আবার তত্রত্য প্রহরিগণ, তাহাদের পিপাসা শান্তির ছলে উত্তপ্ত গলিত শবনির্য্যাস সেই হতভাগাদিগের মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া গোলাপজান একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার সে দেখিতে লাগিল কোন স্থানে ভীমদর্শন রক্ষিগণ শত শত লোকের চক্ষুমধ্যে অগ্নিময় ত্রিধার লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া শিশ্নপথে বাহির করিয়া ফেলিতেছে। কোন স্থানে শত শত লোকের আপাদমস্তক আগুনের বিনামা (১) প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছে, জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া জ্বলন্ত লৌহশলাকায় প্রবিদ্ধ করিতেছে। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া লেলিহান কুকুরের মুখে ফেলিয়া দিতেছে। শেষে শতকোটি মণ ভারী আগ্নেয় প্রস্তর বুকে চাপা দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এই সকল নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া গোলাপজান আর স্থির থাকিতে পারিল না। একান্ত ভীতচিত্তে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়, আমি কোথায়? আমি এখানে কেন?" তখন জনৈক ভীমদর্শন নরকপাল, তাহার সন্নিহিত হইয়া সরোষ ভ্রূভঙ্গিতে কহিল, পাপীয়সি, এই ত তোর উপযুক্ত স্থান। তুই অবলা হইয়া আজ যে কার্য্য করিলি, এমন

দুষ্কার্য্য দুনিয়ায় কেহ করে না। হায়, তোর মহাপাপে আজ খোদাতালার আরস (১) পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছে। তোর নারীজন্মে শত ধিক্। বিশ্বাসঘাতিনি, পরানষ্টে আত্ম-বিনাশিনি, ঐ হাব্‌তোর চির-বাসস্থান। গোলাপজান সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আরও শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল, সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম গভীর এক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। উষ্ণতার আতিশয্যে তাহার অগ্নি নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং লোলশিখা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। নরকপাল গোলাপজানের গলদেশে অগ্নিময় পাশ সংলগ্ন করতঃ টানিয়া লইয়া সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। সে তখন উচ্চ চীৎকারে জাগিয়া উঠিল।

এই সময় ভূঞাসাহেবও তন্দ্রাবস্থায় ধীরে-উচ্চরবে বলিতেছিলেন, "হায়,—কি করিলাম,—পাপী-পাপ-ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হইলাম। ডাকিনী-পিশাচী তোর রূপে পাপ! ডাকাতের মেয়ে, বিবাহ চাই না, দূর দূর (শয়ন খট্টায় পদ প্রহার।)

গোলাপজান জাগ্রত হইয়া ভাবিতে লাগিল,—আমি যেরূপ ভয়ানক খোয়াব দেখিলাম, উনিও বুঝি সেইরূপ দেখিয়া বকাবকি করিতেছেন। খুন করিলে লোকে বুঝি ঐরূপ খোয়াবই প্রথম প্রথম দেখিয়া থাকে। তা খোয়াব ত মিছা। খোয়াবে কতদিন আকাশে উঠিয়াছি, সাগরে ডুবিয়াছি, বাঘের মুখে পড়িয়াছি, আগুনে জ্বলিয়াছি, কিন্তু আজতক তার কোনটিই ফলে নাই, সব মিছা হইয়াছে। ফল, খোয়াব দেখা কিছুই নয়। মনের বিকারে ওসব হয়। এইরূপ বিতর্ক করিয়া সে মনে মনে সাহস

(১) সিংহাসন।

সঞ্চার করিতে লাগিল। ভূঞাসাহেব আবার বলিতে লাগিলেন, ওঃ কি সাংঘাতিক দুষ্কার্য্য! হায়,—এ মহাপাপের মুক্তি নাই। ঐ যে পোলিশ—ফাঁসী—দ্বীপান্তর, গোলাপজান তখন স্বামীর শরীরে ঠেলা দিয়া কহিল, "কি গো, ভূতে পাইয়াছে না কি?"

ভূ। "অঁ্যা অঁ্যা কি কি?"

গো। "এতক্ষণ কি বক্‌ছিলে?"

ভূ। "কৈ? কি? না, না" গোলাপজান ঘৃণার ভাবে কহিল "তুমি পুরুষ হইয়াছিলে কেন?" অতঃপর এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইল।

ভূঞাসাহেব গ্রামের প্রধান ও পঞ্চায়েৎ। প্রাতঃকালে কার্য্যোপলক্ষে অনেক লোক ক্রমে তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইতে লাগিল। চৌকীদার টেক্স আদায়ের সারা দেওয়ার হুকুম লইতে আসিল। ভূঞাসাহেব দারুণ অশান্তি ও উৎকণ্ঠা হৃদয়ে চাপিয়া, বাহির বাড়ীতে আসিলেন। এই সময় গ্রামান্তর হইতে কতিপয় ভদ্রলোক প্রয়োজন বিশেষে, নৌকাপথে তথায় উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা কহিলেন, "আমরা আসিবার সময় আপনাদের গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে একটা লাস দেখিয়া আসিলাম। একটি আম গাছের শিকড়ে আটকাইয়া আছে এবং ছালার ভিতর হইতে পা দেখা যাইতেছে। অত্য মরিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। থানায় সংবাদ দেওয়া উচিত।" শুনিয়া ভূঞাসাহেবের মুখ দিয়া ধূলা উড়িতে লাগিল। উপস্থিত গ্রামবাসীরা লাস দেখিতে চৌকীদারসহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

কিয়ৎকাল পর ছালায় ভরা সেই লাস আনিয়া ভূঞাসাহেবের বাহির বাড়ীতে নামান হইল। খুলিয়া দেখা গেল গোলাপজানের প্রাণাধিক

পুত্র বাদসা। গোলাপজান যখন অন্তঃপুর হইতে শুনিল, "কে যেন বাদসাকে খুন করিয়াছে ; তখন সে কিয়ৎক্ষণ বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ দ্রুতবেগে উন্মত্তার মত বহির্ব্বাটীতে আসিয়া মৃত পুত্রের নিকট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভূঞাসাহেব কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে স্বস্থানে বসিয়া রহিলেন। শবের চতুর্দ্দিকের সমবেত লোক সকল নীরব ও স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ পর ধীরে সভয়ে জনতা মধ্য হইতে শব্দ হইল ওঃ! কি ভয়াবহ খুন! কি নিদারুণ হত্যা! হায়, এমন সর্ব্বনাশ কে করিল? "এই সময় গোলাপজান চৈতন্যলাভ করিয়া উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনেশে জামাই আমার ছেলে খুন করিয়া পলাইয়াছে।" এই সময় নুরলএস্‌লাম অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মা গো. আমি পলায়ন করি নাই। আপনার পুত্রও হত্যা করি নাই। টাকায় বুঝি একার্য্য করিয়াছে।" গোলাপজান ভীষণ কটমট-কটাক্ষে নুরল এস্‌লামের দিকে চাহিয়া কহিল, "ও ভরা-নেশে, তুই এখনও বাঁচিয়া আছিস্, আর না, আমার সে ছুরী কৈ? তাই দিয়া তোকে এখনি ছেলের সাথী করিতেছি"—এই বলিয়া পুত্র-নাশিনী উন্মাদিনী ক্ষিপ্তা রাক্ষসীর ন্যায়, উন্মুক্ত বেশে উন্মুক্ত কেশে ছুরী আনিতে অন্দরের দিকে ছুটিল। তাহার গতিরোধে কেহই সাহস পাইল না। আলুলায়িতা উন্মাদিনীর সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া দাসীগণ অন্তঃ-পুরে চীৎকার করিয়া উঠিল। আনোয়ারা সূতিকাগৃহে থর থর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিশাচী ছুরীর জন্য ঘরে উঠিতেই হামিদার পিতা পশ্চাদ্দিক্ হইতে যাইয়া ঝাপটিয়া ধরিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া ফেলিলেন।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বাদসা গোলাপজানের পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, নবীন যুবক। স্কুলে পড়ে, এ সকল কথা পাঠক অবগত আছেন। সে রোজ রাত্রিতে প্রতিবাসী সমবয়সী ও সমপাঠী দানেশদিগের বাড়ীতে পড়িতে যাইত, এবং রাত্রি সেখানেই থাকিত। গতকল্যও গিয়াছিল কিন্তু অধিক রাত্রিতে দানেশদিগের বাড়ীতে কুটুম্ব আইসায় শয়ন স্থানের অভাবে তাহারা রাত্রিতেই বাদসাকে বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল।

বাদসা দানেশদিগের বাড়ী হইতে অত রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া মা বাপের বিরক্তি ভয়ে নিঃশব্দে বৈঠকখানায় নুরলএস্‌লামের অপর পাশে শয়ন করিয়াছিল।

ধাত্রী যাইয়া যখন নুরলএস্‌লামের হত্যার আয়োজনের কথা অনোয়ারার নিকট বলিল, তখন আনোয়ারা প্রথমে ভীতচিত্তে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল, শেষে ধাত্রী কোলে পুত্র রাখিয়া, অসম সাহসে বাহির বাটীতে যাইয়া স্বামীকে নিঃশব্দে জাগরিত করিল, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আঁতুর ঘরে লইয়া আসিল।

বাদসা যে নুরল এস্‌লামের পাশে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল, তাহা নুরল এস্‌লাম বা আনোয়ারা কেহই জানিতে পারে নাই। আনোয়ারা স্বামীকে সূতিকাগৃহে লইয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই গোলাপজান স্বামিসহ বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হয়। যাহা হউক অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। দারগা আসিলেন, নুরল এস্‌লামের জোবানবন্দীতে সমস্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অপ্রত্যাশিত রূপে পুত্রনিহত হওয়ায় গোলাপজান

একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিত্তের সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্র চালিত পুত্তলের ন্যায় সেও সমস্ত দোষী স্বীকার করিল। লাস সহ আসামীদ্বয়কে মহুকুমায় চালান দেওয়া হইল।

তথা হইতে তাহারা দায়রায় সোপর্দ্দ হইল। জজ সাহেব বিচারান্তে হত্যাকারী দ্বয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। নুরল এসলাম যথাসময়ে টাকা ও নবপ্রসূতা স্ত্রী সহ নিজালয়ে আসিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়ারিশসূত্রে অতঃপর আনোয়ারা সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল। পিতার জোতের মূল্য বিশ হাজার ও অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৫ হাজার, মোট পঁচিশ হাজার টাকার সম্পত্তি পাইয়া আনোয়ারা তাহা স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিল।

হত্যাকাণ্ডের গোলযোগে নুরল এস্‌লামের পাটের ব্যবসায়ের অনেকটা ক্ষতি হইয়াছিল। তথাপি আশ্বিনের শেষে হিসাবান্তে ষোল হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইল। পরবৎসর তিনি মরসুমের প্রথমেই কারবার আরও বিস্তৃত করিয়া লইলেন। লাভও আশানুরূপ হইতে লাগিল। এইরূপে নুরল এস্‌লাম বাণিজ্যপ্রসাদাৎ অল্প সময় মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন দ্বিতল-সৌধরাজীতে শোভিত হইল। নুরল এস্‌লামের অর্থ-সাহায্যে ও স্বজাতি প্রিয়তায় গ্রামের দুঃস্থ লোকগণের সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আলতাফ হোসেন সাহেব, পুত্রের জন্য যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া সপরিবারে ভগিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বহুপোষ্য লইয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় ভগিনীর তালুকটুকু অল্প অল্প করিয়া ঋণে আবদ্ধ করত পোষ্যগণের গ্রাসাচ্ছাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগিনীর দুরাবস্থা চরমে উঠিল। মাতার সহিত বিবাদ করিয়া সালেহা কিছুদিন নুরল এস্‌লামের বাড়ীতে ছিল, কিন্তু অভিমানিনী মাতা কন্যাকে শাসন করিয়া পরে বাড়ী লইয়া যান।

এখন তাঁহাদের কখন অর্দ্ধাহারে কখন বা অনাহারে দিন যাইতে লাগিল। সালেহা সময় সময় বিশুষ্কমুখে চুপে চুপে আনোয়ারার নিকটে যায়। আনোয়ারা তাহাকে আদর করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয়। কাছে বসাইয়া নানাবিধ সুখ দুঃখের কথা বলে। সালেহার মায়ের খাওয়া পরার কথা জিজ্ঞাসা করে। সরলা সালেহা মাতার অনাহার ও বস্ত্র কষ্টের কথা সব খুলিয়া বলে।

একদিন আনোয়ারা স্বামীকে কহিল, "আম্মাজানদিগের দিন চলে না, আল্লার ফজলে এখন তোমার সচ্ছল অবস্থা, এ সময় তাঁহাদিগকে সাহায্য না করা বড়ই অন্যায় হইতেছে।"

সন্তান হওয়ার পর আনোয়ারা স্বামীকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নু। "তুমি কি ভাবে সাহায্য করিতে বল ?"

আ। "তাঁহাকে পুনরায় এই সংসারে আনিতে চাই।"

নু। "তিনি যে মানিনীর মেয়ে ; আসিবেন বলিয়া বোধ হয় না।"

আ। "সংসারের সর্ব্বস্ব তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় আসিতে পারেন।"

নু। "তুমি তাহাতে রাজী আছ ?"

আ। "একশ বার। হাজার হইলেও তিনি আমাদের পূজনীয়া। তাঁহার অন্নবস্ত্রের কষ্টের কথা শুনিয়া আমার বরদাস্ত হইতেছে না। আমি তাঁহার হাতে সংসার ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বদা তাঁহার খেদমত করিব।"

নু। "আমি তোমার প্রস্তাবে সুখী ও সম্মত হইলাম।"

অতঃপর আনোয়ারা একদিন রাত্রিকালে খোকাকে কোলে লইয়া একজন দাসী সঙ্গে সালেহাদিগের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইল, সালেহার মা আনোয়ারাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন। কারণ আনোয়ারা এখন রাজরাণী তুল্য। আর রাজরাণী না হইলেও ভিন্নস্থানে পদার্পণ তাহার পক্ষে অসম্ভব। সালেহা আনোয়ারাকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে লইয়া সোহাগ করিতে লাগিল! আনোয়ারার নিরভিমান-সারল্যে সালেহা-জননীর বিজাতীয় কৌলিন্যাভিমান খর্ব্ব হইয়া আসিল। আনোয়ারা শ্বাশুড়ীর পদচুম্বন করিয়া কহিল,—"আম্মাজান, আমার খোকাকে দোওয়া করুন। উন্নতশিরা-ফণিনী যেমন ঔষধের গন্ধে নতমস্তক ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; আনোয়ারার অনুপম শিষ্টাচারে সালেহা-জননীর অন্তর সেইরূপ ক্রমশঃ কোমল হইয়া আসিল। সালেহা তাহার মায়ের কোলে ছেলে দিল, মা আগ্রহে ছেলেকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আনোয়ারা কহিল, "আম্মাজান, খোকা আপনাকে লইতে আসিয়াছে, আপনি আপনার বাড়ীতে চলুন।" অগ্নির উত্তাপে যেমন লৌহ দ্রবীভূত হয়, এবার সালেহার মা সেইরূপ বিগলিত হইলেন, তিনি ভগ্নকণ্ঠে গদ্‌গদভাবে কহিলেন, "খোকার বাপ আমায় পৃথক্ করিয়া দিয়াছে।" আনোয়ারা দুঃখের স্বরে কহিল, "আম্মাজান, অমন কথা বলিবেন না। সংসার জুড়েই এমন কিছু হয়; আপনি বাঁদীকে ফিরাইয়া দিবেন না!" অনুতাপে তখন সালেহা-জননীর বিগলিত হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কি যেন ভাবিয়া কহিলেন, "আগামী কল্য খোকা আসিলেই আমি যাইব।

পরদিন পুনরায় আনোয়ারা পুত্র কোলে করিয়া আসিয়া, সালেহা

সহ তাহার মাতাকে বাড়ীতে লইয়া গেল। অতঃপর আনোয়ারার স্বর্গীয় ব্যবহারে তাহার সৎ শ্বাশুড়ী আপন মায়ের অধিক হইয়া উঠিলেন। সুখ শান্তিতে নুরল এস্‌লামের সংসার আনন্দময় হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শীতকাল। দিবাকর দক্ষিণায়নে দাড়াইয়া সহস্ররশ্মি প্রভায়, ভুবন আলোকিত করিয়াছে। রতনদিয়ার গ্রামের একটি দ্বিতল অট্টালিকার নির্জ্জন চত্বরে একজন যুবতী প্রাতঃস্নানান্তে, সুমসৃণ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছেন, একটি শিশু তাঁহার সম্মুখ সৌধ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তুর্কি অশ্বে আরোহণের নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়াও তথাপি চেষ্টায় বিরত হইতেছে না। যুবতী একদৃষ্টে শিশুর অশ্বক্রীড়া দেখিতেছেন। এই সময় একখানি পাত্র হস্তে একজন যুবক নীচের সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতেই যুবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া থামিয়া গেলেন, এবং ঈষৎ অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর সুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি সোনার আলনায় সুধীর প্রভাত সমীরণে ইতস্ততঃ মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছিল। মেঘের কোলে ক্ষণপ্রভার অপরূপ শোভা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু রামধনু কোলে স্থিরা সৌদামিনীর মোহন মাধুরী কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? যুবক অতৃপ্ত নয়নে যুবতীর এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ভুবনভুলান রূপলাবণ্য দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ যুবতীর দৃষ্টি যুবকের উপর পতিত হইবামাত্র যুবতী সলাজ-সংকোচ হাসিমুখে মাথায় ঘোমটা টানিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন, এবং কহিলেন. এখন না আসিলে চলিত না?" যুবক অগ্রসর হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "এত সত্বর খোকাকে সব ভালবাসা বিলাইয়া দিয়াছ? খোকা যুবকের কথার প্রতিধ্বনি লইয়া কহিল থব বালাই বিলাই দেথে, যুবক যুবতী

হাসিতে লাগিলেন। শিশু তখন অশ্ব ত্যাগ করিয়া অফুটন্ত কুসুমাননে পিতার কোলে উঠিতে, ক্ষুদ্র বাহুদুটি বিস্তার করিল, যুবক এস বাবা, আজ আমারও ভালবাসা সবটুকু তোমাকে দান করিয়া ফেলি, এই বলিয়া তিনি শিশুকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

যুবতী। "তোমার দান দেখিতেছি, হজরত আবুবকরের দানের চেয়েও বড়। তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া একখানি কম্বল সম্বল রাখিয়াছিলেন; তুমি যে কিছুই রাখিতেছ না?"

যুবক। "তুমিও ত কিছুই রাখ নাই।"

যুবতী। "কে বলিল রাখি নাই? আমার বাকী জেন্দেগীর (১) নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, সমস্ত মজুত রাখিয়া বাড়াটুকু বিলাইতেছি।"

যু। "মজুতের প্রয়োজন?"

যুবতী। "নারীজন্মের কর্ত্তব্যহেতু ও পরলোকের সম্বলার্থে।"

যু। "কর্ত্তব্য কি কিছু বাকী রাখিয়াছ?"

যুবতী। "সমস্তই বাকী, দাসীর ওয়াশীলের ঘর শূন্য। বাকী পর্ব্বত প্রমাণ, অনন্ত কালেও তাহার আদায় অসম্ভব।" যুবতীর চক্ষু ভক্তিপ্রেমে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যুবক খোকাকে কোলে রাখিয়াই ঘর হইতে এক খানি কুরসী টানিয়া আনিয়া যুবতীর সম্মুখে রৌদ্রে বসিলেন, এবং তাহাকে তাহার আসনে বসিতে আদর করিলেন। ইত্যবসরে খোকা পিতার হস্ত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া প্রথমে তাহা লালা সংযোগে আর্দ্রীভূত করিয়া গলাধঃকরণের চেষ্টা করিল, পরে

(১) জীবিতকালের।

সেটি না পছন্দ হওয়ায় মুখ হইতে বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

সতী। "খোকা যে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল দেখিতেছি, ওখানা চিঠি নাকি?

স। "হাঁ, ঐ চিঠীর কথাইত তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।"

সতী। "বলনা?"

স। "বড় খুকীরা মসজিদ মিলাদে (১) আসিবে। কল্য ষ্টীমার ঘাটে পালকী বেহারা রাখিতে বলিয়াছে, ছুটী পাইলে ডেপুটী সাহেবও আসিবেন।"

সতী। "শুনিয়া সুখী হইলাম। এখন সপতি ছোট খুকী আসিলেই আমার আশা পূর্ণ হয়।"

স। "ছোট খুকী বোধ হয় আসিতে পারিবে না। তাহার স্বামী জ্বরে কাতর হইয়া বাড়ী আসিয়াছে।"

সতী। "তিনি না এবার বিএ পরীক্ষা দিবেন? তবে বুঝি পরীক্ষা দেওয়া ঘটে না?"

স। "তাইত বোধ হতেছে।"

সতী। "পরীক্ষা না দিতে পারুন, খোদার ফজলে সত্বর তিনি আরোগ্যলাভ করিলে হয়। যেমন মেয়ে, তেমনি জামাইটি হইয়াছেন; মামুজান বাছিয়া বাছিয়া সৎপাত্রে ভাগ্নী দুটি সম্প্রদান করিয়াছেন। জামাই দুটি যেন সাক্ষাত ফেরেস্তা।"

স। "ননদদের সতীন হতে সাধ যায় নাকি?"

(১) নূতন মসজিদ দেওয়া উপলক্ষে মৌলুদশরিফ।

সতী। "দুই ননদ দুইখানে, যাইয়া সতীন হওয়া কঠিন, বরং তুমি সম্মত হইলে, তাহাদিগকে এখানে আনিয়া সতীন করিয়া লইতে পারি।"

যু। "তুমি এত মুখরা দুষ্ট হইলে কবে ?"

সতী। "এত দুষ্টামির কথা নয়। ঢিলটি ছাড়িলে পাটকেলটি খাইতে হয়।"

যু। "রক্ষা কর, আর পাটকেল টাটকেল ছুড় না। একটু অবজ্ঞার ঢিলা দিয়া জেলের গুতানী খাইয়া আসিয়াছি।"

সতী। থাক্, "তোমার মিলাদের আয়োজন কতদূর ?"

যু। "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে নাকি ?"

সতী। "সে কি কথা ?"

যু। "মিলাদ আমার না তোমার ?"

সতী। "সারি হোক, আয়োজন কত দূর ?"

যু। "এত মিলাদ নয়। রাজসূয় উৎসব, এ উৎসবের বিধি বন্দোবস্ত করা এ ক্ষুদ্র মাথায় কুলাইতেছে না।"

সতী। "মাথা খাটাইয়া ফন্দ করিয়াছ। এখন তদ্দৃষ্টে বন্দোবস্ত করা বেশী কঠিন কি ?"

যু। "এত মওলানা, মৌলবী সাহেবানের আনা নেওয়া দেশ শুদ্ধ লোকের আহারাদির বন্দোবস্ত করা কি সহজ ব্যাপার ?"

সতী। "আমার দাদিমা বলিয়াছেন, দাদা মিঞা মক্কাশরিফ যাইবার পূর্ব্বে এক মন হরিদ্রার আয়োজনে, গরিব ভোজনের মহোৎসব সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এব্যাপারে হদ্দ ১০।১২ সের হরিদ্রা ব্যয় হইবে এরি বন্দোবস্তে অক্ষম হইতেছ ? দাদিমার মুখে আরো শুনিয়াছি,

ইমানের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দয়াময় আল্লাহতায়ালা নিশ্চয় লোকের মোক্‌ছেদ (১) পূরা করিয়া থাকেন। আমিও জানি সংকার্য্যে খোদা সহায়।"

যু। "তোমাদের দাদিনাতিনীর কথা অভ্রান্ত ও শিরোধার্য্য। দয়াময় খোদা এপর্য্যন্ত আমার সব মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তবে সে সব বাসনা ভিন্নরূপ ?"

যুতী। "ভিন্নরূপ কিরূপ ?"

যু। "প্রথমে তোমাকে পাইবার বাসনা। দ্বিতীয় স্বাধীনব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, তৃতীয় তোমার চুল শুকানের নিমিত্ত সোনার আলনা ও চাঁদীর কোরসী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া।"

যুতী। "চাঁদীর কোরসী ত পাই নাই।"

যু। "ফরমাইস্ দিয়াছি।"

যুতী। "কবে পাইব।"

যু। "মিলাদের দিন।"

যুবতী। "চাঁদীর কোরসীর কথায় আমার একটি স্বপ্নের কথা মনে পড়িল।"

যু। "শুনিতে পাই না ?"

যুতী। "যেদিন রূপার কুরসিতে বস্‌ব, সেইদিন বলিব।"

যু। "আমারও একটি কথা স্মরণ হইল।"

যুতী। (অধরে হাসি লইয়া) "বলিবে না ?"

---

(১) মনোবাসনা।

যু। (স্মিতমুখে) "যে দিন তুমি স্বপ্নের কথা বলিবে, সেইদিন আমার কথাও শুনিতে পাইবে।"

এই সময় খোকা পিতার কোলে থাকিয়া মা যাই মা যাই বলিয়া আবদার ধরিল। যুবতী চুল গোছাইয়া পুত্র কোলে লইলেন। যুবক পুত্রকে চুম্বনে পরিতুষ্ট করিয়া আগমনপথে প্রত্যাগমন করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পর পুণ্যবতী আনোয়ারার কামনায় তাহাদের বহির্ব্বাটীতে দশ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এক পরম রমণীয় প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইল, এবং সর্ব্বসাধারণের পানির ক্লেশ নিবারণের জন্য মস্‌জিদ সম্মুখে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হইল। আনোয়ারা গ্রামের মেয়েদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত অন্তঃপুর পার্শ্বে এক সুন্দর অট্টালিকায় বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া স্বয়ং তাহাতে শিক্ষা দিতে লাগিল।

মস্‌জিদ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনোয়ারা সেই পুণ্যকার্য্যের স্মরণার্থে স্বামীর নিকট মিলাদ উৎসবের (১) প্রস্তাব করিয়াছিল, নুরল এস্‌লামও আহ্লাদসহকারে স্ত্রীর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা বোধ হয় তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যুবক যুবতীর কথোপকথন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যথাসময়ে নুরলএস্‌লামের বাড়ীতে মস্‌জিদ মিলাদের ধুম পড়িয়া গেল। সে রাজসূয় উৎসবের বিবরণ লিখিয়া পাঠক পাঠিকাগণকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। তবে আপনারা জানিয়া রাখুন, আনোয়ারা এই ব্যাপারে যে ১০।১২ সের হরিদ্রা ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিল, তাহার স্থলে, অর্দ্ধমণ হরিদ্রা খরচ হইল। মিলাদ উৎসবে নুরলএস্‌লাম ও আনোয়ারার যাবতীয় আত্মীয়স্বজন পরিচিত বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, কেবল স্বামী কাতর থাকা বশতঃ নুরল এস্‌লামের ছোট ভগিনী মজিদা আসিতে পারে নাই। এই উৎসবে পুরুষ মহলে উকিল সাহেব, অন্দর মহলে

(১) হজরত মোহাম্মদের জন্মোৎসব।

হামিদা ব্যাপারের পরিপাটী বন্দোবস্ত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রতনদিয়ারের চতুঃপার্শ্বস্থ দশবার গ্রামের লোক, বেলগাঁও বন্দরের যাবতীয় হিন্দু-মুসলমান, স্বয়ং জুটের ম্যানেজার সাহেব এই মহা মিলাদে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত রবাহূত অনাহূত অগণিত লোক, এই মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই চতুর্ব্বিধ রসপূরিত ভোজ্য তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। দীনহীন কাঙ্গালদিগকে যথাযোগ্য অর্থ ও বস্ত্র দান করা হইল। দানপ্রাপ্ত ভোক্তা হৃষ্ট বিহ্বলচিত্তে দলে দলে, ধন্য আনোয়ারা বিবি, ধন্য দেওয়ান সাহেব রবে প্রতিধ্বনি তুলিয়া রতনদিয়ার মুখরিত করিয়া তুলিল। মলয়ানিল সংযোগে পুষ্পসৌরভের ন্যায় প্রেমশীল দম্পতির পুণ্যকাহিনী দেশ দেশান্তরে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

উপসংহার

মিলাদের দিন আনোয়ারা রজতাসন পাইয়াছে। মিলাদশরিফ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় সে পরদিন স্নানান্তে দ্বিতল বাসগৃহের সেই নির্জ্জন চত্বরে পরমানন্দে সেই রূপার খাটে বসিয়া সোণার আলনায় পূর্ব্ববৎ চুল শুকাইতেছে। এমন সময় নুরল এস্‌লাম তথায় আসিয়া কহিলেন, "রূপার খাটে ত বসিয়াছ, এখন তোমার স্বপ্নের কথাটি শুনা যাক্।" আনোয়ারা সহাস্যে কহিল "যদি নাছোড় হও তবে শুন।" নুরল একখানি আসন টানিয়া লইয়া স্ত্রীর সম্মুখে বসিলেন।

আনোয়ারা বলিতে লাগিল, "অনেক দিনের কথা, ভালরূপে মনে নাই, তবে যাহা মনে আছে, তাহাই বলিতেছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি যেন একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া আছি। নদীর পর পারে নীলাকাশে চাঁদ উঠিয়া ক্রমে যেন আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছি, সহসা অদূরে বুলবুলের প্রাণমাতান সঙ্গীতের ন্যায় এক সুমধুর রব আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। স্থিরচিত্তে শুনিয়া বুঝিলাম, কে যেন অদৃশ্যে থাকিয়া কোরাণ পাঠ করিতেছেন। শেষে সেই স্বরে আবার এক বিশ্ব-প্রেমভরা মনাজাত শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, আমি তৎপূর্ব্বে ওরূপ ভক্তিভাবপূর্ণ মনাজাত ও কোরাণ পাঠ আর কোথাও কখন শুনি নাই। তাই আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

স্ত্রীর স্বপ্নের কথা শুনিয়া নৌকার সেই কোরাণপাঠ ও মনাজাতের কথা নুরলএস্‌লামের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি সাহাস্যে কহিলেন, "কোরাণপাঠ ও মনাজাত নত সুন্দর না হউক তোমার বর্ণনাটি কিন্তু পরম সুন্দর। উহা লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।"

"তুমি যদি ঠাট্টা কর তবে স্বপ্নের কথা আর বলিব না।"

নুর। "না, না, ঠাট্টা নয়, সত্য কথাই বলিয়াছি।" নুরল প্রশান্ত মুখে এই কথা বলিলেন। আনোয়ারা তখন বলিতে লাগিল কিয়ৎকাল পর আবার স্বপ্নাবেশেই দেখিলাম, একজন সুন্দর যুবক করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জিত হইয়া উঠিয়া যেন পলায়ন করিলাম। অল্পকাল পরে দেখিলাম, কে যেন আমার হাত পা বাঁধিয়া দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছেন। এই সময় আবার আকাশের গায়ে মেঘ সাজিল, ঝড় তুফানে ক্রমে প্রলয়কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। মেঘের গর্জ্জনে বিজুলীর চমকে জীবজন্তু সব অস্থির হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্র দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আবার সব থামিয়া গেল।

শেষে দেখিলাম, এই ;—এই বলিয়া আনোয়ারা থামিয়া গেল।

নুর। "এই কি ?

আনো। (ভ্রুকুটী সহকারে) আরও ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে ?

নুর। "এমন স্বপ্ন কি আর ইসারা করিয়া বলিলে চলে ?

আনো। "আমি দোমহলা দালানে রূপার খাটে বসিয়া সোণার আলনায় চুল শুকাইতেছি। আর পূর্ব্বে যে যুবককে দেখিয়া লজ্জায় পলাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে যেন কি বলিতেছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিতেই আনোয়ারার রক্তিমাভ মুখমণ্ডলে তাহার সুখ তরঙ্গায়িত হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। নুরল‌এস্‌লাম পুনরায় হাসিয়া কহিলেন. "যুবক তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?" আনোয়ারা বিলোল-কটাক্ষে কহিল, "অতদিনের কথা, মনে নাই।"

নুরল। "আমি বলিতে পারি।"

আনো। "বল দেখি?"

নুরল। "যুবক বলিয়াছিলেন,—

"প্রেমময়ী প্রেমের ছলে,
রেখো দাসে চরণ তলে।"

আনোয়ারা আসন হইতে উঠিয়া নুরল‌এস্‌লামের মুখ চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, অমন মনগড়া কথা বলিলে আমি আর তোমাকে কোন কথাই বলিব না।" নুরল স্ত্রীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমি আর কিছু বলিব না। তোমার মনগড়া সুন্দর স্বপ্নের কথাই শুনা যাউক।"

আনো। "আমার মাথার কসম, মনগড়া কথা নয়, এমন সফল স্বপ্ন কেহ কখন দেখে না। সেইদিন রূপার খাটের কথায়, স্বপ্নের কথা মনে হওয়ায়, খেয়াল করিয়া দেখিয়াছি, স্বপ্ন আমার ষোল আনা রকমে ফলিয়াছে।"

নুর। "এত বড় স্বপ্নের কথা এতদিন আমাকে বল নাই কেন?"

আ। "তোমার ঐ কদম শরিফের (১) গুণে উহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

(১) শ্রীচরণের।

নূর। (হাসিয়া) আমি ত তোমার স্বপ্ন সফলতার কিছুই দেখিতেছি না।

আনো। "আরও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব?"

নূরল। "তাহাই হোক্।"

আনো। "তবে শুন। যে রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার পরদিন ভোর বেলাতেই খিড়কীর দ্বারে ওজু করিতে গিয়া সত্যই নৌকার উপর কোরাণপাঠ ও মনাজাত শুনিলাম, তারপর দেখিলাম, সত্যই সেই স্বপ্নদৃষ্ট দুষ্ট যুবক পেটকাটা ছৈয়ের দাঁড়াইয়া বেগানা (২) কুলবালার দিকে হা করিয়া তাকাইয়া আছে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা স্বামীর মুখের-দিকে চাহিয়া মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল।

নূরল এস্‌লাম মৃদুহাস্যে কহিলেন, তারপর?

আনো। "কিছুদিন পর বাবাজান দুর্গন্ধকূপে নিক্ষেপের ন্যায় নীচবংশে আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, বিবাহের লগ্নদিনে সত্যই ঝড় তুফান হইল, বাজ পড়িয়া আমাদের গোশালায় আগুন লাগিল। স্বপ্নের শেষ ফল এই দেখ রূপার খাটে বসিয়া সোণার আলনায় চুল শুকাইতেছি আর সেই দু—।

নূরল। (হাসিয়া) "আচ্ছা, নৌকার উপর সেই দুষ্ট যুবককে দেখিয়া সেই সাধ্বী কুলবালার মনে কিছু উদয় হইয়াছিল না?"

আনো। (স্মিতমুখে) "কি আর মনে হইবে? দেখিয়া তাজ্জব হইয়াছিল।"

নূরল। "আর কিছু নয়?" আনোয়ারা ফাঁফরে পড়িয়া স্বামীর মুখে প্রেম-তীব্র কটাক্ষ হানিল।

---

(২) পর।

নুরল। "সত্য কথা না বলিলে ছাড়িব না। মেয়েলোকে পুরুষের দোষই বেশী দেখে।" আনোয়ারা চুল গোছাইয়া পলায়নে উদ্যত হইল। নুরল ধাঁ করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

আনো। "ছাড়, সই আড়ি পাতিয়া দেখিবে।"

নুরল। "তিনি ওজিফা পড়িতেছেন।"

আনো। "খোকা আসিবে।"

নুরল। "সে মরিয়মকে (উকিল সাহেবের কন্যার নাম) সঙ্গে করিয়া বাগানে খেলা করিতেছে।"

আনো। "উভয়ের ভাব দেখিয়া সই আমাকে এক কথা বলিয়াছে।"

নুরল। "একথা সেকথা থা'ক্ মনের কথাটি আগে হোক্।"

আনো। "আচ্ছা, চোখে দেখা আর মনে ভাবা কি এক?"

নুর। "সে বিচার পরে হইবে।"

আনো। "তুমিও ত বলিয়াছিলে, আমার একটি কথা স্মরণ হইতেছে।"

নুরল। "তাই আগে শুনিতে চাও?"

আনো। "হাঁ।"

নুরল। তুমি ফিরণীতে মধুপুরে গিয়া একমাস নফল রোজা করিয়াছিলে কেন?"

আনোয়ারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নুরল। "হাসিতেছ কেন?

আনো। "তুমি নজুম (১) হইলে কবে?"

(১) গণক।

নুরল। "নজ্জুম হইলাম কেমন করিয়া ?"

আনো। "পেটের কথা টানিয়া বাহির করিতে জান।"

নুরল। "কোন কথা ?"

আ। "যে কথা এতক্ষণ চাপা দিয়া আসিতেছিলাম, তোমার প্রশ্নের উত্তরেই তাহা বলিতে হইতেছে।"

নুরল। "বেশ, তবে বল।"

আ। আচ্ছা, তবে শুন। "সেই প্রথম

উপর দেখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ

ছিলাম,—মা তোমা